বিষয় ভিত্তিক

কারামাতে আউলিয়া

www.ahlesunnahbd.com

হাফেজ মুহাম্মদ ওসমান গণি

আরবি প্রভাষক
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া
ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৮১৭-২৩২৩৬৪

দেওয়ান নুরুর আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্পাদিত, আমাদের সুফিয়ায়ে কিরাম, পৃ. ৩৯৯

আবুল হাসান শাতনূফী (র.), (৭৩৩ হি.), বাহজাতুল আসরার, উর্দু, পৃ. ৪০২

আবুল হাসান শাতনূফী (র.), (৭৩৩ হি.), বাহজাতুল আসরার, উর্দু, পৃ. ৪১৮

আবুল

www.ahlesunnahbd.com

বিষয় ভিত্তিক কারামাতে আউলিয়া

হাফেজ মুহাম্মদ ওসমান গণি

প্রকাশক : আলহাজ্ব রশিদ আহমদ

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশকাল : জানুয়ারী ২০১২ খৃষ্টাব্দ
দ্বিতীয় প্রকাশকাল ও প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী ২০১২ খৃষ্টাব্দ
চিশ্‌তি প্রকাশনী, বালুচরা, বায়েজীদ, চট্টগ্রাম।
কম্পোজ : এট্যাচ এ্যাড
মূল্য : (১৬০/-) একশত ষাট টাকা মাত্র

BISHOY BHITTIK KARAMAT-E AWLIA
Writer : Hafez Mohammad Osman Gani
Published by Chishty Prokashoni, Baluchara, Bayzid
Chittagong, Bangladesh. Price: 160/- only, US$ 5

sahihaqeedah.com

Sunni-Encyclopedia.
blogspot.com

www.ahlesunnahbd.com

উৎসর্গ

আমার জান্নাতবাসী পিতা-মাতা
যথাক্রমে-মরহুম আহমদ জরিফ
মরহুমা আলহাজ্বাহ্ আনোয়ারা বেগম
ও
প্রকাশকের জান্নাতবাসী পিতা
মরহুম তোফায়েল আহমদ

প্রকাশকের কথা

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা খাতামিন নাবিয়্যীন, ওয়া আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাঈন।

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তিরোধানের পর কিয়ামত পর্যন্ত হক্কানী-রাব্বানী আউলিয়ায়ে কেরামগণই তাঁর প্রতিনিধিত্ব করবেন। তাঁরা নিজেদের সুনিপুণ আদর্শ ও চারিত্রিকমাধুর্য্য দিয়ে প্রয়োজনে খোদা প্রদত্ত আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বলে কারামাত প্রকাশ করে দিশেহারা মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দেন। এঁরা পরকালে পাড়ি দিলেও তাঁদের নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ জীবনী গ্রন্থসমূহ পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তাঁদেরকে জীবন্ত করে রেখেছে। আজো তাঁদের জীবনী গ্রন্থসমূহ পাঠ করে সঠিক পথের সন্ধান পাচ্ছে পথভ্রষ্ট অনেক মানুষ। বিশেষত তাঁদের জীবনে প্রকাশিত অসাধারণ কারামাতসমূহ পাঠককে আল্লাহর প্রতি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র প্রতি, আউলিয়ায়ে কেরামের প্রতি সর্বোপরি দ্বীনি ইসলামের প্রতি করছে আস্থাভাজন ও শ্রদ্ধাশীল।

বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক বন্ধুবর মাওলানা ওসমান গণি আউলিয়ায়ে কেরামের নির্ভরযোগ্য জীবনীগ্রন্থ থেকে কারামাত সমূহকে সংকলন করে "বিষয় ভিত্তিক কারামাতে আউলিয়া" নামে একখানা অতীব গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। এ ধরণের মূল্যবান গ্রন্থের প্রতি পাঠকের চাহিদা অনুভব করে গ্রন্থখানি প্রকাশের প্রয়াস পেয়েছি। গ্রন্থখানি প্রকাশ করতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করেছি। লেখকসহ যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বইটি পাঠকের হাতে পৌঁছল আমি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

প্রথম প্রকাশের সাথে সাথে কপি শেষ হওয়ায় সংশোধনসহ এক মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বার প্রকাশ করা হল। বইটি বিজ্ঞ পাঠকমহলে অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে জেনে মহান আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

আলহাজ্ব রশিদ আহমদ

www.ahlesunnahbd.com

সূচীপত্র

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	পানির উপর চলা	
০১.	হযরত আলা ইবনে হাদ্বরামী (র.) (১৪ হি.)	২৩
০২.	হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াককাস (র.) (১৪ হি.)	২৩
০৩.	হযরত আবু মুসলিম খাওলানী (র.) (৬২ হি.)	২৩
০৪.	হযরত হাসান বসরী (র.) (১১০ হি.) ও হাবীবে আজমী (র.)	২৪
০৫.	হযরত ইমাম শাফী (র.)	২৪
০৬.	হযরত বিশর হাফী (র.)	২৫
০৭.	হযরত জুনাইদ বাগদাদী (র.) (২৯৭ হি.)	২৫
০৮.	হযরত ওসমান হারুনী (৬১৭ হি.) ও মঈন উদ্দিন চিশতি (র.) (৬৩২ হি.)	২৫
০৯.	হযরত কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (৬৩৩ হি.) ও হামিদ উদ্দিন নাগুরী (র.) (৬৭৭ হি.)	২৬
১০.	শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.) (৬৭০ হি.)	২৬
১১.	শাহ বু'আলী কলন্দর ও শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.) (৬৭০ হি.)	২৭
১২.	খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দি (র.) (৭৯১ হি.)	২৮
১৩.	জনৈক দরবেশ	২৮
১৪.	শেখ আবদুর রহিম ও শেখ আবদুর রাজ্জাক (র.)	২৯
১৫.	হযরত শাহ মখদূম (র.) (৭৩১ হি.)	২৯
১৬.	হযরত বদর শাহ (র.)	৩০
১৭.	হযরত শাহ জালাল (র.) (৭৪৬ হি.)	৩০
১৮.	হযরত শাহ চান্দ আউলিয়া (র.)	৩১
১৯.	হযরত শাহ আমানত (র.)	৩১
২০.	আল্লাহর এক অলী	৩২
২১.	খলীফা আবুল কাসেম আকরাবাদী (র.)	৩৩
	আগুনে দগ্ধ না হওয়া	
০১.	হযরত যুআইব (র.)	৩৪
০২.	হযরত আবু মুসলিম খাওলানী (র.) (৬২ হি.)	৩৪
০৩.	হযরত হাসান বসরী (র.) (১১০ হি.)	৩৪
০৪.	হযরত ওসমান হারুনী (র.) (৬১৭ হি.)	৩৫

www.ahlesunnahbd.com

০৫. হযরত খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্‌তি (র.) (৬৩২ হি.) ৩৬
০৬. হযরত মাসূম (র.) ৩৭
০৭. হযরত আহমদ ইবনে হারাব (র.) ৩৮
০৮. হযরত শামশুদ্দিন পানিপথী (র.) ৩৮
০৯. হযরত মীর কুতুব শাহ (র.) ৩৯
১০. শেখে আকবর হযরত মুহিউদ্দিন ইবনে আরবী (র.) (৬৩৮ হি.) ৩৯
১১. হযরত তালেব (র.) ৪০

ভাগ্য পরিবর্তন

০১. হযরত মনছুর হেল্লাজ (র.) ৪১
০২. হযরত কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.) (৬৩৩ হি.) ৪১
০৩. হযরত শাহ বুআলী কলন্দর (র.) ৪২
০৪. হযরত যাকারিয়া মুলতানী (র.) (৬৬৫ হি.) ৪২
০৫. হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র.) (১০৩৫ হি.) ৪৩
০৬. হযরত শেখ সেলিম চিশ্‌তি (র.) ৪৩

মুছিবতে সাহায্য করা

০১. হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (র.) (২৬২ হি.) ৪৪
০২. হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তস্‌তরী (র.) ৪৪
০৩. হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি.) ৪৫
৪-৫. হযরত যাকারিয়া মুলতানী (র.) (৬৬৫ হি.) ৪৬
০৬. হযরত মুহাম্মদ বিন ইউসুফ বলদুকী (র.) ৪৭
০৭. হযরত বদ্‌র শাহ (র.) ৪৭
০৮. হযরত আমীর খান লোহানী (র.) ৪৭
০৯. হযরত আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (র.) (১৩২৩ হি.) ৪৮
১০. আল্লামা তৈয়্যব শাহ (র.) (১৪১৩ হি.) ৪৯
১১. জনৈক বুজুর্গ ব্যক্তি ৪৯

মৃতকে জীবিত করা

১.২. হযরত ইমাম জাফর সাদেক (র.) (১৪৮ হি.) ৫০
০৩. হযরত রাবেয়া বসরী (র.) (জন্ম ৯৫ হি.) ৫০
০৪. হযরত মনছুর হেল্লাজ (র.) ৫১
৫-৯. হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি.) ৫১
১০. শেখ আলী ইবনে হাইতি (র.) (৫৬৪ হি.) ৫৩

www.almodinahbd.com

১১-১২. হযরত সৈয়্যদ আহমদ কবীর রেফাঈ (র.) (৫৭৮ হি.) ৫৩
১৩. হযরত রোকন উদ্দিন (র.) ৫৫
১৪. হযরত খাজা মঈন উদ্দিন চিশতি (র.) (৬৩২ হি.) ৫৫
১৫. হযরত কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.) (৬৩৩ হি.) ৫৬
১৬. খাজা বাহাউদ্দিন নকশ্‌বন্দি (র.) (৭৯১ হি.) ৫৬
১৭. হযরত জালাল উদ্দিন মখদুম জাঁহানিয়া (র.) (৭৮১ হি.) ৫৬
১৮. হযরত আশরাফ জাঁহাগীরী সিমনানী (র.) (৮০৮ হি.) ৫৭
১৯. হযরত আবু আমর ওসমান বাতায়েহী (র.) ৫৭
২০. হযরত মীরা বেগ (র.) ৫৮
২১. হযরত শাহ মখদুম (র.) (৭৩১ হি.) ৫৮
২২. শেখ আবুর রেদ্বা (র.) ৫৮
২৩. জনৈক অলী ৫৯
২৪. আলা হযরত আহমদ রেযা খান (র.), (১৩৪০ হি.) ৫৯
২৫. হযরত জিন্দা পীর (র.) ৬০
২৬. হযরত আবদুল্লাহ কুরাইশী (র.) ৬০
২৭. হযরত আবুল হাসান নূরী (র.) ৬০
২৮. শেখ আবু বকর ইবনে হাওয়ার ৬০
২৯. শেখ আবু মুহাম্মদ শাবকানী (র.) ৬১

কবরে অক্ষত থাকা

০১. হযরত আবদুল্লাহ (রা.) ৬২
০২. হযরত হুযাইফা ও হযরত জাবের (রা.) ৬২
০৩. হযরত সালেম (রা.) ৬৩
০৪. হযরত শরফুদ্দিন ইয়াহিয়া মানয়ারী (র.) (৮৭০ হি.) ৬৪
০৫. হযরত মুহাম্মদ ইবনে সোলাইমান জযূলী (র.) ৮৭০ হি. ৬৪
০৬. জনৈক অলী ৬৫
০৭. হযরত রাহাতুল্লাহ শাহ (র.) (১৩৭৫ হি.) ৬৫
০৮. হযরত মুহাদ্দিস আবদুল হামিদ (র.) (২০০5 খৃ.) ৬৬

রিয়াজত (কঠোর সাধনা)

০১. হযরত আবু হানিফা (র.) (১৫০ হি.) ৬৭
২.৩. হযরত শরফুদ্দিন বুআলী কলন্দর (র.) ৬৭
০৪. হযরত শাহ জালাল (র.) (৭৪৬ হি.) ৬৮
০৫. হযরত শেখ আহমদ মাশুক (র.) ৬৯

www.ahlesunnahbd.com

০৬. হযরত আবু তুরাব বখশী (র.) ৭০

জড় পদার্থের আনুগত্য

১-৩. হযরত ওমর (রা.) (২৩ হি.) ৭১
০৪. হযরত আলী (রা.) (৪০ হি.) ৭১
০৫. হযরত আবুদ দারদা (রা.) (৩২ হি.) ৭২
০৬. হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) (৪৩ হি.) ৭২
০৭. হযরত তামীম দারী (রা.) ৭৩
০৮. হযরত আব্বাদ ইবনে বিশর ও হযরত উসাইদ ইবনে হুদাইর (রা.) ৭৩
০৯. হযরত যায়েদ ইবনে আবি আবস (রা.)'র পিতা ৭৩
১০. হযরত জয়নুল আবেদীন (র.) ৭৪
১১. হযরত ইমাম জাফর সাদেক (র.) (১৪৮ হি.) ৭৪
১২. হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (২৬২ হি.) ও রাবেয়া বসরী (র.) ৭৫
১৩. হযরত মুহাম্মদ মুবারক ও ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (র.) (২৬২ হি.) ৭৫
১৪. হযরত মওদুদ চিশ্‌তি (র.) (৫২৭ হি.) ৭৬
১৫. হযরত যুননূন মিশরী (র.) ৭৬
১৬. হযরত আইয়ুব সাখতিয়ানী (র.) ৭৬
১৭. হযরত আমর ইবনে ওতবা (র.) ৭৭
১৮. হযরত মাতরাফ ইবনে আবদুল্লাহ (র.) ৭৭
১৯. হযরত আবু সাঈদ রায়ী (র.) ৭৮
২০-২২. হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি.) ৭৮
২৩. হযরত মঈন উদ্দিন চিশ্‌তি (র.) (৬৩২ হি.) ৭৯
২৪. হযরত শেখ আহমদ মজদ (র.) ৮০
২৫. হযরত যাকারিয়া মুলতানী (র.) (৬৬৫ হি.) ৮০
২৬. হযরত আবুল হাসান খারকানী (র.) (৪৩৫ হি.) ৮১
২৭. হযরত ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.) (৬৭০ হি.) ৮১
২৮. হযরত শাহ জালাল (র.) (৭৪৬ হি.) ৮২
২৯. হযরত মুহাম্মদ শারবীনি (র.) (৯২৭ হি.) ৮২
৩০. হযরত আবদুল্লাহ খফীফ (র.) ৮২
৩১. হযরত নিয়ামতুল্লাহ বুতশিকন (র.) ৮৩
৩২. হযরত মুহাম্মদ সোলায়মান জযূলী (র.) (৮৭০ হি.) ৮৩
৩৩. হযরত সৈয়দ আহমদ সিরিকোটি (র.) (১৩৮০ হি.) ৮৪
৩৪. হযরত জিয়াউল হক মাইজভান্ডারী (র.) (১৯৮৮ খৃ.) ৮৫

www.ahlesunnatbd.com

অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান

০১. হযরত আবু বকর সিদ্দিক (র.) (১৩ হি.) ৮৬
০২. হযরত ইমাম জাফর সাদেক (র.) (১৪৮ হি.) ৮৬
০৩. হযরত মুছা কাজেম (র.) (১৮৬ হি.) ৮৬
০৪. হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুছা (র.) (২১০ হি.) ৮৭
০৫. হযরত ইমাম আলী আসকারী (র.) (১৫০ হি.) ৮৭
০৬-৭. হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.) (২৬১ হি.) ৮৭
০৮. হযরত জুনাইদ বাগদাদী (র.) (২৯৭ হি.) ৮৮
০৯. বাগদাদের জনৈক গাউস ৮৮
১০-১৪. হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি.) ৯০
১৫. হযরত তাজ সম্বলী (র.) ৯১
১৬-১৮. খাজা মঈন উদ্দিন চিশতি (র.) (৬৩২ হি.) ৯২
১৯. শেখ মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর কাওয়াম (র.) (৬৫৮ হি.) ৯৩
২০. শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.) (৬৭০ হি.) ৯৩
২১. হযরত যাকারিয়া মুলতানী (র.) (৬৬৫ হি.) ৯৪
২২. হযরত মুহাম্মদ বিন আবি কবীর হুকমী ইয়েমনী (র.) (৬১৭ হি.) ৯৪
২৩-২৪. হযরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দি (র.) (৭৯১ হি.) ৯৫
২৫. হযরত মুহাম্মদ পরসা ও ইমাম জযরী (র.) ৯৬
২৬. হযরত শরফুদ্দিন ইয়াহিয়া মানয়ারী (র.) (৭৮২ হি.) ৯৭
২৭. হযরত মুহাম্মদ শারবীনি (র.) (৯২৭ হি.) ৯৭
২৮. হযরত তকী উদ্দিন ইবনে দকীকুল ঈদ (র.) ৯৭
২৯. হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) (১১৭৬ হি.) ৯৮
৩০. শেখ মুকারেম (র.) ৯৮
৩১. হযরত শাহ চান্দ আউলিয়া (র.) ১০০
৩২. হযরত আখনু শাহ (র.) ১০০
৩৩. হযরত আবদুর রহমান চৌহরভী (র.) (১৩৪২ হি.) ১০১
৩৪. সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (র.) (১৪১৩ হি.) ১০১
৩৫. হযরত বিসমিল্লাহ শাহ (র.) (১৯৭৬ খৃ.) ১০২

একই সময়ে একাধিক স্থানে অবস্থান

০১. হযরত হাসান বসরী (র.) (১১০ হি.) ১০৩
০২. হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.) (২৬১ হি.) ১০৩

www.almadinahbd.com

০৩. হযরত আবুল হাসান খারকানী (র.) (৪৩৫ হি.) ১০৪
০৪. হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি.) ১০৪
৫-৬. খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্‌তি (র.) (৬৩২ হি.) ১০৫
০৭. হযরত শেখ জালাল উদ্দিন (র.) ১০৬
০৮. হযরত মুহাম্মদ শারবীনি (র.) (৯২৭ হি.) ১০৬
৯. হযরত আজিজুল হক শেরে বাংলা (র.) (১৩৮৯ হি.) ১০৭

মুহূর্তে বহুদূরে যাওয়া আসা

০১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রা.) (১৮১ হি.) ১০৮
০২. হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.) (২৬১ হি.) ১০৮
০৩. হযরত মঈন উদ্দিন চিশ্‌তি (র.) (৬৩২ হি.) ও হামিদ উদ্দিন নাগুরী (র.) ১০৯
০৪. হযরত বিশর হাফী (র.) ১০৯
০৫. হযরত হামিদ উদ্দিন নাগুরী (র.) (৬৭৭ হি.) ১১০
০৬. হযরত নিযাম উদ্দিন আউলিয়া (র.) (৭২৫ হি.) ১১১
০৭. হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবুল হাসান বকরী (র.) (৯৯৪ হি.) ১১১

মৃত্যুর পরে কথা বলা

০১. হযরত হামযা (রা.) (৩ হি.) ১১৩
০২. হযরত সাবেত বিন কায়েস (রা.) (১২ হি.) ১১৩
০৩. হযরত যায়েদ ইবনে খারেজাহ (রা.) ১১৩
০৪. হযরত খারেজাহ ইবনে যায়েদ (রা.) ১১৪
০৫. হযরত আবু আবদুল্লাহ (র.)'র পিতা ১১৪
০৬. হযরত রিবীঈ ইবনে হেরাশ (রা.) এর ভাই ১১৫
৭-৮. হযরত রবীঈ ইবনে হেরাশ (রা.) (১০১ হি.) ১১৫
০৯. হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তসতরী (র.) ১১৬
১০. জনৈক ব্যক্তির শহীদ সন্তান ১১৬
১১. জনৈক শহীদ ১১৭
১২. হযরত মাজেশুন (র.) ১১৭
১৩. মদীনার জনৈক ব্যক্তি ১১৮
১৪. হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) (২৪১ হি.) ১১৮
১৫. খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্‌তি (র.) (৬৩২ হি.) ১১৮
১৬. হযরত শাহ কিরদীয (র.) ১১৯
১৭. জনৈক মুসাফির যুবক ১১৯
১৮. জনৈক মুরীদ ১১৯

www.ahlesunnahbd.com

১৯. জনৈক মুরীদ ১২০
২০. আটজন বন্দী ১২০
২১. সিরিয়াবাসী তিন ভাই ১২১
২২. হযরত কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.) (৬৩৩ হি.) ১২২
২৩. হযরত সরমদ (র.) ১২২
২৪. হযরত পীরে কাঙ্গাল (র.) ১২৩
২৫. হযরত আজিজুল হক শেরে বাংলা (র.) (১৩৮৯ হি.) ১২৩

অল্পতে বরকত হওয়া

০১. হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) (১৩ হি.) ১২৬
০২. হযরত আবুল হাসান খারকানী (র.) (৪৩৫ হি.) ১২৬
০৩. দাতা গঞ্জে বখশ লাহোরী (র.) (৪৬৫ হি.) ১২৭
০৪. হযরত কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.) (৬৩৩ হি.) ১২৭
০৫. হযরত শাহ জালাল (র.) (৭৪৬ হি.) ১২৮

দূর থেকে সাহায্য করা

০১. হযরত ওমর (রা.) (২৩ হি.) ১২৯
০২. হযরত আবু কুরযাফা (রা.) ১২৯
০৩. হযরত আবুল হাসান খারকানী (র.) (৪৩৫ হি.) ১২৯
০৪. হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি.) ১৩০
০৫. শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শকর (র.) (৬৭০ হি.) ১৩০
০৬. হযরত শামশুদ্দিন হানফী (র.) ১৩১
০৭. হযরত মাখদুম আশরফ জাঁহাগীরী (র.) (৮০৮ হি.) ১৩১
০৮. হযরত মাসুম (র.) ১৩২
০৯. হযরত আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (র.) (১৩২৩ হি.) ১৩২
১০. হযরত আহসান উল্লাহ (র.) ১৩৩
১১. হযরত সৈয়্যদ আহমদ সিরিকোটি (র.) (১৩৮০ হি.) ১৩৪

বিষপানে ক্ষতি না হওয়া

০১. হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) (২১ হি.) ১৩৫
০২. হযরত আবুদ দারদা (রা.) (৩২ হি.) ১৩৫
০৩. হযরত আবু মুসলিম খাওলানী (র.) (৬২ হি.) ১৩৬
০৪. হযরত শাহ জালাল (র.) (৭৪৬ হি.) ১৩৬
০৫. হযরত শাহ সুলতান রুমী (র.) ১৩৬
০৬. হযরত শাহ বরকতুল্লাহ (র.) ১৩৭

www.ahlesunnahbd.com

যেমন বলা তেমন হওয়া

১-২. শেখ আদী ইবনে মুসাফির (র.) (৫৫৫ হি.)	১৩৮
০৩. হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি.)	১৩৮
৪-৭. খাজা মঈন উদ্দিন চিশতি (র.) (৬৩২ হি.)	১৩৯
০৮. হযরত যাকারিয়া মুলতানী (র.) (৬৬৫ হি.)	১৪২
৯-১০. শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.) (৬৭০ হি.)	১৪২
১১. হযরত নিযাম উদ্দিন আউলিয়া (র.) (৭২৫ হি.)	১৪৩
১২. হযরত শাহ মখদুম (র.) (৭৩১ হি.)	১৪৪
১৩. জনৈক ক্ষুধার্ত গ্রাম্য ব্যক্তি	১৪৪
১৪. হযরত মুহাম্মদ ইবনে হাসসান (র.)	১৪৫
১৫. হযরত বদর শাহ (র.)	১৪৫
১৬. হযরত শাহ সায়্যিদুল আরেফীন (র.)	১৪৬
১৭. খাজা হাসান আবুল খায়ের (র.)	১৪৬
১৮. হযরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দি (র.,) (৭৯১ হি.)	১৪৭
১৯. হযরত মালেক ইবনে দীনার (র.)	১৪৭
২০. হযরত মনছুর হেল্লাজ (র.)	১৪৮
২১. হযরত মাসুম (র.)	১৪৯
২২-২৩. আলা হযরত আহমদ রেযা (র.) (১৩৪০ হি.)	১৪৯
২৪. হযরত আজিজুল হক শেরে বাংলা (র.) (১৩৮৯ হি.)	১৫০
২৫. হযরত আহসান উল্লাহ (র.)	১৫১

গায়েবী রিযিক দান

১-২. হযরত মনছুর হেল্লাজ (র.)	১৫২
০৩. শেখ মাজেদ কিরদী (র.) (৫৬৪ হি)	১৫৩
০৪. হযরত খাজা ওসমান হারুনী (র.) (৬১৭ হি.)	১৫৩
০৫. হযরত খাজা কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.) (৬৩৩ হি.)	১৫৪
০৬. হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.) (৭৭০ হি.)	১৫৫
০৭. হযরত খাজা বাহা উদ্দিন নকশবন্দি (র.) (৭৯১ হি.)	১৫৫

একই পাত্রে ভিন্ন বস্তু

০১. হযরত শেখ মাজেদ কিরদীর (র.) পিতা	১৫৬
০২. হযরত শেখ মাজেদ কিরদী (র.) (৫৬৪ হি.)	১৫৭
০৩. হযরত আবুর রবী (র.)	১৫৭

www.ahlesunnahbd.com

দূর বস্তু দৃশ্যমান হওয়া

০১. হযরত আবুল হাসান খারকানী (র.) (৪৩৫ হি.) ১৫৯
০২. হযরত দাতা গঞ্জে বখশ লাহোরী (র.) (৪৬৫ হি.) ১৫৯
০৩. হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.,) (৫৬১ হি.) ১৫৯
০৪. হযরত ওসমান হারুনী (র.) (৬১৭ হি.) ১৬০
০৫. খাজা মঈন উদ্দিন চিশতি (র.) (৬৩২ হি.) ১৬০
৬-৮. হযরত যাকারিয়া মুলতানী (র.) (৬৬৫ হি.) ১৬০
০৯. হযরত মুহিউদ্দিন ইবনে আরবী (র.) (৬৩৮ হি.) ১৬১
১০. শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.) (৬৭০ হি.) ১৬২
১১. হযরত শেখ হাইয়্যাত (র.) ১৬২
১২. হযরত শাহ্ আমানত (র) ১৬২
১৩. আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (র.) (১৩৪০ হি.) ১৬৩

মনের কথা জানা

০১. হযরত হোসাইন ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ (র.) ১৬৪
০২. হযরত মুছা কাজেম (র.) (১৮৭ হি.) ১৬৪
৩-৫. হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি.) ১৬৬
০৬. খাজা মঈন উদ্দিন চিশতি (র.) (৬৩২ হি.) ১৬৭
০৭. হযরত জালাল উদ্দিন তিবরিযি (র.) (৭৪০ হি.) ১৬৮
০৮. হযরত হামেদ গাজ্জালী (র.) ১৬৮
০৯. হযরত শাহ আমানত (র.) ১৬৯

দোয়া কবুল হওয়া

১-২. হযরত আলী (রা.) (৪০ হি.) ১৭১
০৩. হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) (২১ হি.) ১৭১
০৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) (৬৮ হি.) ১৭২
০৫. হযরত আনাস (রা.) (৯১ হি.) ১৭২
০৬. হযরত হাসান (রা.) (৪৯ হি.) ১৭৩
০৭. হযরত জাফর সাদেক (র.) (১৪৮ হি.) ১৭৩
০৮. হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির (র.) ১৭৩
০৯. জনৈক অন্ধ মহিলা সাহাবী ১৭৪
১০. জনৈক দরবেশ ১৭৪
১১. হযরত ওয়ায়েস করণী (র.) ১৭৫
১২. হযরত মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র) (২৫৬ হি.) ১৭৬
১৩. হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.) (২৬১ হি.) ১৭৭

www.ahlesunnahbd.com

১৪. হযরত মনছুর হেল্লাজ (র.) ১৭৭
১৫. হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তসতরী (র.) ১৭৮
১৬-১৭. হযরত মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি.) ১৭৯
১৮. হযরত হাসান বসরী ও হাবীবে আজমী (র.) ১৭৯
১৯. হযরত ওসমান হারুনী (র.) (৬১৭ হি.) ১৮০
২০. হযরত খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্‌তি (র.) (৬৩২ হি.) ১৮১
২১. হযরত কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.) (৬৩৩ হি.) ১৮২
২২. শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.)'র আম্মাজান ১৮২
২৩. হযরত আবুল গায়াস (রা.) ১৮২
২৪. হযরত নিযাম উদ্দিন আবুল মুযাইয়্যাদ (র.) ১৮৩
২৫. হযরত মুহাম্মদ মাসুম (র.) ১৮৩
২৬. হযরত আহমদ হাযরুভীয়্যাহ (র.) ১৮৩
২৭. হযরত আবু মুহাম্মদ শাবকানী (র.) ১৮৪
২৮. হযরত মনছুর (র.) ১৮৪
২৯. হযরত যাকারিয়া মুলতানী (র.) (৬৬৫ হি.) ১৮৫
৩০. আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী (র.) (৮৫২ হি.) ১৮৫
৩১. হযরত আসেম ইবনে আবিন নজুদ (র.) ১৮৫
৩২. হযরত শাবল মারওয়াযী (র.) ১৮৬
৩৩. হযরত শাহ কামাল (র.) ১৮৬
৩৪. জনৈক মহিলা ১৮৭
৩৫. হযরত ইব্রাহীম খাওয়াস (র.) ১৮৮
৩৬. আল্লামা গাজী আজিজুল হক শেরে বাংলা (র.) (১৩৮৯ হি.) ১৮৯

বস্তুর পরিবর্তন

০১. হযরত হাসান বসরী (র.) (১১০ হি.) ১৯০
০২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.) (১৮১ হি.) ১৯০
৩.৪. হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (র.) (২৬২ হি.) ১৯০
০৫. এক গ্রাম্য ব্যক্তি ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) (২৪১ হি.) ১৯১
০৬. হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তসতরী (র.) ১৯১
০৭. হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি.) ১৯২
০৮. হযরত ওসমান হারুনী (র.) (৬১৭ হি.) ও মঈন উদ্দিন চিশতি (র.) (৬৩২ হি.) ১৯২
০৯. হযরত মঈন উদ্দিন চিশতি (র.) (৬৩২ হি.) ১৯৩
১০-১২. হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.) (৬৭০ হি.) ১৯৩
১৩. হযরত যাকারিয়া মুলতানী ও জালাল উদ্দিন তিবরিযি (র.) (৭৪০ হি.) ১৯৪
১৪. মুহাম্মদ মখদুম আশরাফ জাঁহাগীর সিমনানী (র.) (৮০৮ হি.) ১৯৫
১৫. হযরত রাবেয়া ও শায়বান (র.) ১৯৬
১৬. হযরত মুহাম্মদ ইবনে আসলাম তুসী (র.) ১৯৬

www.ahlesunnahbd.com

১৭. হযরত হাতেম আসেম (র.) ১৯৬
১৮. হযরত মাওলানা মুখলিছ উদ্দিন (র.) ১৯৭
১৯. মুহাম্মদ ইবনে আবুল হাসান বকরী (র.) (৯৯৪ হি.) ১৯৭
২০. হযরত শেখ আহমদ আবদুল হক (র.) ১৯৭

পশু-পাখির আনুগত্য

০১. হযরত আবু হুরাইরা (রা.) (৫৭ হি.) ১৯৮
০২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) (৭৩ হি.) ১৯৮
০৩. হযরত মাসলামা ইবনে মাখলাদ (রা.) ১৯৮
০৪. হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) ১৯৯
০৫. হযরত সফীনা (র.) ১৯৯
০৬. হযরত মাইমুনা ইবনে ওয়ালিদ (র.) ১৯৯
৭-৮. হযরত জয়নুল আবেদীন (র.) ২০০
০৯. হযরত ইমাম আলী রজা (র.) ২০১
১০. হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী (র.) ২০১
১১. হযরত সুফিয়ান সওরী (র.) (১৬১ হি.) ২০১
১২. হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.) (২৬১ হি.) ২০২
১৩-১৪. হযরত যুননূন মিশরী (র.) ২০২
১৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.) (১৮১ হি.) ২০৩
১৬. হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (র.) (২৬২ হি.) ২০৩
১৭. হযরত আবুল হাসান খারকানী (র.) (৪৩৫ হি.) ২০৪
১৮. হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি.) ২০৪
১৯. হযরত শেখ আবুল গাইস (র.) ৬৫১ হি.) ২০৪
২০. হযরত মালেক ইবনে দীনার (র.) ২০৫
২১. হযরত আবদুল্লাহ খফীফ (র.) ২০৫
২২. হযরত মনছুর বাতাইহী (র.) ২০৫
২৩. হযরত শেখ মদীন (র.) ২০৬
২৪. হযরত আবু আবদুল্লাহ দায়লামী (র.) ২০৬
২৫. হযরত আবু হালিম হাবীব ইবনে সালেম রাঈ (র.) ২০৬
২৬. হযরত শাহ সুলতান বলখী (র.) ২০৭
২৭. হযরত শাহ মখদুম (র.) (৭৩১ হি.) ২০৭
২৮. হযরত শাহ জালাল (র.) (৭৪৬ হি.) ২০৮
২৯. হযরত আবু সোলাইমান খাওয়াস (র.) ২০৮
৩০. হযরত আবুল খায়ের দায়লামী (র.,) ২০৯

www.almodinahbd.com

৩১. হযরত গোলামুর রহমান মাইজভান্ডারী (র.) (১৯৩৭ খৃ.) ২০৯

স্বপ্নের বাস্তবতা

০১. হযরত আবু বকর (রা.) (১৩ হি.) ও হযরত ওমর (রা.) (২৩ হি.) ২১১
০২. হযরত সাবিত ইবনে কায়েস (রা.) (১২ হি.) ২১১
০৩. হযরত সা'আব ইবনে জুছামাহ (রা.) ২১২
০৪. হযরত আবু বকর আকতা (র.) ২১২
০৫. হযরত আহমদ ইবনে মুহাম্মদ সূফী (র.) ২১৩
০৬. হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবু যুর'আ (র.)'র পিতা ২১৩
০৭. হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.) (২৬১ হি.) ২১৩
০৮. হযরত ইমাম বুখারী (র.) (২৫৬ হি.) ২১৪
০৯. হযরত আবদুল কাদের জিলানী ও শেখ হাম্মাদ (র.) ২১৫
১০-১১. হযরত খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্‌তি (র.) (৬৩২ হি.) ২১৫
১২. হযরত শরফুদ্দিন বুসীরী (র.) ২১৬
১৩. হযরত সরমদ শহীদ (র.) ২১৮
১৪. শাহ আবদুর রহিম (র.) ২১৮
১৫. জনৈক গরীব ব্যক্তি ২১৯
১৬. জনৈক ইয়েমনী বন্ধু ২১৯
১৭. হযরত আবু দাউদ গাঙ্গুহী (র.) ২২০
১৮. হযরত মীরান শাহ (র.) ২২০
১৯. হযরত জালাল উদ্দিন আউলিয়া (র.) ২২১
২০. হযরত সৈয়্যদ আহমদ সিরিকোটি (র.) (১৩৮০ হি.) ২২২
২১. জনৈক দানশীল ব্যক্তি ২২২

তাওবা কবুল হওয়া

০১. হযরত ফুযাইল ইবনে আয়ায (র.) (১৮৭ হি.) ২২৪
০২. হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি.) ২২৪

www.ahlesunnahbd.com

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা উভয় জগতের সৃষ্টিকর্তা মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি খাতেমুন নাবীয়্যিন, সায়্যেদুল মুরসালীন, অসংখ্য ও অগণিত মু'জিযার অধিকারী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তিরোধানের পর তাঁর (আল্লাহর) প্রিয়ভাজন বন্ধু ও নৈকট্য অর্জনকারী আউলিয়াগণকে অসংখ্য কারামাত তথা অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করে কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর মনোনীত ধর্ম ইসলামের সত্যতাকে সুদৃঢ় করেছেন। অসংখ্য দুরূদ সালাম প্রেরণ করছি সেই মহান সত্তার চরণে, যিনি তাঁর উম্মতের উলামাগণকে ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে বণী ইস্রাইলের নবীগণের সাথে তুলনা দিয়ে অলী-ওলামাগণের সম্মান বৃদ্ধি করেছেন। সাথে সাথে সহস্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সে সব মহান আধ্যাত্মিক সাধক তথা সুফিয়ায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কেরামগণকে যারা জীবনের-যাবতীয় সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশ, ভোগ বিলাস, চাওয়া-পাওয়া সম্পূর্ণ ত্যাগ করে নিজের জীবনকে মহান প্রভূর সন্তুষ্টি ও মানব জাতির হেদায়েত ও কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করে দিয়ে অনন্তকাল যাবত চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন মানব হৃদয়ে। তাঁরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরণের গোমরাহীতে নিমজ্জিত ও পথভ্রষ্ট মানুষকে হেদায়েত, আলো ও মুক্তির পথে আনার জন্য অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এমনকি, অনেকেই নিজের মহামূল্যবান জীবন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নি।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পৃথিবীতে ইসলামের প্রচার প্রসারে তিন শ্রেণীর মানুষের অবদান বেশি পরিলক্ষিত হয়। এক.ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও তাঁদের প্রতিনিধিগণ দ্বারা, দুই.আলেম ওলামাগণ দ্বারা, তিন.সূফী সাধক তথা আউলিয়ায়ে কেরামগণ দ্বারা। তবে এই উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে সুফিয়ায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কেরামের অবদান বেশী। তাঁরা আরব, বাগদাদ, ইয়েমন, সিরিয়া সহ বিভিন্ন দেশ থেকে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে এদেশে এসে ইসলাম প্রচার আরম্ভ করেন।

এদেশে ইসলাম প্রচার করা ছিল খুবই কঠিন ব্যাপার। কারণ সেই সময় এদেশের অধিবাসী ছিল হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, এক গুয়েমী, মূর্খ ও বিভিন্ন ধরণের গাছ-পালা, লতা-পাতা, পাথর-মুর্তি এবং অসংখ্য দেব-দেবীর পূজারী। এদের শাসকগণ বড় বড় যাদুকর ও অসীম ক্ষমতাধর দেও-দৈত্য লালন করত এবং এদেরকে নিজেদের ধর্ম ও ক্ষমতা রক্ষায় ব্যবহার করত। এই সব ক্ষমতাধর দৈত্য ও যাদুকরের সাথে তরবারী দিয়ে যুদ্ধ করে ইসলামের বিজয় চিনিয়ে আনা সম্ভব ছিল না বলেই খোদা প্রদত্ত আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা অর্জিত অসংখ্য অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহর অলীগণ বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে এদেশে আগমন করে তাঁদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতাবলে ক্ষেত্র বিশেষে তরবারী দ্বারা যুদ্ধ করে দৈত্য-চেলা ও যাদুকরদের পরাজিত করে নিজেদের সুন্দর মার্জিত ও অনুপম ইসলামী

আদর্শ দিয়ে এদেশের এক গুয়েমী, হাজার বছরের বেশী পুরাতন মূর্তি পূজারী লক্ষ লক্ষ হিন্দু-বৌদ্ধকে ইসলামের আলোয় আলোকিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁরা।

আগন্তুক মহান সাধকগণ কখনো দেও-দৈত্য কিংবা যাদুকরদের মোকাবেলায়, কখনো যুদ্ধ জয়ের জন্য, কখনো কারো প্রাণ রক্ষার জন্য, কখনো কারো দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করার জন্য, কখনো কাউকে সাহায্য করার জন্য এক কথায় ইসলামের স্বার্থে ও সৃষ্টির কল্যাণার্থে কারামাত তথা অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করতেন। তাদের জীবনী গ্রন্থ সমূহে এসব অলৌকিক ঘটনা বিদ্যমান। যা পড়লে এখনো মুসলমানের ঈমান আমল মজবুত হয় এবং তাদের আদর্শে আদর্শবান হওয়ার অনুপ্রেরণা যোগায়।

এই দেশে পরিচিত আউলিয়ায়ে কেরাম ও সুফিয়ায়ে কেরামগণের নির্ভরযোগ্য বিভিন্ন জীবনী গ্রন্থে বর্ণিত উল্লেখযোগ্য কারামাত সমূহ অলী ভক্ত পাঠকগণের সুবিধার্থে এক জায়গায় একত্রিত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছি। আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (রঃ) কর্তৃক রচিত "জামে কারামাতে আউলিয়া" নামক কিতাবটি পেয়ে এই দুঃসাধ্য কাজে হাত দেওয়ার সাহস করেছি। তবে পাঠকের সুবিধার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রকাশিত কারামাত সমূহকে অলী ভিত্তিক শিরোনাম না করে বিষয়ভিত্তিক শিরোনামে ভাগ করে এই গ্রন্থের নামকরণ করা হয়েছে "বিষয় ভিত্তিক কারামাতে আউলিয়া।" যেমন "পানির উপর চলা" একটি কারামাত। এটি যেসব পরিচিত অলী থেকে প্রকাশিত হয়েছে তা এক শিরোনামের অধীনে একস্থানে একত্রিত করা হয়েছে।

গ্রন্থটির নামকরণ করা হয়েছে 'বিষয় ভিত্তিক কারামাতে আউলিয়া'। কারামাত শব্দটি আরবী كرامة এর বহুবচন। শব্দটির মূলাক্ষর হল كرم। শাব্দিক অর্থ নম্রতা, ভদ্রতা, দয়া করা, দানশীল হওয়া, বুজুর্গ বা মর্যাদাবান হওয়া। অলী আরবী শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে কামুস গ্রন্থকার বলেন,

الولى القرب الدنو والولى اسم عنه بمعنى القرب والمحب والصديق والنصير–

অলী শব্দের অর্থ হল– নৈকট্য ও সান্নিধ্য। এটা নৈকট্য অর্জনকারী পছন্দনীয় ব্যক্তি, অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সাহায্যকারী অর্থে ব্যবহৃত হয়।

আল্লামা তাফতাযানী (র.) অলীর পারিভাষিক অর্থ বর্ণনায় বলেন,

الولى هو العارف بالله تعالى وصفاته حسب مايمكن المواظب على الطاعة المجتنب عن المعاصى المعرض عن الانهماك فى اللذات والشهوات –

অর্থঃ অলী ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি আল্লাহ ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত। সাধ্যমত ইবাদত বন্দেগীতে সর্বদা নিয়োজিত থাকেন, পাপকাজ থেকে বিরত থাকেন এবং মনের যাবতীয় কু-প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত থাকেন।[১]

---

[১]. আল্লামা সা'দ উদ্দিন মাসউদ তাফতাযানী (৭৯১ হি.), শরহুল আকায়েদে নসফীয়্যাহ, আরবী, পৃঃ ১৪৪।

www.almodina.com

ইলমুল কালামের পরিভাষায় কারামাত বলা হয় –

وكرامته ظهور امرخارق للعادة من قبله غير مقارن لدعوي النبوة –

অর্থ: অলীর কারামত হল– তাঁর থেকে সাধারণ নিয়ম বর্হিভূত কোন অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ হওয়া, নবুয়্যতের দাবী করা ব্যতীত।[২]

অর্থাৎ আল্লাহ্র কোন প্রিয় বান্দাহ্ তথা আউলিয়ায়ে কেরাম থেকে যদি কোন অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ হয় এবং তিনি যদি নবুয়তের দাবী না করে থাকেন তবে ঐ অলৌকিক ঘটনাকে কারামাত বলা হয়।

আল্লামা সা'দ উদ্দিন মাসউদ তাফতাযানী (৭৯১ হি.) বিশদ ব্যাখ্যা সহকারে কারামাত'র সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন–

الكرامة ظهور امرخارق للعادة من قبله بلادعوى النبوة وهى جائزة ولو بقصد الولى من جنس المعجزات لشمول قدرة الله تعالى وواقعة كقصة مريم وآصف واصحاب الكهف وتواتر جنسه من الصحابة والتابعين وكثير من الصالحين –

অর্থ: যে সবকাজ সর্ব সাধারণের সাধ্যের বাইরে ও স্বভাব বিপরীত তথা অলৌকিক কোন ঘটনা আল্লাহর কোন অলী থেকে যদি নবুয়্যতের দাবী ব্যতিরেকে প্রকাশিত হয়, তাকে কারামত বলে। কারামত জায়েজ, যদিও তা অলীর ইচ্ছায় ও চাহিদায় প্রকাশ হয় কিংবা তা মু'জিযা জাতীয়ও যদি হয়। কেননা, এতে আল্লাহর কুদরত অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। কারণ কারামত দ্বীন ইসলামের স্বার্থে খোদা প্রদত্ত শক্তি বলে প্রকাশিত হয় বিধায় একে অস্বীকার করা আল্লাহর কুদরতের অস্বীকার করার সমতূল্য। কারামত পবিত্র কুরআন মাজীদেও বর্ণিত আছে। যেমন হযরত মরয়ম (আ.), হযরত আসেফ ইবনে রবখিয়া এবং আসহাবে কাহাফ এর ঘটনা। তাছাড়া সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীনে এজাম এবং অগণিত সালেহীনগণথেকে মুতাওয়াতির তথা ধারবাহিক ভাবে কারামত প্রকাশ সাব্যস্ত হয়েছে।[৩]

আল্লামা তাফতাযানী (র.) কারামাতে আউলিয়াকে আল্লাহর কুদরতের বহি:প্রকাশ বলে একে বিশ্বাস করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি কুরআনে করীম দ্বারা কারামাতে আউলিয়া প্রমাণ করতে গিয়ে সূরা আলে ইমরানের ৩৭ নং আয়াতে বর্ণিত হযরত মরয়ম (আ.)'র নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে বে মওসুমী ফল আসার ঘটনা এবং সূরা মরয়মের ২৫ নং আয়াতে বর্ণিত তাঁর হাতের স্পর্শে মৃত ও শুষ্ক খেজুর গাছ মুহূর্তে জীবন্ত ও তাজা ফলবান বৃক্ষে পরিণত হয়ে পরিপক্ক খেজুর দান করার অলৌকিক ঘটনা উদাহরণ স্বরূপ বর্ণনা করেন। এভাবে তিনি সূরা নামলের ৪০ নং আয়াতে বর্ণিত হযরত সোলাইমান (আ:)'র একজন জ্ঞানী উম্মত হযরত আসেফ ইবনে বরখিয়া কর্তৃক মুহূর্তের মধ্যে সহস্র মাইল দূর থেকে রাণী বিলকিসের বিরাট সিংহাসন নিয়ে আসার ঘটনা এবং সূরা কাহাফে বর্ণিত আসহাবে কাহাফের আশ্চর্য জনক অলৌকিক ঘটনাকেও প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

---

[২] . আল্লামা সা'দ উদ্দিন মাসউদ তাফতাযানী (৭৯১ হি.) শারহুল আকায়েদে নসফীয়্যাহ্, আরবী, পৃ: ১৪৫।

[৩] . আল্লামা সা'দ উদ্দিন তাফতাযানী (র.) (৭৯১ হি.) শরহুল মাকাসিদ, আরবী, খন্ড দ্বিতীয়, পৃ: ২০৩।

সর্বোপরি অসংখ্য সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীনে এজাম ও তৎপরবর্তী সলফে সালেহীনগণ থেকে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত কারামাতের কথা দলীল হিসেবে বর্ণনা করেন।

ইমাম নসফী (র.) আকায়েদে নসফীয়্যাহ গ্রন্থে কারামতের সত্যতা প্রসঙ্গে বলেন– كرامة الاولياء حق অর্থ: আউলিয়াগণ থেকে প্রকাশিত কারামাত হক তথা সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য।

আল্লামা তাফতাযানী (র.) ইমাম নসফীর কথাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন–

والدليل على حقية الكرامة ماتواتر من كثير من الصحابة ومن بعدهم بحيث لايمكن انكاره –

কারামত সত্য। তার দলীল হলো সাহাবায়ে কেরাম ও তৎপরবর্তী তাবেয়ী ও তবে তাবেয়ীগণ থেকে ধারাবাহিকভাবে এত বেশী কারামাত প্রকাশিত হয়েছে যে, যা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই।[৪]

ইমাম আবু হানিফা কর্তৃক রচিত 'ফিকহে আকবর' নামক গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থ শরহে ফিকহে আকবর এ বর্ণিত আছে যে, الكرامات للاولياء حق اى ثابت بالكتاب والسنة আউলিয়াগণের কারামাত সত্য অর্থাৎ পবিত্র কোরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।[৫] এ প্রসঙ্গে এ উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) বলেন –

اهل حق اتفاق دارند برجواز وقوع كرامات ازاولياء ودليل بروقوع كرامات كتاب وسنت وتوتر اخبار ست از صحابه ومن بعدهم توتر معنى –

অর্থ: আউলিয়ায়ে কেরাম থেকে কারামাত প্রকাশ হওয়ার উপর সকল আহলে হক তথা হকপন্থীগণ একমত। আর কারামাত প্রকাশ হওয়া পবিত্র কুরআন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। তাছাড়া হযরত সাহাবায়ে কেরাম ও তৎপরবর্তী তাবেয়ীদের ধারাবাহিক বর্ণনা দ্বারাও কারামাত স্পষ্ট ও সাব্যস্ত হয়েছে।

আমরা এই গ্রন্থে বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে সাহাবায়ে কেরামসহ তৎপরবর্তীগণ থেকে প্রকাশিত অনেক কারামাত উল্লেখ করেছি। তাছাড়া আল্লাহ তায়ালা হাদিসে কুদসীতে এরশাদ করেন–

عن ابى هريرة (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قال من عادى لى وليا فقد اذ نته بالحرب وما يتقرب الى عبدى بشئ احب الى مما افترضت عليه – وما يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احببته فاذا احببته فكنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصربه ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها وان سألنى لا عطينه ولئن استعاذنى لاعيذنه (رواه البخارى)

অর্থ: হযরত আবু হোরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন– যে কেউ আমার কোন অলী তথা বন্ধুর

[৪]. আল্লামা সা'দ উদ্দিন তাফতাযানী (র.) (৭৯১ হি.) শরহুল আকায়েদে নসফীয়্যাহ আরবী, পৃ: ১৪৫।
[৫]. মুল্লা আলী কারী (র.) শরহে ফিকহে আকবর, আরবী পৃ: ৯৫।

সাথে শক্রুতা পোষণ করবে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছি। আমার কোন বান্দা আমার নৈকট্য লাভের সর্বোত্তম পন্থা হল তার উপর অর্পিত ফরজ ইবাদত। আর আমার কতিপয় বান্দা সর্বদা নফল তথা অতিরিক্ত ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে। ফলে আমি তাদেরকে ভালবাসি। অতপর যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলে। সে প্রিয়বান্দা যদি আমার কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করে, অবশ্যই আমি তাকে তা দান করি। আশ্রয় চায়, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দান করি।[৬]

বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে,

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لأبّره –

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন– নিশ্চয়ই আল্লাহর এমন কিছু বান্দা আছে যাঁরা আল্লাহর নামে শপথ করলে আল্লাহ তায়ালা তাদের শপথ সত্যে পরিণত করেন।

কারামাত অস্বীকার করার কোন সুযোগ ইসলামে নেই। কেননা, কারামাতের প্রকৃত প্রকাশক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী স্বয়ং মহান রাব্বুল আলামীন। উপরোল্লিখিত বিশুদ্ধ হাদিসদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বান্দা কঠোর সাধনা ও ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে তাঁর প্রিয়ভাজন হয়ে কোন দোয়া প্রার্থনা করলে তিনি অবশ্যই তা দান করেন। মূলতঃ আউলিয়ায়ে কেরাম ইসলামের স্বার্থে আল্লাহর দরবারে অসম্ভব কিছু চাইলেও তিনি তা পূরণ করেন। সুতরাং কারামাত মূলতঃ মহান আল্লাহর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ আর আউলিয়ায়ে কেরাম হলেন কেবল উসীলা বা উপলক্ষ মাত্র।

অতএব, কুরআন, হাদিস ও সকল মাযহাবের ইমামগণের ঐক্যমত পোষণ দ্বারা প্রমাণিত যে, কারামাতে আউলিয়া সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য। সুতরাং কোন ঈমানদার, নেককার, পরহেজগার আল্লাহর প্রিয় বান্দা থেকে কোন অস্বাভাবিক বা অলৌকিক ঘটনা তথা কারামাত প্রকাশিত হলে তা বিশ্বাস করা ইসলামী আক্বীদা বিশ্বাসের অপরিহার্য বিষয়ের অর্ন্তভূক্ত। তাই আসুন কারামাতে আউলিয়া'র উপর বিশ্বাস স্থাপন করে নিজের ঈমান আক্বীদা ও আমলকে মজবুত করি এবং ইসলামের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরি। সাথে সাথে আউলিয়ায়ে কেরামের আদর্শে আদর্শবান হয়ে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করি।

এই গ্রন্থে বর্ণিত কারামাত সমূহ আরবী, ফার্সী, উর্দূ, বাংলা প্রভৃতি ভাষায় লিখিত গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ ও সংকলন করা হয়েছে। কিছু কিছু বিষয়ে একই কারামাত একেক গ্রন্থে একেক ধরনের বর্ণিত হয়েছে বিধায় পাঠকের জানা কারামতের সাথে ভিন্নও হতে পারে। তবে আমরা প্রতিটি কারামাত বর্ণনা শেষে লেখকের নাম মূল গ্রন্থের নাম ও পৃষ্ঠা নং সহ উদ্ধৃতি দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তবুও কোন ভুল-ভ্রান্তি বিজ্ঞ পাঠকের দৃষ্টিগোচর হলে ক্ষমা

[৬]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী (র.) (২৫৬ হি.) বুখারী শরীফ, আরবী, পৃঃ ৯৬৩।

সুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি। আর আমাদেরকে অবহিত করলে কৃতজ্ঞ হবো এবং পরবর্তী সংস্করণে শুধরিয়ে নেবার চেষ্টা করবো।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে সহকারী অধ্যাপক বন্ধুবর আলহাজ্ব মুহাম্মদ মুরশেদুল হক ও জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া'র বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আবুল কাশেম সাহেবকে গ্রন্থটির প্রুফ দেখে সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষত গ্রন্থখানি যার বদান্যতায় পাঠকের হাতে পৌঁছেছে বিশিষ্ট সমাজসেবী বন্ধুবর আলহাজ্ব রশিদ আহমদ গ্রন্থখানি প্রকাশ করে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছেন আমাকে।

লেখকের লেখা পাঠকের জন্য। পাঠক যদি উপকৃত হয়, তবেই লেখকের সার্থকতা। সুতরাং, এই গ্রন্থখানি বিজ্ঞপাঠক মহলের সামান্যতমও যদি চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়, তবেই অধমের শ্রম সার্থক হবে।

প্রার্থনা করি, যেন এই ক্ষুদ্র প্রয়াসের মাধ্যমে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি এবং আউলিয়ায়ে কেরামের পথের পথিক হয়ে ইহ ও পরকালের সফলতা অর্জন করতে পারি। আমীন, বেহুরমাতে সায়্যিদিল মুরসালীন।

www.ahlesunnahbd.com

পানির উপর চলা

০১. হযরত আলা ইবনে হাদ্বরামী (রা.) (১৪ হি.)*

আবু নঈম হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি হযরত আলা ইবনে হাদ্বরামী (রা.)'র সাথে বাহরাইন যাওয়ার জন্য বের হলাম। পথে আমি তাঁর এমন কিছু কারামত দেখে চিন্তিত হলাম যে, কোনটাকে অতি আশ্চর্য বলবো। আমরা নদীর তীরে আসলাম, হযরত আলা বলেন আল্লাহর নাম নিয়ে তোমরা নদীতে নেমে যাও। আমরা আল্লাহর নাম নিয়ে নদীতে নেমে গেলাম এবং নদী পার হয়ে গেলাম অথচ আমাদের উটের পায়ের নীচের অংশে শুধু পানি লেগেছিল। ফেরার পথে আমরা এক মরুভূমি দিয়ে যাচ্ছি। আমাদের নিকট পানি ছিল না, আমরা তাঁর কাছে পানির অভাবের কথা বললাম। তিনি দু'রাকাত নফল নামাজ পড়ে দোয়া করেন। হঠাৎ মেঘ দেখা গেল এবং মুসলধারে বৃষ্টিপাত হল। আমরা নিজেরাই পানি পান করলাম সাথে পশুগুলোও পান করলো। একই ঘটনা হযরত আনাস (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে।[৭]

০২. হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) (৫৫ হি.)

মুসলমানগণ ১৬ হি. সনে মাদায়েন আক্রমণ করেন। এতে কিসরা'র ধনসম্পদ তাদের হস্তগত হয়।

আবু নঈম হযরত আবু ওসমান নাহদী (র.)'র সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) দাজলা নদীর তীরে দাঁড়িয়ে সৈন্যদেরকে নদী পার হওয়ার নির্দেশ দেন। আবু ওসমান বলেন, আমরা ঘোড়া এবং অন্যান্য জন্তু নিয়ে দাজলা নদী পার হয়ে গিয়েছি। আমাদের ঘোড়াগুলো ঘামে ভিজে ও সশব্দে পানি থেকে উঠে আসল। ইরানীরা এই দৃশ্য দেখে পালিয়ে যায় এবং আর ফিরে আসার সাহস পায়নি। সাহাবায়ে কেরামের শুধু একটি পেয়ালা হারিয়ে গিয়েছিল যা পানিতে ভেসে গিয়েছিল। পরে বাতাস এবং নদীর ঢেউ পেয়ালাটি নদীর তীরে নিয়ে এসেছে এবং এর মালিক তা উঠিয়ে নেন।[৮]

০৩. হযরত আবু মুসলিম খাওলানী (র.) (৬২ হি.)

হযরত আবু মুসলিম খাওলানী (র.) রুমীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাত্রাকালে পথিমধ্যে নদী পড়লে তিনি বিসমিল্লাহ তায়ালা বলে নদীতে পা রেখে পার হয়ে যেতেন এবং সঙ্গীদের বলতেন তোমরা আমার পিছে পিছে চলে আস। এভাবে সবাই নিরাপদে নদী পার হতেন। নদী পার হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করতেন কারো কিছু নদীতে পড়ে গেছে কিনা। একদা এক

---

* নামের পাশে প্রদত্ত হিজরি বা খ্রিস্টাব্দ হল মৃত্যু সন।

[৭]. আবু নঈম ইস্পাহানী, দালায়েলুন নবুয়্যত, উর্দু পৃ. ৫১২।

[৮]. ইউসুফ নাবহানী (র.) জামে কারামাতে আউলিয়া, উর্দু, পৃঃ ৪০৩, আবু নঈম ইস্পাহানী, দালায়েলুন নবুয়্যত, উর্দু, পৃঃ ৫১৩।

সাথী ইচ্ছা করে তার পেয়ালা নদীতে ফেলে দেয়। পাড়ে উঠে তাঁর কাছে অভিযোগ করল যে, আমার পেয়ালা নদীতে পড়ে গিয়েছে। তিনি তাঁকে নিয়ে নদীর নীচের দিকে চলতে চলতে কিছুদূর গিয়ে দেখেন পেয়ালা গাছের ডালের সাথে আটকে আছে। সে নীচে নেমে নিয়ে আসল।[৯]

০৪. হযরত হাসান বসরী (১১০ হি.) ও হাবীবে আজমী (র.)

হযরত হাসান বসরী (র.) কোথাও যাচ্ছিলেন। দাজলা নদীর পাশে হযরত হাবীবে আজমী (র.)'র সাক্ষাত হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় যাবেন?" হাসান বসরী (র.) বলেন "নদীর ওপারে যাবো, নৌকার অপেক্ষায় আছি।" হাবীবে আজমী (র.) বলেন− দুনিয়া এবং হিংসা অন্তর থেকে বের করে দিন। মুছিবতকে গণিমত মনে করে আল্লাহর উপর ভরসা করে পানির উপর দিয়ে রওয়ানা হয়ে যান। এই কথা বলে তিনি নিজে পানির উপর দিয়ে হেঁটে নদীর ওপারে গিয়ে উঠেন। এ অবস্থা দেখে হযরত হাসান বসরী (র.) অজ্ঞান হয়ে পড়েন। জ্ঞান ফিরলে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বলেন− হাবীবকে ইলম আমি শিখিয়েছি কিন্তু এখন সে আমাকে উপদেশ দিয়ে নিজে পানির উপর দিয়ে চলে গেল। এই ভয়ে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি যে, কাল হাশরের দিন যখন পুলসিরাত পার হওয়ার হুকুম হবে তখনও যদি আমি অপারগ হয়ে পিছিয়ে পড়ি তাহলে আমার কি অবস্থা হবে? [১০]

৫. হযরত ইমাম শাফেয়ী (র.) (২০৪হি)

একদা বাগদাদে কায়সার রোমের একজন দূত এসে বাদশা হারুনুর রশিদকে বলল, আমি ধর্ম নিয়ে বিতর্ক করবো তবে শর্ত থাকবে যে বিজয়ী হবে তাকে অঢেল সম্পদ দিতে হবে। বাদশা হারুনুর রশিদ হযরত ইমাম শাফেঈ (র.) কে ডেকে পাঠালেন যেন রোমের দূতের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হন। তিনি সম্মতি প্রকাশ করে বললেন যে, আগামীকাল দাজলা নদীর তীরে বিতর্ক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। ইমাম শাফেঈ (র.)'র কথা মতে বাদশা দাজলা নদীর তীরে মঞ্চ তৈরী করে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলেন। পরের দিন দূত মঞ্চে বসে বারংবার বিতর্কের জন্য প্রতিপক্ষকে খুঁজতেছে আর বাদশা বলেন, ইমাম শাফেঈ (র.) এসে তর্কযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন। ইত্যবসরে ইমাম শাফেঈ (র.) এসে মুসলমানদেরকে সালাম দিয়ে পানিতে পা রেখে হেঁটে নদীর মধ্যখানে গিয়ে মুসল্লা বিছিয়ে দুই রাকাত নামাজ আদায় করে মুসল্লায় বসে বললেন− যে আমার সাথে বিতর্ক করবে সে যেন এখানে এসে বিতর্ক করে। দূত এই কারামত দেখে মাথার পাগড়ী খুলে গলায় দিয়ে বলল, আপনি এখানে তাশরীফ আনেন যাতে আমরা আপনার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে পারি। অতপর উপস্থিত সবাই তাঁর নিকট ক্ষমা চেয়ে আত্মসমর্পন করে এবং দূত মুসলমান হয়ে যায়। এখবর শুনে রোম সম্রাট বলেন, যদি ইমাম সাহেব এখানে তাশরীফ আনতেন তাহলে রোমের সবলোক মুসলমান হয়ে যেতো।[১১]

---

[৯]. আবদুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮ হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়্যত, উর্দু, পৃঃ ৩৯৩ ।

[১০] . শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র.) (৬৩৭ হি.) তাযকেরাতুল আউলিয়া, উর্দু, পৃঃ ৩২।

[১১]. শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র.), (৬৩৭ হি.) তাযকেরাতুল আউলিয়া, উর্দু; পৃঃ ১২৮।

www.alimsunnah...com

০৬. হযরত বিশর হাফী (র.)

হযরত আহমদ ইবনে ইব্রাহীম বলেন– একদা হযরত বিশর হাফী (র.) আমাকে বলেন যে, তুমি হযরত মারুফ কারখী কে সংবাদ দিও যে, আমি ফজরের পরে তাঁর কাছে আসবো। কিন্তু তিনি এশা পর্যন্ত আসেননি। আমি রাস্তায় তাঁর অপেক্ষায় রয়েছি। কিছুক্ষণ পর দেখি তিনি মুসল্লা নিয়ে দাজলা নদীর নিকটে এসে পায়ে হেঁটে নদী পার হয়ে হযরত মারূফ কারখী'র সাথে আলাপ করে চলে যাচ্ছেন। যাওয়ার পথে আমি তাঁর কদমবুচী করে দোয়া চাইলাম। তিনি আমাকে দোয়া করে বলেন– আমার জীবদ্দশায় একথা কাউকে বলবেনা।[১২]

০৭. হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (র.) (২৯৭ হি.)

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (র.)'র অভ্যাস ছিল যে, তিনি দাজলা নদীর উপর জায়নামাজ বিছায়ে দাঁড়ালে জায়নামাজ নৌকার ন্যায় তাঁকে নদী পার করিয়ে দিত। মাঝে মধ্যে তিনি নদীর মাঝখানে মুসাল্লায় দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ যাবত নামাজ পড়তেন। একদা এক ব্যক্তি দূর থেকে নদীর মাঝে তাঁকে দেখে মনে করে যে, কোন মাঝি নৌকা নিয়ে যাচ্ছে। তাই লোকটি তাঁকে ডাক দিয়ে বলে যে, হে মাঝি! আমাকে একটু পার করিয়ে দাও। তিনি উত্তর দেন, ঠিক আছে কাছে এসো। আমি পৃথিবীতে এ জন্যেই এসেছি। লোকটি কাছে এসে দেখে যে, তিনি নৌকায় নয় বরং জায়নামাজে দাঁড়িয়ে আছেন আর জায়নামাজ পানির উপর চলতেছে। লোকটি বলল, হযরত মাফ করবেন, আমি মনে করেছি কোন মাঝি, তাই ডেকেছি। তিনি বলেন– তোমার পার হওয়া প্রয়োজন নৌকা-মাঝির কি প্রয়োজন? লোকটি বলল, হুজুর! এটা কিভাবে সম্ভব। তিনি বলেন তুমি আমার মুসল্লায় এসে দাঁড়াও আর হে জুনাইদ! হে জুনাইদ! বলতে থাক। সে মুসল্লায় পা রাখতে মনে মনে ভয় পেতে লাগালো কোন ডুবে যায় কিনা? জুনাইদ বলেন– তুমি ভয় করোনা। আমার হাতে হাত দাও। অতপর লোকটি তাঁর হাত ধরে মুসাল্লার দাঁড়িয়ে হে জুনাইদ! বলতে লাগল আর অমনি মুসাল্লা পানির উপর দিয়ে চলতে আরম্ভ করল। মুসাল্লা নদীর মাঝখানে পৌছলে সে হে জুনাইদ! বাদ দিয়ে হে আল্লাহ! বলা আরম্ভ করলে মুসল্লাসহ লোকটি নদীতে ডুবে যেতে লাগল। হযরত জুনাইদ তাড়াতাড়ী তাকে হাত ধরে উদ্ধার করেন এবং বলেন তুমি এখনো জুনাইদ পর্যন্ত পৌছতে পারনি আল্লাহ্ পর্যন্ত কিভাবে পৌঁছবে।[১৩]

০৮. হযরত ওসমান হারুনী (৬১৭ হি.) ও মঈন উদ্দিন চিশ্‌তি (র.) (৬৩২ হি.)

হযরত খাজা মঈন উদ্দিন চিশতি (র.) এরশাদ করেন, একদা হযরত উসমান হারুনী (র.) এর সাথে সফরে ছিলাম। যখন দাজলা নদীর নিকটে আসলাম দেখলাম কোন নৌকা নেই। আমাদেরও তাড়া ছিল। তিনি বললেন– চোখ বন্ধ কর। চোখ বন্ধ করে যখন খুললাম দেখলাম তিনি এবং আমি নদীর অপর পাড়ে দণ্ডায়মান। আমি আরজ করলাম আমরা

---

[১২] . শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র.), (৬৩৭ হি.) তাযকেরাতুল আউলিয়া, উর্দু, পৃঃ ৬৯।
[১৩] . শাহ মুরাদ সোহরাওয়ার্দী মাহফিলে আউলিয়া, উর্দু, পৃঃ ১৯৬।

কীভাবে নদী পার হলাম? বললেন পাঁচবার সূরা ফাতিহা পড়ে পানিতে পা রাখলাম আর নদী পার হয়ে গেলাম।[১৪]

০৯. কুতবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী (৬৩৩ হি.) ও হামিদ উদ্দিন নাগোরী (র.) (৬৭৭ হি.)

হযরত কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.) বলেন, একদা আমি এবং আমার বন্ধু কাজী হামিদ উদ্দিন নাগোরী (র.) সহ সমুদ্রের দিকে সফর করতে করতে আল্লাহর কুদরতের আশ্চর্য নিদর্শন দেখতেছি যার বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়। সমুদ্রের নিকটে এক স্থানে আমরা উভয় বসে গেলাম। ক্ষুধায় আমরা দুর্বল হয়ে পড়েছি। এই জঙ্গলে খাবার মিলবেও কোথা থেকে? কিছুক্ষণ পর একটি বকরী মুখে করে দু'টি রুটি এনে আমাদের সামনে রেখে চলে গেল। ঐ রুটি দুটি আমরা খেয়ে ফেলি এবং পরস্পর বলতেছি যে, আল্লাহ তায়ালা রুটি দুটি গায়েবী খাজানা থেকে পাঠিয়েছেন। আর বকরীটি সম্ভবতঃ কোন অদৃশ্য ব্যক্তি (অলি) হবেন। ইত্যবসরে উট সমতুল্য একটি বিচ্ছু কামানের তীরের মত বেগে বের হয়ে পানির উপর দিয়ে চলতে লাগল। আমরা একজন অপর জনের দিকে তাকাচ্ছি। আমরা বললাম, এতে কোন রহস্য আছে। এ রহস্য উদঘাটন করতে আমাদের ইচ্ছে জাগল। কিন্তু নদী পার হওয়ার জন্য কোন নৌকা নেই। অক্ষম হয়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া করলাম, হে পরওয়ারদেগার! আমরা যদি দরবেশীতে পুর্ণতালাভ করে থাকি, তাহলে আমাদের জন্য সমুদ্রে রাস্তা করে দাও যাতে আমরা চলতে পারি এবং এই বিচ্ছুর তামাশা দেখতে পাই। দোয়া করা মাত্র সমুদ্রে রাস্তা হয়ে গেল, আর আমরা সমুদ্র পার হয়ে বিচ্ছুর পেছনে পেছনে গিয়ে একটি গাছের পাশে পৌছলাম, যার নীচে একজন মানুষ শুয়ে আছে। গাছের উপর থেকে একটি বড় সাপ নেমে আসছে ব্যক্তিটিকে দংশন করার জন্য। আর ঐ বিচ্ছুটি গিয়ে সাপটিকে মেরে আমাদের সম্মুখ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। সাপ ঐ ব্যক্তির পাশে মৃত পড়ে রইল। আমরা কাছে গিয়ে দেখলাম সাপের ওজন প্রায় আড়াই মন হবে। আমরা লোকটিকে বড় বুজুর্গ মনে করে কাছে গিয়ে দেখলাম যে, সে মদ পান করে পড়ে আছে এবং বমিও করেছে। আমরা এ অবস্থা দেখে লজ্জিত হলাম এবং মনে মনে বললাম– আল্লাহ এমন মদপানকারী নাফরমানকেও রক্ষা করেন। এই খেয়াল আসতে না আসতেই অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসল হে প্রিয় বান্দা! আমি যদি শুধু পরহেজগার ও ভাল মানুষকে বাঁচাই তাহলে গুনাহগার ও খারাপ লোকদের কে বাঁচাবে? ইত্যবসরে লোকটি উঠে পাশে মৃত সাপ দেখে আশ্চর্য হয়ে গুনাহের কাজ থেকে তাওবা করেন এবং খালি পায়ে সত্তর বার হজ্ব করেন।[১৫]

১০. শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.) (৬৭০ হিঃ)

হযরত বদর উদ্দিন ইসহাক (র.) বর্ণনা করেন- একদা আমি এবং শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.) ভ্রমণ করতে করতে নদীর পাশে চলে আসলাম। নদী পার হওয়ার কোন নৌকা ছিলনা। শেখ সাহেব বললেন আমার এবং তোমার জুতা হাতে নাও। আমরা যখন পানির নিকটে আসলাম তখন বললেন চোখ বন্ধ কর। যখন চোখ বন্ধ করলাম তখন পানির

---

[১৪] . খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্তি (র.), দলীলুল আরেফীন উর্দু, পৃ. ৩০|

[১৫]. কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.), (৬৩৩ হি.), ফাওয়ায়েদুস সালেকীন, উর্দু, ৮ পৃ.।

উপর দিয়ে আমরা চলে গেলাম। ভয়ে তাঁকে এর কারণ সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞেস করতে পারিনি। এক মনযিলে গিয়ে সুযোগ পেয়ে ঐ অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তিনি বলেন– নদীর নিকটে এসে সূরা মুয্যাম্মিল পড়ে আমার এবং তোমার উপর ফুঁক দিয়েছি ফলে নদীতে রাস্তা হয়ে গিয়েছে।[১৬]

১১. শাহ বুআলী কলন্দর ও শেখ ফরিদ গঞ্জে শেকর (র.) (৬৭০ হি.)

হযরত শাহ বুআলী কলন্দর (র.) এর কুটির ছিল একটি নদীর তীরে। ঐ কুটিরে নদীর দিকে একটি ক্ষুদ্র জানালা ছিল। মাঝে মধ্যে তিনি ঐ জানালা দিয়ে নদীর দৃশ্য উপভোগ করতেন।

একদা হযরত শেখ ফরিদ (র.) দীক্ষা লাভের জন্য যোগ্য মুর্শিদ খোঁজতে খোঁজতে একটি নদীর তীরে এসে উপস্থিত হন। সেই নদীর অপর তীরে শাহ বুআলী কলন্দরের ক্ষুদ্র কুটিরখানা অবস্থিত ছিল। মূলত শাহ বুআলী কলন্দরের কামালিয়াতের কথা শুনে নদী পার হয়ে তার নিকট যাওয়ার জন্য শেখ ফরিদ এসেছিলেন। কিন্তু নদী পারাপারের কোন নৌকা না থাকাতে তিনি অনেকক্ষণ নদীর তীরে বসে রইলেন। অবশেষে অন্যের নৌকার ভরসা না করে তিনি নিজেই একটা ব্যবস্থা করেন। তাঁর নিকট এক টুকরো কাগজ ছিল। তিনি তা বের করে তাতে ফুঁক দেওয়া মাত্র তা একটা নৌকায় পরিণত হয়। তিনি কাগজের নৌকায় আরোহণ করে পারাপার অভিমুখে অগ্রসর হতে লাগলেন।

এসময় নদীর ওপারে খানকার কুটিরে অবস্থানরত হযরত বুআলী কলন্দর (র.) জানালার বাইরে মাথা বের করে সৃষ্টিকর্তার বর্হিদৃশ্য সমূহ অবলোকন করতেছিলেন। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল নদী বক্ষের উপর কে যেন কাগজের নৌকায় আরোহণ করে এ পারের দিকে আসতেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছন যে, ইনি নিশ্চয় কোন আল্লাহর প্রিয় বান্দা নিজের অলৌকিক ক্ষমতা বলে নদী পার হচ্ছেন।

হঠাৎ তাঁর মনে আগমনরত ব্যক্তির আধ্যাত্মিক শক্তির পরিমাণ কতটুকু তা যাচাই করার খেয়াল উদয় হল। তিনি একটি বিশেষ ইসম পাঠ করে নদীর দিকে ফুঁক দেন। সাথে সাথে এর ক্রিয়া শুরু হল। এপারের দিকে আগমণরত কাগজের নৌকার অগ্রগতি রহিত হয়ে মাঝ নদীতে নৌকা ঘুরতে লাগল। নৌকার আরোহী এ অবস্থা দেখে হতভম্ব হয়ে পড়েন। একটু পরে দেখেন যে, নদীর ওপারের তীরে অবস্থিত কুটিরে জনৈক ব্যক্তি জানালা দিয়ে মাথা বের করে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন আর মিট মিট করে হাসতেছেন। এখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, ইহা ঐ দরবেশরই কাজ। তিনিও তাঁর কাজের বদলা দেওয়ার উদ্দেশ্যে হাত দু'খানা তুলে একটি দোয়া পাঠ করে সম্মুখ দিকে ফুঁক দিলেন। সাথে সাথে দোয়ার প্রভাব দেখা গেল। হযরত শাহ বুআলী কলন্দরের ললাটের দু'ধারে দু'টি শিং গজাল যাতে তিনি জানালার বাহির হতে মাথা ভিতরে নিতে পারতেছেন না। তিনি মনে মনে নানা দোয়া পাঠ করেও কোন ফল হলো না। অবশেষে একটি ইসম পড়ে নদীর মাঝে ঘূর্ণায়মান নৌকার

---

[১৬] . মাহবুবে এলাহী নিযাম উদ্দিন আউলিয়া (র.) (৭২৫ হিঃ) আফযালুল ফাওয়ায়েদ, উর্দু, পৃঃ ১০৩)

দিকে চেয়ে একটি ফুঁক দিলে সাথে সাথে নৌকার অগ্রগমণ আরম্ভ হল। নৌকার আরোহী শেখ ফরিদ (র.) বুঝলেন যে, শাহ্ বুআলী কলন্দর (র.) নিজ কারামাত প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। তখন তিনিও তাঁর প্রযুক্ত কারামাত ফিরিয়ে নিলেন। সাথে সাথে হযরত শাহ বুআলী কলন্দর (র.) এর কপালের শিং দু'টি অদৃশ্য হয়ে গেল এবং সহজে তিনি মাথা ভিতরে নিয়ে স্বস্তি বোধ করলেন।

এর কিছুক্ষণ পর উভয় অলীর মধ্যে সাক্ষাত হলো। তাঁরা পরস্পরকে যথাযথ ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেন। শেখ ফরিদ (র.) বুআলী কলন্দর (র.) এর নিকট আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলে তিনি তাঁকে মুরীদ করতে অপারগতা প্রকাশ করে তাঁর পীর হযরত শিহাবুদ্দিন আশেকে মাওলার নিকট পাঠিয়ে দেন।[১৭]

১২. শেখ বাহাউদ্দিন নক্শবন্দী (র.) (৭৯১ হি.)

শেখ আলাউদ্দিন (র.)'র বর্ণনা, হযরত বাহাউদ্দিন নক্শবন্দি (র.) একদা খাওয়ারেযম সফরে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে শেখ সাদীও ছিলেন। যখন হারাম নদীর নিকটে পৌঁছেন তখন তিনি শেখ সাদীকে বললেন, পানির উপর চল। তিনি ভয় পেয়ে যান। হযরত কয়েকবার আদেশ দেন কিন্তু বাস্তবায়ন হলো না। অতপর তিনি হযরত শেখ সাদীর প্রতি দৃষ্টি দিলেন ফলে তিনি কিছুক্ষণ জ্ঞানহীন অবস্থায় ছিলেন। তারপর যখন জ্ঞান ফিরে আসল তখন স্বীয় পা পানিতে রেখে চলতে আরম্ভ করেন।

যখন উভয় নদী পার হয়ে গেলেন তখন হযরত শেখ সাদীকে বললেন, দেখ, তোমার মোজার কোন অংশ ভিজল কিনা? শেখ সাদী দেখেন যে, তাঁর মোজায় বিন্দুমাত্রও পানি লাগেনি।[১৮]

১৩. জনৈক দরবেশ

কাজী হামিদ উদ্দিন নাগুরী (র.) 'রাহাতুল আরওয়াহ' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, এক দরবেশের কুটুরী ছিল দাজলা নদীর তীরে। আর একজন দরবেশ তাঁর নিকটে নদীর ওপারে আগমন করেন। প্রথম দরবেশ খাবার তৈরী করে স্ত্রীকে বললেন– এই খাবার গুলো ঐ দরবেশ কে দিয়ে এসো। স্ত্রী বলল নদীতে কোন নৌকা নেই, আমি যাবো কিভাবে? দরবেশ বললেন, তুমি নদীর পাশে গিয়ে বলবে হে নদী! এই দরবেশের উসিলায় তুমি আমাকে রাস্তা করে দাও, যিনি ত্রিশ বছর যাবত স্ত্রী সহবাস করেনি। স্ত্রী একথা শুনে আশ্চর্য হলো যে, স্ত্রী সহবাস না করলে এতজন সন্তান সন্তুতি কোথা থেকে হল এবং তিনি এসব কি বলতেছেন? অবশেষে খাবার নিয়ে নদীর নিকটে পৌঁছে ঐ রকম বলার সাথে সাথে নদীতে রাস্তা হয়ে গেল এবং নদীর ওপারে গিয়ে দরবেশকে খাবার দিলে তিনি তা আহার করে বলেন, এখন যাও। মহিলা কিভাবে ফিরে আসবে সে ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়লে দরবেশ জিজ্ঞাসা করলেন কিভাবে এসেছ? মহিলা সমস্ত ঘটনা খুলে বললে দরবেশ বললেন, এখন

[১৭]. সাদেক শিবলী জামান, শাহ বুআলী কলন্দর (র.), পৃঃ ৩৭
[১৮]. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০) জামে কারামাতে আউলিয়া, উর্দূ, পৃ. ৬৪১

www.ahlesunnahbd.com

নদীর নিকটে গিয়ে বলবে যে, হে নদী! এই দরবেশের উসিলায় আমাকে রাস্তা করে দাও, যিনি ত্রিশ বছর যাবত খাবার খায়নি! মহিলা আরো অবাক হল, এ কেমন কথা! তিনি আমার সামনে খাবার গ্রহণ করেছেন আর এখন বলেন ত্রিশ বছর যাবত নাকি খাবার খায় নি। মহিলা নদীর পাশে এসে ঐ কথা বলার সাথে সাথে রাস্তা হয়ে যায়। ঘরে এসে স্বামীকে বলেন- আপনারা দু'জনের মিথ্যা বলার কারণ বলুন আমাকে। উত্তরে তিনি বলেন, আমরা উভয়ই সত্য বলেছি। কারণ, আমি নিজের নফসের তাড়নায় সহবাস করিনি বরং হক আদায়ের জন্য করেছি এবং ঐ দরবেশও নফসের তাড়নায় খায়নি বরং ইবাদতে শক্তি অর্জনের জন্য খেয়েছে।[১৯]

১৪. শেখ অবদুর রহিম ও শেখ আবদুর রাজ্জাক (র.)

মিশরে একদা শেখ আব্দুর রহিম মাগরিবী ও শেখ আবদুর রাজ্জাক (র.) একত্রিত হন। শেখ আবদুর রহিম কিছুক্ষণ মাথা নীচে করে রেখে আবদুর রাজ্জাককে বলেন– হে আমার ভাই! আমি লওহে মাহফুজে দেখেছি যে, বায়তুল মোকাদ্দাসে একজন আবদালের ইন্তেকালের সময় হয়েছে। আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন তাঁর ইন্তেকালের সময় তাঁর পাশে উপস্থিত থাকি। তখন তাঁরা উভয় দাঁড়িয়ে যান এবং মুহূর্তে বায়তুল মোকাদ্দাস গিয়ে আবদালের মৃত্যুতে উপস্থিত হন। তার দাফন-কাফনে শরীক হয়ে মিশরে চলে আসেন। পুনরায় শেখ আবদুর রহিম শেখ আবদুর রাজ্জাককে বলেন– আল্লাহ তা'য়ালা ঐ অবদালের স্থানে বর্তমান নীল নদীতে নৌকায় আরোহিত এক শেখকে নিয়োগ দেন। আমাকে আদেশ করা হয়েছে তাঁকে নিয়ে আসার জন্য, চলো নিয়ে আসি। তখন তাঁরা নীল নদীর তীরে গিয়ে দেখেন ঐ নৌকা নদীর অপর তীরের দিকে চলে যাচ্ছে। শেখ আবদুর রহিম নিজের লাঠি নিয়ে মাটিতে গেড়ে দিলে নৌকা দাঁড়িয়ে যায়। শেখ পানির উপর দিয়ে গিয়ে নৌকায় উঠে লোকটির হাত ধরে পানির উপর দিয়ে নদীর তীরে চলে আসেন। শেখ নিজের হাতে লাঠি তুলে নিলে নৌকা পুনরায় চলতে লাগল। তাঁরা তিনজন বায়তুল মোকাদ্দাস এসে মাগরীবের নামাজ আদায় করেন। আর ঐ ব্যক্তি মৃত আবদালের স্থানে স্থলাভিষক্ত হন। আল্লাহ তাঁকে ঐ মৃত আবদালের মতো হাল ও মাকাম দান করেন।[২০]

১৫. হযরত শাহ মখদুম (র.) (৭৩১ হি.)

হযরত শাহ মাখদুম রূপোস (র.) উত্তরবঙ্গ রাজশাহীতে ১১৮৪ খৃ. বা তার পূর্বে ইসলাম প্রচার করেন। ২রা রজব ৬১৪ হি. সনে বাগদাদে তাঁর জন্ম হয়। তিনি হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.)'র বংশধর। কিংবদন্তী আছে, একদিন কয়েকজন জেলে নদীতে মাছ ধরছিল, এমন সময় তারা এক অলৌকিক ঘটনা দেখে অবাক হয়ে গেল। তাঁরা দেখতে পেল, লম্বা আলখেল্লা পরা এক দরবেশ পানির উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে নদী পার হয়ে যাচ্ছেন। তাঁর মাথায় পাগড়ি, হাতে লাঠি এবং পায়ে খড়ম। তিনি পদ্মার দক্ষিণ পাড় থেকে হেঁটে উত্তর পাড়ে পৌঁছলেন। জেলেরা এ অদ্ভূত ঘটনা দেখে অভিভূত হয়ে সে

---

[১৯] . শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.), ৬৭০ হি. রাহাতুল কুলুব, উর্দু, পৃঃ ৫০।

[২০] . আবুল হাসান শাতনূফী (র.), (৭১৩ হিঃ) বাহজাতুল আসরার, উর্দু, পৃঃ ৫৬৭, ।

অলৌকিক পুরুষের কাছে গিয়ে হাজির হল এবং দরবেশের কাছে আর্শীবাদ চাইলো। তাদের সন্তান-সন্ততি যেন থাকে দুধে ভাতে। দরবেশ তাদের কাছে কিছু খেতে চাইলে তারা তাদের সাধ্যমত মাটির সানকীতে করে কিছু খাবার নিয়ে এলো। তিনি খাবার পাত্রগুলো নিজের পাগড়ি দিয়ে ঢেকে দিলেন এবং দুই হাত তুলে দোয়া করলেন। তারপর পাগড়ি সরিয়ে নিলে দেখা গেল আহার্যগুলো রূপোলী মাছ হয়ে গেছে আর মাটির পাত্রগুলো সোনার পাত্রে পরিণত হয়েছে।[২১]

১৬. হযরত বদর শাহ (র.)

শাহ বদর উদ্দিন আল্লামা (র.) চট্টগ্রামের অন্যতম বিখ্যাত অলি আল্লাহ ও দরবেশ। তাঁকে চট্টগ্রাম শহরের অভিভাবক দরবেশও বলা হয়। জনশ্রুতি আছে যে, প্রায় পাঁচ – ছয়শত বছর আগে বদর পীর বা শাহ বদর উদ্দীন আল্লামা (র.) একটি প্রকাণ্ড পাথর খণ্ডে আরোহন করে পানির উপর ভাসতে ভাসতে চট্টগ্রাম এসে অবতরণ করেন। সেকালে সে অঞ্চলে জিন, দেও, পরী ও ভূত প্রেতির প্রাদুর্ভাব ছিল। শাহ বদর এসে জিন ও দেও-পরীদের কাছ থেকে মাটির তৈরী প্রদীপ রাখবার উপযোগী ভূমিখণ্ড চাইলেন। তাঁর ইচ্ছামত একটি পাহাড়ের উপর তাঁকে দীপাধার রাখার স্থান দেওয়া হল। সন্ধ্যা হয়ে এলে চারদিকে যখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যেত তখন পীর প্রদীপ জ্বালাতেন। আসলে প্রদীপটি ছিল একটি আশ্চর্য প্রদীপ। এটি জ্বালানোর সাথে সাথে ভূত, প্রেত, জিন, পরী দূরে পালিয়ে যেত। দরবেশ যখনই বাতি জ্বালাতেন বাতির আলোশিখা তখনই পাহাড়ের চূড়া থেকে বহুদূরে ছড়িয়ে পড়তো। এ অঞ্চল থেকে এ আশ্চর্য প্রদীপের আলোর প্রভাবে জিন, পরী, ভূত, প্রেত দূরে পালিয়ে গেল। যে পাহাড়ের উপর পীর বাতি জ্বালাতেন সেটি এখন চেরাগী পাহাড় নামে পরিচিত। হিন্দু মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান জনসাধারণ মনস্কামনা সিদ্ধ হওয়ার জন্য প্রতি সন্ধ্যায় এ স্থানে আলো দান করে থাকে। এভাবে চট্টগ্রাম শহরকে বাসোপযোগী করা হয় এবং ক্রমে চট্টগ্রাম জেলার সর্বত্র মনুষ্য বাসের উপযোগী জনপদ গড়ে তোলা হয়। চাটি দিয়ে আলো শিখা বিকিরণ করে ঝাড়-জঙ্গল আবাদ করা হয়েছে বলে এর নাম হয়েছে চাটিগ্রাম বা চাটগাঁও।[২২]

১৭. হযরত শাহ জালাল (র.) (৭৪৬ হি.)

হযরত শাহ জালাল (র.) তিনশত ষাটজন সহচর সহ সিলেট অভিযানে আসার সময় তাঁর নিজস্ব হরিণ চর্মের জায়নামাজে বসে পথের সবনদী পার হয়েছিলেন বলে কিংবদন্তী আছে। এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে–

“জায়নামাজ বিছাইয়া তুমি দিলায় নদী পাড়ি, হুইনা রাজায় গৌর গোবিন্দের নিশা গেল উড়ি।”[২৩]

---

[২১] . দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্পাদিত, আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম, পৃঃ ৭০।

[২২] . দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্পাদিত, আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম, পৃঃ ১১৮।

[২৩] . প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৮।

১৮. হযরত শাহ চান্দ আউলিয়া (র.)

চট্টগ্রামের বার আউলিয়ার অন্যতম হযরত শাহ চান্দ আউলিয়া (র.) ইয়েমেন থেকে পটিয়ায় আগমনের সময় শঙ্খ নদীর পানির উপর স্বীয় মৃগ চর্মের জায়নামাজখানা বিছায়ে তাতে তিনি চড়ে নদী পার হন। এরপর পূর্বে শ্রীমতি খালের মধ্যে এক বিরাট আকারের বোয়াল মাছ ভেসে উঠে তাঁর সামনে। তিনি ঐ মাছের পিঠে করে পটিয়ার চাঁদখীলে আসেন। শঙ্খ নদী থেকে চাঁদখীল এবং বোয়াল মাছটি যে খাল বেয়ে কর্ণফুলী নদীতে পড়ল তাকে বোয়ালখালী (নামক খাল) বলা হয়।[২৪]

১৯. হযরত শাহ আমানত (র.)

আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা লাভের পর হযরত শাহ আমানত (র.) হালাল উপার্জনের তাগিদে চট্টগ্রামস্থ তদানিন্তন আদালতে সরকারী চাকরি গ্রহণ করেন। তখন মহেশখালীর একজন লোকের মোকাদ্দামা বিচারাধীন ছিলো। যার মামলার জের টানতে গিয়ে অবশেষে এ সূফীর আধ্যাত্মিকতা প্রকাশ হয়ে যায়। মহেশখালীর লোকটি চট্টগ্রাম শহরে প্রয়োজনীয় বাজার করতে এসে মামলার খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য উকিলের সাথে দেখা করে। উকিল জানিয়ে দিলেন যে, পরদিনই তার মামলার তারিখ। লোকটি হতভম্ব হয়ে পড়লো, মোকাদ্দামার নথিপত্র সব বাড়িতেই রয়ে গেছে। তাছাড়া অনেক দিনের পুরানো মামলা, হঠাৎ মামলার তারিখ পড়ে যাবে তা তার ধারণাই ছিলোনা। সে অত্যন্ত বিচলিত হলো এবং যথাসময়ে তাকে সংবাদ না দেয়ার জন্য উকিলকে ভর্ৎসনা করলো। অগত্য উকিল সাহেব দোষ স্বীকার করে তাকে আস্বস্ত করেন যে, পরদিন অবশ্যই তিনি নিজে গিয়ে হাকিম সাহেবের কাছ হতে কিছুদিনের সময় চেয়ে নেবেন। পরদিন কিন্তু উকিলের আবেদন না মঞ্জুর হলো। হাকিম সাহেব যুক্তি দেখালেন যে, অনেক দিনের পুরনো মামলা আর ফেলে রাখা যায় না। তবে মাত্র একদিনের সময় দিয়ে তিনি শাসিয়ে দিয়ে বলেন, কালকে অবশ্যই মোকাদ্দামার শুনানি হয়ে যাবে। তখনকার দিনে সুদূর মহেশ খালী থেকে একই দিনে গিয়ে আবার ফিরে আসা অবাস্তব কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। মোকাদ্দামায় হেরে গেলে তাকে পথে বসতে হবে ভেবে সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। আদালত ছুটি হলে শাহ আমানত (র.) বাসায় ফেরার পথে দেখতে পেলেন একজন লোক আদালতের বারান্দায় বসে নীরবে কাঁদছে।

তিনি তাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে লোকটি পুরো কাহিনী তাঁকে বর্ণনা করেন। হযরত জিজ্ঞেস করলেন আপনার সম্পত্তিগুলো কি হালাল উপায়ে অর্জিত? লোকটি শপথ করে বলল যে, আমার সম্পত্তি সম্পূর্ণ হালাল পন্থায় অর্জন করেছি। অতপর তিনি লোকটাকে মাগরিবের পরে সদরঘাটে যেতে বললেন। অনেক চিন্তা ভাবনার পর ঠিক সময় গিয়ে সে সদরঘাট হাযির হয়। তিনি তাকে শপথ করালেন যে, এব্যাপারে যা ঘটবে তা যেন গোপন রাখে। তখন হযরতের নিজের শরীরে জড়ানো শ্বেতশুভ্র চাদরখানা কর্ণফুলী নদীর পানিতে বিছিয়ে দিয়ে বললেন, রুমালে আরোহণ করলেই ওটা একটা নৌকায় পরিণত হবে এবং চোখ বন্ধ করলে সেটা চলতে থাকবে। নৌকা যেখানে থামবে সেখানেই চোখ খুলবে

---

[২৪]. সৈয়্যদ মুহাম্মদ হামিদুল হক, হযরত সৈয়দ শাহ চান্দ আউলিয়া (র.)'র জীবনী ও কারামত, পৃ: ৮৫-৮৬

এবং দেখবে ওটা আপনার বাড়ীর ঘাট। আর নথিপত্র নিয়ে আবার উঠে চোখ বন্ধ করবে। হযরতের কথা মত সে রুমালে আরোহণ করে চোখ বন্ধ করলে রুমালটি নৌকা রূপে বিদ্যুৎ বেগে চলতে লাগল সমুদ্র পানে। নৌকা থামলেই লোকটি চোখ খুলে দেখল তার বাড়ীর ঘাট। সে তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে নথিপত্র নিয়ে পুনরায় নৌকায় এসে বসে চোখ বন্ধ করা মাত্র নৌকা বিদ্যুৎ গতিতে চলতে লাগল। নদীর তীরে অপেক্ষমান হযরতের কাছাকাছি এসে নৌকা থেমে গেলে লোকটি চোখ খুলে দেখতে পায় হযরত তখনো দাঁড়িয়ে আছেন। হযরত তাকে এ বিষয়টি গোপন রাখার কথা আবার স্মরণ করে দিয়ে নদী থেকে রুমালখানা তুলে নিয়ে চলে যান।

পরের দিন উকিল সাহেবকে সমস্ত নথিপত্র দিলে তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন এই গুলো কোথায় পেলেন? সে উত্তরে বলল, শহরের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে অনেক আগে সেইগুলি রেখেছিলাম কিন্তু মনে ছিলোনা।

সেই যা হোক অনেক লম্বা ঘটনা, অবশেষে হাকিমের সামনে মিথ্যা বলে ঘটনা গোপন রাখতে পারেনি। বাধ্য হয়ে হাকিমের সামনে পুরো সত্য ঘটনা বর্ণনা করলে শাহ আমানত (র.) এর এ অলৌকিক কারামাত প্রকাশ হয়ে পড়ে। হাকিম সাহেব এজলাস থেকে নেমে হযরতের পদযুগল জড়িয়ে ধরে বললেন, হুজুর! এতদিন আমার দ্বারা আপনার প্রতি যে আশোভন আচরণ করা হয়েছে তার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। মেহেরবানী করে আপনাকে আর আদালতে আসতে হবে না, আপনার ভরণ পোষণের দায়িত্ব অমাকেই বহন করতে দিন। সেদিনই হযরতের চাকুরী জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।[২৫]

২০. আল্লাহর এক অলী

শায়খুল ইসলাম বলেন আমি এক সময় লাহোরে কোন এক গ্রামে মুসাফির অবস্থায় ছিলাম। সে গ্রামে এক আল্লাহর অলী ছিলেন। তিনি কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তথাকার জমিদার বা জমিদারের কর্মচারীগণ তাঁকে কখনো কোন বিষয়ে বিরক্ত করতো না।

কিছুদিন পর সেখানে একজন নির্দয় কর্মচারী আসল। সে উক্ত দরবেশের নিকট গিয়ে বললো, এত বছর যাবত তুমি জমি ভোগ দখল করে আসতেছ অথচ কোন কর দিতেছ না। হয় বকেয়া কর আদায় কর, না হয় কোন কেরামত দেখাও। দরবেশ অনুনয় বিনয় করে বললেন, আমি একজন সামান্য লোক, কি কারামাত দেখাবো? কর্মচারী কিন্তু কিছুই কানে নিলনা বরং ক্রমশ চাপ সৃষ্টি করতে লাগল।

দরবেশ অনেক্ষণ চিন্তা করে বললেন, আচ্ছা কি কারামাত দেখতে চাও? গ্রামের পাশ দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত ছিল। কর্মচারী বলল, এই নদীর পানির উপর দিয়ে হেটে যাও।

[২৫]. আমান উদ্দিন মুহাম্মদ আজীম খান আবদুল্লাহ, হযরত শাহ সুফী আমানত খান কু., পৃ: ৯৯

www.ahlesunnabd.com

দরবেশ অনায়াসে পানির উপর দিয়ে হেঁটে গেলেন। ফিরে আসার জন্য নৌকা চাইলে লোকে বলল, যেভাবে এসেছ সেভাবেই ফিরে যাও। দরবেশ বললেন, আমি ভয় পাচ্ছি যে, আমার নফস অহংকারী হয়ে উঠে কিনা?[২৬]

২১. খলীফা আবুল কাসেম আকরাবাদী (র.)

খলীফা আবুল কাসেম আকরাবাদী (র.) একদা হজ্বের সফরে জাহাজে করে যাত্রাকালে স্বীয় সঙ্গী-সাথীদেরকে আউলিয়ায়ে কেরামের মর্যাদা ও কারামাত সম্পর্কে আলোচনা করতেছেন। এক পর্যায়ে আউলিয়ায়ে কেরামগণ পানির উপর চলাফেরা করা এবং মূহুর্তে অনেক দূর-দূরান্ত অতিক্রম করার আলোচনা আসলে জাহাজের কাপ্তান ঐ সব কারামাত অস্বীকার করে বলল- এই সব মিথ্যা কাহিনী অনেক শুনে আসছি। এগুলোর কোন বাস্তবতা নেই। কাপ্তানের কথা শুনে হযরতের ঈমানী জযবা প্রবল হলো এবং তিনি লাফ দিয়ে পানিতে নেমে পড়েন।

এটা দেখে লোকেরা কাপ্তানকে ভৎর্সনা করল এবং সে নিজেই এ কাজের জন্য লজ্জিত হলো। সবাই হযরতের জন্য চিন্তায় মগ্ন, এমতাবস্থায় তিনি উচ্চস্বরে বলে উঠলেন, তোমরা চিন্তা করোনা। আমি সুস্থ আছি এবং পানির উপর চলতেছি।

এই কথা শুনে কাপ্তানসহ জাহাজের সকলই ভবিষ্যতে ফকীরের সাথে এরূপ আচরণ করবেনা বলে তাওবা করলে তিনি পুনরায় জাহাজে উঠে আসেন।[২৭]

www.ahlesunnahbd.com

---

[২৬]. শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.), ৬৭০ হি. আসরারুল আউলিয়া ও উর্দু, পৃ:
[২৭]. হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) (১৩৭৬) আনফাসুল আরেফীন। পৃ. ৭৭

আগুনে দগ্ধ না হওয়া

০১. হযরত যুআইব (রা.)

ইবনে ওহাব ইবনে লাহাইয়্যাহ (র.) থেকে বর্ণনা করেন, ভণ্ড নবী আসওয়াদ আনসী যখন 'সানয়া' শহর করায়ত্ব করল তখন হযরত যুআইব (র.) কে মুসলমান হওয়ার কারণে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করল। আগুন তাঁর উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। তিনি নিরাপদে আগুন থেকে বেরিয়ে আসেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা যখন সাহাবায়ে কেরামকে বলেন, তখন হযরত উমর (রা.) বলেন– আল্লাহর শোকর যে, এই উম্মতের মধ্যে এমন লোকও বিদ্যমান আছে যাকে ইব্রাহীম (আ:)'র মত আগুনে দগ্ধ করেনি।[২৮]

০২. হযরত আবু মুসলিম খাওলানী (র.) (৬২ হি.)

ইয়েমেনে ভণ্ড নবী দাবীদার আসওয়াদ আনসী হযরত আবু মুসলিম খাওলানী (র.)কে ডেকে বলে– তুমি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসূল। তিনি বলেন– এটা হতে পারেনা। সে বলল– তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন– হ্যাঁ। এরপর সেই আগুন প্রজ্জ্বলিত করে তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করল। কিন্তু তিনি আগুনে সম্পূর্ণ অক্ষত রয়ে গেলেন। লোকেরা আসওয়াদ আনসী কে বলল– তাঁকে এখান থেকে বের করে দিন নতুবা আমাদের সকলের বিশ্বাস আপনার থেকে উঠে যাবে। তাঁকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হলে তিনি মদীনায় চলে যান। এইসময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেন। হযরত আবুবকর (র.)'র খেলাফতকালে তিনি মসজিদে এসে নামাজ পড়তেছেন। হযরত ওমর (রা.) তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে জানতে পারেন যে, ইনি ইয়েমেনের লোক। তাঁর কাছে আবু মুসলিম খাওলানী (র.) সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রমাণিত হল যে, ইনিই আবু মুসলিম খাওলানী। তাঁকে হযরত ওমর (রা.) হাত ধরে কপালে চুমু খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে হযরত আবু বকর (রা.)'র নিকট নিয়ে যান এবং বলেন, আজ আমি এমন একজন উম্মতকে দেখলাম, যার সাথে হযরত ইব্রাহীম (আ.)'র ন্যায় ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।[২৯]

০৩. হযরত হাসান বসরী (র.) (১১০ হি.)

শামউন নামক একজন অগ্নিপূজারী হযরত হাসান বসরী (র.)'র প্রতিবেশী ছিলেন। সে মৃত্যু শয্যায় উপনীত হলে হাসান বসরী (র.) তাকে দেখতে যান। তিনি গিয়ে দেখেন, আগুনের ধোঁয়ায় তার শরীর কালো হয়ে গিয়েছে। তিনি তাকে অগ্নিপূজা ত্যাগ করে ইসলাম

---

[২৮] . আল্লামা ইউসুফ নাবহানী, জামে কারামাতে আউলিয়া, উর্দু, পৃ: ৩৯৫।

[২৯] . আল্লামা আবদুর রহমান জামী (র.), শাওয়াহেদুন নবুয়্যত, উর্দু, পৃ: ৩৯২।

গ্রহণের আহ্বান করে বলেন, তুমি সত্তর বছর যাবত অগ্নিপূজা করে লাভ কি? তুমি আগুন স্পর্শ করলে আগুন তোমাকে দয়া করবেনা বরং জ্বালিয়ে ফেলবে। পক্ষান্তরে আমি এক মুহূর্তের জন্যও অগ্নিপূজা করিনি, তবে আমি আগুনে হাত দিলে আগুন আমার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। এ কথা বলে তিনি প্রজ্বলিত আগুন হাতে তুলে নিলেন। তাঁর হাতের কোন ক্ষতি হয়নি। শামউন এই কারামতি দেখে প্রভাবিত হয়ে বলে– আমি সত্তর বছর অগ্নিপূজা করেছি অবশেষে মৃত্যুমূখে মুসলমান হয়ে লাভ কি হবে? হযরত হাসান বসরী (র.) তাকে বারবার মুসলমান হওয়ার আহ্বান করলে সে বলল– ঠিক আছে আপনি যদি আমাকে একথা লিখে দেন যে, আমি মুসলমান হলে আল্লাহ আমার যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করবেন এবং আমাকে জান্নাত দান করবেন, তবে আমি মুসলমান হতে পারি। অতএব তিনি এ বিষয়ে একটি চুক্তিপত্র লিখে দেন। কিন্তু সে বলল, এতে বসরার ন্যায়পরায়ণ লোকদের সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর থাকতে হবে। তিনি তাও করে দেন। তারপর শামউন খাঁটি অন্তরে তাওবা করে মুসলমান হয়ে যান এবং প্রার্থনা করেন আমার মৃত্যুর পর আপনার হাতেই আমাকে গোসল দেবেন এবং কবরে রাখবেন। আর এই চুক্তিপত্র কবরে আমার হাতে দেবেন যাতে হাশর ময়দানে আমার মুসলমান হওয়ার সনদ আমার হাতে থাকে। এই অছিয়ত শেষে কালিমায়ে শাহাদাত পড়ে তিনি ইন্তেকাল করেন। হযরত হাসান বসরী (র.) তার কথামত তাকে কাফন-দাফন সমাপ্ত করে ঘরে এসে তিনি চিন্তায় পড়ে গেলেন। তিনি ভাবতেছেন– ক্ষমা করা না করা সম্পূর্ণ আল্লাহর ব্যাপার, তাতে আমি কিভাবে হস্তক্ষেপ করলাম? এরূপ চিন্তা করতে করতে নিদ্রা গেলে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, শামউন মূল্যবান পোষাক ও মাথায় স্বর্ণের তাজ পরিধান করে জান্নাতে ভ্রমণ করতেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন– তোমার কি অবস্থা? উত্তরে শামউন বলেন– আল্লাহ তাঁর দয়ায় আমাকে ক্ষমা করে দেন এবং যেসব নিয়ামত দান করেছেন তা অবর্ণনীয়। সুতরাং আমার ব্যাপারে আপনার উপর আর কোন দায় দায়িত্ব নেই, আপনি চিন্তিত হবেন না। আপনি আপনার চুক্তিপত্র নিয়ে নেন এখন এটা আমার আর প্রয়োজন নেই। হযরত হাসান বসরী (র.) সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেন তাঁর হাতে ঐ চুক্তিপত্র যা শামউনের কবরে তার হাতে দিয়েছিলেন।[৩০]

০৪. হযরত ওসমান হারুনী (র.) (৬১৭ হি.)

হযরত ওসমান হারুনী (রা.) তাঁর খাদেম ফখরুদ্দীনকে সঙ্গে নিয়ে প্রিয় মুরীদ হযরত খাজা সাহেবের সন্ধানে নানা দেশ ঘুরে পারস্যের একটি জায়গায় উপস্থিত হলেন। তিনি সারাদিন পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে একটি বাগানের পাশে তাঁবু খাটিয়ে সেখানেই রাত্রিযাপন করেন এবং খাদেম কে বললেন, লোকালয় হতে একটু আগুন নিয়ে এসো। আমরা কিছু রুটি তৈরী করে আহার করবো। খাদেম কিছুদূর গিয়ে দেখেন যে, একস্থানে বিরাট এক অগ্নিকুণ্ড, তাতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতেছে। আর কতগুলো লোক তার চারপার্শ্বে ঘুরে ঘুরে নাচতেছে। কেউ আবার মন্ত্র পাঠ করে মাঝে মধ্যে মাথা ঝুকে অগ্নিকুন্ডকে প্রণাম করতেছে। এ কাণ্ড দেখে তিনি অবাক হলেন, কারণ ইতিপূর্বে তিনি কখনই অগ্নিপূজা দেখেননি। যাহোক ঐ লোকদের নিকট গিয়ে তিনি আগুন চেয়ে বললেন, আমাকে একটু আগুন দাও, আগুন দিয়ে

---

[৩০] . শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র.), (৬৩৭ হি.) তাযকিরাতুল আউলিয়া, উর্দু, পৃঃ ১৬।

আমরা রুটি তৈরী করবো। তাঁর কথায় তারা ভীষণভাবে রেগে গেল এবং বলল কোথাকার বেওকুফ? ইহা আমাদের উপাস্য দেবতা, সাধারণ অগ্নি নয় যে, তোমাকে রুটি পাকাতে দেওয়া যাবে। তুমি চলে যাও এখান থেকে। এভাবে তিনি আগুন আনতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়ে হযরত ওসমান হারুনী (র.) কে সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করলেন। তিনি খাদেমের কথা শুনে অগ্নিপূজারীদের নিকট গিয়ে তাদের দলপতিকে ডেকে বললেন, তোমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ভুলে এভাবে অগ্নিপূজা করতেছ কেন? দলপতি বলল, অগ্নিই আমাদের উপাস্য। আমাদের ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে যে, অগ্নিপূজা করে অগ্নিকে সন্তুষ্ট করলে দুনিয়ায় তার কোন আশাই অপূর্ণ থাকে না এবং পরকালেও সে নরকের অগ্নি হতে রক্ষা পাবে। হযরত ওসমান হারুনী (র.) বললেন, এটা তোমাদের অত্যন্ত ভুল ধারণা। শতবর্ষ পর্যন্ত অগ্নির উপাসনা করলেও অগ্নি তোমাদের কোন উপকার করতে পারবেনা। কেননা কারো মঙ্গালামঙ্গলের ব্যাপারে আগুনের কোন শক্তি নেই, ইহা সম্পূর্ণ আল্লাহরই হাতে। আগুনও আল্লাহর সৃষ্টি একটি বস্তু। তোমরা এতদিন যাবত অগ্নি পূজার কারণে তোমরা আগুনে হাত দিয়ে দেখ, যদি তোমাদেরকে অগ্নিপূজারী বলে খাতির করে আগুন তোমাদের হাত জ্বালিয়ে না ফেলে তবে বুঝবে যে, তোমাদের কথা সত্য। দলপতি বলল, তা কিভাবে সম্ভব? আগুনের ধর্মই হল প্রজ্বলিত করা। সেতো যা কিছু পায় তা জ্বালিয়ে দেয়। হযরত ওসমান হারুনী (র.) বললেন; না, আগুনের মোটেই সে ক্ষমতা নেই। যদি সর্বশক্তিমান আল্লাহ অগ্নিকে বিরত রাখেন তবে সে কিছুই জ্বালাতে পারবেনা। যেমন আমি আল্লাহ তায়ালাকে উপাস্য বলে স্বীকার করি। অতএব আমি যদি আগুনের মধ্যে প্রবেশ করি তবে তাঁর নির্দেশে আগুন নিশ্চয়ই আমাকে প্রজ্বলিত করবেনা বা আমি যদি কারো জন্য সুপারিশ করি তবে আশা করি তাকেও সে জ্বালাতে পারবেনা।

দলপতি তাঁর কথা শুনে বলল, এর প্রমাণ দেখাতে পারলে তোমার কথা বিশ্বাস করবো। সঙ্গে সঙ্গে হযরত ওসমান হারুনী (র.) অগ্নিপূজকদের একটি ছেলেকে হাত ধরে টেনে নিয়ে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করলেন। তাঁর কাণ্ড দেখে অগ্নিপূজকগণ হায়! হায়! করে উঠল। তারা ভাবল যে, লোকটি অজ্ঞতা ও জেদের বশে বৃথাই অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হল এবং সাথে তাদের ছেলেকেও নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর আল্লাহর অপূর্ব মহিমা বলে তিনি ঐ ছেলেটিকে নিয়ে মৃদু হেসে সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় অগ্নিকুণ্ড হতে বের হয়ে আসলেন। অগ্নিপূজকগণ এই দৃশ্য দেখে বিস্ময় বিস্ফোরিত নেত্রে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। বলাবাহুল্য যে, এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে মুহূর্তে তাদের মনোভাব পরিবর্তিত হল এবং তখনই একসাথে প্রায় চারশত লোক অগ্নিপূজা পরিত্যাগ করে হযরত ওসমান হারুনী (র.)'র হাতে ইসলাম গ্রহণ করে।[৩১]

০৫. হযরত খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্তি (র.) (৬৩২ হি.)

একদা খাজা গরীবে নেওয়াজ হযরত মঈনুদ্দীন চিশতি (র.) এক বিরাট জনশূন্য প্রান্তর দিয়ে যাওয়ার সময় প্রান্তের এক পাশে আগুনের কুণ্ডলী ও কাঠ পোড়ার গন্ধ অবলোকন ও

[৩১] . আলহাজ্ব মাওলানা এ, কে, এম, ফজলুর রহমান মুন্সী, গরীবে নেওয়াজ হযরত মঈনুদ্দীন চিশতি (র.) পৃঃ ৩৬।

অনুভব করেন। তিনি আশ্বস্ত হলেন যে, অবশ্যই ওখানে মানুষ আছে। তাদের সাথে সাক্ষ্যৎ করার এবং নির্ভুল পথের সন্ধান জানার উদ্দেশ্যে সেই দিকে যান। গিয়ে দেখেন তারা অনেক লোক এক বিরাট অগ্নিকুণ্ডকে ঘিরে বসে আছে। তারা আগুনের পাশে এভাবে বসে থাকার কারণ জিজ্ঞেস করেন তিনি। উত্তরে তারা বলল, আমরা আমাদের অগ্নিদেবতার পূজা করতেছি। যে দেবতা আমাদের সর্বপ্রকার ক্ষতি ও শাস্তি হতে মুক্তি দিতে সক্ষম। খাজা সাহেব (র.) তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস শুনে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হন এবং বললেন– আগুন কারো দেবতা হতে পারে না। কারণ তার নিজস্ব কোন শক্তি নেই এমনকি তার আলোক শক্তিও তার নিজস্ব নয়। আর আগুনকে পূজা করা ও দেবতা মনে করা মহাপাপ ও অন্যায় কাজ।

খাজা সাহেবের সাথে তাদের অনেক যুক্তিতর্কের পর তারা খাজা সাহেবকে বলল– আপনার পূর্বদাবী অগ্নির দাহন শক্তি নিজস্ব শক্তি নয় এর প্রমাণ দেখাতে পারলে আমরা আপনার ধর্ম গ্রহণ করতে সম্মত আছি। খাজা সাহেব তাদের কথা শুনে মৃদু হেসে বললেন, আমি আমার দাবীতে সম্পূর্ণ সত্য যে, আগুনের কোন নিজস্ব শক্তি নেই বরং সর্বকৌশলী আল্লাহ পাকের দেওয়া শক্তিই তাতে কার্যকরী হয়। আগুন নিজ কাজ সাধনে সর্বদা আল্লাহর আদেশের মুখাপেক্ষী।

অগ্নিপূজারীরা তাঁর কথা শুনে পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিয়ে হেসে উঠল। তিনি তাদের উদ্দেশ্য বুঝে বললেন, প্রিয় বন্ধুগণ! তোমরা বিশ্বাস কর যে, সেই করুণাময় আল্লাহর ইচ্ছে থাকলে আমি তো দূরের কথা, আগুন আমার জুতাকেও পোড়াতে সক্ষম হবে না। এই বলে তিনি নিজের পা হতে একটি পাদুকা খুলে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করলেন। আল্লাহ তায়ালার অপার মহিমা! যে অগ্নি কয়েকমাস যাবত প্রজ্বলিত ছিল খাজা সাহেবের জুতা নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে তা নিভে গেল। উক্ত অগ্নিকুণ্ডলের কোন চিহ্নই অবশিষ্ট রইল না।

হযরতের এই অপূর্ব কারামত দেখে তারা আশ্চর্য্য হয়ে গেল এবং নিজেদের ভুল বুঝতে পারল। পরিশেষে তারা তাঁর প্রতি এতই অনুরক্ত হয়ে পড়ল যে, ভক্তি সহকারে তাঁর হাতে ইসলাম ধর্মের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হল। পরবর্তীতে খাজা সাহেবের সান্নিধ্যে থেকে তারা আধ্যাত্ম সাধনায় উন্নতি সাধন করে দরবেশ শ্রেণীভূক্ত হতে সক্ষম হয়েছিল।[৩২]

০৬. হযরত মাসুম (র.)

হযরত মাসুম (র.)'র সময়কালে এক অগ্নিপূজারী যাদুকর আগুন জ্বালিয়ে নিজে এবং তার ভক্ত অনুরক্তদের নিয়ে আগুনে চলাফেরা করত। আগুন তাদেরকে স্পর্শও করতোনা। মানুষ তার এগুলো দেখে বিভ্রান্ত হচ্ছে। তখন তিনি (হযরত মাসুম) বেশী করে আগুন প্রজ্জলিত করার আদেশ দেন এবং একজন মুরীদকে আগুনে প্রবেশের নির্দেশ দেন। সেই যিকর করতে করতে আগুনে প্রবেশ করলে আগুন ফুলবাগিছায় পরিণত হয়ে গেল।[৩৩]

[৩২] . আলহাজ্ব মাওলানা এ, কে, এম, ফজলুর রহমান মুন্সী, গরীবে নেওয়াজ হযরত মঈনুদ্দীন চিশতি (র.) পৃঃ ১৩০।

[৩৩] . আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.), জামে কারামাতে আউলিয়া, উর্দু, পৃঃ ৮১৪ (র.)।

০৭. হযরত আহমদ ইবনে হারাব (র.)

হযরত আহমদ ইবনে হারাব (র.)'র এক প্রতিবেশী বাহরাম নামক একজন অগ্নিপূজারী বড় ব্যবসায়ী বসবাস করত। একদা রাস্তায় ডাকাতদল তার সমস্ত সম্পদ লুটে নিলে হযরত আহমদ হারব (র.) আফসোস করেন। তিনি সঙ্গী সাথীদের নিয়ে প্রতিবেশীর হক আদায়ের লক্ষ্যে তার ঘরে যান। সে অনেক সম্মান করল এবং তাদেরকে যথেষ্ট মেহমানদারী করল। তাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে আলাপ আলোচনা করার পর এক পর্যায়ে আহমদ ইবনে হারাব বলেন–হে বাহরাম! তুমি অগ্নি পূজা কর কেন? উত্তরে সেই বলল– পরকালে আগুন যেন আমাকে না জ্বালায় সেই জন্য দুনিয়াতে লাকড়ি দিয়ে আগুনের খোরাক দিচ্ছি। তিনি বলেন– তোমার এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ যে আগুনে ছোট বাচ্চা পানি ঢেলে দিলে তা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেনা, সেই আগুন কিভাবে তোমাকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করবে? দেখ, তুমি দীর্ঘদিন যাবত অগ্নিপূজা করতেছ অথচ আমি মুহূর্তের জন্যও অগ্নিপূজা করিনি। আস আমরা উভয়ের হাত আগুনে রাখি তবে জানতে পারবে আগুন তোমাকে কতটুকু দয়া করে। কথাটি বাহরামের মনে যথেষ্ট রেখাপাত করে। ফলে সে বলল, আচ্ছা আগে আপনি আগুনে হাত দিন পরীক্ষা হয়ে যাক। অতপর তিনি হাত আগুনে নিক্ষেপ করলে বিন্দু মাত্রও ক্ষতি হল না। বাহরাম সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যায়।[৩৪]

০৮. হযরত শামশুদ্দিন পানিপথী (র.)

হযরত শামশুদ্দিন পানিপথী (র.) এর খানকায় একদা এক বড় মজলিসে সৈয়দ দাবীদার জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, আপনি নাকি সৈয়দ এ ব্যাপারে কি কোন প্রমাণ আছে? তিনি বলেন আমি আমার পিতা থেকে শুনেছি আমরা সৈয়দ, এবং আমার নিকট প্রমাণও আছে। লোকটি বলল ঐ প্রমাণতো আপনারা নিজেদের, ওটাকে কে গ্রহণ করবে? এই কথা শুনে তাঁর হালতে জালাল এসে গেল এবং বললেন সৈয়দের দাড়িও আগুনে জ্বালাতে পারবেনা। আস আমি আর তুমি আগুনে প্রবেশ করি, যাতে আমাদের সৈয়দ হওয়া না হওয়া ফায়সালা হয়ে যাবে। এই কথা বলে তিনি প্রজ্বলিত আগুনের চুলায় লাফ দেন। সাথে সাথে আগুন নিভে ঠান্ডা হয়ে যায় এবং সেখানেই একটি পানির কূপ প্রবাহিত হল যার পানি দিয়ে তিনি অজু করে নামাজ আদায় করেন। এরপর তিনি প্রশ্নকারী ব্যক্তিকে বলেন, এখন তুমি জলন্ত আগুনে প্রবেশ কর। সে একটু কাছে গেলেই তার কাপড়ে আগুন ধরে যায় এবং আগুন আগুন করে চিৎকার আরম্ভ করল। হযরতের দয়া হল, তিনি দৌড়ে গিয়ে তাঁর হাত ধরলে আগুন নিভে যায়। উপস্থিত সকলেই এই ঘটনা দেখে তাঁর কাছে ক্ষাম চাইল এবং সকলই তার অনুগত হয়ে গেল।[৩৫]

---

[৩৪] . শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র.) , তাযেকরাতুল আউলিয়া, উর্দূ , পৃঃ ১৪৭, শাহ মুরাদ সুহরাওয়ার্দী, মাহফিলে আউলিয়া উর্দু, পৃঃ ১৪৯।

[৩৫] . শাহ মুরাদ সুহরাওয়ার্দী, মাহফিলে আউলিয়া, উর্দু, পৃঃ ৪৫৪।

০৯. হযরত মীর কুতুব শাহ (র.)

বরিশাল জেলায় অবস্থিত হযরত মীর কুতুব শাহ (র.) দিল্লীর উলফত গাজীর বংশধর ছিলেন। উলফত গাজী সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি স্বপ্নযোগে পাওয়া গুরুর আদেশে দিল্লী থেকে এসে বাংলাদেশে হেদায়েত কার্য পরিচালনা করে এসেছিলেন।

বাংলাদেশে আসার পর তিনি বরিশাল জেলার উদচড়া নামক স্থানে আস্তানা স্থাপন করেন। এই জায়গাটি লা খেরাজ সম্পত্তির অর্ন্তভূক্ত ছিল। কোন এক বুজুর্গের নামে তা ওয়াকফ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মোগল আমলে সাবিখান যখন বরিশাল জেলায় ফৌজদার হয়ে আসলেন তখন তিনি হযরত মীর কুতুব শাহের নিকট এর খাজনা দাবী করেন। পীর কুতুব শাহ তদুত্তরে সাবিখান কে জানালেন যে, ইহা পূর্ব হতেই চলে আসা লা খেরাজ সম্পত্তি এবং জনগণই এর সুফল ভোগ করতেছে। সুতরাং, তিনি এর খাজনা দিতে পারবেন না।

দাম্ভিক সাবিখানের কাছে এই জবাব মনপুত হলনা বরং তার উদ্ধত্য বলে মনে হলো। তিনি তাঁকে বন্দী করে চরম শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা করলেন। কুতুব সাহেব নিজের মতে অটল থেকে সাবিখানকে জালেম বলে অভিহিত করলেন। সাবিখান এতে আরো ক্ষেপে গেলেন। তিনি কুতুব শাহ কে ফুটন্ত তেলে নিক্ষেপ করে শাস্তি দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন।

একটি তামার পাত্রে তেল গরম করা হয়েছিল। হযরত মীর কুতুব বললেন, তোমাদের কষ্ট করে আমাকে নিক্ষেপ করতে হবে না। আমি নিজেই এতে অবতরণ করতেছি। এই বলে তিনি ফুটন্ত তেলের মধ্যে পা রেখে বসে পড়লেন। খোদার কি মহিমা! তাঁর কিছুই হলোনা। পক্ষান্তরে সাবিখানের গায়ে জ্বালা ধরল। যন্ত্রনার অস্থিরতায় তিনি কাতরাতে শুরু করলেন। হযরত মীর কুতুব তেলের পাত্র থেকে নেমে এসে বললেন, জালেমের এমনি দশাই হয়ে থাকে। বাধ্য হয়ে সাবিখান তখন তাঁর নিকট ক্ষমা চাইলেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করে নিয়ে স্বীয় কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করলেন। সাবিখান ঐ সম্পত্তি ছাড়াও তাঁকে আরো একটি নিষ্কর সম্পত্তি দান করেছিলেন।[৩৬]

১০. শেখে আকবর হযরত মুহিউদ্দিন ইবনে আরবী (র.) (৬৩৮ হি.)

ফতুহাতে মক্কীয়্যাহ গ্রন্থে শেখে আকবর মুহিউদ্দিন ইবনে আরবী (র.) এরশাদ করেন, ৫৩৬ হি. সনে আমার মজলিসে একজন ফলসফী (বিজ্ঞানী) আলেম এসেছে। মুসলমানগণ. যেভাবে নবীগণের নবুয়্যতে বিশ্বাসী সে সেভাবে বিশ্বাস করেনা। সে আম্বীয়ায়ে কেরামের মুজিযা ও অলৌকিকত্বে অবিশ্বাসী ছিল। সময়টা ছিল শীতকাল। আমার মজলিসে একটি পাত্রে আগুন প্রজ্বলিত আছে। আগুন দেখে ঐ ব্যক্তি বলল, সাধারণ লোকেরা বলে হযরত ইব্রাহীম (আ.) কে আগুনে নিক্ষেপ করেছিল অথচ তিনি অক্ষত ছিলেন। আগুন তাকে জ্বালাতে পারেনি। এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার। কেননা, আগুনের সভাবই হলো জ্বালানো। লোকটি এই অকাট্য সত্য ঘটনাকে অসম্ভব মনে করে ব্যাখ্যা দিয়ে বলল– কুরআনে যে

---

[৩৬] . সাদেক শিবলী জামান, বাংলাদেশের সুফী সাধক ও অলী-আওলিয়া, পৃ: ১১১।

আগুনের কথা উল্লেখ আছে তা দ্বারা নমরুদের রাগের আগুনই ছিল। হযরত ইব্রাহীম (আ.) কে আগুনে নিক্ষেপ করা দ্বারা নমরুদের রাগের আগুনই উদ্দেশ্য আর না জ্বালার দ্বারা উদ্দেশ্য হল নমরুদের রাগের কোন প্রভাব হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর উপর পড়েনি। অর্থাৎ সে তাকে কোন ক্ষতি করতে পারেনি বরং দলীল প্রমাণ দিয়ে তিনিই নমরুদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন।

বিজ্ঞ লোকটি তার বর্ণনা সমাপ্ত করলে উপস্থিত অনেকেই মনে করেছে যে, আমি অবশ্যই তাকে কিছু বলবো। অতপর আমি তার বক্তব্য শুনে তাকে বললাম, তুমি কি কুরআনী ঘটনাকে অস্বীকার করতেছ? আচ্ছা আমি তোমাকে দেখাচ্ছি। সে উত্তর দিল এর বিপরীত হতেই পারে না। অর্থাৎ আগুন জ্বালাবেই। একথা শুনে আমি তাকে বললাম, এই আগুন পাত্রে ঐ একই আগুন যা সম্পর্কে তুমি বলেছ যে, আগুনের স্বভাব হলো জ্বালিয়ে ফেলা। সে বলল, হ্যাঁ, আগুনের ধর্মই হলো জ্বালানো। তখন আমি ঐ আগুনপাত্র তুলে নিয়ে তার কাপড়ের আচলে ঢেলে দিলাম এবং বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত তার আচলে আগুন রইল। তার হাতে কাপড়ের এক আচল থেকে অপর আচলে আগুন পরিবর্তন করল কিন্তু তার কাপড়ে আগুনের কোন প্রভাব লাগেনি। আমি তাকে বললাম, তোমার হাত আচলে দাও। যখন তার হাত আগুনের কাছে নিয়ে গেল তখন তার হাত জ্বলতে লাগল। আর তখন আমি তাকে বললাম, আগুনে জ্বালা ও না জ্বালা সম্পূর্ণ আল্লাহ তা'য়ালার হুকুমেই হয়, আগুনের নিজস্ব ক্ষমতায় নয়। তখন ঐ বিজ্ঞ আলেম হযরতের কথা স্বীকার করে তাওবা করে ঈমান নবায়ন করল।[৩৭]

১১. হযরত তালেব (র.)

হযরত শেখ মুহাম্মদ আলী (র.)'র এক ছেলের নাম ছিল তালেব। ছোট বেলায় তাঁর মা তাঁকে প্রতিবেশীর ঘর থেকে আগুন আনতে পাঠান। তিনি কোন পাত্র ছাড়াই আগুন আনতে চলে যায়। প্রতিবেশী বলে তোমার দাদা হলেন গাউছে আ'যম আব্দুল কাদের, তোমার বাবা হলো আবু আলী। তুমি যদি আগুন হাতের অঞ্জলিতে করে নিয়ে যাও তবে আগুন তোমাকে দগ্ধ করবেনা। শিশু তালেব হাত বাড়িয়ে দিলে প্রতিবেশী আগুন দিয়ে দিল আর তিনি আগুন নিয়ে চলে আসেন।[৩৮]

---

[৩৭]. আবদুর রহমান জামী (র.), ৮৯৮ হি, নফহাতুল উনস, উর্দূ পৃঃ ৮১০

[৩৮]. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.), জামে কারামাতে আউলিয়া, উর্দু, পৃঃ ৮৭৪ (র.)।

www.ahlesunnahbd.com

ভাগ্য পরিবর্তন

০১. হযরত মনছুর হেল্লাজ (র.)

হযরত মনছুর হেল্লাজ (র.) এর সামায়ী নামক একজন একনিষ্ট ভক্ত মুরীদ ছিলেন। খলীফার উজির হামিদ ইবনে আব্বাস তাকে গ্রেফ্তার করে নিয়ে জিজ্ঞেস করেন– তুমি মনছুর হেল্লাজের এত ভক্ত কেন? সে উত্তরে বলল– একদা আমি তাঁর সঙ্গে একটা পর্বতে গমন করেছিলাম। সেই সময় কেন জানি আমার শসা খাওয়ার ইচ্ছে হলো। আমি সেই কথা তাঁকে জানালে তিনি পর্বতের উপরে একস্থানে জমাট বাঁধা একটি বরফের স্তুপের মধ্যে হাত প্রবেশ করে বড় একটা শসা বের করে আনেন এবং আমাকে খেতে দিলেন। আমি তখনই শসাটা খেলাম। সেই রূপ স্বাদের শসা আমি জীবনে কখনো খাইনি। তাঁর এই আশ্চর্য্য কেরামত দেখার পর থেকে আমি তাঁকে একজন কামেল অলী বলে বিশ্বাস করি এবং সেই জন্য আমি তাঁকে এত ভক্তি করি।

আর একদিন আমি তাঁকে আমার আর্থিক অভাবের কথা জানালে তিনি আমাকে বললেন, তুমি আমার ঐ জায়নামজটার নিচে বিছানো চাটাইটা উঠিয়ে দেখ, এর নিচ থেকে কিছু অর্থ উঠিয়ে নাও। তবে বেশী লোভ করোনা।

আমি তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী চাটাইখানা উঠিয়ে দেখলাম এর নিচে একটা গর্তের ভিতরে অফুরন্ত টাকা ও মণি মুক্তা রয়েছে। আমি তা থেকে কিছু অর্থ উঠিয়ে নিয়ে সামান্য ব্যবসা আরম্ভ করে দিলাম। আল্লাহ তায়ালা আমাকে এতে এত অধিক বরকত দিয়েছেন যে, এরপর থেকে আমার সংসারে কোন অভাব হয়নি। তখন থেকে আমি হযরত মনছুর হেল্লাজ (র.) এর নিকট বাইয়াত হয়েছি এবং তাঁকে অত্যধিক ভক্তি শ্রদ্ধা করি।[৩৯]

০২. হযরত কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.) (৬৩৩ হি.)

একজন পাপী ব্যক্তিকে হযরত কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.) এর কবরের পাশে তাঁর পায়ের দিকে কবর দেয়া হয়েছিল। ঐ রাতেই লোকেরা স্বপ্নে দেখল যে, পাপী লোকটি জান্নাতে ঘুরাফেরা করছে। লোকেরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল যে, তুমি এই মর্যাদা কিভাবে পেলে? উত্তরে সে বলল– তোমরা আমাকে দাফন করে চলে যাওয়ার পর আযাবের ফেরেশতা এসেছে। এখানে কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার (র.) উপস্থিত আছেন এবং তাঁর অন্তর (আযাবের ফেরেশতার আগমনে) পেরেশান হল। তাৎক্ষণিক ফেরেশতাদের উপর আদেশ হল তোমরা ঐ বান্দাকে ছেড়ে দাও। কেননা আমার বন্ধু কুতুব উদ্দিনের পাশেই তাঁর স্থান হয়েছে। তাঁর (কুতুব উদ্দিনের) অন্তর আমার দিকে নিয়োজিত। তাঁর উসিলায় একে ক্ষমা করলাম এবং এর অপরাধ মাফ করে দিলাম।[৪০]

---

[৩৯]. মাওলানা মুহাম্মদ আতিকুল ইসলাম, হযরত মনছুর হেল্লাজ (র.), পৃঃ ৯৬

[৪০]. মাহবুবে এলাহী নিযাম উদ্দীন আউলিয়া (র.), (৭২৫ হি.) আফযালুল ফাওয়াদে, উর্দু, পৃঃ ১২৫।

০৩. হযরত শাহ্ বুআলী কলন্দর (র.)

একদা হযরত বুআলী শাহ কলন্দর পানিপথী (র.) এর পাশ দিয়ে একজন দই বিক্রেতা মহিলা মাথায় দইয়ের পাত্র নিয়ে যাচ্ছিল। বুআলী (র.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, দই বিক্রি করবে? মহিলা উত্তর দিল হ্যাঁ, দই বিক্রির জন্যই তো মাথায় বোঝা নিয়ে ঘুরছি। আপনি কিনবেন? দই খুবই মূল্যবান। বুআলী জিজ্ঞেস করেন, মূল্য কত? মহিলা মৃদু হেসে বলল স্বর্ণের একটি মুদ্রা। তিনি নিজের হাঁটুর নীচ থেকে একটি স্বর্ণমুদ্রা বের করে মহিলার দিকে নিক্ষেপ করে বললেন, যাও স্বর্ণমুদ্রাও তোমার দইও তোমার, ফকীরের কিছুই প্রয়োজন নাই। মহিলা আশ্চর্য্য হয়ে মুদ্রা হাতে নিয়ে সন্দেহ মনে পিছনে ফিরে ফিরে চলে যায়। কয়েকদিন পর মহিলা পুনরায় তাঁর দরবারে গেলে তিনি তাকে আরো একটি স্বর্ণমুদ্রা দিলেন। এভাবে মহিলা প্রায় এসে স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে গিয়ে নিজের স্বামীর কাছে বুআলী শাহ (র.) এর প্রশংসা করত। মহিলাটি নিঃসন্তান ছিল। একদা স্বামী বলল, তুমি তো ফকীরের অনেক প্রশংসা কর এবং প্রতিদিন স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে আস তাঁর থেকে একটা সন্তান চাও। পরের দিন মহিলা বুআলী শাহর নিকট গিয়ে সন্তান কামনা প্রকাশ করে দোয়ার প্রার্থী হয়। বুআলী শাহ (র.) বলেন যাও, তোমার মহল্লায় ঘোষণা কর যে, যাদের সন্তান হয়নি তারা সবাই যেন এখানে আসে।

পরের দিন মহিলা অন্যান্য নিঃসন্তান মহিলাদের নিয়ে তাঁর দরবারে উপস্থিত হলে তিনি একটি পান কয়েক টুকরা করে প্রত্যেক মহিলাকে খেতে দেন। একজন মহিলা ছাড়া সবাই পানের টুকরা খেয়ে ফেলে। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রমের পর সব মহিলার উদ্দেশ্য পূর্ণ হল কিন্তু যে মহিলা পান খায়নি সে নিঃসন্তানই রয়ে গেল। সন্তান লাভের পর প্রত্যেকেই কিছু হাদিয়া নিয়ে এলে তিনি তা গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে নিঃসন্তান মহিলাও এসেছে কিন্তু চেহারা কালো করে নিরাশ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন-তুমি চিন্তিত কেন? মহিলা পুরো ঘটনা বর্ণনা করে বলল– আমি আপনার পান মুখে দেয়ার পরিবর্তে একটি পাথরের নীচে চেপে রেখেছিলাম। এতে বুআলী শাহ (র.) বলেন, এতে চিন্তার কি আছে? যাও, পাথরটি উঠিয়ে দেখ। মহিলা তাঁর কথামত গিয়ে যে পাথরের নীচে পান রেখেছিল সেই পাথরটি উঠালে মহিলা হতবাক হয়ে যায়। কারণ পাথরের নীচে এক নবজাতক শিশু খেলতেছে। মহিলা খুশী মনে ছেলে তুলে নিয়ে বুআলী শাহর জন্য দোয়া করতে করতে চলে যায়।[৪১]

০৪. হযরত যাকারিয়া মুলতানী (র.) (৬৬৫ হি.)

হযরত যাকারিয়া মুলতানী (র.)'র নিকট এক মহিলা এসে আরজ করল যে, হুজুর! আমার কোন সন্তান নাই। আপনি একটু দোয়া করুন যাতে আল্লাহ্ আমাকে সন্তান দান করেন। তিনি কিছুক্ষণের জন্য চোখ বন্ধ করে লাওহে মাহফুজে আল্লাহ্ তার তাকদীরে সন্তান রেখেছেন কিনা দেখে নেন। অতপর বললেন– তোমার তাকদীরে কোন সন্তান নাই। মহিলা নিরাশ হয়ে ফিরে আসার পথে রাস্তায় যাকারিয়া মুলতানীর নাতি শাহ্ রোকনে আলম নূরী বাচ্চাদের সাথে খেলতেছেন। ছোট বাচ্চা মহিলাকে পেরেশান দেখে জিজ্ঞেস করেন কাঁদতেছেন কেন? মহিলা বলল শাহজাদা! তোমার দাদার কাছে গিয়েছিলাম সন্তান লাভের

[৪১] . শাহ্ মুরাদ সুহরাওয়াদী, মাহফিলে আউলিয়া, উর্দু, পৃঃ ৪৪৭।

দোয়ার জন্য কিন্তু তিনি বললেন– তোমার ভাগ্যে কোন সন্তান নাই। শাহজাদা বলেন– তারপর আপনি কি বলছেন? মহিলা বলল– আমি আর কি বলব ফিরে যাচ্ছি। শাহজাদা বলেন– আপনাকে আমি শিখিয়ে দিচ্ছি তবে আমার নাম বলবেন না। আপনি গিয়ে বলবেন– আমার তাকদীরে থাকলে তো আপনার কাছে আসতে হতো না, এমনিই হয়ে যেতো। আপনার কাছে আসার কি প্রয়োজন ছিল? মহিলা পুনরায় গিয়ে শাহজাদার কথা মত আবেদন করলে যাকারিয়া মুলতানী মৃদু হেসে বলেন– এখনো বয়স কম কিন্তু কথা উচুঁমানের। তারপর তিনি মহিলাকে বলেন– কাল এসো, আজ রাতে আমি আল্লাহর দরবারে দোয়া করবো। অতপর সকালে মহিলা আসলে তিনি বলেন– আমি তোমাকে এক, দুই, তিন, চার এভাবে সাত সন্তান দিলাম। আল্লাহ তায়ালা ঐ মহিলাকে সাত সন্তান দান করেন।[৪২]

০৫. হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র.) (১০৩৫ হি.)

তাফসীরে মাযহারীর মধ্যে কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) বলেন– হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.) শেখ আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী (র.) এর দুই সন্তান মুল্লা তাহের লাহুরীর নিকট ইলমে শরঈ অর্জন করতেন। একদা মুজাদ্দিদ সাহেব তাঁর ছেলেদের বলেন– তোমাদের উস্তাদ শকী তথা হতভাগা বা জাহান্নামী আমি তা তার কপালে লেখা দেখেছি। ছেলেরা আরজ করলেন হুজুর! আপনি মুজাদ্দিদ। আপনি আমাদের উস্তাদের শাকাওয়াত কে সায়াদত এ পরিবর্তন করে দিন। অতপর তাঁর দোয়ায় তাহের লাহুরীর শাকাওয়াত সায়াদতে রূপান্তর হয়ে গেল।[৪৩]

০৬. হযরত শেখ সেলিম চিশতি (র.)

হযরত শেখ সেলিম চিশতি (র.) এর যুহদ ও কারামত শুনে বাদশা আকবর ফতেহপুরে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হন। কারণ তাঁর (বাদশাহর) কোন পুত্র সন্তান হয়নি। তিনি পীর দরবেশের ভক্ত অনুরক্ত ছিলেন। বাদশা বলেন– শেখ! আমার একটা পুত্র সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। তিনি কিছুক্ষণ মুরাকাবা করে তারপর মাথা তুলে বলেন– হে বাদশা! আপনার তাকদীরে কোন পুত্র সন্তান নেই। বাদশা বলেন– তাকদীরে থাকলে দোয়ার কি প্রয়োজন ছিল? তিনি পুনরায় কিছুক্ষণ মুরাকাবা করে বলেন– আচ্ছা আগামী কাল বেগম সাহেবাকে আমার ঘরে পাঠিয়ে দিন। বাদশা আকবর পরের দিন বিবি সাহেবা কে পাঠিয়ে দেন। হযরত সেলিম চিশতি ঘরে এসে তাঁর স্ত্রীকে বলেন– তুমি বাদশাহর বিবির সাথে কপাল লাগিয়ে বস। যখন বসল তখন তিনি তাদের উপর একখানা চাদর ঢেলে দিয়ে কিছুক্ষণ মুরাকাবা করে বলেন– এখন ঘরে চলে যান। তাঁর ইঙ্গিতে বাদশা ঐ রাতে স্ত্রীর সাথে মিলন করেন। আল্লাহর মেহেরবাণীতে কিছু দিন পর স্ত্রী গর্ভবতী হন। তারপর আকবর তাঁর খেদমতে আসেন। তিনি বাদশাকে মোবারকবাদ জানান এবং বলেন আল্লাহর শোকর, আপনার পুত্র সন্তান জন্মলাভ করবে। তবে তার নাম আমার নামে রাখবেন। অতপর ৯৭৭ হি. সনে আকবরের ঘরে পুত্র সন্তান জন্ম হয় এবং তার নাম রাখেন সেলিম। আকবর খুশীতে তৎকালীন নগদ তিন কোটি টাকা, তিন লাখ বিগা জমি এবং তিন শত গ্রাম শোকরিয়া স্বরূপ দান করেন।[৪৪]

---

[৪২] . শাহ মুরাদ সুহরাওয়ার্দী, মাহফিলে আউলিয়া, উর্দূ, পৃ. ২৬৭

[৪৩] . মাওলানা মুহাম্মদ শরীফ, বারাহ তাকরীর, উর্দু পৃঃ ১১৮

[৪৪] . শাহ মুরাদ সুহরাওয়ার্দী মাহফিলে আউলিয়া, উর্দু পৃঃ ৪৭৯

মুছিবতে সাহায্য করা

০১. হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (র.) (২৬২ হি.)

হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (র.) জনৈক বুজুর্গ ব্যক্তির সাথে নৌকায় ভ্রমনে ছিলেন। হঠাৎ প্রচণ্ড তুফান আরম্ভ হল। অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসল, তোমরা ভয় করোনা ইব্রাহীম ইবনে আদহাম তোমাদের সাথে আছেন। সাথে সাথে তুফান থেমে গেল। এমনি আরেকবার জাহাজে করে ভ্রমণকালে প্রচণ্ড তুফান আসলে তিনি কুরআন নিয়ে বলেন, হে আল্লাহ! আমাদের সাথে তোমার পবিত্র কিতাবও ডুবে যাবে। গায়েবী আওয়াজ আসল এরূপ হবে না, তৎক্ষণাৎ তুফান থেমে যায়।[৪৫]

০২. হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তস্‌তরী (র.)

হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তসতরী (র.) বলেন, একদা আমি অজু করে জুমার নামাজ পড়ার জন্য জামে মসজিদে গিয়ে দেখি মসজিদ মুসল্লীতে পূর্ণ। খতীব সাহেব খুৎবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মিম্বরে উঠার প্রায় সন্নিকটে। আমার দ্বারা এই বেয়াদবী হলো যে, আমি মুসল্লীদের ফাঁক করে করে মসজিদের প্রথম কাতারে গিয়ে বসি। আমার ডান পাশে বসা এক যুবকের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ল, যিনি হাল্কা অথচ ভাল পোষাক পরিধান কৃত ছিলেন। তার শরীর থেকে সুগন্ধি বের হচ্ছে। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, সাহল ইবনে আবদুল্লাহ কেমন আছেন? আমি বললাম, ভাল। আমি মনে মনে অবাক হলাম যে, আমি তাকে জানিওনা চিনিও না অথচ তিনি আমার নাম জানেন। আমি এই চিন্তাভাবনাই আছি। ইত্যবসরে আমার প্রচণ্ড পেশাবের হাজত হলো এবং এতে আমার ভীষণ অস্বস্তিবোধ হচ্ছে, এমনকি আমার অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল। বসে থাকলে নামাজ হবে না আর বাইরে গেলে মুসল্লীদের কাঁধের উপর দিয়ে যেতে হবে। এমন সময় যুবকটি আমার দিকে ফিরে দেখেন এবং জিজ্ঞেস করেন সাহল! পেশাবের হাজত হয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, একথা শুনে তিনি তার হাঁটুর নিচ থেকে একটি কম্বল বের করে আমার উপর দিয়ে বললেন, তাড়াতাড়ী পেশাব করে অজু করে ফারেগ হয়ে যাও, যাতে নামাজ পেতে পার। যুবক আমার উপর কম্বল ঝাপিয়ে দিলেন সাথে সাথে আমি বেহুঁশ হয়ে পড়ি। যখন চোখ খুললাম দেখি একটা দরজা। অদৃশ্য থেকে বলল, ভিতরে যাও, খোদা তোমাকে দয়া করবেন। আমি ভিতরে গিয়ে দেখি বিরাট এক মহল তাতে একটি খেজুর বৃক্ষ আছে। তার পাশেই অজু খানা যার মধ্য পানি ভর্তি। পানি মধুর চেয়ে মিষ্টি। পাশে একদিকে পানি পড়ে প্রবাহিত হওয়ার নালা রয়েছে। গোসল খানায় একটি তোয়ালে এবং একটি মিসওয়াকও বিদ্যমান। আমি হাজত সেরে গোসল করে তাওলিয়া দিয়ে শরীর মুছে পানি শুকিয়েছি। তারপর শুনলাম- সাহল! প্রয়োজন শেষ হলে বলো। আমি বললাম, হ্যাঁ, প্রয়োজন শেষ। এটা শুনে যুবকটি আমার উপর থেকে কম্বল তুলে নেন। দেখলাম যে, আমি মসজিদের আপন জায়গায় বসে আছি অথচ মুসল্লীরা আমার অবস্থা সম্পর্কে জানেনা। এরপর জামাত কায়েম হল এবং

---

[৪৫] . শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র.) (৬৩৭ হি.), তাযকেরাতুল আউলিয়া, উর্দূ পৃ.৬৭

জামাতে নামাজ পড়লাম। কিন্তু আমি চিন্তিত আছি যে, এই যুবকটি কে? নামাজ শেষ হলে আমি তাঁর পিছনে পিছনে চললাম। তিনি এক রাস্তার মোড় ফিরার সময় আমাকে বললেন, সাহল! যা কিছু দেখেছ তা বিশ্বাস হচ্ছে না? আমি বললাম না, একথা শুনে যুবক বললেন, আচ্ছা তুমি এই দরজা দিয়ে প্রবেশ কর। আমি ভিতরে প্রবেশ করে দেখি সেই মহল, সেই দরজা, তাওলিয়া এখনো ঝুলন্ত। সর্বোপরি সবকিছুই সেই পূর্বের মতোই। আমি চোখ খুলে দেখি যুবকও নাই মহলও নাই। সব অদৃশ্য হয়ে গেল শুধু আমি একাই দাঁড়িয়ে আছি।[৪৬]

০৩. হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি.)

একদা হযরত আবুল মুয়াল নামক এক দরবেশ হযরত শেখ আবদুল কাদের জিলানী (র.) এর দরবারে ওয়াজ মজলিশে উপস্থিত হন। মাহফিল চলাকালীন তার মল ত্যাগের প্রয়োজন দেখা দিল এবং তা এত প্রবল হলো যে, বসে থাকা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ল। তিনি শেখের প্রতি সাহার্য্যের উদ্দেশ্যে তাকালে শেখ তা বুঝতে পারেন। শেখ মিম্বর থেকে এক সিঁড়ি নামলে একটি মাথা আর এক সিঁড়ি নামলে কাধ ও বক্ষ এভাবে তিনি সম্পূর্ণ নেমে গেলে একজন সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে গেলেন যার কথাবার্তা ও আওয়াজ সম্পূর্ণ গাউছে পাকের ন্যায়। অর্থাৎ গাউসে পাক নিচে নেমে গেলেও তিনি স্বয়ং মিম্বরে বসে ওয়াজ করছেন। আর এদিকে তিনি মিম্বর থেকে নেমে আসতে আবুল মুয়াল ছাড়া আর কেউ দেখতেছেনা। তিনি এসে তার কাছে দাঁড়িয়ে নিজের আস্তিন তার মাথার উপর ডেকে দেন।

মাথার উপর আস্তিন দেয়ার সাথে সাথে আবুল মুয়াল নিজেকে এক সমতল মাঠে পেলেন যেখানে একটি নদী প্রবাহিত ছিল। নদীর পাশে একটি গাছ ছিল। তিনি তার চাবির থোরা ঐ গাছের ডালে লটকিয়ে রেখে মলত্যাগে লিপ্ত হলেন। হাজত সেরে নদীর পানিতে অজু করে দু'রাকাত নফল নামাজ আদায় করে সালাম ফিরালে গাউসে পাক তার মাথা থেকে আস্তিন উঠিয়ে নিলে তিনি নিজেকে মজলিশে বসা পেয়েছেন। তার অজুর অঙ্গ সমূহ এখনো পানিতে ভেজা এবং মলত্যাগের প্রয়োজনীয়তাও দূরীভূত হয়ে গেল। এদিকে গাউসে পাক মিম্বরে বসে ওয়াজ করতেছেন। যেন তিনি নিচে তাশরীফও আনেননি। কারণ আবুল মুয়াল ছাড়া এই ঘটনা কেউ জানে না। কিন্তু আবুল মুয়াল ওখান থেকে চাবি নিতে ভুলে গেলেন এই জন্য তিনি চিন্তিত।

দীর্ঘদিনপর আবুল মুয়াল সফরে বের হন। বাদগাদ শরীফ থেকে চৌদ্দ দিনের রাস্তা অতিক্রম করে এক ময়দান দেখতে পান যেখানে একটি নদীও প্রবাহিত আছে। আবুল মুয়াল নদীতে অজু করতে গিয়ে দেখেন এটা ঐ নদী যাতে তিনি কাজায়ে হাজতের পর অজু করেছিলেন। তিনি সেখানে ঐ গাছটিও পেলেন যাতে তার চাবি ছিল। এখনো চাবি গাছের ডালে ঝুলে রয়েছে এবং তিনি তা নিয়ে নেন।

তিনি বলেন যখন আমি বাগদাদে ফিরে আসি তখন শেখ আবদুল কাদের জিলানী (র.)'র খেদমতে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি আমার কান ধরে বললেন, হে আবুল মুয়াল! যতদিন আমি বেঁচে থাকবো ততদিন এই কথা কাউকে বলবে না।[৪৭]

---

[৪৬]. আল্লামা কামাল উদ্দিন দুমাইরী, হায়াতে হাইওয়ান, উর্দু ২য় খন্ড, পৃ: ৪৪৯।

[৪৭] . আবদুর রহমান জামী (র.), (৮৯৮ হি.), নাফহাতুল উনস, পৃ. ৭৬৭।

www.almadinahbd.com

৪. হযরত যাকারিয়া মুলতানী (র.) (৬৬৫ হি.)

হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.) বলেন, একদা হযরত যাকারিয়া মুলতানী (র.) এমন শহরে গিয়ে পৌঁছেন, যেখানে একটি বড় আকারের গর্ত বিশিষ্ট পাহাড় বিদ্যমান। এই শহরে কোন মানুষ মৃত্যুবরণ করলে ঐ গর্তে রেখে আসত এবং মুর্দার উপর কি হচ্ছে সেটা দেখার জন্য একজন জীবন্ত মানুষ মুর্দার পাশে বসে রাখত। একদিন একজন মানুষ মারা গেলে তার লাশ গর্তের মুখে নিয়ে গেলে শায়খ যাকারিয়া মূলতানী (র.) বলেন, আজ এখানে আমাকে রেখে যান। অতপর তাঁর আবেদন অনুযায়ী তাঁকে মুর্দারের সাথে গর্তে রেখে লোকেরা চলে আসল। রাতের কিছু অংশ অতিক্রম করলে আযাবের ফেরেশতা এসে মুর্দাকে আযাব দিতে চাইলে মুর্দা উঠে হযরতের কদমে পড়ে সাহায্য প্রার্থনা করল। এই সময় অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসল যে, তাকে ছেড়ে দাও। যে বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানীর আশ্রয়ে এসেছে আমি তাকে আযাব দিতে চাই না। সাথে সাথে ফেরেশতা চলে গেল। উল্লেখ্য যে, এই অদৃশ্যের আওয়াজ গর্তের আশে পাশের লোকেরাও শুনেছে। এতে ঐ শহরে তাঁর বুজুর্গীর চর্চা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে দলে দলে লোক তাঁর সাক্ষাতে আসা আরম্ভ করল। তিনি গর্ত থেকে উঠে অজ্ঞাত স্থানে চলে যান।[৪৮]

০৫. হযরত বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানী (র.) এর একজন মুরীদ খাজা কামাল উদ্দিন মসউদ বড় ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। প্রায় সময় জাওহার এর ব্যবসা করতেন। একদা জর্দান থেকে সমুদ্রবন্দর আদন'র দিকে জাহাজ যোগে যাচ্ছিলেন। সমুদ্রের মাঝখানে পৌঁছলে ভয়ানক তুফান আরম্ভ হল। জাহাজের মাস্তুল ভেঙ্গে গেল। পানির ঢেউ জাহাজের উপর দিয়ে প্রবাহিত হতে লাগল এবং জাহাজ ডুবে যাওয়ার উপক্রম হল। এ সময় খাজা কামাল উদ্দিন অত্যন্ত বিনয়ের সহিত স্বীয় পীর হযরত যাকারিয়া মুলতানী (র.) এর প্রতি মনোনিবেশ করে আরজ করলেন, "يا پير دستگير المدد المدد" হে সাহায্যকারী পীর! সাহায্য করুন, সাহায্য করুন। আল্লাহর হুকুমে হযরত বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানী (র.) জাহাজে এসে আরোহীদেরকে মুক্তির শুভ সংবাদ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যান। সাথে সাথে তুফান বন্ধ হয়ে গেল এবং জাহাজ বন্দরগাহ আদন এ গিয়ে নিরাপদে পৌঁছে যায়। সকল আরোহী এই কারামত দেখে অবিভূত হয়ে পড়ে এবং ব্যবসায়ীরা তাদের সম্পদের এক তৃতীয়াংশ অত্যন্ত ভক্তির সহিত খাজা কামাল উদ্দিনকে দিল যেন তিনি মুলতানে শায়খের নিকট পৌঁছিয়ে দেন। খাজা কামাল উদ্দিন ঐ সম্পদগুলো নিয়ে নিজের থেকেও অর্ধ জাওয়াহের দিয়ে তার ভাগিনা খাজা ফরিদ উদ্দিন গিলানীর মাধ্যমে মুলতানে পাঠিয়ে দেন। ফরিদউদ্দিন ইতিপূর্বে হযরতকে দেখেননি তবে শুধু জাহাজেই তাঁকে দেখেছেন। মুলতানে এসে হযরতকে জাহাজে দেখার পোষাকে দেখে তিনি আরো বিস্ময় হয়ে সমস্ত সম্পদ যা প্রায় সত্তর লাখ টাকার সবটুকু নাজরানা স্বরূপ তাঁকে অর্পণ করেন। তিনি ঐ সব মাল তিন দিনের মধ্যে ফকীর মিসকীনদের মধ্যে বন্টণ করে দেন।[৪৯]

---

[৪৮] . পীর সৈয়্যদ ইরতাদ্বা আলী কারমানী, বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানী (র.), উর্দু, পৃ. ১৫৬।

[৪৯] . পীর সৈয়দ ইরতাদ্বা আলী কারমানী, বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানী র., উর্দু, পৃ. ১৭৯

০৬. হযরত মুহাম্মদ বিন ইউসুফ বলদুকী (র.)

একজন মহিলা তার ছেলেকে নিয়ে নদীর নিকটে গেলে হঠাৎ একজন হাবশী লোক জাহাজে করে এসে মহিলার ছেলেকে নিয়ে জাহাজে করে চলে যায়। এ সময় হযরত মুহাম্মদ বিন ইউসুফ বলদুকী (র.) স্বীয় ইবাদত খানা থেকে বের হলেন। মহিলা এসে আবেদন করল যে, একজন হাবশী এসে ঐ জাহাজে করে আমার ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছে। আপনি আমার ছেলেকে বাঁচান। তখন তিনি নদীর দিকে গিয়ে বললেন হে বাতাস! থেমে যাও। সাথে সাথে আল্লাহর কুদরতে বাতাস থেমে গেল। তারপর তিনি জাহাজে আরোহীদের বললেন, তোমরা বাচ্চাটিকে তার মায়ের কাছে দিয়ে যাও। তারা অস্বীকার করে চলে যেতে লাগলে তিনি উচ্চস্বরে বলেন, হে জাহাজ! থেমে যাও, জাহাজ দাঁড়িয়ে গেল আর তিনি পানির উপর দিয়ে গিয়ে বাচ্চাকে জাহাজ থেকে তার মার কাছে পৌঁছে দেন।[৫০]

০৭. হযরত বদর শাহ (র.)

একদা সমুদ্রে ভীষণ তরঙ্গ উঠেছিল। হযরত শাহ বদর (র.) সে দিকে তাকিয়ে রইলেন। এক সওদাগরের জাহাজ সেই তরঙ্গের মধ্যে পড়ে ডুবে যাবার উপক্রম হয়েছিল। জাহাজের কাপ্তান মানত করল যে, আমার জাহাজ যদি তুফানের হাত হতে রক্ষা পায় তাহলে সমুদ্র সৈকতের সে দরবেশ (শাহ বদর) কে আমার এক চতুর্থাংশ মাল নজরানা দেবো। খোদার মহিমা! মানত করার সাথে সাথে তুফান থেমে গিয়ে তরঙ্গ কমে আসল। জাহাজ খানা নিরাপদে তীরে পৌঁছল। কিন্তু কাপ্তান তার কথা মত কাজ করল না। সে সামান্য কিছু মাল এনে দরবেশকে নজরানা দিল। দেখে দরবেশ বললেন, তোমার এই জাহাজখানা এমনিই তীরে পৌঁছেনি। এটাকে রক্ষা করতে বেশ পরিশ্রম করতে হয়েছে।

দরবেশের কথা শুনে কাপ্তান অবাক হয়ে গেল। তাঁর স্থির বিশ্বাস জন্মাল যে, ইনি একজন কামেল ফকীর। তাই সে তৎক্ষণাৎ তাঁর পায়ে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জাহাজে ফিরে গিয়ে এক চতুর্থাংশ মাল এনে দরবেশের সামনে পেশ করল। দরবেশ সেই মাল ভক্ত মুরীদানের মধ্যে বন্টন করে দিয়ে বললেন, ভবিষ্যতে আর কখনো কথার খেলাফ করবে না।[৫১]

০৮. হযরত আমীর খান লোহানী (র.)

হযরত আমীর খান লোহানী (র.) মুসলিম শাসনের প্রথম দিকে রাঢ়বঙ্গের মেদিনীপুর অঞ্চলে আসেন। এ জেলার খড়গপুর এলাকায় কাঁসাই নদীর উত্তর তীরে ইন্দাস গ্রামে একটি মন্দির ছিল। দরবেশ এখানেই নিজের খানকা তৈরী করে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। তরুণদেব ভট্টাচার্য প্রণীত 'পশ্চিমবঙ্গ দর্শন' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে– মেদিনীপুরের খড়গপুর এলাকা দিয়ে প্রবাহিত কাঁসাই নদীর উপর প্রায় অর্ধমাইল দীর্ঘ একটি সেতু আছে। এ সেতুর নিকটবর্তী হযরত পীর লোহানী (র.) এর সমাধি

---

[৫০] . আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০ হি.) জামে কারামাতে আউলিয়া, উর্দু পৃ. ৪৮৪

[৫১] . সাদেক শিবলী জামান, বাংলাদেশের সুফী সাধক ও অলী-আওলিয়া, পৃ. ৯।

বিদ্যমান। পীর সাহেবের অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। সমাধির নিকটেই একটি পরিত্যাক্ত প্রাচীন রুক্মিনী দেবীর মন্দির আছে। নররক্ত লোলুপ নৃমুন্ডমালিনী করালী এ রুক্মিনী দেবী প্রত্যেহ একজন করে নরবলি চাইতেন। গ্রামের লোকদের পালা করে মন্দিরে দেবীর পাদমূলে একেকজনকে বলি দেওয়া হত। একদিন এক অসহায় বিধবার একমাত্র পুত্রকে বলি দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। মা ও শিশুর করুণ কান্নায় পার্শ্বাবর্তী খানকার পীর সাহেবের দয়া হয়। দয়াদ্রচিত্ত পীর নিজেই বলির উদ্দেশ্যে যুপকাষ্ঠে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। মন্দিরে গিয়ে খড়গ হস্তে নরহন্তা জল্লাদ ও পুরোহিতের প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্রই তারা মূক হয়ে যায়। তাদের বাকস্ফুর্তি হয়না দেখে তারা দরবেশের পায়ে লুটিয়ে পড়ে ও ক্ষমা ভিক্ষা করে। পীর সাহেব তাদের মুখে ও গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে তারা আগের মত হয়ে যায়। এ অলৌকিক কাণ্ড দেখে তারা মুগ্ধ হয়ে যায় এবং এ গ্রামের সকলে সমবেতভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এরপর এ মন্দিরে নরবলি বন্ধ হয়।[৫২]

০৯. হযরত আহমদ উল্লাহ মাইজভান্ডারী (র.) (১৩২৩ হি.)

একদিন হযরত আহমদ উল্লাহ (ক.) জালালী হালতে পুকুর পাড়ে বসে অজু করতেছিলেন। হঠাৎ তিনি বলে উঠেন, 'হারামজাদা তুই এখান হতে দূর হস নাই'। এই বলে তাঁর হাতের লোটাটি সজোরে পুকুরের জলে নিক্ষেপ করেন তখনও তার অজু সমাপন হয়নি। তাড়াতাড়ী খাদেমগণ অন্য লোটা এনে দিলে তিনি অজু সমাপন করে দায়েরা শরীফে চলে যান। এদিকে খাদেমগণ পুকুরে নেমে লোটা তালাশ করতে লাগল। অনেক তালাশের পরও যখন পাওয়া গেলনা তখন তারা হতাশ চিত্তে উঠে যায়। অলি আল্লাহদের কার্য বুঝা মুশকিল। তিনি গালি দিলেন কাকে? এবং লোটাই বা পুকুরে নিক্ষেপ করলেন কেন? এত তালাশের পরও লোটা পাওয়া না যাওয়ার কারণই বা কি? ইত্যাদি বিষয়ে সকলেই চিন্তিত। এর দুদিন পর রাঙ্গুনীয়া নিবাসী আছমত আলী নামক হযরতের জনৈক ভক্তশিষ্য কিছু নাস্তা ও হযরতের পুকুরে নিক্ষেপ করা সেই লোটাটি নিয়ে দরবার শরীফ হাজির হলেন। তিনি হযরতের খেদমতে গিয়ে লোটা ও নাস্তাগুলি সামনে রেখে কদমকুচি করে অনেক্ষণ যাবত হযরতের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। পরে বেরিয়ে আসলে সকলে লোটা কোথায় পেয়েছে তা জানতে চাইল। তিনি বলেন সেই এক অপূর্ব ঘটনা। এই লোটার মারফত হযরত আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন। ভাই, আমি গরীব মানুষ। মনে করেছিলাম পাহাড় থেকে কিছু লাকড়ি এনে বিক্রি করে যা পাবো তা দিয়ে নাস্তা তৈরী করে হযরতের জন্য আনবো। মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ হতে প্রায় ৪২ মাইল দূরে রাঙ্গুনীয়া কোদালা পাহাড়ে গিয়ে কিছু কাঠ সংগ্রহ করে এক গাছ তলায় আঁটি বাঁধতেছিলাম। এমন সময় এক বিরাট বাঘ কোথা হতে হঠাৎ এসে আমার সামনে হাজির হল। বাঘের আকস্মিক আক্রমণ প্রচেষ্টায় অনন্যোপায় হয়ে আমি 'এয়া গাউসুল আজম' বলে চিৎকার করে উঠি। এটা বলতে না বলতেই আকস্মাৎ শূন্য হতে একটা লোটা এসে বাঘের মুখের উপর পতিত হল। বাঘটি ভয়ে চিৎকার করে পালিয়ে গেল। আমি অপ্রত্যাশিত ভাবে বাঘের কবল হতে রক্ষা পেলাম এবং লোটাটি হাতে নিয়ে দেখলাম এটা হযরতের লোটা, ইতিপূর্বে হযরতকে ব্যবহার করতে আমি দেখেছি। তাই লোটাটি ও লাকড়িগুলি নিয়ে বাড়ীতে আসলাম। লাকড়ি বিক্রয় করে হযরতের

---

[৫২] . দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্পাদিত, আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম, পৃঃ ১০৪।

খেদমতে আনতে সামান্য নাস্তা তৈরী করলাম। অদ্য এই লোটা ও নাস্তা নিয়ে হযরতের খেদমতে হাজির হয়েছি। আমাকে হযরত অসীম দয়া করে তার বেলায়তী ক্ষমতায় নর খাদকের কবল হতে রক্ষা করেছেন। নয়তো আমার উপায় ছিলনা।[৫৩]

১০. আল্লামা তৈয়্যব শাহ (র.) (১৪১৩ হি.)

রাহনুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত, হাদীয়ে দ্বীন ও মিল্লাত আলহাজ্ব আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (র.) চট্টগ্রাম অবস্থানকালে একদা বলুয়ার দীঘির পাড়স্থ খানকায়ে সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়ার তৃতীয় তলায় এক মাহফিলে ভক্ত মুরীদের মাঝে বক্তব্যরত ছিলেন। এমতাবস্থায় খানকা শরীফের ছাদের উপর আলহাজ্ব নূর মোহাম্মদ সওদাগর আল কাদেরী (র.) 'র পুত্র আনিস আহমদ আনিস অন্যান্য ছেলেদের সাথে খেলাধুলা করছিল। হঠাৎ তার মা দেখতে পান যে, পুত্র আনিস ছাদ থেকে পড়ে যাচ্ছে, আর হুজুর কেবলা তৈয়ব শাহ্ (র.) মুহূর্তের মধ্যে তাকে ধরে ফেললেন, এবং নিশ্চিত ভয়াবহ দুর্ঘটনা বা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলেন। এমন এক বিপদের মুহূর্তে হুজুর কেবলাকে দেখতে পেয়ে তিনি চিৎকার করে উঠলেন। হুজুর কেবলা মুহুর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আনিসের মা দেখতে পান যে, আনিস সত্যি সত্যিই তিন তলার ছাদ থেকে মাটিতে পড়ে গিয়েছে। দোতলায় অবস্থানকারী জনৈক ব্যক্তি এ বিপজ্জনক দৃশ্য দেখে তৃতীয় তলায় হুজুর কেবলার সামনে উপবিষ্ট আলহাজ্ব নূর মোহাম্মদ আলকাদেরী (র.) কে গিয়ে এ দুঃসংবাদ শুনালেন। এ সংবাদ শুনামাত্র তিনি অস্থির ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। এদিকে হুজুর কেবলা (র.) মৃদু হেসে জনাব নূর মোহাম্মদ আল কাদেরীকে সম্বোধন করে বললেন, ঘাবরাইয়ে মত, বাচ্চা গির গিয়া সাছ, মগর হযরাতনে পাকড় লিয়া, অর্থাৎ ভয় করবেন না, বাচ্চা পড়ে গিয়েছে সত্য, কিন্তু হযরাতে কেরাম ধরে ফেলেছেন। এদিকে আনিস অক্ষত অবস্থায় দৌড়ে ঘরে চলে আসল। এখানে হুজুর কেবলা (র.) হযরাতের কেরামের কথা বলে নিজেকে গোপন করেছেন।[৫৪]

১১. জনৈক বুজুর্গ ব্যক্তি

তাফসীরে রূহুল বয়ানে ও রওজাতুল আহবাব নামক গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত আছে যে, একদা জনৈক বুজুর্গ ব্যক্তি জাহাজে আরোহী ছিলেন। মাঝ নদীতে পৌছে প্রচণ্ড তুফানে জাহাজ সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার উপক্রম হল। সবাই মৃত্য নিশ্চিত ভেবে অস্থির। হঠাৎ ঐ বুজুর্গ ব্যক্তির তন্দ্রা আসল এবং স্বপ্নে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেন। তিনি তাকে বললেন জাহাজের আরোহীদেরকে বল তারা যেন দরূদে তুনাজ্জিনা এক হাজার বার পড়ে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে স্বপ্নে দরূদে তুনাজ্জিনা শিখিয়ে দেন। তিনি জাগ্রত হয়ে সবাইকে এই দরূদ পড়তে আদেশ করেন। প্রায় তিনশত বারও পড়া হয়নি ভয়ংকর তুফান বন্ধ হয়ে গেল এবং সবাই বিপদমুক্ত হয়ে নিরাপদ গন্তব্য পৌছে গেল।[৫৫]

---

[৫৩]. সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন মাইজভান্ডারী, গাউসুল আজম মাইজভান্ডারীর জীবন ও কেরামত, পৃঃ ১৩৪

[৫৪]. মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, সুন্নীয়তের পঞ্চ রত্ন, পৃ. ২২৬।

[৫৫] . দালায়েলুল খাযরাত এর প্রান্ত টীকা, পৃ. ১০৩

মৃতকে জীবিত করা

১. হযরত ইমাম জাফর সাদেক (র.) (১৪৮ হি.)

জনৈক বর্ণনাকারী বলেন– আমি অনেক লোকের সাথে হযরত ইমাম জাফর সাদেক (র.) এর খেদমতে ছিলাম। তিনি বলেন আল্লাহ তায়ালা যখন হযরত ইব্রাহীম (আ.) কে خذ اربعة من الطير فصرهن اليك। আপনি চারটি পাখি ধরে ঐ গুলোকে নিজের দিকে আহ্বান করুন (সূরা বাকারা)। এর আদেশ দিলেন তখন ঐ পাখিগুলো কি এক জাতীয় ছিল না ভিন্ন? তিনি আরো বলেন– তোমরা চাইলে আমি অনুরূপ করে দেখাবো? আমরা বললাম হ্যাঁ, আমরা দেখতে চাই। তিনি বলেন– হে ময়ুর! এদিকে এসো, সাথে সাথে একটি ময়ুর উপস্থিত হল। তারপর বলেন -হে কাক! এদিকে এসো। তাৎক্ষণিক একটি কাক উপস্থিত। অতপর বলেন হে বায! এদিকে এসো। হঠাৎ একটি বাযপাখি হাজির। সর্বশেষ বলেন হে কবুতর! এদিকে এসো, সাথে সাথে একটি কবুতর এসে গেল। সবপাখি এসে গেলে তিনি আদেশ দিলেন এই গুলোকে যবেহ করে টুকরো টুকরো করে একটির মাংস অপরটির সাথে মিশে দাও তবে প্রত্যেকের মাথাগুলো সংরক্ষণ করে রাখ। এরপর তিনি ময়ুরের মাথা ধরে বলেন– হে ময়ুর! একথা বলার সাথে সাথে আমরা দেখলাম যে, ময়ুরের হাড্ডি, পলক ও মাংস তার মাথার সাথে মিলে একটি সুস্থ পরিপূর্ণ ময়ুর হয়ে গেল। এমনিভাবে অপর তিনটিও আমাদের চোখের সামনে জীবিত হয়ে গেল।[৫৬]

০২. এক বর্ণনাকারী বলেন-একদিন আমি মক্কা শরীফে হযরত জাফর সাদেক (র.) এর সহিত যাচ্ছিলাম। আমরা এমন এক মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম যার সামনে একটি মৃত গাভী পড়ে রয়েছে আর মহিলা তার সন্তানদের নিয়ে কান্নাকাটি করতেছে। ইমাম জাফর সাদেক (র.) বলেন, তুমি কি চাও আল্লাহ তোমার গাভী জীবিত করে দেন? সে বলল, আপনি ঠাট্টা করছেন কেন? এমনিতো বিপদে আছি। তিনি বলেন আমি ঠাট্টা করছিনা। এরপর তিনি দোয়া করেন এবং গাভীর মাথা ও পা স্পর্শ করে গাভীকে ডাক দিলে গাভী দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে গেল। অতপর তিনি সাধারণ মানুষের সাথে চলে গেলেন। মহিলা তাঁকে চিনতেও পারেনি।[৫৭]

০৩. হযরত রাবেয়া বসরী (র.) (জন্মঃ ৯৫ হি.)

হযরত রাবেয়া বসরী (র.) একটি দুর্বল গাধার উপর মালপত্র তুলে দিয়ে হজ্বে রওয়ানা দিলে কিছুদূর যাওয়ার পর পথে গাধাটি মরে যায়। তাঁর অসহায় অবস্থা দেখে একদল পথিক তাঁকে সহযোগীতার উদ্দেশ্যে আবেদন করলে তিনি বলেন, আমি তো তোমাদের উপর ভরসা করে সফর করিনি। একথা শুনে তারা তাঁকে জঙ্গলে একা ফেলে চলে গেল। এ সময়

---

[৫৬]. আবদুর রহমান জামী, (র.) (৮৯৮ হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়্যত, উর্দু, পৃ. ৩৩৪

[৫৭]. আবদুর রহমান জামী (র.), (৮৯৮ হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়্যত, উর্দু পৃ. ৩৩৩

তিনি আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করেন যে, হে পরওয়ার দেগার! একজন অসহায় দূর্বলের সাথে কি এরূপ আচরণ করা হয়? প্রথমে তুমি নিজের ঘরের দিকে আহ্বান করেছ অতপর রাস্তায় আমার বাহন গাধাকেও মেরে ফেলেছ এবং আমাকে অরণ্য জঙ্গলে একাকীত্বে ছেড়ে দিয়েছ। তাঁর অভিযোগ শেষ হয়নি গাধা জীবিত হয়ে গেল।[৫৮]

০৪. হযরত মনছুর হেল্লাজ (র.)

খলীফা মুকতাদির বিল্লাহর পুত্র আবুল আব্বাসের একটি অত্যন্ত আদরের তোতা পাখি ছিল। একদা হঠাৎ সেই পাখিটি মারা গেল এবং এর জন্য আবুল আব্বাস আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে কাঁদতে লাগল।

খলীফা উপায়ান্তর না দেখে সেই মৃত পাখিটি তাঁর খাদেমের দ্বারা হযরত মনছুর হেল্লাজের নিকট পাঠিয়ে দিলেন জীবিত করার জন্য।

হযরত মনছুর হেল্লাজ (র.) প্রথমে ইহা অসম্ভব বলে খাদেমকে ফিরিয়ে দিলেন। পরে খলীফা স্বয়ং এসে তাঁকে বিশেষ অনুরোধ করেন যেন পাখিটা জীবিত করে দেন। তখন তিনি উক্ত মৃত পাখিটিকে নিজের হাঁটুর উপরে স্থাপন করে স্বীয় জামার আস্তিন দ্বারা ঢেকে রেখে কিছু দোয়া কালাম পাঠ করেন তারপর কাপড় সরিয়ে নিলে দেখা গেল পাখিটা জীবিত হয়ে গেল।[৫৯]

০৫. হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি.)

একদা গাউছে পাক (র.) পথ দিয়ে যাওয়ার পথে দেখেন এক মুসলিম ও এক খৃষ্টানের মধ্যে তাদের নবীকে নিয়ে তর্ক চলছে। তিনি খৃষ্টান ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেন তোমরা কি কারণে হযরত ঈসা (আ.) কে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর প্রাধান্য দাও? উত্তরে সে বলল, যেহেতু তিনি মৃতকে জীবিত করতেন। গাউসে পাক বলেন এতটুকুর জন্য তোমরা ঈসা (আ.) শ্রেষ্ঠ বল? একাজ তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এক নগণ্য গোলামও করতে পারে। এই বলে তিনি একটি পুরাতন কবরস্থানে গিয়ে একটি কবরে খোঁচা মারার সাথে সাথে কবর থেকে একজন কাওয়াল বেরিয়ে এসে তাঁর সামনে দন্ডায়মান। এই কারামত দেখে খৃষ্টান গাউছে পাকের কদমে পড়ে মুসলমান হয়ে যায়।[৬০]

০৬. হযরত শেখ সালেহ (র.) বলেন, হযরত আলী ইবনে হাইতি (র.) অসুস্থ হলে অনেক সময় যরীবানে অবস্থিত আমার বাগানে চলে আসতেন। একদা তিনি সেখানে অসুস্থ হলে শেখ সৈয়দ মুহিউদ্দিন আবুল কাদের (র.) তাঁকে দেখতে তাশরীফ আনেন। উভয় হযরত আমার বাগানে একত্রিত হন। সেখানে দু'টি খেজুর গাছ ছিল যা বিগত চার বছর যাবত শুকনো ছিল এবং কোন ফল দিতনা। আমি কেটে ফেলার ইচ্ছা করি। কিন্তু হযরত

---

[৫৮]. শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.), আসরারুল আউলিয়া, উর্দূ পৃ. ৯৫

[৫৯]. মাওলানা মুহাম্মদ আতিকুল ইসলাম, হযরত মনছুর হেল্লাজ (র.), পৃ. ৯৪

[৬০]. শাহ মুরাদ সুহরাওয়ার্দী, মাহফিলে আউলিয়া, উর্দু, পৃ. ২৩৩

www.ahlesunnahbd.com

আবদুল কাদের (র.) ঐ একটি গাছের নীচে গিয়ে অজু করেন এবং দ্বিতীয় গাছের নীচে দু'রাকাত নফল নামাজ পড়েন। সাথে সাথে গাছ দু'টি তরুতাজা হয়ে সবুজ রঙের পাতা বের হলো। ঐ সপ্তাহেই ফল এসে গেল। অথচ এখনো খেজুর গাছে ফল ধরার সময় আসেনি। আমি কিছু খেজুর নিয়ে শেখের খেদমতে উপস্থিত করি তিনি তা থেকে খেয়েছেন এবং আমাকে বলেন আল্লাহ তায়ালা তোমার জমি (বাগান), দেরহাম, ফসল ও দুধে বরকত দান করুন।

তিনি বলেন– ঐ বছর থেকে আমার বাগানে দ্বিগুণ তিনগুণ ফল হতে লাগল। আমার অবস্থা এমন হলো যে, আমি এক দেরহাম খরচ করলে তার পরিবর্তে দ্বিগুণ তিনগুণ এসে যেতো। গমের একশ পাত্র থেকে পঞ্চাশ পাত্র খরচ করে দেখি যে, পূর্ণ একশত পাত্র গম বিদ্যমান। আমার গৃহপালিত পশু এত বেশী বাচ্চা দিত যে, গণনা করে শেষ করতে পারতামনা। আর এটা সম্পূর্ণ শেখের বরকতে আজো বিদ্যমান।[৬১]

০৭. একজন মহিলা তার ছেলেকে নিয়ে শেখ মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের (র.) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলেন আমি আমার সন্তানকে আপনার প্রেমিক পেয়েছি। আমি আল্লাহর জন্য ও আপনার জন্য আমার হক রহিত করে তাকে আপনার খেদমতে পেশ করলাম। তিনি তাকে কবুল করেন। তিনি তাকে মুজাহিদা এবং পূর্ববতী বুজুর্গদের পথে চলার আদেশ দেন। অতপর একদিন তার মা তাকে দেখতে এসে দেখে, ছেলে ক্ষুধায় ও বিনিদ্রাযাপনে হালকা পাতলা ও হলুদ বর্ণের হয়ে গেছে। আরো দেখে যে, ছেলে শুকনো আঠার রুটির টুকরো খাচ্ছে। তারপর শেখের খেদমতে উপস্থিত হয়ে দেখে তাঁর সামনে একটি খাবার প্লেট এবং সামনে মুরগীর হাড্ডি পড়ে আছে যা তিনি এইমাত্র খেয়েছেন। মহিলা বলল, হে আমার সরদার! আপনি নিজে মুরগী খেয়েছেন আর আমার ছেলে শুকনো আঠার রুটি খাচ্ছে। তখন তিনি তাঁর হাত মোবারক ঐ হাড্ডিগুলোর উপরে রাখেন এবং বলেন ঐ আল্লাহর হুকুমে দাঁড়িয়ে যাও, যিনি এমন হাড্ডি থেকে জীবিত করবেন যা শুকিয়ে চুড় চুড় হয়ে গেছে। সাথে সাথে ঐ মুরগী জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। তখন শেখ বলেন– তোমার ছেলে যখন এই মর্তবায় পৌঁছবে তখন যা চাইবে তা খেতে পারবে।[৬২]

০৮. একদা গাউছে পাক (র.) এর মজলিস চলছিল। প্রচণ্ড বাতাস চলছে। এমতাবস্থায় একটা চিল তাঁর মজলিসের উপর দিয়ে উড়ে উড়ে এমনভাবে আওয়াজ দিচ্ছে যাতে উপস্থিত ভক্তদের বিরক্তির কারণ হল। তিনি বলেন, হে বাতাস! এর মাথা নিয়ে যাও। সাথে সাথে চিল মাটিতে পড়ে গেল এবং এর মাথা একদিকে আর ধর আর একদিকে। তারপর তিনি এক হাতে উহা ধরে অপর হাত দিয়ে হাত বুলিয়ে দেন এবং বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম পড়েন। আল্লাহর হুকুমে চিল জীবিত হয়ে উড়ে চলে গেল।[৬৩]

০৯. বাগদাদের এক বিধবা মহিলা তার একমাত্র পুত্র সন্তান সাইয়্যেদ কবির উদ্দীন ওরফে শাহদৌলা কে বিবাহের জন্য বরযাত্রী সহ নৌকা যোগে প্রেরণ করেন। ফিরতি পথে

---

[৬১] . আবুল হাসান শাতনূফী (র.) (৭১৩ হি.) বাহজাতুল আসরার, উর্দু পৃ: ১২৩
[৬২] . আবুল হাসান শাতনুনফী (র.), (৭১৩ হি.) বাহজাতুল আসরার, উর্দু পৃ. ১৯২
[৬৩] . প্রাগুক্ত পৃ. ১৯৩।

প্রবল তুফানে নৌকা নদীতে ডুবে যায় এবং বরযাত্রী সহ মহিলার পুত্র ও পুত্রবধু ডুবে মারা যায়। মহিলা পুত্র ও পুত্রবধুর শোকে বিলাপ করতে থাকে এবং নদীর কিনারে বসে পাগলিনীর মত কাঁদতে থাকে। এভাবে ১২ বছর কেটে যায়। একদিন হযরত গাউছে পাক ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মহিলার করুণ কাহিনী শুনে তাঁর হৃদয় বিগলিত হয়ে যায়। তিনি আল্লাহর দরবারে মহিলার পুত্র ও পুত্রবধু সহ বরযাত্রীদের পুর্ণজীবনের জন্য দোয়া করেন। সঙ্গে সঙ্গে উক্ত নৌকা বরযাত্রী সহ পানির উপরে ভেসে উঠে। পুত্র ও পুত্রবধুকে ফিরে পেয়ে মহিলা খোদার দরবারে শুকরিয়া আদায় করেন। কিছুদিন পর উক্ত মহিলা মৃত্যু বরণ করলে পুত্র শাহদৌলা আপন স্ত্রীকে নিয়ে গাউসে পাকের দরবারে উপস্থিত হন এবং স্থায়ীভাবে গাউছে পাকের খাদেম হিসাবে থাকেন।

একদা রাতে তাহাজ্জুদের সময় গাউসে পাক অজু করার সময় শাহদৌলা স্বেচ্ছায় অজুর পানি ঢালতে থাকেন। পা ধোয়ার পর পা হতে গড়িয়ে পরা পাঁচ ফোটা পানি তাবরুক হিসাবে পান করে ফেলেন। শাহ দৌলার এহেন ভক্তি দেখে গাউসে পাক দোয়া করলেন, প্রতি ফোটা পানির বরকতে যেন আল্লাহ তাকে একশত বছর করে হায়াত বাড়িয়ে দেন। আল্লাহর দরবারে এ দোয়া কবুল হয়। ফলে গাউছে পাকের ইন্তেকালের পাঁচশত বছর পর উক্ত শাহ দৌলা বিভিন্নদেশ ভ্রমণ করে অবশেষে পাঞ্জাবের গুজরাটে এসে ইন্তেকাল করেন ১০৬১ হিজরীতে। তাঁর মাজার এখানে বিদ্যমান।[৬৪]

১০. শেখ আলী ইবনে হাইতি (র.) (৫৬৪ হি.)

বাহজাতুল আসরার গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে আল্লামা জালাল উদ্দিন আহমদ আমজাদী (র.) বলেন- একদা হযরত শেখ আলী ইবনে হাইতি (র.) 'নহরল মুলক' গ্রামে যান। সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন যে, দু'দল এলাকালবাসীর মধ্যে তরবারী নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত আর তাদের মধ্যে একজন মৃতব্যক্তি পড়ে রয়েছে। উভয় দল একে অপরকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করতেছে। শেখ কিছুক্ষণ মৃতব্যক্তির মাথার দিকে দাঁড়িয়ে মৃতব্যক্তির চুল ধরে বললেন- من قتلك يا عبد الله

অর্থাৎ :- হে আল্লাহর বান্দা! কে তোমাকে হত্যা করেছে? তিনি এই কথা বলা মাত্র মৃতব্যক্তি সোজা হয়ে বসে গেল এবং চোখ খুলে স্পষ্টভাবে বলল যে, অমুকের ছেলে অমুক আমাকে হত্যা করেছে। উপস্থিত সবাই তার কথা শ্রবণ করেছে। অতপর লোকটি পুনরায় মৃত্যুবরণ করেছে।[৬৫]

১১. হযরত সৈয়দ আহমদ কবীর রেফাঈ (র.) (৫৭৮ হি.)

বাহজাতুল আসরার গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে মুফতি জালাল উদ্দিন আহমদ আমজাদী (র.) বলেন– হযরত শেখ আহমদ রেফাঈ (র.) একদা দাজলা নদীর নিকটে বসে ছিলেন আর মুরীদগণ তাঁর চতুর্দিকে বসে আছেন। এমন সময় তিনি বললেন, আজ আমরা ভূনা মাছ

---

[৬৪]. অধ্যক্ষ হাফেজ এম এ জলিল, কারামাতে গাউসুল আজম, পৃ. ৪৪

[৬৫]. মুফতি জালাল উদ্দিন আহমদ আমজাদী, বুযুঁর্গোকে আকীদে, উর্দূ, পৃ. ১১৮

খেতে চাই। ঠিক একথা শেষ করতে না করতে নদীর পাশে বিভিন্ন প্রকারের মাছ এসে ভরে গেল এবং অনেক মাছ লাফিয়ে লাফিয়ে নদীর পাড়ে উঠে গেল। উম্মে উবাইদার কিনারায় এতবেশী মাছ ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায়নি।

তিনি বলেন– সমস্ত মাছ আমাকে বলতেছে যে, আপনাকে আল্লাহর হকের শপথ, আপনি আমাদেরকে ভক্ষণ করুন। তখন তাঁর মুরীদগণ অনেক মাছ ধরে ভূনে হযরতের সামনে দস্তরখানায় উপবেশন করেন। সবাই পরিতৃপ্ত ভাবে আহার করেন আর দস্তরখানায় মাছের মাথা, লেজ ইত্যাদি অবশিষ্ট রয়ে গেল।

অতপর জনৈক মুরীদ শেখের নিকট জানতে চান যে, কোন ব্যক্তি পরিপূর্ণ কামেল ও শক্তিবান হওয়ার গুণাবলী কি? উত্তরে শেখ বললেন, সমস্ত সৃষ্টিতে তাকে সাধারণভাবে ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দেওয়া হয়। মুরীদগণ জিজ্ঞেস করলেন এর আলামত কি? উত্তরে শেখ বললেন, যদি মাছের এই অবশিষ্ট অংশগুলোকে বলা হয় তোমরা উঠে দৌঁড়, তবে তারা উঠে দৌঁড়তে থাকবে।

তারপর শেখ ভূনা মাছের অবশিষ্ট অংশের দিকে হাত বাড়িয়ে ইশারা করে বলেন,

يا ايها الاسماك التى فى هذه الطواجن قومى واسعى باذن الله عزّوجلّ–

হে ভূনা মাছ! যা এই দস্তরখানায় পড়ে আছ। আল্লাহর হুকুমে উঠে চলো। তাঁর কথা শেষ না হতেই মাছের অবশিষ্ট অংশগুলো জীবিত হয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নদীতে চলে গেল।[৬৬]

১২. কালায়েদুল জাওয়াহের গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে মুফতি জালাল উদ্দিন আহমদ আমজাদী (র.) বলেন- হযরত সৈয়্যদ আহমদ কবীর রেফাঈ (র.)'র ভাগিনা আবুল ফরাহ আব্দুর রহমান ইবনে আলী রেফাঈ বলেন- একদিন যখন তিনি একাকী বসে আছেন তখন আমি তাঁর মলফুজাত শ্রবণের উদ্দেশ্যে নিকটে বসে গেলাম। এ সময় আকাশ থেকে উড়ে এসে জনৈক ব্যক্তি শেখের সামনে বসে পড়েন। শেখ তাঁকে মারহাবা বলে স্বাগতম জানালেন। এরপর আগন্তুক লোকটি বললেন- আমি বিগত বিশদিন যাবৎ কিছুই খাইনি। আমি চাই যে, আজ আমি আমার চাহিদা মোতাবেক পানাহার করবো। শেখ জিজ্ঞেস করলেন তোমার চাহিদা কি? তিনি আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখেন যে, পাঁচটি মুরগাবী (পানিতে বাসকারী পাখি) উড়ে যাচ্ছে। তিনি বললেন, যদি ঐগুলো থেকে একটি ভুনা পাখি আর সাথে গমের রুটি ও ঠান্ডা পানির পাত্র হতো খুবই ভাল হতো। তার কথা শুনে শেখ বললেন, এই পাখিগুলো তো তোমারই জন্যে। শেখ উড়ন্ত পাখিগুলোর দিকে দেখে বললেন, عجلي بشهوة الرجل অর্থাৎ : হে পাখি! এই ব্যক্তির আশা তাড়াতাড়ী পূর্ণ কর। এ কথা শেষ হতে না হতেই একটি পাখি ভূনা হয়ে তার সামনে এসে পড়লো। শেখ তাঁর নিকটে রাখা দু'টি পাথর নিজ হাতে নিলে তা উন্নতমানের গমের গরম রুটি হয়ে গেল। তারপর তাঁর হাত শূন্যে উত্তোলন করলে সবুজ রঙের একটি পানির পাত্র হাতে এসে গেল। আগন্তুক

---

[৬৬] . মুফতি জালাল উদ্দিন আহমদ আমজাদী (র.) , বুযুর্গোঁকে আকীদে, উর্দু পৃঃ ১২০

লোকটি পানাহারের পর শূন্যে উড়ে গেলেন। অতপর শেখ পাখির হাড্ডিগুলি বাম হাতে নিয়ে ঐগুলির উপর ডান হাত বুলিয়ে বলেন- হে হাড্ডি! খোদার হুকুমে পুনরায় জুড়ে যাও বলে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম পড়লে ঐ পাখি জীবিত হয়ে বাতাসে উড়তে উড়তে দৃষ্টির অগোচরে চলে গেল।[৬৭]

১৩. হযরত রুকন উদ্দিন (র.)

হযরত যাকারিয়া মুলতানী (র.) এর নিকট এক বৃদ্ধা নিজের সন্তানকে নিয়ে এসে তাঁর কদমে রেখে কেঁদে কেঁদে বলে হযরত! আমার সন্তান মরে যাচ্ছে। তার জন্য একটু দোয়া করুন। শেখ সন্তানের প্রতি নজর করে বলেন, মৃতের জন্য শুধু কল্যাণের দোয়া করা যায়। তোমার সন্তান আল্লাহর কাছে চলে গিয়েছে। অর্থাৎ মারা গিয়েছে। মহিলা ব্যথিত হয়ে বড় কষ্ট করে সন্তানকে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘরের বাইরে এসেছে। খানাকার আঙ্গীনায় চার বছরের এক শিশু অন্যান্য শিশুদের সাথে খেলতেছে। সে মহিলাকে কাঁদতে দেখে খেলা ছেড়ে এসে কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করে। বৃদ্ধা বলল, বাবা! আমি তোমার দাদা বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানীর বড় নাম শুনেছি। তাঁর কাছ থেকে কেউ খালি হাতে যায়না। সে বলল, হ্যাঁ, আপনি ঠিকই শুনেছেন, আমাদের ঘর থেকে কেউ খালি হাতে যায়না। বৃদ্ধা বলল, দেখ আমি তোমাদের ঘর থেকে খালি হাতে যাচ্ছি। বাচ্চা বলল, এখনো তো যাননি, আপনার প্রয়োজন কি আবার একটু বলুন। বৃদ্ধা অনিচ্ছা সত্ত্বেও মৃত সন্তানকে তাঁর দিকে ধরে বলে, দেখ বাবা, আমি আমার সন্তানকে তোমার দাদার নিকট জীবিত এনেছি এখন লাশ নিয়ে ফিরছি। শিশু লাশের দিকে তাকিয়ে বলল আপনার সন্তানতো এখনো জীবিত। বৃদ্ধা ছেলের দিকে তাকিয়ে দেখে যে সত্যিই ছেলে চোখ খুলে হাসতেছে। আর এই চারবছরের শিশু হলো হযরত যাকারিয়া মুলতানী (র.) এর পৌত্র হযরত রোকন উদ্দীন বা রোকনে আলম।[৬৮]

১৪. খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্তি (র.) (৬৩২ হি.)

হযরত গরীবে নেওয়াজ (র.) এর নিকট এক মহিলা কেঁদে কেঁদে এসে বলল হুজুর! আমার ছেলেকে শহরের হাকেম হত্যা করেছে। শেখের দয়া আসল, খাদেমকে সঙ্গে নিয়ে হাতে লাঠি নিয়ে হত্যার স্থানে গিয়ে হত্যাকৃত সন্তানের মাথা ধরের সাথে লাগিয়ে বলেন– হে ব্যক্তি! তুমি যদি অন্যায়ভাবে হত্যা হয়ে থাক তবে আল্লাহর হুকুমে উঠে যাও। একথা যবান থেকে বের করামাত্র লাশ নড়াচড়া করতে করতে জীবিত হয়ে মাথা তুলে গরীবে নাওয়াজের কদমে রেখে দিয়েছে। তারপর খুশী মনে মায়ের সাথে চলে যায়। এই খবর হাকেম শুনলে ভয়ে কেঁপে উঠেন এবং গরীবে নাওয়াজের দরবারে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।[৬৯]

---

[৬৭]. মুফতি জালাল উদ্দিন আহমদ আমজাদী বুযুঁর্গোকে আকীদে, উর্দু, পৃ. ১১৯

[৬৮] . শাহ মুরাদ সহরাওয়ার্দী, মাহফিলে আউলিয়া, উর্দু পৃ. ২৮৫

[৬৯] . শাহ মুরাদ সুহরাওয়ার্দী, মাহফিলে আউলিয়া, উর্দু পৃ. ৩৭৭

১৫. হযরত কুতুব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র.) (৬৩৩ হি.)

একদা এক বৃদ্ধা মহিলা কাঁদতে কাঁদতে হযরত কুতুব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র.) এর দরবারে এসে আরজ করল আমার ছেলেকে বাদশা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। এ কথা শুনা মাত্র তিনি লাঠি নিয়ে উঠে সঙ্গীদের নিয়ে বৃদ্ধার পিছে পিছে ছেলের নিকটে গিয়ে উপস্থিত হন। অনেক হিন্দু মুসলিম একত্রিত হল। তিনি আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন, হে আল্লাহ! যদি বাদশা অন্যায়ভাবে এই ছেলেকে হত্যা করে থাকে তাহলে তুমি তাকে জীবিত করে দাও। তিনি এ কথা এখনো শেষ করেননি ছেলে জীবিত হয়ে উঠে চলতে লাগল। ঐদিনই কয়েক হাজার হিন্দু মুসলমান হয়েছে।[৭০]

১৬. খাজা বাহাউদ্দিন নক্শবন্দি (র.) (৭৯১ হি.)

খাজা বাহাউদ্দিন নক্শবন্দি (র.) বলেন- একদিন আমি মুহাম্মদ যাহেদ কে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলের দিকে বেরিয়ে পড়লাম। মুহাম্মদ যাহেদ আমার একনিষ্ঠ ভক্ত ও মুরীদ ছিল। আমরা বসে বসে মারিফাত বিষয়ে আলোচনা করতে ছিলাম। আলোচনা চলতে চলতে এই সুপ্ত বিষয়ে পৌঁছল যে, উবুদিয়ত কি?

আমি আমার বিশ্বস্ত মুরীদকে বললাম, উবুদিয়তের প্রান্তসীমা হল, যখন উবুদিয়তের তাজ পরিধানকারী কাউকে বলে যে, তুমি মরে যাও, তবে তৎক্ষণাৎ মরে যায়। যেহেতু মুহাম্মদ যাহেদকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বলা হয়েছে সেহেতু সে তখনই মৃত্যুবরণ করেছে। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সে সেখানে মৃত অবস্থায় পড়ে রইলো। প্রচন্ড গরমের মৌসুম ছিল। আমি বড়ই ক্লান্ত ছিলাম। নিকটে একটি গাছের ছায়ায় এসে আধ্যাত্মিক জগতে মগ্ন অবস্থায় বসে রইলাম।

দ্বিতীয়বার যখন তার কাছে এসে দেখলাম, তখন প্রচন্ড গরমের কারণে তার শরীর কিছুটা পরিবর্তন হয়ে গেল। এমন সময় আমার মনে আসল যে, আমি তাকে বলি যে, হে মুহাম্মদ! জীবিত হয়ে যাও। একথা আমি তিনবার বলেছি। ফলে তার শরীরে ধীরে ধীরে জীবন সঞ্চারিত হতে লাগল। আর আমি এই দৃশ্য অবলোকন করতেছি এমনকি সে পূর্বের ন্যায় সুস্থ হয়ে গিয়েছে।[৭১]

১৭. হযরত জালাল উদ্দিন মখদুম জাঁহানিয়া (র.) (৭৮১ হি.)

হযরত জালাল উদ্দিন মখদুম জাঁহানিয়া সুহরাওয়ার্দী (র.) একদা জিদ্দা গিয়ে 'মাকবারায়ে হাওয়ায়' হযরত হাওয়া (আ.) এর মাজার জিয়ারত করেন। এই সময় একটি লাশ দাফনের উদ্দেশ্যে আনলে তিনি খবর নিয়ে জানতে পারেন যে, ইহা হযরত শেখ বদর উদ্দিন ইয়েমনী (র.) এর লাশ। যিনি দীর্ঘ ত্রিশ বছর বায়তুল্লাহ এ অবস্থান করার পর বর্তমানে জিদ্দায় এসেছেন। তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলেন-এখন এই লাশকে দাফন করোনা। সম্ভবত: তিনি জীবিত। অতপর লাশ নিয়ে একটি মসজিদে রেখে সবাইকে মসজিদ থেকে বের করে দিয়ে প্রথমে তিনি দু'রাকাত নফল নামাজ পড়ে কুরআন তেলাওয়াত আরম্ভ

[৭০] . শেখ ফরিদ উদ্দীন গঞ্জে শেকর (র.), (৬৭৭ হি.), আসরারুল আউলিয়া, উর্দু পৃ. ১৩৩।

[৭১]. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০), জামে কারামাতে আউলিয়া, উর্দু, পৃ. ৬২৮

www.ahlesunnahbd.com

করেন। যখন يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي পর্যন্ত পৌঁছেন তখন শেখ বদর উদ্দিন একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে যান এবং দৌঁড়ে গিয়ে হযরত জালাল উদ্দিন মখদুমের পদচুম্বন করেন। এরপর দরজা খুলে দেন এবং শেখ বদর উদ্দিনই নামাজের ইমামতি করেন। জিদ্দায় লোকেরা এই কারামাত দেখে হযরত জালাল উদ্দিনের মুরীদ হয়ে যায়। হজ্ব শেষে তিনি রওজায়ে নববীর যিয়ারতে গিয়ে সালাম দিলে রওজা থেকে স্পষ্ট ভাবে সালামের জবার শুনতে পান। তিনি সৈয়দ বংশ ছিলেন। ৭০৭ হিজরীতে জন্মলাভ করেন এবং ৭৮১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। উশে তাঁর মাজার শরীফ বিদ্যমান।[৭২]

১৮. হযরত আশরাফ জাঁহাগীরী সিমনানী (র.) (৮০৮ হি.)

হযরত আশরাফ জাঁহাগীরী সিমনানী (র.) জাফরাবাদ গেলে সেখানকার লোকেরা তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা করা আরম্ভ করে দিল। অবশেষে তারা তাঁকে বোকা ও হাসির পাত্র বানানোর জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করল। তারা এক জীবন্ত ব্যক্তিকে খাটের উপর শোয়ায়ে মুর্দা বানিয়ে জানাজা পড়ার জন্য তাঁর সামনে এনে উপস্থিত করে। তারা লোকটিকে বলে রাখল যে, যখন আশরাফ জাঁহাগীরী তোমার নামাজে জানাজার নিয়ত করে তাকবীর বলবে তখন তুমি উঠে সালাম করবে যাতে তাঁর কাছে যে, কাশফ নাই তা প্রমাণ হয়ে যায় এবং সকলের সামনে লজ্জিত হতে হয়। আর আমরা বলবো– সুবহানাল্লাহ! কি শান! আপনি একজন মৃতুকে জীবিত করেছেন। এতে তাঁর যথেষ্ট বদনাম হবে। কিন্তু তারা একবারও চিন্তা করলনা যে, সত্যিই যদি তিনি বুজুর্গ হয়ে থাকেন তাহলে ঐ ব্যক্তির কি অবস্থা হবে?

কাশফের মাধ্যমে তাদের ষড়যন্ত্রের কথা তিনি জ্ঞাত হলেন এবং নামাজে জানাজা পড়তে অস্বীকার করেন। অপারগ হয়ে অবশেষে মুরীদদের নিয়ে নামাজে দণ্ডায়মান হন আর লোকেরা পিছনে দাঁড়িয়ে হাসতেছে। তাদের পরিকল্পনা ছিল লোকটি উঠে সালাম করবে। কিন্তু তিনি যথানিয়মে নামাজ শেষ করেন তবে লোকটি উঠেনি। তারা অবাক হয়ে চাদর তুলে দেখে বাস্তবেই লোকটি মরে গিয়েছে। অতপর তারা তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে তাওবা করলে একপর্যায়ে তাঁর দোয়ায় লোকটি পুনরায় জীবিত হল।[৭৩]

১৯. হযরত আবু আমর ওসমান বাতায়েহী (র.)

আল্লামা তাদানী (র.) কালায়েদুল জাওয়াহের গ্রন্থে বলেন- একদা সাতজন শিকারী হযরত শেখ আবু আমর ওসমান বাতায়েহী (র.)'র মাতৃভূমি 'বতীহায়' এসে অনেক পাখি শিকার করলো।

কিন্তু যে পাখিই মাটিতে পড়তো মৃত হয়ে পড়তো। শেখ শিকারীদেরকে বললেন- এই পাখিগুলো তোমাদের খাওয়া হারাম। কেননা সবগুলো পাখিই মৃত। তখন শিকারীগণ ঠাট্টা করে হযরতকে বলল- তাহলে আপনি জীবিত করে দেননা। তখন তিনি বিসমিল্লাহ পড়ে বললেন- يا محي الموتي ويامحي العظام وهي رحيم অর্থাৎ :- হে মৃতকে জীবিতকারী, হে বিচূর্ণ-হাড্ডি থেকে প্রাণ সঞ্চারকারী! এই দোয়া পড়তেই সব পাখি জীবিত হয়ে আকাশে

---

[৭২] . শাহ মুরাদ সোহরাওয়ার্দী, মাহফিলে অউলিয়া, উর্দু পৃ. ৩৫৭

[৭৩] . শাহ মুরাদ সুহরাওয়ার্দী, মাহফিলে আউলিয়া, উর্দু পৃ. ৪৪০

উড়ে দৃষ্টির অগোচরে চলে যায় আর শিকারীগণ এই কারামাত দেখে তাওবা করে সকলেই হযরতের খেদমতে নিজেদেরকে নিয়োজিত করে।[৭৪]

২০. হযরত মীরা বেগ (র.)

হযরত মীরা বেগ (র.) এর নুরবাপ নামক একজন মুরীদ লুন্ধন এলাকায় বসবাস করতেন। তিনি একদা পীর সাহেবকে ঘরে যিয়াফতের উদ্দেশ্যে দাওয়াত দেন। যিয়াফতের নির্দিষ্ট সময়ের একটু পূর্বে তার দু'বছরের সন্তানের মৃত্যু হয়। নুরবাপ স্ত্রীকে বলেন এখন যদি আমরা কান্নাকাটি করি তাহলে শেখের যিয়াফতে ত্রুটি হবে। সুতরাং তারা উভয়ে মিলে মৃত সন্তানকে ভিতরে নিয়ে বাক্সে লুকিয়ে রেখে পীরের সেবায় নিয়োজিত হন এবং এই ঘটনা কাউকে প্রকাশ করেন নি এমন কি পীর সাহেবকেও জানান নি। যখন তাঁর সামনে খাবার রাখা হল তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন তোমাদের ছেলে কোথায়? তাকে ডাক। তারা বললেন– সে হয়ত কোথাও খেলতে গিয়েছে। এখন তাকে পাওয়া মুশকিল। আপনি যিয়াফত কবুল করুন। তিনি বলেন যাই হোক, আমি তাকে নিয়েই খাবার খাবো। অবশেষে তারা সত্যকথা বলে দেন। তাদের ভক্তি শ্রদ্ধার কথা শুনে তাঁর অন্তরে দয়া আসল এবং তিনি তাদেরকে বলেন যাও, গিয়ে দেখ সে মরেনি এমনি শুয়ে আছে। ভিতরে গিয়ে ডেকে আন। তারা ভিতরে গিয়ে ডাকলে সে আল্লাহর হুকুমে জীবিত হয়ে উঠে যায়। পিতা-মাতা খুশীতে আত্মহারা। তারা সন্তানকে নিয়ে পীর সাহেবের সামনে আসেন এবং তিনি সন্তানকে নিয়েই খাবার গ্রহণ করেন। এই কারামাত দেখে শহস্র লোক মুরীদ হয়ে যায়।[৭৫]

২১. শাহ মখদুম (র.) (৭৩১ হি.)

রাজশাহীতে শাহ মখদুম (র.) এর হাতে যুদ্ধে দেবরাজ পরাজিত হয়ে বনবাসী হলো এবং তার দুই পুত্রের মুখে রক্ত উঠে মৃত্যু মুখে পতিত হলো। ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে দৈত্যরাজ মৃত পুত্রদ্বয়ের লাশ নিয়ে এসে শাহ মখদুম (র.) এর পায়ে পড়ে কান্নাকাটি শুরু করল। হযরত মখদুম শাহ (র.) দেবরাজের মৃত পুত্রের লাশের হাত ধরে 'মাত ঘুমাও, উঠ' বলাতে পুত্রদ্বয় উঠে বসল। এতদ্দর্শনে দেবরাজ সপরিবারে ঈমান এনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হলো। দেবরাজের ইসলাম গ্রহণ দেখে দেওগণ দলে দলে মুসলমান হলো।[৭৬]

২২. শেখ আবুর রেদ্বা মুহাম্মদ (র.)

রহমতুল্লাহ কাফশদোষ বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত শেখ আবুর রেদ্বা মুহাম্মদ (র.) মসজিদে বসা ছিলেন। আমি তাঁর সামনে একটি গাছের নিচে দাঁড়ানো ছিলাম। তাঁর খেদমতে এক ব্যক্তি বললো, হযরত বায়েজিদ বুস্তামী (র.) অনেক সময় কারো দিকে দৃষ্টি তুলে দেখলে আকর্ষণ শক্তি ও শেখের জ্বালালী দৃষ্টির কারণে তার প্রাণ বায়ু বেরিয়ে যেতো

---

৭৪. মুফতি জালাল উদ্দিন আহমদ আমজাদী, বুর্যুগোঁকে আকীদে, উর্দূ, পৃ. ৯২

৭৫. শাহ মুরাদ সুহরাওয়ার্দী, মাহফিলে আউলিয়া, উর্দু পৃ: ৪৯৬

৭৬. দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্পাদাতি, আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম, পৃ: ২৪০

এবং মৃত্যু মুখে পতিত হতো। আজকাল আমরা অনেক মাশায়েখের নাম শুনি কিন্তু কারো কাছে এধরনের বাতেনী শক্তির প্রভাব দেখিনা।

এ কথা শুনে শেখ জোশে এসে বললেন, বায়েজিদ রুহকে বের করতে পারতেন কিন্তু শরীরে পুনরায় ফেরত দিতে পারতেন না। পক্ষান্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার অন্তরকে স্বীয় পবিত্র কলবের অধীনে এমনভাবে শিক্ষা এবং শক্তি দান করেছেন যে, আমি যখন চাইবো কারো প্রাণ নিতেও পারি আবার চাইলে ফিরিয়েও দিতে পারি।

এমন সময় তিনি আমার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে আমার রূহ বের করে নেন। ফলে আমি মাটিতে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছি। এসময় দুনিয়ার কোন অনুভূতি আমার ছিলনা। তবে আমি আমাকে একটি বড় নদীতে ডুবন্ত পেয়েছি। তিনি অভিযোগকারী ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ওকে দেখ মৃত না জীবিত? সে চিন্তা করে বলল, মৃত। তখন তিনি বললেন, তুমি যদি চাও তবে আমি তাকে মৃত রেখে যাবো। আর যদি চাও তবে তাকে জীবিত করে দেবো। সে বলল, জীবিত করে দিলে বড় মেহেরবাণী হবে। অতপর তিনি আমার উপর পুনরায় দৃষ্টিপাত করলে আমি জীবিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গেলাম।[৭৭]

২৩. জনৈক অলী

ইমাম বায়হাকী (র.) দালায়েলুন নবুয়্যত গ্রন্থে আবু সিরাত নখঈ থেকে বর্ণনা করেন এক ব্যক্তি ইয়েমন থেকে আসতেছে। পথে তার গাধা মরে গেলে সে অজু করে দু'রাকাত নামাজ আদায় করে দোয়া করে এভাবে-হে আল্লাহ! আমি তোমার রাস্তায় জিহাদ করার জন্য আসছি। আর এতে তোমার সন্তুষ্টি অর্জনই আমার উদ্দেশ্য। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম এবং কবরবাসীদেরকে একদিন জীবিত উঠাবে। আজ আমাকে কারো কাছে (কারো সাহায্যের মাধ্যমে) ঋণী করিওনা। সুতরাং আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, আমার গাধাকে জীবিত করে দাও। অতপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর দোয়া কবুল করেন এবং গাধা কান নাড়তে নাড়তে দাঁড়িয়ে যায়।[৭৮]

২৪. আ'লা হযরত আহমদ রেযা খান (র.) (১৩৪০ হি.)

শেখ হাবীবুর রহমান বলেন– ছোট বেলায় তার নিমোনিয়া হয়েছিল এবং ঐ রোগে তার ইন্তেকাল হয়েছিল। তার ইন্তেকালে ঘরে শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। সে ছিল তার মা বাবার একমাত্র আদরের দুলাল। মৃতের গোসল ও কাফন দাফনের ব্যবস্থা করা হল। তিনি বলেন আমার আম্মাজান কেঁদে কেঁদে আ'লা হযরত কেবলার খেদমতে উপস্থিত হয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, হুজুর! আমার ছেলে মারা গিয়েছে। আমার একমাত্র ছেলে তাও আপনার দোয়ায় আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে দান করেছিলেন। হুজুর ! আমি ছেলে চাই তাকে আপনি জিন্দা করে দিন। আলা হযরত তার লাঠি মোবারক নিয়ে তার ঘরে তাশরিফ নিয়ে যান। সবাই তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তারা মনে করেছেন তিনি সমবেদনা প্রকাশের জন্য এসেছেন। তিনি বলেন– পর্দা করুন, আমিও তাকে একটু

[৭৭]. শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র.), আন্‌ফাসুল আরেফীন, পৃঃ ২০৭

[৭৮]. আল্লামা কামালউদ্দিন দুমাইরী, হায়াতে হাইওয়ান, উর্দু ২য় খন্ড, পৃঃ ১৬২

www.ahlesunnahbd.com

দেখবো। পর্দা করা হলে তিনি মৃতের নিকট গেলে মৃতের মা চিৎকার করে বলেন– হুজুর! আমার ছেলেকে জীবিত করে দিন আমি আর কিছু চাইনা। তিনি মৃত ছেলের উপর থেকে কাপড় সারায়ে বিসমিল্লাহ শরীফ পাঠ করে বলেন, হে বৎস্য! চোখ খুলতেছেনা কেন? দেখ তোমার মা কি বলতেছেন। তিনি একথা বলা মাত্র ছেলেটি চোখ খুলে কাঁদতে লাগল। আ'লা হযরত বলেন– এ ছেলেটি তো জীবিত। কে বলতেছে সে মারা গেছে। ইহা দেখে সবার মধ্যে আনন্দের ঢেউ বইতে লাগল।[৭৯]

২৫. হযরত জিন্দা পীর (র.)

হযরত আহমদ জাম প্রকাশ জিন্দাপীর (র.) একদা হেঁটে যাচ্ছেন। রাস্তায় একটি হাতি মরে পড়ে রইল। লোকের ভীড় ছিল। তিনি গিয়ে বলেন-কি হয়েছে? বলা হল হাতি মরে গিয়েছে। তিনি বলেন হাতির সূড়, চোখ, পা সব তো পূর্বের মত ঠিকই আছে মরল কিভাবে? একথা বলতেই হাতি হঠাৎ জীবিত হয়ে গেল। তারপর থেকে তাঁর উপাধি হয়ে গেল জিন্দাপীর।[৮০]

২৬. হযরত আবদুল্লাহ কুরাইশী (র.)

হযরত শাহ আবদুল্লাহ কুরাইশী (র.) একদা জযবা অবস্থায় একটি ছাগল ধরে উপর থেকে মাটিতে জোরে নিক্ষেপ করল। ফলে ছাগল মারা যায়। লোকেরা তাঁকে বলতে লাগল আপনি শুধু শুধু একজন গরীবের ছাগলকে মেরে ফেলেছেন। এরপর তিনি ঐ মৃত ছাগলের পিঠে লাথি মেরে বলেন, দাঁড়িয়ে যাও এবং আমাকে বদনামী বানিওনা। আল্লাহর কুদরতে মৃত ছাগল জীবিত হয়ে গেল।[৮১]

২৭. হযরত আবুল হাসান নুরী (র.)

হযরত আবুল হাসান নুরী (র.) চলার পথে দেখেন জনৈক মুসাফিরের গাধা মরে গিয়েছে। এতে মুসাফির তার মালপত্র কিভাবে নিয়ে যাবে সে জন্য কান্নাকাটি করতেছে। মুসাফিরের অসহায়ত্ব দেখে তিনি মৃত গাধাকে হাতে ইশারা করে বলেন, এখন ঘুমানোর সময় নয়। একথা বলতেই গাধা উঠে বসে যায় এবং মুসাফির তার মালপত্র গাধায় চড়ে নিয়ে যায়।[৮২]

২৮. শেখ আবু বকর ইবনে হাওয়ার (র.)

শেখ আবু বকর ইবনে হাওয়ার (র.)'র নিকট জঙ্গল থেকে এক মহিলা এসে বলতে লাগল যে, আমার ছেলে নদীতে ডুবে গিয়েছে। আর এই এক সন্তান ছাড়া আমার কোন ছেলে নেই। আমি খোদার শপথ করে বলতেছি যে, তিনি আপনাকে ক্ষমতা দিয়েছেন যে,

---

[৭৯] . মুহাম্মদ শামশুল আলম নঈমী, ইমাম আহমদ রেযা (র.) এর জীবন ও কারামত, পৃঃ ১৮৬

[৮০]. মাওলানা আবুন নূর বশীর, সাচ্ছি হেকায়াত, উর্দু, খন্ডঃ ৩, পৃঃ ৯২

[৮১] . শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী, (১০৫২ হি.), আখবারুল আখইয়ার, উর্দু পৃ. ৫২৮।

[৮২] . শেখ ফরিদ উদ্দীন আত্তার (র.), তাযকেরাতুল আউলিয়া, উর্দু পৃ. ২২১|

www.ahlesunnatbd.com

আপনি আমার ছেলেকে আমার কাছে ফেরত দিতে পারেন। আপনি যদি আমার ছেলে ফেরত না দেন তবে আমি কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট অভিযোগ করবো। আমি বলবো যে, হে আমার রব! আমি তাঁর নিকট বিপদে পড়ে এসেছিলাম। তিনি আমার সমস্যা সমাধান করতে পারতেন কিন্তু তিনি তা করেন নি।

এরপর তিনি মস্তক অবনত করে কিছুক্ষণ পর বলেন– আমাকে দেখানো হয়েছে তোমার ছেলে কোথায় ডুবেছে। তারপর তিনি মহিলাকে নিয়ে নদীর তীরে এসে দেখেন তার ছেলে পানিতে মৃত অবস্থায় ভাসছে। শেখ পানিতে গিয়ে ছেলেকে কাঁধে নিয়ে এনে মাকে দিয়ে বলেন– আমি তাকে জীবিত পেয়েছি। সত্যিই ছেলে জীবিত ছিল।[৮৩]

২৯. শেখ আবু মুহাম্মদ শান্বাকী (র.)

একদা শেখ আবু মুহাম্মদ শাবকানী (র.) জঙ্গলে একাকী বসে আছেন। তাঁর মাথার উপর দিয়ে প্রায় একশ পাখি উড়ে এসে পাশে বসে পড়ল। পাখির কুজনধ্বনি বড় হলে তিনি বলেন– হে আল্লাহ! এই পাখিগুলো আমাকে বিরক্ত করতেছে। এই বলে পাখির দিকে তাকালে সব পাখি সঙ্গে সঙ্গে মরে যায়। অতপর তিনি বলেন, হে আল্লাহ! আমি তো এগুলো মরে যাওয়ার ইচ্ছে করিনি। সাথে সাথে মৃত পাখিগুলো পুনরায় জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে যায় এবং পাখা ঝেড়ে ঝেড়ে উড়ে যায়।[৮৪]

www.ahlesunnahbd.com

---

[৮৩]. আবুল হাসান সাতনূফী (র.), বাহজাতুল আস্‌রার, উর্দু, পৃ. ৩৯৪

[৮৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০২

কবরে অক্ষত থাকা

০১. হযরত আবদুল্লাহ (রা.)

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন আমার পিতা উহুদ যুদ্ধে শহীদ হলে আমার ফুফু কাঁদতেছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম এরশাদ করেন- তাঁর জন্য কেঁদোনা, ফেরেস্তারা তাঁকে স্বীয় পাখা দ্বারা দাফন পর্যন্ত ছায়া দিয়ে রেখেছে।

ইমাম বায়হাক্বী (র.) হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমার পিতা মহোদয়কে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রা.)'র আমলে কবর থেকে বের করা হয়েছিল। আমি তাঁর নিকটে এসে দেখি প্রথম দাফনের সময় যে রকম ছিলেন এখনো তিনি অনুরূপ আছেন। কোন পরিবর্তন তাঁর মধ্যে হয়নি। আমরা তাঁকে অন্যত্র পুনরায় দাফন করে দিলাম।

ইবনে সা'দ ও ইমাম বায়হাক্বী (র.) অপর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত জাবের (রা.) বলেন- হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) উহুদ কবরস্থানের পাশ দিয়ে নদী খনন করেন। আমরা শহীদদেরকে কবর থেকে বের করলাম তাঁরা সম্পূর্ণ তরু-তাজা ছিলেন। তাঁদের হাত-পা যেদিকে করছি সেদিকে হচ্ছে, অথচ চল্লিশ বছর যাবৎ তাঁরা কবরে দাফন আছেন। হযরত হামযা (রা.)'র পায়ে কোদাল লাগলে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল।

ইমাম বায়হাক্বী (র.) ওয়াকেদী (র.)'র সনদে বর্ণনা করেন, হযরত জাবের (রা.)'র পিতা হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) এই অবস্থায় ছিলেন যে, তাঁর হাত মোবারক যুদ্ধে আহত স্থানে রাখা ছিল। যেই মাত্র হাত ঐ স্থান থেকে সরানো হল সাথে সাথে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। হাত যখন আহত স্থানে পুনরায় রাখা হল সাথে সাথে রক্ত বন্ধ হয়ে গেল। হযরত জাবের (রা.) বলেন শুধু তা নয় বরং যেসব কাপড় দিয়ে তাঁকে কাফন দেয়া হয়েছিল সেগুলোও অক্ষত ছিল অথচ চল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। এই দৃশ্য দেখে হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রা.) বলেন- এরপরও কি অস্বীকার কারীর অস্বীকার করার কোন অবকাশ আছে?[৮৫]

০২. হযরত হুযাইফা ও হযরত জাবের (রা.)

১৯৩৩ খৃ. এর ঘটনা। ইরাক প্রথম শাহ ফয়সালের অধীনে থাকাকালীন সময়ে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হুযাইফা (রা.)কে তিনি স্বপ্নে দেখেন। স্বপ্নে সাহাবী শাহকে বললেন– আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবী হুযাইফা। আমি এবং হযরত জাবের (রা.) দাজলা নদীর পাশে পাশাপাশি কবরে আছি। নদীর ভাঙ্গনে আমার কবরে পানি আসতেছে আর হযরত জাবের (রা.) এর কবরও পানিতে ভিজে গেছে। সুতরাং আমাদেরকে কবর থেকে বের করে নদী থেকে দূরে কোন কবরস্থানে পুনরায় দাফন করে দিন।

শাহ ফয়সাল সকালে উঠে রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত হওয়ায় স্বপ্নের কথা ভুলে যান। দ্বিতীয় রাতেও সাহাবী তাকে স্বপ্ন দেখালেন। কিন্তু রাজনৈতিক গোলযোগের কারণে তিনি দ্রুত তাদেরকে স্থানান্তর করতে সক্ষম হননি। এরপর হযরত হুযাইফা (রা.) স্বপযোগে ইরাকের

---

[৮৫]. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.), ১৩৫০ হি. জামে কারামাতে আউলিয়া, উর্দূ, পৃ. ৪২৪,

প্রধান মুফতি সাহেবকে জানালেন যে, দুই দুই বার বাদশাহ ফয়সাল কে বলার পরও এখনো পর্যন্ত বাস্তবায়ন হয়নি। অতএব আপনি গিয়ে বাদশাহকে বলে তার নির্দেশে আমাদেরকে উপযুক্ত স্থানে স্থানান্তর করার ব্যবস্থা করুন।

দ্বিতীয় দিন সকালে প্রধান মুফতি নূরী সয়ীদি প্রথমে ইরাকের প্রধান উজিরের নিকট গিয়ে তাকে সহ সঙ্গে নিয়ে শাহ ফয়সালের সামনে স্বপ্নের ঘটনার বর্ণনা করেন। বাদশাহও এর সত্যতা স্বীকার করে বললেন– আমি দু'বার এই স্বপ্ন দেখেছি। তবে রাজনৈতিক সমস্যার ভয়ে এবং শরীয়তের বিধি-বিধানের কারণে আদৌ বাস্তবায়ন করতে পারিনি। তিনি মুফতি সাহেবকে বললেন– আপনি এর বৈধতার উপর ফতোয়া প্রধান করলে আমি তৎক্ষণাত এদেরকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করে দাফন করে মাযার নির্মাণ করে দেবো।

মুফতিয়ে আজম স্বচক্ষে কবরগুলো দেখেন যে, অচিরেই এদেরকে স্থানান্তর না করা হলে দাজলা নদীর পানি ভেসে নিয়ে যাবে। ফলে তিনি এদের লাশ স্থানান্তর করার ফতোয়া দেন এবং খবরের কাগজে প্রচার করা হলো যে, কুরবানীর ঈদের দিন জোহরের নামাজের পর তাঁদেরকে কবর থেকে স্থানান্তর করা হবে।

পত্রিকায় প্রকাশ হওয়ায় সমগ্র আরব রাষ্ট্রে তা জানাজানি হয়ে গেল। হজ্বের মৌসুম ছিল, লাখো লোকে লোকারন্য। সবাই উদগ্রীব ঐ দিন এই দৃশ্য দেখতে। কুরবানীর দিন হাজী সাহেবগণ এই দৃশ্য দেখতে পারবে না কারণ তারা ঐ দিন হজ্বের কাজে ব্যস্ত থাকবেন। তাই বাদশাহর কাছে আবেদন করেন যে, এই দৃশ্য যাতে সবাই দেখতে পারে এমন একটি সময় নির্ধারণ করেন। ফলে বাদশাহ তারিখ পরিবর্তন করে ১০ যিলহজ্বের পরিবর্তে ২০ যিলহজ্ব নির্ধারণ করেন। আর এই পর্যন্ত পানি কবরে প্রবেশ করতে না পারে মতো বিশেষ ব্যবস্থা করে দেন।

পূর্ব ঘোষণা মোতাবেক নির্দিষ্ট তারিখে লাখো জনতা একত্রিত হলো। উপস্থিত অসংখ্য মুসলমানের সামনে উভয় সাহাবীর কবর খনন করা হল। কবর থেকে তাঁদের শরীর যখন বের করা হল তখন লোকেরা দেখল যে, দীর্ঘ তেরশত বছর অতিক্রম হওয়ার পরেও শরীর সম্পূর্ণ সতেজ এবং দুর্লভ সুগন্ধি বের হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন কয়েক ঘন্টা পূর্বেই ইন্তেকাল করেন। চেহরায় শুভ্র নুর প্রকাশ পাচ্ছে। তাঁদের কাফনের কাপড়ও অক্ষত ছিল মুখের দাড়ীও জীবিতদের ন্যায় শক্ত ও মজবুত ছিল।

হযরত হুযাইফা (রা.) এর লাশ মোবারক উঠানোর জন্য এস্টেসার আনা হলে কাউকে ধরে এস্টেসারে তোলার প্রয়োজন হল না। কারণ লাশ মোবারক অমনিই নিজে নিজে উঠে গেল। হযরত জাবের (রা.) এর বেলায়ও অনুরূপ ঘটল। অতপর উভয়কে দুটি কাচের বাক্সে করে খুব সাবধানের সাথে অন্য কবরস্থানে দাফন করেন।[৮৬]

০৩. হযরত সালেম (র.)

হযরত সালেম (র.) চল্লিশ বছর যাবত হযরত আনাস (র.) এর সাহচর্য্যে ছিলেন। তিনি সর্বদা রোজা রাখতেন এবং প্রতিরাতে এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন। তাঁর ইন্তেকালের পর লোকেরা দীর্ঘ দিন যাবত তাঁর কবর থেকে কুরআনে পাকের তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনতে পায়। একদিন তাঁর জীবদ্দশায় তিনি হযরত হুমাইদ তাভীল (র.) এর

---

৮৬. মুফতি জালাল উদ্দিন আহমদ আমজাদী (র.), খুৎবাতে মহররম, উর্দু পৃ. ৩৩

নিকট জিজ্ঞেস করেন যে, আপনার কি জানা আছে আম্বীয়ায়ে কেরাম ছাড়া অন্য কেউ করবে নামাজ পড়বে? তিনি বলেন, না। তখন তিনি বলেন– আল্লাহ যদি কাউকে অনুমতি দেন তবে সালেমকে অবশ্যই অনুমতি দেবেন।

একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী খোদার শপথ করে বলেন, যখন আমি সালেমকে কবরে রাখলাম আমার সাথে হুমাইদ তাভীলও ছিলেন। আমরা সালেমকে কবরে রেখে কবরের ইট ঠিক করতেছি। ইত্যবসরে একটি ইট নীচে পড়ে যায়। আমি ইট নিতে গিয়ে দেখি কবরে তিনি নামাজে দণ্ডায়মান। আমি হুমাইদকে ইশারা করে বললাম আপনি দেখতেছেন? তিনি বললেন চুপ থাক। দাফনের পর আমরা হযরত সালেম (র.) এর ঘরে গিয়ে তাঁর মেয়ের কাছে জিজ্ঞেস করলাম যে, সালেম জীবদ্দশায় কি আমল করতেন? মেয়ে জিজ্ঞেস করল আপনারা কি দেখেছেন? আমরা তাকে কবরের ঘটনা বর্ণনা করলাম। তখন মেয়ে বলল তিনি পঞ্চাশ বছর যাবত সারা রাত ইবাদতে মগ্ন থাকতেন, সাহরীর সময় হলে তিনি এই দোয়া করতেন–

اللهم ان كنت اعطيت احدًا من خلفك الصلوة في قبره فا عطنا–

হে আল্লাহ! আপনার সৃষ্টির কাউকে যদি কবরে নামাজ পড়ার অনুমতি দিয়ে থাকেন তবে আমাকেও অনুমতি দিন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর দোয়া কবুল করেন।[৮৭]

০৪. হযরত শরফুদ্দিন ইয়াহিয়া মানয়ারী (র.) (৮৭০ হি.)

ভারতবর্ষের প্রখ্যাত অলীয়ে কামেল হযরত শরফুদ্দিন ইয়াহিয়া মানয়ারী (র.) ইন্তেকালের পর কাফন দাফন সমাপ্ত হলে কিছুক্ষণ পর তাঁর হাত কবর থেকে উপরে উঠে আসল। অর্থাৎ তিনি কবর থেকে উপরে হাত তুলে দেন। এই দৃশ্য দেখতে সেখানে বহু লোকের সমাগম হয়ে গেল। কিন্তু এর রহস্য কেউ বুঝতে সক্ষম হলোনা। হযরতের শিষ্য হযরত মখদুম আশরাফ জাহাঁগীর সিমনানী (র.) এ সংবাদ শুনে তিনি হযরতের কবরে গিয়ে তাঁর উত্তোলিত হাত দেখেন এবং রহস্য জানতে কবরের পাশেই বসে মোরাকাবায় লিপ্ত হন। কিছুক্ষণ পর তিনি মাথা তুলে বললেন হযরত শেখ মানয়ারী (র.) অদৃশ্য থেকে একটি বরকত মন্ডিত টুপি উপহার পেয়েছিলেন। জীবদ্দশায় তিনি এই টুপি তাঁর কাফনের সাথে বরকতের জন্য কবরে দেওয়ার অসিয়ত করেন। কিন্তু আপনারা তাঁর অসিয়ত ভুলে গিয়ে তা কবরে দেন নি, তাই তিনি টুপির জন্য হাত বের করে দেন। একথা শুনে উপস্থিত লোকেরা তাঁর কথার সত্যতা স্বীকার করল এবং তাড়াতাড়ী ঐ টুপি এনে হযরত মানয়ারী (র.) এর হাতে দেন। তিনি ঐ টুপি কবর থেকে বের হওয়া হযরতের হাতে দেওয়া মাত্র তিনি হাত পুনরায় কবরে নিয়ে যান।[৮৮]

০৫. হযরত ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সুলায়মান জযুলী (র.) (৮৭০ হি.)

হযরত ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সুলায়মান জযুলী শাজলী (র.) যিনি প্রসিদ্ধ দরূদ শরীফের কিতাব 'দালায়েলুল খায়রাত' এর প্রণেতা এবং একজন বড় অলি ছিলেন। তাঁকে দাফনের

---

[৮৭]. আবদুর রহমান জামী (৮৯৮ হি.), শওয়াহেদুন নবুয়্যত, উর্দু, পৃঃ ৪০৫, অনুরূপ ঘটনা হযরত সাবেত (র.) সম্পর্কে আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ুতী (র.) (৯১১ হি.) শরহুস সুদূর কিতাবের ১৭০ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন।

[৮৮]. মুফতি জালাল উদ্দিন আহমদ আমজাদী (র.) খুৎবাতে মহররম, উর্দু পৃ. ৬৮

সত্তর বছর পর 'সূস' নামক স্থান থেকে আফ্রিকার 'মারাকাশ' নামক স্থানে স্থানান্তর করা হয়। এত দীর্ঘ সময়ের পরও প্রথমে দাফনের সময় যে রকম ছিলেন তখনও অনুরূপ ছিলেন। ইন্তেকালের সময় দাঁড়ি ও মাথার চুল যেরূপ তরু-তাজা ছিল ঠিক সেরূপই ছিল। উপস্থিত এক ব্যক্তি তাঁর মুখে আঙ্গুলের ছাপ দিলে চামড়ার নীচ থেকে রক্ত সরে যায়, আঙ্গুল তুলে নিলে পুনরায় রক্ত সঞ্চারিত হয়। যেভাবে জীবিত মানুষের হয়ে থাকে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর অধিকহারে দরূদ পাঠ করার কারণে তাঁর মাজার শরীফ থেকে কস্তুরীর সুগন্ধি বের হয়।[৮৯]

০৬. জনৈক আলী

জনৈক মৃত ব্যক্তির জন্য কবর খনন করতে গিয়ে অন্য একটি কবর প্রকাশিত হল। ঐ কবর থেকে একটি ইট খসে পড়লে দেখা গেল সেখানে একজন নূরানী সুরতের বুজুর্গ ব্যক্তি যিনি সাদা পোশাক পরিহিত। তাঁর কোলে স্বর্ণের কুরআন মাজীদ যার অক্ষরও স্বর্ণের। আর তিনি কুরআন তেলাওয়াত করতেছেন। ইট ঝড়ে পড়লে তিনি মাথা তুলে জিজ্ঞেস করেন, কিয়ামত হয়েছে? উত্তর দেয়া হল, না। তিনি বলেন, তাহলে ইট আপন স্থানে তুলে দাও। অতপর ইট ঐ স্থানে তুলে দেয়া হল।[৯০]

০৭. হযরত রাহাতুল্লাহ শাহ (র.) (১৩৭৫ হি.)

রাঙ্গুনিয়া নিবাসী প্রখ্যাত সূফী সাধক হযরত রাহাতুল্লাহ শাহ (র.) ইন্তেকাল করেন হি. ১৩৭৫ সনে। ইন্তেকালের তিন বছর আটমাস পর তাঁর একজন খাদেম মরিয়মনগর নিবাসী মাওলানা হাফেজ রূহুল কুদ্দুস (র.) ভাণ্ডারীকে স্বপ্নে দেখানো হলো যে, তাঁর কবরের তাবুতের এক কোণে উইপোকা ধরেছে। ধারাবাহিকভাবে তিনি একই স্বপ্ন কয়েকবার দেখলেন। এই স্বপ্ন রাহাতুল্লাহ শাহ (র.) এর বড় সাহেবজাদা হযরত মাওলানা সৈয়দ নুরুচ্ছফা নঈমী (র.) কে অবহিত করলে তিনি কাউকে না বলার জন্য অনুরোধ করেন।

তারপর সে রাতে হযরত নুরুচ্ছফা নঈমীও একই স্বপ্ন দেখেন। তারপরদিন হযরত নুরুচ্ছফা নঈমী, হযরত রুহুল কুদ্দুস ভান্ডারী, মাওলানা আহমদ শুক্কুর ও সৈয়দুর রহমান এবং রাঙ্গুনিয়া লালা নগর নিবাসী মৌলানা আজিজুল হক সাহেব প্রমূখ শিষ্যদের নিয়ে তাবুত পরিবর্তনের কাজে নেমে পড়েন। রাত যখন গভীর হল তখন কবরের উপর দেয়া বাঁশের বেড়া ও গাছের তক্তা পরিবর্তনের জন্য কবরের মাটিতে কোপ দিলেন তখন অদ্ভূত এক আলো চারিদিকে পরিবেষ্টন করে রেখেছিল, যা পরিবর্তন কাজ সমাধা না হওয়া পর্যন্ত ছিল। কবরের ভিতর থেকে মেশক জাফরানের ন্যায় সুগন্ধি বের হচ্ছিল। তখন উপরোক্ত সবাই কবরে নামলেন। পরবর্তীতে তারা আল্লাহর কসম করে বর্ণনা করেন যে, আমরা হযরত রাহাতুল্লাহ শাহ (র.) এর কাফন মোবারক অক্ষত পেয়েছি। দাঁড়ি মোবারক টেনে দেখেছি তা আগের তুলনায় অনেক শক্ত পেয়েছি। ইন্তেকালের পর দাফনের সময় যে সুরমা দেয়া হয়েছিল তা যথাযতই আছে।[৯১]

বি.দ্র. উপরোক্ত মাওলানা আজিজুল হক সাহেবের জবান থেকে আমি অদম (সংকলক) নিজেই উক্ত ঘটনা শুনেছি।

---

[৮৯]. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী, (১৩৫০ হি.), জামে কারামাতে আউলিয়া, উর্দু, পৃ. ৬৯৩।

[৯০]. মাওলানা আবুননুর বশীর, সাচ্ছি হেকায়াত, উর্দু, খণ্ড ৪র্থ, পৃ. ১০২।

[৯১] . মাওলানা মুহাম্মদ ওমর ফারুক, রাহাতিয়া দরবার, পৃ. ৬৬

০৮. শায়খুল হাদিস আল্লামা আবদুল হামিদ (র.) (২০০৫ খৃ.)

চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার স্বনামধন্য মুহাদ্দিস আল্লামা আবদুল হামিদ (র.) ছিলেন একজন সাধারণ সাদা-সিধে মানুষ। তিনি দীর্ঘদিন জামেয়ায় হাদিসের খেদমতের পর ২০০৫ সালের ২১ ডিসেম্বর, ১ শাওয়াল সোমবার ৮৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ঐদিন দিবাগত রাত ৯টায় রামগড়ে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।

২০০৮ সালের ৪ জুলাই শুক্রবার রাতে মুষলধারে বৃষ্টিপাতের দরুণ হুযুরের কবরের মাটি পায়ের দিকে তলিয়ে যায়। তাঁর মাদরাসার ছাত্ররা প্রতিদিনের মতো মসজিদে ফজরের নামায শেষে যিয়ারত করতে হাজির হলে পায়ের দিকে মাটি সরে পড়া ও তলিয়ে যাওয়ার দিকটা কৌতুহলী হয়ে গভীরভাবে লক্ষ করলে ছাটাইয়ের ফাঁকে হুযুরের লাশ মোবারক সকলের দৃষ্টিগোচর হল। হুযুরের লাশ মোবারক আপাদমস্তক অক্ষত অবস্থায় প্রত্যক্ষ করলো, কাফনের কাপড়ও অবিকৃত, চেহেরা আলোকময় ও দাড়িগুলো কালো মনে হলো যেন সবেমাত্র লাশ দাফন করা হলো।

ঘটনার বর্ণনা তাৎক্ষণিক টেলিফোনে জামেয়ার সম্মানিত শিক্ষকদের জানানো হল। তাদের পরামর্শক্রমে ছাঁটাই পরিবর্তন করে পুনরায় কবর পূর্বাবস্থায় ঢেকে দেয়া হল।[৯২]

www.ahlesunnatbd.com

---

৯২ . অধ্যক্ষ মাওলানা বদিউল আলম রিজভী, শায়খুল হাদিস আল্লামা আবদুল হামিদ (র.) একটি জীবন্ত কারামত শীর্ষক প্রবন্ধ, মাসিক তরজুমান, সেপ্টেম্বর ২০০৮, পৃ. ৫১।

রিয়াজত (কঠোর সাধনা)

০১. হযরত আবু হানিফা (র.) (১৫০ হি.)

হযরত ইমাম আজম আবু হানিফা (র.) ত্রিশ বছর যাবত (ইবাদতের জন্য) রাতে ঘুমান নি এবং তাঁর পিঠ মাটিতে লাগেনি। তিনি যখন সর্বশেষ হজ্ব করতে যান তখন খানায়ে কাবায় গিয়ে খাদেমকে বললেন, দরজা খোল আমি আজ রাত আল্লাহর ইবাদত করবো। দ্বিতীয়বার হজ্বে আসতে সক্ষম হই কিনা জানিনা। দরজা খুলে দিলে তিনি ভিতরে প্রবেশ করে দুই স্তম্ভের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে ডান পা বাম পায়ের উপর রেখে অর্থাৎ এক পায়ে দাঁড়িয়ে অর্ধেক কুরআন শরীফ পাঠ করে রুকু সিজদা সম্পন্ন করে বললেন, হে খোদা! যেভাবে তোমার ইবাদত করার প্রয়োজন আমি সেভাবে করতে পারিনি। যেভাবে তোমাকে চেনা প্রয়োজন সেভাবে চিনতে পারিনি। অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসল, হে আবু হানিফা! যেভাবে আমাকে চেনা প্রয়োজন সেভাবে তুমি আমাকে চিনেছ। আমি তোমাকে, তোমার অনুসারীদেরকে এবং যারা তোমার মাযহাবের উপর চলবে সবাইকে ক্ষমা করে দিলাম।[৯৩]

০২. হযরত শরফুদ্দিন বুআলী কলন্দর (র.)

হযরত শরফুউদ্দিন বুআলী শাহ কলন্দর (র.) একদা মিম্বরে উঠে লোকদের ওয়াজ নসিহত করতেছেন। এমন সময় এক ফকীর এসে বললেন, হে শরফুউদ্দিন! আফসোস, যে কাজের জন্য তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা তুমি সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছ। আর কতদিন قال এর মধ্যে লিপ্ত থাকবে? একথা বলে ফকীর চলে গেলে তাঁর অন্তরে ইশকে এলাহীর তুফান শুরু হল। অতপর তিনি শাহাব উদ্দিন আশেকে খোদার মুরীদ হয়ে রিয়াজত ও মুজাহিদাতের বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তাঁর সমস্ত কিতাব নদীতে নিক্ষেপ করে পীরের আস্তানার পাশে নদীতে পূর্ণ বার বছর যাবত দাঁড়িয়ে নিরবে সাধনা করেন। এমনকি তাঁর পায়ের সমস্ত মাংস মাছে খেয়ে ফেলেছে তাঁর এতটুকু অনুভূতিও হয়নি।

বার বছর পর গায়েবী আওয়াজ আসল যে, আমি তোমার রিয়াজত ও আনুগত্য কবুল করেছি। তুমি যা চাওয়ার চেয়ে নাও। তিনি আরজ করেন হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমাকেই চাই। আমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার মহব্বতে প্রাণ দিয়ে দেবো। আদেশ হল আচ্ছা পানি থেকে উঠে এসো। তোমার থেকে অনেক কাজ নিতে হবে। তিনি আরজ করেন– আমি নিজে পানি থেকে উঠে আসবো না, আপনি নিজেই আমাকে তুলে আনুন। এমন সময় একজন বুজুর্গ ব্যক্তি এসে তাঁকে কোলে তুলে নিয়ে নদীর তীরে রেখে দেন। তিনি ধমকি দিয়ে বললেন কে তুমি? আমার বার বছরের সাধনা নষ্ট করে দিয়েছ? অথচ আমি আমার মকসুদে পৌঁছে যাচ্ছিলাম। লোকটি বলেন, শরফুদ্দিন! আমি আলী, তখন তিনি তাঁর কদমে পড়েন এবং হযরত আলী (রা.) তাঁকে বাতেনী নেয়ামত দিয়ে ধন্য করেন। ঐ

---

[৯৩]. খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্‌তি (র.), (৬৩২হি.), আনীসুল আরওয়াহ উর্দু পৃঃ ২৮।

দিনেই তিনি কলন্দর উপাধিতে ভূষিত হন।[৯৪] (কথিত আছে যে তিনি বুআলী নামে খ্যাত হওয়ার কারণ হল- বু অর্থ সুগন্ধ আর আলী অর্থ হযরত আলী (রা.)। ঐ দিন থেকে তাঁর শরীর থেকে হযরত আলী (রা.) সুগন্ধি পাওয়া যেতো (সংকলক)।

০৩. হযরত বুআলী শাহ কলন্দর (র.) ইবাদতে ও রিয়াজতে এমনভাবে মশগুল হতেন যে, ইবাদতে বিন্দুমাত্র বেগাত তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তিনি যখন ইশকে এলাহীতে ডুবে যেতেন তখন তাঁর নজরে যা পড়তো তা মাটিতে মিশে যেতো। একদা তাঁর পাশ দিয়ে বরসহ বর যাত্রী বড় ডাক ঢোল বাজিয়ে আনন্দ উৎসব করে যাচ্ছিল। এতে তাঁর ইবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি হলো ফলে তিনি অসন্তুষ্ট হন। এমন সময় তিনি বরযাত্রী দলের দিকে দৃষ্টিপাত করা মাত্র পুরো বরযাত্রীরদল অদৃশ্য হয়ে যায়। পাত্রীর ঘরে বর যাত্রীর অপেক্ষা করতে করতে নৈরাশ হয়ে খোঁজ নিতে বের হল। প্রত্যেক অলিতে গলিতে খোঁজ নেয়া হল কিন্তু কোথাও খবর পাওয়া গেলনা। অথচ লোকেরা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আমরা বরযাত্রী যেতে দেখেছি। সবাই অবাক হল যে, পাত্রের বাড়ী থেকে পাত্রীর বাড়ীর রাস্তা সোজা, বিপদাপদের কোন আশংকা নেই। একেকজন একেক মন্তব্য করতেছে। এই সমস্য সমাধানের জন্য তারা পার্শ্ববর্তী এক বুজুর্গ ব্যক্তির কাছে পুর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি শুনে অবাক হলেন এবং বললেন হ্যায়, ধ্বংস হয়েছে। তাড়াতাড়ি হযরত বুআলী শাহ এর নিকট যাও। লোকেরা দ্রুত তাঁর কাছে গিয়ে সন্ধ্যায় পৌঁছে। তখন তিনি একটি পুকুরের পাড়ে বসে বাতাস খাচ্ছেন। লোকদের দেখে জিজ্ঞেস করেন– তোমরা কেন এসেছ? এক বয়স্ক লোক এগিয়ে গিয়ে হাত জোড় করে বলেন– আমাদের বরযাত্রী অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে আপনি একটু সাহায্য করুন। তিনি বললেন– আল্লাহর জন্য মানত কর আর এই ফকীরের নেয়াজ গ্রহণ কর তবে তিনি আসমানের দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইঙ্গিত করলে তাঁর নির্দেশে বরযাত্রী এসে যাবে। তিন মন খাবারের নজরানা দাও। যতসম্ভব তাড়াতাড়ি তিন মন খাবার তৈরী করে গরীব মিসকীনদের বণ্টন করে দেয়া হয়েছে। তারপর তারা বুআলী শাহ এর নিকট এসে বরযাত্রী ফেরত চাইলে তিনি আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে বলেন– তোমরা চোখ খুলে এই দিকে দেখ। তিনি যেদিকে দেখতে বললেন সেদিকে লোকেরা দেখতে লাগল তবে পূর্ব থেকেই বাদ্য বাজনার শব্দ তারা শুনতে পায়। অতপর দেখে যে, সকল বরযাত্রী আনন্দ উৎসবে ব্যস্ত আর বর ঘোড়ায় আরোহণ করে আসতেছে। তাদের যাত্রা যে বিলম্ব হয়েছে সেটুকুও তাদের অনুভব হয়নি। এই বিস্ময়কর কারামত দেখে লোকেরা তাঁকে 'কাত্তাল' উপাধি দেয় এবং সাধারণের কাছে তিনি এই উপাধিতে পরিচিত ছিলেন।[৯৫]

০৪. হযরত শাহ জালাল (র.) (৭৪৬ হি.)

শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) তাঁর আখবারুল আখইয়ার গ্রন্থে লিখেছেন যে, শায়খ জালাল উদ্দিন তাবরিযী (র.) শায়খ আবু সাঈদ তাবরিযী (র.) এর কাছে মুরীদ হন। মুর্শিদের ইন্তেকালের পর শায়খ জালাল উদ্দিন বাগদাদে যান। সেখানে শায়খ

---

[৯৪] . শাহ মুরাদ সুহরাওয়ার্দী, মাহ্‌ফিলে আউলিয়া, উর্দু, পৃ. ৪৪৫

[৯৫] . শাহ মুরাদ সুহরাওয়ার্দী, মাহফিলে আউলিয়া, উর্দু, পৃ. ৪৪৮

শিহাবউদ্দিন সুহরাওয়ার্দী এর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি এমনভাবে আপন মুর্শিদের খিদমত করেন, যা কোন বান্দা তার মনিবের জন্য কিংবা কোন মুরীদ তাঁর পীরের জন্য করতে পারেন না। দীর্ঘ সাত বছর ধরে একাধারে তিনি অবিরাম মুর্শিদের খিদমতে একনিষ্ঠতা দেখিয়ে সূফী বিশ্বকে অবাক করে দেন।

কথিত আছে, হজ্জ্বব্রত পালনের জন্য মুর্শিদ শিহাবউদ্দিন সুহরাওয়ার্দী (র.) প্রতি বছর পদব্রজে বাগদাদ থেকে মক্কায় যেতেন। শায়খ জালাল উদ্দিন (র.)ও মুর্শিদের সঙ্গে পদব্রজে হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় যেতেন। হযরত শিহাবউদ্দিন সুহরাওয়ার্দী বাধর্ক্যের কারণে কোন ঠান্ডা খাদ্য খেতে পারতেননা। পীরকে গরম খাদ্য পরিবেশনের জন্য সারা পথ প্রজ্বলিত গরম চুলা মাথায় করে শায়খ জালাল উদ্দিন (র.) তাঁর পিছনে পিছনে হাঁটতেন। ক্ষুধা পেলে তৎক্ষণাৎ চুলা নামিয়ে গরম খাদ্য পীরের সামনে পেশ করতেন। তাঁর নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা, ধৈর্য্য, গুরুভক্তি ও সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে মুর্শিদ শায়খ শিহাবউদ্দিন সুহরাওয়ার্দী (র.) তাঁকে খিলাফতের খিরকা দান করেন।[৯৬]

০৫. হযরত শেখ আহমদ মাশুক (র.)

হযরত শেখ আহমদ মাশুক (র.) একদা শীতকালীন চিল্লাহ করার সময় মধ্যরাতে স্বীয় আসন থেকে বেরিয়ে এসে চলন্ত ভীষম ঠান্ডা পানিতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন যে, যতক্ষণ আমি আমার পরিচয় জানবো না ততক্ষণ আমি এই ঠান্ডা পানি থেকে বের হবোনা। তখন অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসল, তুমি এমন ব্যক্তি তোমার সুপারিশে অসংখ্য মানুষ দোজখ থেকে মুক্তি পাবে। তিনি বললেন, এতে আমি সন্তুষ্ট নই। আবার আওয়াজ আসল যে, তুমি এমন ব্যক্তি তোমার সুপারিশে ঐ পরিমাণ মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি বললেন, আমি এতেও সন্তুষ্ট নই। কেননা আমি তো জানতে চাচ্ছি আমি কে? আওয়াজ আসল সাধারণ নিয়ম হল যে, দরবেশ ও আরেফ আমার আশেক হবে কিন্তু আমি হলাম তোমার আশেক আর তুমি হলে আমার মাশুক। অতপর যখন আহমদ শেখ পানি থেকে বের হয়ে শহরে গেলেন তখন যারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতো সবাই বলতে লাগল আসসালামু আলাইকা ইয়া শেখ আহমদ মাশুক!

তিনি এই মকামে যখন পৌঁছলেন তখন অনেক কান্নাকাটি করেন। উপস্থিতিদের মধ্যে থেকে একব্যক্তি বলল, খাজা সাহেব নামাজ আদায় করেনা। তিনি বলেন, কথা ঠিক। এক সময় যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল যে, আপনি নামাজ কেন পড়েন না? উত্তরে তিনি বলেন, পড়বো তবে সূরা ফাতিহা পড়বোনা। লোকেরা বলল সূরা ফাতেহা ছাড়া কি নামাজ হবে? অনেক বুঝানোর পর তিনি বললেন- আচ্ছা সূরা ফাতিহা পড়বো কিন্তু إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ পড়বো না। লোকেরা বলল, না, এটাও পড়তে হবে। যখন তিনি নামাজের জন্য দাঁড়ালেন এবং সূরা ফাতেহা পড়া আরম্ভ করে إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ পর্যন্ত পৌঁছেন তখন তাঁর

---

৯৬ . দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্পাদিত, আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম, পৃ. ৫৮, শাহ মুরাদ সুহরাওয়ার্দী, মাহফিলে আউলিয়া, উর্দু, পৃ. ৩৪১।

শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও লোমের গোড়া থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। তারপর উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করে বললেন– আমি হায়েয ওয়ালী মহিলা আমার জন্য নামাজ জায়েজ নেই।[৯৭]

০৬. হযরত আবু তুরাব বখশী (র.)

হযরত আবু তুরাব বখশী (র.)'র মনে একদা সাদা রুটি ও মুরগীর ডিম খাওয়ার ইচ্ছে জাগল। তিনি মনে মনে ভাবলেন যে, আজ যদি পাই তাহলে তা দিয়ে রোজার ইফতার করবো। আসরের নামাজের সময় তিনি অজু তাজা করার জন্য ঘরের বাইরে আসলে হঠাৎ এক ছেলে এসে তাঁর কাপড় ধরে চিৎকার করে বলতে লাগল ইনি চোর। সেদিন আমার জিনিস চুরি করে নিয়ে গেছে আজকে আবার অন্য কারো জিনিস চুরি করার জন্য এসেছে। ছেলের চিৎকার শুনে মানুষ জমে গেল। ছেলের পিতা এসে তাঁকে ছয়টি ঘুসি মেরেছে। ইত্যবসরে একজন ব্যক্তি তাঁকে চিনতে পেরে বলল ইনিতো চোর নন বরং খাজা আবু তোরাব বখ্শী। পরে সবাই ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করে দেন। লোকটি তাঁকে ঘরে নিয়ে সন্ধ্যায় নামাজের পরে মুরগীর ডিম ও সাদা রুটি খাবার জন্য সামনে দেয়। তিনি এগুলো দেখে মুচকী হেসে বললেন এই গুলো নিয়ে যাও, আমি খাবো না। জিজ্ঞাসা করলেন কেন? তিনি বলেন? আজ আমি শুধু এইগুলো খাওয়ার ইচ্ছে করেছি মাত্র এখনো খাইনি। না খেয়ে ইচ্ছে করার কারণে ছয় ঘুসি খেয়েছি। আর যদি খাই তাহলে না জানি আরো কত মুছিবত আসবে। এই বলে তিনি উঠে চলে গেলেন।[৯৮]

www.ahlesunnatbd.com

---

[৯৭] . মাহবুবে এলাহী নিযাম উদ্দীন আউলিয়া, (৭২৫ হি.), ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ উর্দু, পৃ: ২৮১

[৯৮] . খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্‌তি (র.), (৬৩২ হি.), আনীসুল আরওয়াহ উর্দু, পৃ. ১৭।

জড় পদার্থের আনুগত্য

০১. হযরত ওমর (রা.) (২৩ হি.)

ইমাম রাযী (র.) বর্ণনা করেন, রোম সম্রাটের দূত হযরত ওমর (রা.) এর খেদমতে উপস্থিতির উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফে আসল। সে মদীনা শহরে হযরত ওমর (রা.) এর বাসভবন তালাশ করতেছে। সে মনে করেছে নিশ্চয় তাঁর বাসভবন কোন বড় শাহী মহল হবে। জিজ্ঞেস করলে লোকেরা বলল, তাঁর কোন শাহী মহল নেই। তাঁকে হয়তো মরুভূমির কোন স্থানে পেতে পার। ফলে দূত মরুভূমিতে বের হয়ে দেখল হযরত ওমর (রা.) মাথার নীচে দোররা রেখে মাটিতে ঘুমাচ্ছেন। এ অবস্থা দেখে দূত আশ্চর্য হয়ে গেল যে, যাকে সারা পৃথিবীর মানুষ ভয় করে তাঁর এ অবস্থা! সে মনে মনে ভাবল এ সুযোগে তাঁকে হত্যা করি। এই উদ্দেশ্যে তলোয়ার বের করলে আল্লাহ তায়ালা মাটি থেকে দুটি বাঘ বের করে দিলেন। বাঘ দু'টি দূতকে আক্রমণ করতে চাইলে ভয়ে তার হাত থেকে তলোয়ার মাটিতে পড়ে যায়। ইত্যবসরে ফারুকে আযম (রা.) জাগ্রত হলেন তবে তিনি কিছুই দেখেন নি। তিনি দূতের কাছে ঘটনা জিজ্ঞেস করলে দূত সবকিছু বর্ণনা করে তাঁর হাতে মুসলমান হয়ে যায়।[৯৯]

০২. ইমামুল হারামাইন স্বীয় কিতাব الشامل এ উল্লেখ করেন যে, একদা হযরত উমর রা. এর আমলে ভূমিকম্প হচ্ছিল। তিনি আল্লাহর প্রশংসা করেন তবুও ভূমিকম্প হচ্ছে। অতপর তিনি মাটিতে দূররা মেরে বলেন, থেমে যাও। আমি কি তোমার পিঠের উপরে ইনসাফ করতেছি না? একথা বলার সাথে সাথে ভূমিকম্পন তাৎক্ষণিৎ বন্ধ হয়ে গেল।[১০০]

০৩. ইমাম রাযী (র:) তার প্রসিদ্ধ তাফসীরে সূরা কাহফের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, মদীনায়ে তায়্যেবায় কোন এক ঘরে আগুন লেগেছে। ফারুকে আজম (র.) এক টুকরা কাগজে লিখেন যে, হে আগুন। আল্লাহর হুকুমে নিভে যা। লোকেরা ঐ কাগজের টুকরা প্রজ্জলিত আগুনে নিক্ষেপ করা মাত্র আগুন নিভে যায়।[১০১]

০৪. হযরত আলী (রা.) (৪০ হি.)

একদা হযরত আলী (রা.) এর নিকট এসে কূফাবাসীরা আরজ করল হে আমীরুল মুমিনীন! এ বছর ফুরাত নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে আমাদের ক্ষেত খামার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আপনি একটু দোয়া করুন। তিনি উঠে ঘরে প্রবেশ করেন, লোকেরা দরজায় অপেক্ষমান। হঠাৎ তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র জুব্বা পরিধান করেন, পাগড়ী মাথায় বাঁধেন ও লাঠি হাতে নিয়ে বের হন। একটি ঘোড়ায় আরোহণ করে রওয়ানা হন। আপনপর

[৯৯]. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.), ১৩৫০ হি. জামে কারামাতে আউলিয়া, উর্দু, পৃ. ৪৫৩।
[১০০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫১।
[১০১]. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০) জামে কারামাতে আউলিয়া, উর্দু, পৃঃ ৪৫৩।

সবাই পিছে পিছে পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। ফুরাত নদীর নিকটে গিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে দু'রাকাত নামাজ পড়ে লাঠি হাতে নিয়ে ফুরাতের পুলের উপর এসেছেন। সাথে হযরত হোসাইন (রা.) ও ছিলেন। তিনি লাঠি দিয়ে পানির দিকে ইঙ্গিত করেন সাথে সাথে পানি উপর থেকে একফুট নিচে নেমে গেল। তিনি বললেন এতটুকুতে যথেষ্ট হবে? লোকেরা বলল, না, হে আমীরুল মুমিনীন! তিনি পুনরায় লাঠি দিয়ে পানির দিকে ইশারা করেন। পানি আরো একফুট নিচে নেমে গিয়েছে। এভাবে যখন পানি তিনফুট নিচে নেমে গেল তখন লোকেরা বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! বস, এতটুকু যথেষ্ট।[১০২]

০৫. হযরত আবুদ দারদা (রা.) (৩২ হি.)

হযরত আবুদ দারদা (রা.) একদিন ডেকসির নিচে আগুন জালাচ্ছিলেন আর হযরত সালমান ফার্সী (রা.) তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলেন। ডেকসি থেকে বাচ্চা ছেলের আওয়াজের ন্যায় শব্দ হচ্ছে অতপর উচ্চস্বরে তাসবীহর শব্দ হতে লাগল। তারপর ডেকসি উল্টে গেল এবং পুনরায় ডেকসি পুর্বের স্থানে নিজে নিজে উঠে গেল কিন্তু ডেকসি থেকে কিছুই বাইরে পড়েনি। হযরত সালমান (রা.) এই দৃশ্য দেখে হযরত আবুদ দারদা (রা.) এর কাছে জিজ্ঞেস করেন– দেখুন, এরূপ তো আর কোন দিন হয়নি? আবুদ দারদা (রা.) বলেন, হযরত! আপনি যদি চুপ থাকতেন তবে আল্লাহর বড় বড় আরো নিদর্শন দেখতেন।[১০৩]

০৬. হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) (৪৩ হি.)

হযরত ওমর (রা.)'র খেলাফত কালে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) মিশর জয় করেন। মিশরবাসীরা একটি নির্দিষ্ট দিনে তাঁর নিকট এসে বলল যে, হে আমীর! আমাদের নীল নদীতে পানি প্রবাহিত হওয়ার জন্য একটি সনাতন প্রথা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে, যা ব্যতিত নদী প্রবাহিত হয় না বরং শুকিয়ে যায় এবং আমাদের ক্ষেত খামার নীল নদীর পানির উপরেই নির্ভরশীল। তিনি জিজ্ঞেস করেন এই প্রথা কি? উত্তরে তারা বলল, এই মাসের এগার তারিখ আসলে একজন কুমারী যুবতীকে নির্বাচিত করে তার পিতা মাতাকে রাজী করে তাকে উত্তম পোষাক ও অলংকার পরিধান করায়ে নীল নদীতে নিক্ষেপ করে দেই তারপর পানি প্রবাহিত হয়। তিনি বলেন ইসলামে এটা কখনো হতে পারে না। এটা অযৌক্তিক ও অহেতুক। ইসলাম এগুলো চিরতরে বন্ধ করার জন্য এসেছে। সুতরাং এটা কখনো হতে পারে না। একথা শুনে লোকেরা ফিরে গেল। কিন্তু ঠিকই দেখা গেল কিছুদিন পর নীল নদী শুকিয়ে গেল। মানুষ অভাবের ভয়ে মাতৃভূমি ত্যাগ করার উপক্রম হল। এ অবস্থা দেখে তিনি হযরত ওমর (রা.) এর নিকট বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে চিঠি পাঠান। হযরত ওমর (রা.) চিঠি মারফত উত্তরে বলেন– তুমি মিশর বাসীকে খুব সুন্দর জবাব দিয়েছ। এই চিঠির সাথে আমি আরেকটি চিঠি পাঠাচ্ছি যা তুমি নীল নদীতে নিক্ষেপ করবে। এই চিঠি হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) এর নিকট পৌঁছলে তিনি তা খুলে দেখেন। সেখানে লেখা ছিল– পত্রখানা আল্লাহর বান্দা আমীরুল মুমিনীন উমর এর পক্ষ হতে মিশরের নীল নদীর প্রতি। অতপর হে

---

[১০২]. আবদুর রহমান জামী (র.) ৮৯৮ হি. শাওয়াহেদুন নবুয়্যত, উর্দু, পৃ. ২৮২।
[১০৩]. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.), (১৩৫০ হি.), জামে কারামাতে আউলিয়া, উর্দু, পৃ. ৩৮১

নীল নদী! তুমি যদি নিজ ইচ্ছায় প্রবাহিত হও তবে প্রবাহিত হইও না। আর যদি আল্লাহ তোমাকে প্রবাহিত করেন তাহলে আমি কাহহার এক আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি যাতে তোমাকে প্রবাহিত করে দেন।

তিনি হযরত ওমর (রা.)'র চিঠি রাতে নদীতে নিক্ষেপ করেছেন। মিশরবাসীরা সকালে দেখে যে, আল্লাহ তায়ালা নীল নদীর পানিকে আগের চেয়ে ষোল হাত উচুঁ করে প্রবাহিত করে দেন। তারপর থেকে নীল নদী এভাবে আর কোন দিন শুকিয়ে যায়নি এবং এই কুপ্রথা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল।[১০৪]

০৭. হযরত তামীম দারী (রা.)

ইমাম বায়হাকী ও আবু নাঈম (রা.) হযরত মুয়াবিয়া ইবনে হারমাল (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (রা.) এর খেলাফত কালে একদা অগ্নিদাহ হলে তিনি হযরত তামীম দারী (রা.) এর নিকট গিয়ে বলেন, চলুন অগ্নির দিকে যাই। মুয়াবিয়া বলেন আমি তাঁদের পেছনে পেছনে রওয়ানা হলাম। তাঁরা আগুনের নিকটে গিয়ে হযরত তামীম দারী (রা.) নিজের হাত দিয়ে আগুনকে তাড়াতে তাড়াতে একটি গর্তে আবদ্ধ করে দিয়েছেন। অপর বর্ণনায় আছে যে, তিনি নিজের চাদর দিয়ে একাজ করেন।[১০৫]

০৮. হযরত আব্বাদ ইবনে বিশর ও হযরত উসাইদ ইবনে হুদাইর (রা.)

ইমাম বায়হাকী ও আবু নঈম (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আব্বাদ ইবনে বিশর এবং হযরত উসাইদ ইবনে হুদ্বাইর (রা.) কোন এক কাজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত হন। অনেক রাত হয়ে গেল এবং খুবই অন্ধকার ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁদের হাতে একটি করে লাঠি ছিল। ঘোর অন্ধকারে একটি লাঠি তাঁদেরকে পথে আলো দিতে লাগল যাতে তাঁরা পথ চলছে। যখন দু'জন দুইপথে যেতে লাগলেন তখন দ্বিতীয় লাঠিও আলোকিত হয়ে গেল। অতএব উভয়জন নিজ নিজ লাঠির আলোতে রাস্তা অতিক্রম করে ঘরে পৌঁছেন।[১০৬]

০৯. হযরত যায়েদ ইবনে আবি আবস (রা.) এর পিতা

হযরত যায়েদ ইবনে আবি আবস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমার পিতা বলেছেন যে, তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে আদায় করতেন অতপর বণী হারেসায় ফিরে আসতেন। একদা বর্ষাকালে অন্ধকার রাতে নামাজ শেষে বের হলে তাঁর হাতের লাঠি আলোকিত হয়ে যায় এবং বণী হারেসায় স্বীয় ঘরে পৌঁছা পর্যন্ত লাঠি আলোকিত ছিল।[১০৭]

---

[১০৪] . আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতী, (৯১১ হি.), তারীখুল খোলাফা, পৃ. ৮৭,

[১০৫] .আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.), (১৩৫০ হি.) জামে কারামাতে আউলিয়া, উর্দু, পৃঃ ৩৮৫, আবু নঈম ইস্পাহানী (৪৩০ হি.) দালায়েলুন নবুয়্যত, উর্দু, পৃঃ ৫২০

[১০৬] . আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.), (১৩৫০ হি.) জামে কারামাতে আউলিয়া, উর্দু, পৃ; ৪১৯, ইমাম আবু নঈম ইস্পাহানী, (৪৩০ হি.), দালয়েলুন নবুয়্যত, উর্দু, পৃঃ ৫০৩

[১০৭] . আবু নঈম ইস্পাহানী, (৪৩০ হি.) দালায়েলুন নবুয়্যত, উর্দু, পৃঃ ৫০৩

১০. হযরত জয়নুল আবেদীন (র.)

হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) শাহাদতের পর হযরত মুহাম্মদ ইবনে হানফিয়্যা (র.) হযরত জয়নুল আবেদীন (র.)'র কাছে গিয়ে বলেন, আমি তোমার চাচা, বয়সেও তোমার বড়, সুতরাং ইমামতের জন্য আমিই অধিক হকদার। তুমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতিয়ার আমাকে দিয়ে দাও। হযরত জয়নুল আবেদীন (র.) বললেন, হে চাচা! আল্লাহকে ভয় করুন এবং যে দায়িত্বের উপযোগী নন তা দাবী করবেন না। এর পরও যখন মুহাম্মদ ইবনে হানফিয়্যা (র.) এ বিষয়ে বাড়াবাড়ী করতে লাগলেন, তখন তিনি বললেন, হে চাচা! আসুন, আমরা হাকেমের কাছে যাই, সেই আমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবে। মুহাম্মদ ইবনে হানফিয়্যা (র.) জিজ্ঞেস করলেন, হাকেম কে? উত্তরে তিনি বললেন, হাজরে আসওয়াদ। উভয় হাজরে আসওয়াদের নিকটে পৌঁছলে হযরত জয়নুল আবেদীন (র.) বললেন, চাচা! হাজরে আসওয়াদের সাথে কথা বলুন। তিনি কথা বললেন, কিন্তু কোন উত্তর আসলনা। এরপর হযরত জয়নুল আবেদীন (র.) দোয়ার জন্য হাত তুললেন এবং আল্লাহর গুণাবলী নামসমূহ নিয়ে দোয়া করেন। ফলে হাজরে আসওয়াদ কথা বলতে আরম্ভ করে। তিনি হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করে বললেন, হে হাজরে আসওয়াদ! তোমাকে ঐ খোদার শপথ! যিনি তাঁর বান্দার ওয়াদা তোমার উপর রেখেছেন, আমাদের অবহিত কর যে, হযরত হোসাইন (র.)'র পর ইমামতের অধিকার কার? হাজরে আসওয়াদ কেঁপে উঠল এবং স্বীয় স্থান থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হল। কিন্তু বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট ভাষায় বলল, হে মুহাম্মদ ইবনে হানফিয়্যা! এ কথা সর্বসম্মতিক্রমে চূড়ান্ত যে, হযরত হোসাইন (রা.)'র পর ইমামতের হকদার হলেন হযরত আলী ইবনে হোসাইন তথা জয়নুল আবেদীন (র.)।[১০৮]

১১. ইমাম জাফর সাদেক (র.) (১৪৮ হি.)

জনৈক বর্ণনাকারী বলেন, আমরা একদা হযরত জাফর সাদেক (র.)'র সাথে হজ্বে যাচ্ছিলাম। পথে আমাদের একস্থানে শুকনো খেজুর গাছের নিকটে অবস্থান করতে হয়েছে। হযরত জাফর সাদেক (র.) মুখে কিছু পড়েছেন যা আমাদের বোধগম্য নয়। হঠাৎ তিনি ঐ শুকনো গাছের দিকে মুখ করে বললেন, হে খেজুর বৃক্ষ সমূহ! আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্যে আমাদের জন্য যে রিযিক রেখেছেন তা দিয়ে আমাদের মেহেমানদারী কর। আমি দেখলাম যে, ঐ শুকনো গাছে তাজা খেজুর তাঁর দিকে ঝুঁকে আছে। তিনি আমাকে বললেন, আমার কাছে এসো এবং বিস্মিল্লাহ বলে খাও। তাঁর আদেশ পালনার্থে আমি খেজুর খেলাম। এমন মিষ্টি খেজুর ইতিপূর্বে আমি আর খাইনি।

সেখানে এক গ্রাম্য ব্যক্তিও উপস্থিত ছিল। সে বলল, আজকের মত এরূপ যাদু আমি কখনো দেখিনি। হযরত জাফর সাদেক (র.) বললেন, আমরা পয়গাম্বরের ওয়ারিশ, আমরা যাদুকর বা গণক নই। আমরাতো দোয়া করি আর আল্লাহ তা কবুল করেন। যদি তুমি চাও তবে আমার দোয়ায় তোমার আকৃতি পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং একটি কুকুরের আকৃতিতে পরিণত হবে। গ্রাম্য লোকটি যেহেতু মুর্খ ছিল। তাই বলল, হ্যাঁ দোয়া করুন। তিনি দোয়া

---

[১০৮]. আব্দুর রহমান জামী (র.), ৮৯৫ হি., শাওয়াহেদুন নবুয়্যত উর্দু, পৃ. ৩১৪

করেন ফলে লোকটি কুকুর হয়ে গেল এবং স্বীয় ঘরের দিকে ছুটে গেল। হযরত জাফর সাদেক (র.) আমাকে বললেন, তুমি তার পিছনে পিছনে যাও। আমি তার পিছনে পিছনে গিয়ে দেখি সে নিজ ঘরে গিয়ে স্বীয় সন্তান-সন্তাতী ও পরিবারের সামনে নিজের লেজ নাড়তে লাগল। তারা তাকে লাঠি পিঠা দিয়ে তাড়িয়ে দিল। আমি ফিরে এসে সমস্ত ঘটনা হযরতকে শুনালাম। ইতিমধ্যে সেও এসে গেল এবং হযরতের সামনে মাটিতে লুঠে পড়ল আর চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। হযরত তার উপর দয়াপরবশ হয়ে দোয়া করেন, ফলে সে মনুষ্য আকৃতি ফিরে পেলো। তখন তিনি বললেন, হে গ্রাম্য লোক! আমি যা বলেছি তাতে কি তোমার বিশ্বাস এসেছে? বলল হ্যাঁ, জনাব, একবার নয় বরং হাজার বার বিশ্বাস ও ইয়াকীন হয়েছে।[১০৯]

১২. হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (২৬২ হি.) ও রাবেয়া বসরী (র.)

হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (র.) হজ্বের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে প্রতি কদমে দুই রাকাত নামাজ আদায় করে করে দীর্ঘ চৌদ্দ বছরে খানায়ে কাবায় পৌঁছে দেখেন খানায়ে কাবা আপন স্থানে নেই। তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লে অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসল যে, হে ইব্রাহীম! একটু ধৈর্য্য ধারণ কর। কাবা একজন দূর্বল বৃদ্ধাকে জিয়ারত এবং এস্তেকবালিয়া দেয়ার জন্য গিয়েছে, এক্ষুণি এসে যাবে। একথা শুনে তিনি আরো অস্থির ও আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং মনে মনে বললেন এই দুর্বল মহিলা কে? তারপর তিনি তাঁর খোঁজে জঙ্গলের দিকে বেরিয়ে গিয়ে দেখেন কাবা শরীফ হযরত রাবেয়া বসরীর চর্তুদিকে তাওয়াফ করতেছে। এ দৃশ্য দেখে তিনি লজ্জিত হলেন এবং রাবেয়া বসরীকে উচ্চস্বরে আওয়াজ দিয়ে বললেন– তুমি এ কি তামাশা আরম্ভ করে দিয়েছো? উত্তরে তিনি বললেন, তামাশা তো তুমি করেছ। চৌদ্দ বছর পরে খানায়ে কাবায় পৌঁছেছ অথচ খানায়ে কাবার দেখা পাওনি। কারণ তোমার উদ্দেশ্য তো খানায়ে কাবার জিয়ারত করা পক্ষান্তরে আমার উদ্দেশ্য তো খানায়ে কাবার মালিকের জিয়ারত করা। তখন রাবেয়া বসরী ইব্রাহীম ইবনে আদহামকে বলেন, হে দরবেশ! মানুষ যখন আল্লাহর জন্য হয়ে যায় তখন আল্লাহর মালিকানাধীন সবকিছু মানুষের হয়ে যায় এমনকি খানায়ে কাবাও তাঁর তাওয়াফ করে।[১১০]

১৩. হযরত মুহাম্মদ মোবারক ও ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (র.) (২৬২ হি.)

হযরত মুহাম্মদ মুবারক ও হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (র.) একদা বায়তুল মোকাদ্দসের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে এক জঙ্গলে একটি আনারের গাছ দেখেন। দুপুরের সময় ছিল। তাঁরা উভয় বুজুর্গ একটু বিশ্রাম নেয়ার জন্য ঐ গাছের ছায়ায় বসেন। ইত্যবসের গাছ থেকে আওয়াজ আসল, হে ইব্রাহীম! আমাকে সম্মানিত করেছেন এবং আমার আনার গ্রহণ করে ধন্য করুন। তিনবার গাছে এভাবে ফরিয়াদ করে। অতপর হযরত ইব্রাহীম ও হযরত মোবারক গাছ থেকে আনার নিয়ে খেয়ে চলে যান। তারপর সফর থেকে ফিরে এসে দেখেন গাছ পূর্বের চেয়েও তাজা মোটা হয়েছে এবং আনারও অধিক মিষ্টি হয়ে গিয়েছে।

---

[১০৯]. আব্দুর রহমান জামী (র.), (৮৯৮ হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়্যত উর্দূ, পৃ. ৩৩৩
[১১০] . খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্তি (র.), (৬৩২ হি.), আনীসুল আরওয়া উদু, পৃ. ১২

আর এই বুজুর্গদের বরকতে ঐ গাছে বছরে দুই বার ফল দেয়া আরম্ভ করল। এই কারণে লোকেরা ঐ গাছের নাম রাখে 'রুম্মানুল আবেদীন' তথা, আল্লাহ্ ওয়ালাদের আনার।[১১১]

১৪. হযরত মওদূদ চিশতি (র.) (৫২৭ হি.)

হযরত কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.) বলেন, আমি হযরত খাজা মঈন উদ্দিন চিশতি (র.) কে বলতে শুনেছি। তিনি হযরত উসমান হারুনী (র.) এর যবান মোবারক থেকে শুনেছেন যে, তিনি একদিন সমরকন্দে ছিলেন। সেখানে হযরত মওদূদ চিশতি (র.)'র এমন হালত ছিল যে, তিনি যদি কখনো কাবা শরীফের দীদারের ইচ্ছে করতেন তখন ফেরেশতাদের উপর আদেশ হত যে, কাবা শরীফকে স্বর্ণের পাত্রে রেখে মওদূদ চিশতিকে দেখাও। তিনি যখন তাওয়াফ ইত্যাদি নিয়ামাবলী আদায় সমাপ্ত করতেন তখন পুনরায় খানায়ে কাবাকে তার আসল স্থানে ফেরেশতাগণ পৌঁছিয়ে দিতেন।[১১২]

১৫. হযরত যুন্নূন মিশরী (র.)

হযরত যুননূন মিশরী (র.) ইন্তেকালের রাত্রে সত্তরজন আউলিয়ায়ে কিরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাক্ষাত লাভে ধন্য হন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আমি আল্লাহর বন্ধু যুননূন মিশরীকে এস্তেকবাল তথা স্বাগত জানানোর জন্য এসেছি।

ইন্তেকালের পরে লোকেরা তাঁর কপালে هذا حبيب الله وهذا قتيل الله مات من سيف الله লিখা দেখেন। অর্থঃ "ইনি আল্লাহর বন্ধু এবং আল্লাহর মহব্বতে মৃত্যুবরণ করেন, ইনি আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর তরবারীতে শাহাদাত বরণ করেন।" রোদ্রের গরম থেকে রক্ষার জন্য তাঁর জানাযায় পক্ষীকূল ছায়া দেয়। যেদিক দিয়ে তাঁর জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেদিকের মসজিদে মুয়াজ্জিন আযান দিচ্ছিল। মুয়াজ্জিন اشهدان لا اله الا الله ও اشهدان محمد رسول الله এ পৌঁছলে তিনি শাহাদাত আঙ্গুলী উঠিয়ে দিলেন। যার ফলে লোকেরা মনে করেছেন তিনি জীবিত। কিন্তু যখন তাঁর জানাযা নীচে রেখে দেখা হয় তখন তিনি মৃত কিন্তু শাহাদাত আঙ্গুল দাঁড়ানো ছিল। লোকেরা অনেক চেষ্টা করেও সোজা করতে পারেনি। এ অবস্থায়ই তাঁকে দাফন করা হয়।[১১৩]

১৬. হযরত আইয়ুব সাখতিয়ানী (র.)

বসরার প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত আইয়ুব সাখতিয়ানী (র.)কে হযরত হাসান বসরী (র.) বসরার যুবকদের সরদার বলে সম্বোধন করতেন।

---

[১১১] . মাওলানা আবুন নূর বশীর, সাচ্ছি হেকায়াত, উর্দু, ৩য় খন্ড, পৃঃ ২২

[১১২] . কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.) ৬৩৩ হি. ফাওয়ায়েদুস সালেকীন, উর্দু, পৃঃ ২৬

[১১৩]. শেখ ফরিদ উদ্দীন আত্তার, তাযকেরাতুল আউলিয়া, উর্দু, পৃঃ ৮০

www.ahlesunnahbd.com

আবদুল ওয়াহেদ যায়েদ বর্ণনা করেন, একদা আমি হযরত আইয়ুব সাখতিয়ানী (র.) এর সাথে হেরা পর্বতে প্রচণ্ড পিপাসার্ত অবস্থায় ছিলাম। আমার চেহ্‌রায় পিপাসার চাপ ভেসে উঠেছে। তিনি তা অনুভব করে আমাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে আমি তাকে প্রচণ্ড পিপাসার কথা ব্যক্ত করলাম। তিনি আমাকে বললেন- আমি তোমার পানির ব্যবস্থা করবো তবে যা দেখবে তা কোন দিন কাউকে বলতে পারবে না। আমি শপথ করে বললাম- আপনার জীবদ্দশায় কখনো বলবো না।

অতপর তিনি হেরা পর্বতে স্বীয় পা দিয়ে আঘাত করামাত্র স্বচ্ছ পানির ঝর্ণা উতলে উঠল। আমি মনভরে পান করলাম এবং পাত্র ভরে নিলাম। তার জীবদ্দশায় আমি এই ঘটনা কাউকে বলিনি।[১১৪]

১৭. হযরত আমর ইবনে উতবা (র.)

হযরত আমর ইবনে উতবা (র.) ছিলেন কূফার একজন প্রসিদ্ধ তাবেয়ী। একদা প্রচণ্ড গরম আবহাওয়ায় ছাগল চড়াতে বের হয়ে যান। তাঁর এক সঙ্গী পিছনে পিছনে গিয়ে দেখেন যে, তাঁর ছাগল গুলো চড়তেছে আর তিনি খোলা আকাশের নীচে ঘুমিয়ে আছেন। আকাশে এক খণ্ড মেঘ তাঁকে ছায়া দিচ্ছে। তিনি জাগ্রত হলে লোকটি বলল আমর! আপনাকে ধন্যবাদ। মেঘও আপনার খেদমতে নিয়োজিত।

একদা যুদ্ধের ভয়াবহ অবস্থায় সঙ্গী সাথীদের ঘোড়াগুলো দেখা-শুনা করার দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়। সঙ্গীদের বিশ্রামের সময় তিনি ঘোড়াগুলো চড়াতেন। কিন্তু একখণ্ড মেঘ তাঁকে ছায়াদান করত। তিনি নামাজে ব্যস্ত থাকতেন আর হিংস্র প্রাণী তার পশুগুলোর হেফাজত করত।[১১৫]

১৮. মাতরাফ ইবনে আবদুল্লাহ (র.)

হযরত মাতরাফ ইবনে আবদুল্লাহ (র.) রাতের বেলায় চলার সময় তাঁর লাঠি থেকে এমন আলো প্রকাশিত হত যা দ্বারা সমস্ত রাস্তা আলোকিত হয়ে যেতো। এক ব্যক্তি তার সমালোচনা করলে তিনি বললেন- হে আল্লাহ। এই ব্যক্তি মাতরাফ সম্পর্কে যদি মিথ্যা বলে থাকে তবে তাকে ধ্বংস করে দাও। সাথে সাথে লোকটি পড়ে মরে যায়। আত্মীয় স্বজনরা তার বিরোদ্ধে হাকেমের কাছে মুকাদ্দামা দায়ের করেন। হাকেম জিজ্ঞেস করেন, এর ধ্বংসের কারণ কি? লোকেরা বলল বদ দোয়ার কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন। হাকেম বললেন- সৎ লোকের দোয়া তাকদীর'র মুখপাত্র হয়ে আসে। এতে আমি কি করবো।[১১৬]

---

[১১৪] . আল্লামা আবদুর রহমান জামী (র.), ৮৯৮ (হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়্যত, উদু পৃ. ৪০৫
[১১৫] . আল্লামা আবদুর রহমান জামী (র.), ৮৯৮ (হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়্যত, উদু পৃ. ৪০৩
[১১৬] . আল্লামা আবদুর রহমান জামী (র.), ৮৯৮ (হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়্যত, উদু পৃ. ৪০৩

১৯. হযরত আবু সাঈদ রায়ী (র.)

একবার হযরত আবু সাঈদ মাইখোরানী নামক জনৈক দরবেশ হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.)'র অলৌকিক ক্ষমতা পরীক্ষা করার মানসে তাঁর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তার আগমনের উদ্দেশ্য বুঝে বললেন, তুমি আমার মুরীদ আবু সাঈদ রাঈ'র নিকট চলে যাও। সে আমার মুরীদ। আর তাকে আমি আমার কারামত ও বেলায়ত দান করেছি। একথা শুনে মাইখোরানী আবু সাঈদ রাঈ'র দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখেন তিনি নামাজে রত আর তাঁর বকরীগুলোকে একটি বাঘে পাহারা দিচ্ছে। নামাজ শেষ করে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি উদ্দেশ্যে এসেছেন? মাইখোরানী বললেন, আমি আপনার কাছে এই মুহূর্তে তাজা আঙ্গুর চাই। আবু সাঈদ রাঈ (র.) একটি শুকনো লাঠিকে ভেঙ্গে দু'টুকরো করে এক টুকরো নিজের কাছে অপর টুকরা মাইখোরানীর নিকটে মাটির নিচে গেড়ে দিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে উভয় স্থানে দুটি জীবন্ত আঙ্গুরের গাছ উদীত হল। দেখতে দেখতে গাছে সবুজ পাতা গজাল এবং আঙ্গুরের থোকা বের হয়ে পেকে গেল। তবে পার্থক্য হল শুধু এই আবু সাঈদ মাইখোরানীর নিকটস্থ গাছের আঙ্গুরের রং কালো আর আবু সাঈদ রাঈ'র নিকটস্থ গাছের আঙ্গুর অতি উন্নত মানের এবং সাদা রঙের। এরূপ দেখে মাইখোরানী এর কারণ জিজ্ঞেস করলে আবু সাঈদ রাঈ উত্তরে বলেন, আল্লাহর কুদরতে আমার একান্ত বিশ্বাস এবং নির্ভরতা আছে, পক্ষান্তরে আপনি তো কারামত পরীক্ষার জন্য আঙ্গুর চেয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ উভয় গাছ থেকে উভয়ের নিয়ত বা উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছেন। অতপর তিনি মাইখোরানীকে একটি কম্বল দিয়ে বললেন, যত্ন করে রাখবেন যাতে হারিয়ে না যায়।

ঐ কম্বল নিয়ে মাইখোরানী হজ্বে গেলেন। কিন্তু অধিক সতর্কতা সত্ত্বেও কম্বলখানা হারিয়ে যায়। তারপর যখন তিনি পুনরায় বোস্তাম শহরে হজ্ব করে ফিরে আসেন তখন দেখলেন ঐ কম্বলখানা হযরত আবু সাঈদ রাঈ'র নিকট। এটা দেখে তিনি আরো অবাক হয়ে গেলেন কিন্তু এর কারণ জিজ্ঞেস করার সাহস হারিয়ে ফেলেন।[১১৭]

২০. হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি.)

একবছর দাজলা নদীর পানি এমনভাবে বেড়ে গেছে যে, ইরাক ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। লোকেরা শেখ আবদুল কাদের (র.) এর নিকট ফরিয়াদ করেন। তিনি লাঠি নিয়ে নদীর নিকটে এসে পানিতে নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত গেড়ে দিয়ে বলেন– এই পর্যন্তই থাক। সাথে সাথে পানি নীচে নেমে গেল।[১১৮]

২১. একদা বাগদাদের খলীফা আবুল মোজাফফর শেখ আবদুল কাদের জিলানী (র.) এর নিকট গিয়ে আরজ করেন, আমি আপনার কোন একটি কারামত দেখতে চাই যাতে আমার অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। তিনি বলেন তুমি কি চাও? খলীফা বলেন আমি অদৃশ্য থেকে সেব (আপেল জাতীয় ফল) চাই। এ সময় পুরো ইরাকে কোথাও সেব নেই। তিনি

---

[১১৭]. শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র.) (৬৩৭ হি.) তাযকেরাতুল আউলিয়া, উর্দু, পৃঃ ৯২

[১১৮]. আবুল হাসান শাতনূফী (র.) (৭১৩ হি.) বাহজাতুল আসরার, উর্দু, পৃঃ ২২১

বাতাসে হাত বাড়িয়ে দেন, দু'টি সেব তাঁর হাতে এসেছে। একটি নিজের হাতে রাখলেন অপরটি খলীফার হাতে দিলেন। নিজের হাতের ফলটি কেটে দেখেন অন্ততয্য সাদা ও সুগন্ধিযুক্ত এবং সুস্বাদু ছিল। পক্ষান্তরে খলীফা নিজের হাতেরটি কেটে দেখেন, সেখানে পোকা। তিনি বলেন, এর কারণ কি? শেখ বলেন, হে আবুল মোজাফফর! তোমার ফলে জুলুমের হাত লাগার কারণে পোকা পড়েছে।[১১৯]

২২. একদা গাউসে পাক (র.) ওয়াজ করছিলেন। হঠাৎ তিনি বাতাসের উপর কয়েক কদম উড়ে গিয়ে বলেন হে ইস্রাইল! থামুন, কালামে মুহাম্মদী শুনে যান। তারপর তিনি পূর্বের স্থানে চলে আসেন। এর কারণ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আবুল আব্বাস হিযর আমার মজলিস থেকে তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে। তাই আমি উড়ে গিয়ে তাঁকে যা বললাম তা তোমরা শুনেছ।[১২০]

২৩. খাজা মঈন উদ্দিন চিশতি (র.) (৬৩২ হিঃ)

একদা খাজা গরীবে নেওয়াজ (র.) এর এক সহচর দেব মন্দিরের নিকটবর্তী রাস্তা দিয়ে যাবার সময় পূজারী ব্রাহ্মণগণ তাকে যথেষ্ট অপমান ও অপদস্ত করলে তিনি তা খাজা সাহেবকে জানালেন। খাজা সাহেব কোন মন্তব্য না করে নিজেই একাকী গিয়ে মন্দিরের নিকট উপস্থিত হলেন। পূজারীগণ মুসলমানদেরকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা ও শত্রু মনে করলেও খাজা সাহেবকে কেউ কিছুই বলতে সাহস পেলনা। কারণ এ পর্যন্ত তাঁর দ্বারা সংঘটিত কার্যকলাপগুলি প্রত্যক্ষ করে তারা তাঁকে অত্যন্ত ভয় করত।

হযরত খাজা সাহেব মন্দিরের নিকট উপস্থিত হয়ে পূজারী ব্রাহ্মণদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তাকে ছেড়ে স্বহস্তে নির্মিত প্রস্তর মূর্তির পূজা করতেছ কেন? তারা উত্তর দিল, আমরা এদেরকে পরম আরাধ্য সৃষ্টিকর্তা ইশ্বর বলে পূজা করি। খাজা সাহেব বললেন, যদি তোমরা সত্যি সত্যিই তোমাদের উপাস্য সৃষ্টিকর্তা বলে বিশ্বাস কর এবং এরাই যদি সত্যি সত্যিই তোমাদের উপাস্য হয়ে থাকে তাহলে এদের নিকট কিছু প্রার্থনা কর। যদি তারা তা দিতে সক্ষম হয়, তবে বুঝবে যে, সত্যিই এরা উপসনার যোগ্য। ব্রাহ্মণগণ বলল, এরা প্রকাশ্যভাবে কারো কোন প্রার্থনা পূরণ করেনা। যেমন আপনারা যার নামে আযান দেন, যার জন্য নামাজ পড়েন, আপনাদের প্রতি তার প্রকাশ্য কোন সাহায্য বা সহযোগিতার প্রমাণ দেখাতে পারবেন না। যদি পারেন তবে আমাদেরকে এর প্রমাণ দেখান।

খাজা সাহেব বললেন, এরূপ প্রমাণ অনেক আছে, প্রয়োজনে তা অবশ্যই দেখাবো। তবে তার পূর্বে আমাদের ধর্ম কিরূপ সত্য ও আমাদের উপাস্য সৃষ্টিকর্তা কতবড় শক্তিশালী তার প্রমাণ আগে দেখ। অতপর তিনি মন্দিরের প্রধান দেব মূর্তিকে আহবান করে বললেন, যদি আমার ধর্ম ইসলাম এবং আমার প্রতিপালক আল্লাহ ও আমার রাসূল সত্য হন তবে তুমি আমার আল্লাহর আদেশে তাঁদের সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান কর। আল্লাহ তায়ালার কি

---

[১১৯]. আবুল হাসান শাতনূফী, ৭১৩ হি. বাহজাতুল আসরার, উর্দু, পৃঃ ১৭৮

[১২০]. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৮

www.ahlesunnahbd.com

অপূর্ব মহিমা! তৎক্ষণাৎ প্রস্তর মূর্তিটি বাকশক্তি লাভ করে স্বস্থান হতে একটু সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে বলে উঠল আপনার ধর্ম ইসলাম সত্য এবং আপনার উপাস্য আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল পরম সত্য এবং আপনি সত্যই আল্লাহর আদেশে এখানে সত্যধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেছেন। আমি সত্য সত্য সাক্ষ্য দিচ্ছি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রেরিত পুরুষ। আর আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমার উপাসকগণের ধর্ম মিথ্যা ব্যতীত কিছুই নয়।

নিজেদের উপাস্য দেব মূর্তির মুখ হতে এরূপ বাক্য শুনে পূজারী পুরোহিতগণসহ উপস্থিত সকল হিন্দুগণ যারপর নেই বিস্মিত হল এবং সাথে সাথে তাওবা করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। অতপর খাজা সাহেব ধ্যানমগ্ন হয়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলে তাঁর অসীম কুদরতে প্রস্তর মূর্তিটি সম্পুর্ণ রূপে এক বাস্তব মানবে পরিণত হয়ে খাজা সাহেবের নিকট ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানাল। খাজা সাহেব তার আবেদন মঞ্জুর করে তাকে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দান করলেন এবং তাকে নিজের সংস্পর্শে রেখে দেন। কিছু দিনের মধ্যেই এই ব্যক্তি আল্লাহর অলীর সংস্পর্শে জনৈক কামেল অলীরূপে পরিগণিত হলেন।[১২১]

২৪. হযরত শেখ আহমদ মজদ (র.)

হযরত শেখ আহমদ মজদ (র.) প্রতি মধ্য রাতের পর হযরত খাজা মঈন উদ্দিন চিশতি (র.) এর মাজারে এসে তাহাজ্জুদের নামাজ সহ ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন। তিনি যখন মধ্যরাতে গরীবে নেওয়াজের দরবারে আসতেন তখন রওজা মোবারকের দরজা অমনি খুলে যেতো। একথা যখন প্রকাশ হয়ে গেল তখন এর রহস্য ও সত্যতা জানার জন্য জনৈক ব্যক্তি এক রাতে তাঁর পিছনে পিছনে গিয়ে দেখে শেখ রওজায় পৌঁছলে দরজা খুলে যায় এবং তিনি ভিতরে চলে যান। এই ব্যক্তি ভিতরে প্রবেশ করতে চাইলে হঠাৎ দরজার উভয় কপাট এমনভাবে বন্ধ হলো যে, লোকটি চাপায় পড়ে যায়। চাপের ব্যাথা সহ্য করতে না পেরে লোকটি বলল হে শেখ আহমদ মজদ! আমি এভাবে গোয়েন্দা গীরি থেকে তাওবা করছি, সাথে সাথেই দরজার কপাট ফাঁক হয়ে যায়, ফলে লোকটি বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়।[১২২]

২৫. হযরত যাকারিয়া মুলতানী ও হযরত আলী খুখরী (র.)

একদা হযরত বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানী (র.) গরমের মৌসুমে হুজরায় আরাম করতেছেন। হযরত আলী খুখরী নামক এক দরবেশ এসে তাঁকে পাখা ঝুলিয়ে বাতাস করতে লাগলেন। পাখা ঝুলাতে ঝুলাতে মনে খেয়াল আসল যে, আল্লাহ আমাকে মুরশিদের খেদমত করার সুযোগ দিয়ে বড় মেহেরবানী করেছেন। ফলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে দু'রাকাত

---

[১২১]. আলহাজ্ব মাওলানা এ,কে, এম, ফজলুর রহমান মুন্সী, গরীবে নেওয়াজ খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (র.) পৃঃ ৬৩
[১২২] . শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী, ১০৫২ হি. আখবারুল আখইয়ার, উর্দু, পৃঃ ৪৬৯

নফল নামাজ পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে যান এবং পাখাকে ইশারা করেন যাতে নিয়ম মাফিক ঝুলতে থাকে। তিনি নামাজে মশগুল এদিকে পাখা আপনা আপনি ঝুলে ঝুলে বাতাস দিচ্ছে হযরত যাকারিয়া মুলতানী (র.) কে।[১২৩]

২৬. হযরত আবুল হাসান খারকানী (র.) (৪৩৫ হি.)

হযরত আবুল হাসান খারকানী (র.) একদা তাঁর বাগান খনন করতেছেন। একস্থানে খনন করলে সেখান থেকে রৌপ্য বেরিয়ে আসে। অন্য একস্থানে খনন করলে তা থেকে স্বর্ণ বেরিয়ে আসে। এভাবে তৃতীয় স্থান থেকে মারওয়ারীদ পাথর এবং চতুর্থ স্থান থেকে জাওহার বের হয়। কিন্তু তিনি কোনটিতে হাত দিয়ে স্পর্শও করেন নি। তিনি বলেন– আবুল হাসান এইসব বস্তুতে প্রতারিত হয় না। এগুলো কি, যদি দুনিয়া-আখেরাত উভয় আমার আয়ত্বে এসে যায় তবুও আবুল হাসান তোমার (আল্লাহর) থেকে বিমুখ হবে না।

তিনি হাল চালানো অবস্থায় নামাজের সময় হয়ে গেলে বলদকে ছেড়ে নামাজ আদায় করতেন। নামাজ শেষে জমিতে গিয়ে দেখতেন জমি তৈরী হয়ে গেছে। অর্থাৎ হাল আপন গতিতে চলতো।[১২৪]

২৭. বাবা ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.) (৬৭০ হি.)

'খযিনাতুল আসফিয়া' গ্রন্থের প্রণেতা বলেন, হযরত ফরিদ উদ্দীন গঞ্জে শেকর (র.) এর নিজস্ব খরিদা একখন্ড জমি ছিল। জনৈক ব্যক্তি রাপাল পুরের হাকিমের আদালতে মুকাদ্দামা দায়ের করে মিথ্যাদাবীদার সেজে জমির মালিকানা দাবী করল। হাকিম জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হযরতকে ডেকে পাঠালে তিনি বলে পাঠান যে, এ ব্যাপারে শহর বাসীদের কাছ থেকে জেনে নিন। তারা ভালভাবেই জানে যে, এই জমির মালিক কে? হাকিম বললেন, এরকম বেপরওয়া জবাবে মুকাদ্দমার ফায়সালা সম্ভব নয়। আপনি নিজে আসুন কিংবা আপনার পক্ষে কোন উকিল পাঠিয়ে দিন আর এটাও জেনে রাখুন যে, কোন দলীল-সাক্ষী ছাড়া এই মুয়ামালা সমাধান হবে না।

হযরত গঞ্জে শেকর (র.) বললেন, ঐ ভাঙ্গা গর্দান ওয়ালাকে বলে দাও যে, আমার কাছে কোন দলীলও নেই এবং কোন সাক্ষীও নেই। আর আমার বলার গ্রহণযোগ্যতাও যখন নেই, তবে তিনি নিজে গিয়ে জমিকে জিজ্ঞেস করতে পারেন যে, তার মালিক কে? জমি নিজেই বলে দেবে।

একথা শুনে হাকিম অবাক হয়ে গেলেন। হযরতের কথার সত্যতা যাচাই বা পরীক্ষা করার জন্য তিনি ঐ জমির নিকট পৌঁছেন। তাঁর সাথে পাক পটনের অনেক লোকের ভীড় ছিল। হাকিম মিথ্যা দাবীদারকে বললেন তুমি জমিকে জিজ্ঞেস কর– হে জমি! তুমি কার মালিকানাধীন। দাবীদার যখন জমিকে এভাবে জিজ্ঞেস করল জমি কোন উত্তর দিলোনা। অতপর হযরতের এক খাদেম উচ্চ স্বরে বললেন, হে জমি! ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.)'র আদেশ যে, সত্য বল, তুমি কার মালিকাধীন? সাথে সাথে জমি থেকে আওয়াজ

---

[১২৩] . শাহ মুরাদ সুহরাওয়ার্দী, মাহফিলে আউলিয়া, উর্দু, পৃ: ২৮৫

[১২৪]. শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র.) (৬৩৭ হি.), তাযকেরাতুল আউলিয়া, উর্দু, পৃ: ৩০৬

www.ahlesunnahbd.com

আসল যে, আমি খাজা ফরিদ উদ্দিনের মালিকানাধীন। একথা শুনে দাবীদার লজ্জিত হল এবং হাকিম চিন্তিত হয়ে পড়েন। ফেরার সময় হাকিমের ঘোড়ী উল্টে পড়ে গিয়েছে ফলে হাকিম ঘোড়ী থেকে উল্টে পড়ে গর্দান ভেঙ্গে গেল। এদিকে হযরতের গাড় ভাঙ্গা বলা সত্যে পরিণত হল।[১২৫]

২৮. হযরত শাহ জালাল (র.) (৭৪৬ হি.)

কথিত আছে, হযরত শাহ জালাল (র.) একটি কুয়া খুড়বার জন্য নিজের লাঠি দিয়ে আঘাত করেন। তখন মাটি ফুঁড়ে পানি উঠতে থাকে এবং সেখানে কুয়ার সৃষ্টি হয়ে যায়। কথিত আছে যে, এ কুয়ার পানি মক্কা মুয়াযযমার জমজম কূপের পানি থেকে প্রবাহিত।

কথিত আছে যে, খিত্তা পরগণার জনৈক আবদুল ওহাব হজ্জ করতে মক্কা শরীফ যান। তিনি নয়টি আশরাফী একটি বাঁশের চোঙ্গায় ভরে তা জমজম কূপে ফেলে দেন এবং দু'আ করেন যে, জমজমের কুয়ার সঙ্গে যদি শাহজালালের কুয়ার প্রবাহ থেকে থাকে তবে যেন এ আশরাফী ভর্তি চোঙ্গা সিলেটের সে কুয়ায় গিয়ে ভেসে উঠে। তিনি হজ্ব থেকে ফিরে এসে খোঁজ নিয়ে জানলেন যে, খাদিম একটি বাঁশের চোঙ্গায় নয়টি আশরাফী এ কূপের মধ্যে পেয়েছেন। তখন তিনি দু'টি আশরাফী মাযারে দিয়ে বাকি সাতটি নিজে নিয়ে নিলেন।[১২৬]

২৯. হযরত মুহাম্মদ শারবীনি (র.) (৯২৭ হি.)

হযরত মুহাম্মদ শারবীনি (র.) এর ছেলে আহমদ বলেন– আমার পিতা তাঁর লাঠিকে আদেশ করতেন যে, একজন বীর পুরুষের রূপ ধারণ কর। সাথে সাথে লাঠি বীর পুরুষের আকৃতি ধারণ করে উপস্থিত হত। তিনি তাকে তাঁর প্রয়োজন পূরণের কাজে পাঠিয়ে দিতেন। আর কাজ শেষে পুনরায় লাঠি হয়ে যেতো।[১২৭]

৩০. হযরত আবদুল্লাহ খফীফ (র.)

হযরত আবদুল্লাহ খফীফ (র.) প্রয়োজনে কূপ থেকে পানি তোলার জন্য রশি, বালতি সঙ্গে নিয়ে হজ্বের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথে প্রচণ্ড তৃষ্ণার্থ অবস্থায় দেখেন যে, একটি হরিণ কূপ থেকে পানি পান করছে। তিনিও পানির আশায় কূপের নিকটে গেলে পানি কূপের নীচে চলে যায়। এটা দেখে তিনি বলেন হে আল্লাহ! আমার মরতবা কি হরিণের চেয়েও কম? অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসল যেহেতু হরিণের নিকট রশি, বালতি নেই। অর্থাৎ হরিণ তো সম্পূর্ণ আল্লাহর উপর ভরসা করে কূপে এসেছে এই জন্য আমি পানি তার নিকটে করে দিয়েছি। আর তুমিতো রশি, বালতি ইত্যাদি উপকরণের উপর ভরসা করে এসেছ। ফলে পানিকে দূরে করে দেয়া হয়েছে। একথা শুনে তিনি উপদেশ গ্রহণ পূর্বক রশি, বালতি ফেলে দিয়ে পানি পান না করে চলে যেতে লাগলে পুনরায় আওয়াজ আসল আমিতো কেবল তোমার ধৈর্য্যের পরীক্ষা নিয়েছি। এখন গিয়ে পানি পান কর। অতপর তিনি দ্বিতীয় বার

---

[১২৫]. মুফতি জালাল উদ্দিন আহমদ আমজাদী (র.) বুর্যুগোকে আকীদে উদু, পৃ. ১৭৪

[১২৬]. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্পাদিত, আমাদের সুফীয়ায়ে কিরাম, পৃঃ ২২৬।

[১২৭]. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.) , (১৩৫০ হি) জামে কারামাতে আউলিয়া, উর্দু, পৃঃ ৭৩৭

যখন কূপের নিকটে যান তখন পানি উপরে উঠে আসে। তিনি পরিতৃপ্ত ভাবে পানি পান করেন এবং অজু করেন আর ঐ অজু নিয়ে মদীনা শরীফে প্রবেশ করেন। অতপর হজ্ব থেকে ফিরে আসার পর বাগদাদে হযরত জুনাইদ বোগদাদী (র.) এর সাথে দেখা হওয়া মাত্র তিনি বলেন, যদি আর সামান্যতম ধৈর্য্য ধারণ করতে তবে পানি তোমার কদমে চলে আসতো।[১২৮]

৩১. হযরত নিয়ামতুল্লাহ বুতশিকন (র.)

শাহ নিয়ামতুল্লাহ বুতশিকন (র.) সম্ভবতঃ চর্তুদশ শতকে ঢাকায় আগমন করে ইসলাম প্রচারের চেষ্টা করলে তিনি বাধার সম্মুখীন হন। স্থানীয় প্রভাবশালী হিন্দুরা নানাভাবে তাঁকে উৎপীড়ন করতে থাকে। একদিন তিনি তাঁর খানকায় ইবাদতে মশগুল রয়েছেন। এমন সময় হিন্দুরা দেবমূর্তি বিসর্জনের জন্য বুড়িগঙ্গায় যাওয়ার পথে তাঁর আস্তানার সামনে এসে, ঢাক ঢোল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সোরগোল করে তাঁকে বিরক্ত করে। দরবেশের ইবাদতে বিঘ্ন ঘটায় তিনি সোরগোল কারী শোভাযাত্রার লোকদের দিকে তাকিয়ে দেবমুর্তি গুলোর দিকে ইশারা করেন। ফলে মুর্তি গুলো মঞ্চ থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে চুর্ণবিচুর্ণ হয়ে যায়। শোভাযাত্রীরা এ দেখে ভয়ে পালিয়ে যায়। এ অভাবনীয় দৃশ্য দেখে বিশিষ্ট হিন্দুদের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। তাদের অনেকে দরবেশের কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করে।

তাঁকে বুতশিকন বলার কারণ হল বুতশিকন মানে প্রতিমা ভঙ্গকারী। তার আঙ্গুলির ইশারায় মূর্তি ভেঙ্গে গিয়েছিল বলে তাঁকে এই কুনিয়াতে (উপনামে) ভূষিত করা হয়েছে।

বর্তমান ঢাকা শহরের রাজধানী উন্নয়ন করপোরশন (ডিআইটি) বিল্ডিং এর উত্তর পার্শ্বে দিলকুশাবাগ মসজিদের পাশে তাঁর মাজার রয়েছে।[১২৯]

৩২. হযরত মুহাম্মদ সুলায়মান জযূলী (র.) (৮৭০ হি.)

দালায়েলুল খায়রাত দরূদ শরীফের প্রসিদ্ধ ও মকবুল কিতাব। এই কিতাব লিখার কারণ হলো, একদা আল্লামা মুহাম্মদ সুলায়মান জযূলী (র.) জোহরের নামাজের জন্য অজু করতে চাইলেন কিন্তু কূপে পানি তোলার কোন উপকরণ না থাকায় তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন। পাশে উচুঁ স্থান থেকে ৮/৯ বছরের এক ছোট্ট মেয়ে তাঁর অস্থিরতা দেখে জিজ্ঞেস করে আপনি কে? তিনি তাঁর পরিচয় দিয়ে তাঁর সমস্যার কথা তাকে বলেন। মেয়েটি বলল- আপনি তো এমন লোক যাঁর সৎ কাজের মানুষ অনেক প্রংশসা করে আর আপনি কূপ থেকে পানি বের করার চিন্তায় অস্থির? মেয়েটি এসে কূপে থুথু নিক্ষেপ করল সাথে সাথে পানি ফুলে উঠে মুখ পর্যন্ত এসেছে। শায়খ অজু করে নামাজ পড়ে মেয়েটিকে ডেকে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করেন যে, সে এই মরতবা কিভাবে অর্জন করল। মেয়েটি উত্তরে বলে- আপনি যদি এত বড় শপথ না দিতেন তাহলে আমি কখনো এর রহস্য আপনাকে বলতাম না। আর এর কারণ হল– আমি সর্বদা اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلوة دائمة مقبولة تودى بها عنا حقه العظيم এই দরূদ শরীফের ওয়াযিফা পাঠ করার ফলে আমার এই মরতবা অর্জন হয়েছে। শায়খ ঐ মেয়ে থেকে এই

---

[১২৮] . শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র) (৬৩৭ হি.) , তাযকেরাতুল আউলিয়া, উর্দু, পৃঃ ২৬১

[১২৯]. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্পাদিত, আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম, পৃঃ ৬৭।

দরূদ পাঠের এজাযত বা অনুমতি নেন এবং তাঁর মনে আগ্রহ জন্মেছে যে, দরূদ শরীফের উপর সর্বজন স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য একখানা কিতাব রচনা করবেন। অতপর তিনি দালায়েলুল খায়রাত নামক বহু পরীক্ষিত মকবুল গ্রন্থ রচনা করনে।[১৩০]

৩৩. হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ সিরিকোটি (র.) (১৩৮০ হি.)

১৯৫২ সালের ৭ই মার্চ হুজুর কেবলা হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ ছিরিকোটি (র.) পূর্ব পাকিস্তানের সফর শেষে পশ্চিম পাকিস্তান রওয়ানা হবেন। তখন পি.আই. এ তে পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে সুপার কনিষ্ঠেশন বিমানে সপ্তাহে মাত্র দু'দিন ঢাকা লাহোর সার্ভিস ছিল। আঞ্জুমান কর্মকর্তা বৃন্দ বাদে জোহর খাবার সেরে হুজুর কেবলাকে বিদায় জানাবার জন্য ঢাকা বিমান বন্দরে গেলেন। সাথে ছিলেন আঞ্জুমানের সেক্রেটারী জেনারেল সহ শতাধিক ভক্ত বৃন্দের এক বিরাট কাফেলা। কাউন্টারে হুজুর কেবলার মালামাল ওজন দেয়া হল। সাথে ছিল পর্যাপ্ত পরিমাণ ত্রিশপারা দরুদ শরীফ মাজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রাসূল এর ছাপানো কপি। মালের ওজন স্বাভাবিক নিয়মের অতিরিক্ত হওয়াতে কর্তৃপক্ষ মাল রেখে দিয়ে বলেন– অতিরিক্ত মাল নেয়া যাবে না। ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক, বদিউল আলম সাহেব সহ চট্টগ্রাম ও ঢাকার পীর ভাইয়েরা অতিরিক্ত মাশুলের বিনিময়ে হলেও মালামালগুলো নেয়ার অনুমতি প্রদানের অনুরোধ জানায়। কতৃপক্ষ কথা রাখলোনা। তিনদিন পরের ফ্লাইটে করে পাঠানো হবে মর্মে জানিয়ে দিলেন। পরিশেষে স্বয়ং হুজুর বিমান কর্তপক্ষের লোককে বললেন, বাবা আমি বৃদ্ধ লোক, পাহাড়ের সীমান্তে বসবাস করি। লাহোর গিয়ে অবশিষ্ট মালের জন্য তিনদিন পর্যন্ত মুসাফিরি করা আমার পক্ষে কষ্টদায়ক। অনুগ্রহ পূর্বক আমার সব মালামাল একসাথে উঠায়ে দিন। আমি চিন্তামুক্ত হবো। কর্তৃপক্ষ তাতেও সম্মত হল না। অতপর হুজুর বললেন, ঠিক আছে আল্লাহ যা করেন, আমাকে রওয়ানা করে দেন। বিমান উঠার সংকেত পেয়ে হুজুর কেবলা সবার জন্য দোয়া করে বিমানে আরোহণ করলেন। পীর ভাইয়েরা অশ্রুজল নয়নে তাকিয়ে আছে। বিমান ছেড়ে দিল। অনেকে ব্যথিত হয়ে বেরিয়ে আসলেন। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ও আরো কয়েকজন বিমানের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। দেখা গেল বিমান চক্কর দিয়ে ঘুরছে সকলে ভীত সন্ত্রস্ত। কোন অঘটন ঘটে কিনা, অবস্থা দেখে নীচে কর্তৃপক্ষের লোকেরা তৎপর হয়ে উঠলো। অবস্থা জানতে চাইলে বলা হলো, যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে এমন হচ্ছে। বিমান অবতরণ করছে। বিমান আজকে আর যাওয়া হবেনা বলে কর্তৃপক্ষ ঘোষণা দিলেন। যাত্রীরা প্রত্যেক নিজ নিজ ঠিকানা সহ ফোন নাম্বার দিয়ে যান। পরবর্তী যাত্রার তারিখ জানানো হবে। হুজুর কেবলার অবস্থান ঢাকার কায়েৎটুলি হলেও জনাব বজলুর রহীম চৌধুরী সাহেবের অনুরোধে পীর ভাইয়েরা সহ হুজুর কেবলাকে তার বোনের বাসা গোন্ডারিয়ায় যেতে হলো। এশার নামাজের পর খাওয়া দাওয়া সমাপনান্তে সকলে শরীয়ত তরীকতের বিভিন্ন বিষয়ে হুজুর কেবলার নূরানী বাণী শ্রবণে মশগুল। সময় তখন রাত ১১টা। হঠাৎ বাসার গেইটের সামনে ২/৩টা গাড়ীর হর্ণ সহ উর্দু ভাষায় মানুষের কথা শুনা গেল। জনাব বদিউল আলম সাহেব দরজা খুলে পরিচয় জানতে চাইলে বিমানের দু'জন কর্মকর্তা বলে পরিচয় দিলেন। তারা হুজুরের সাথে কথা বলতে এসেছেন। বদিউল আলম সাহেব

---

১৩০. দালায়েলুল খায়রাত এর পটভূমি, পৃষ্ঠাঃ ২, আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০ হি.), জামে কারামতে আউলিয়া, উর্দু, পৃঃ ৬৯৪।

তাদেরকে নিয়ে হুজুরের কাছে আসলেন এরা হুজুরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন। এরিয়া ম্যানেজার ও পাইলট দু'জনই পা ধরে মাফ চাইলেন। তারা নাছোড় বান্দা। হুজুর মাফ না করা পর্যন্ত মাথা তুললো না। এদের বুঝতে বাকী রইলো না যে, এটা একজন আল্লাহর মহান অলীর সাথে কৃত আচরণের পরিণতি। হুজুর! বললেন, বাবা মাফ, বলো কি হয়েছে? তারা বাস্তব কথা স্বীকার করতে বাধ্য হলো। বললো হুজুর! আমি হলাম আপনার গতকালের বহনকারী বিমানের পাইলট। হুজুর! বিমান ছাড়ার পূর্বে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেই ছাড়া হয়েছিল। কিন্তু আকাশে উঠে চেষ্টা করেও বিমানের চাকা ভিতরে ঢুকা সম্ভব না হওয়াতে নেমে আসতে হয়েছে। অবতরণের পর যান্ত্রিক ত্রুটি রয়েছে কিনা তাও পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। কোন যান্ত্রিক ত্রুটি পাওয়া যায়নি। হুজুর! আমাদের বেয়াদবী হয়েছে, আপনার সব মালামাল না উঠানোতেই এই পরিণত হয়েছে। আগামীকাল ৮টায় বিমান ইনশাল্লাহ ছাড়া হবে। আমাদের মাফ করুন, দোয়া করুন, আপনার সব মালামাল নেয়া হবে। সবাই নির্বাক অলীয়ে কামেলের কেরামত দেখে সকলে হতবাক। পরদিন হুজুরের সব মালামাল সহ বিমান সহী সালামতে যাত্রা করে।[১৩১]

৩৪. হযরত জিয়াউল হক মাইজভান্ডারী (র.) (১৯৮৮ খৃ.)

হযরত জিয়াউল হক মাইজভান্ডরী (র.) এর অসংখ্য কারামতের মধ্যে অন্যতম কারামত হল তিনি তেলছাড়া বহুবার গাড়ী চালনা করেন। ড্রাইভার নাছির আহমদ বলেন– আমি প্রায় সাড়ে তিন বছর হক ভান্ডারীর গাড়ির ড্রাইভার হিসেবে নিযুক্ত ছিলাম। বিভিন্ন সময় তাঁর নির্দেশে তেল ছাড়া শত শত মাইল গাড়ি চালনা করেছি। ১৯৭৮ সালে একবার পার্বত্য চট্টগ্রামে খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষ্মীছড়ি থানার ময়ুরখিল কৃষি খামারে যাচ্ছিলাম। মাইজভান্ডার শরীফ থেকে ৭ মাইল দূরে বিবির হাট পেরিয়ে গেলে গাড়ির তেল ফুরিয়ে যায়। তেলের কথা জানালে তিনি বললেন, এমনি চলবে, তুমি চালিয়ে যাও। ইতস্তত: করলে আমাকে মারতে লাগলেন। তেলশূন্য জীপটা চালিয়ে সেখান থেকে প্রায় ৮ মাইল দূরে ধুরঙ্গ নদী পার হয়ে বললেন– এখান থেকে পেট্রোল ট্যাংকে পানি ভরে নাও। আমি নির্দেশ পালন করলাম। সে পানিতেই গাড়ি প্রায় ৩০ মাইল চালালাম। কোন অসুবিধা হয়নি।

আরেকবার কক্সবাজার যেতে জানালাম ট্যাংকে মাত্র এক গ্যালন তেল আছে, তেল নিতে হবে। তিনি বললেন– চালাও। তখন তিনি জযব হালে ছিলেন। ভয়ে ভয়ে স্টার্ট করে চালাতে লাগলাম। পথিমধ্যে কোন তেল না নিয়ে আসা যাওয়া ১৪০ মাইল গাড়ি নির্বেঘ্নে চলেছে।[১৩২]

---

১৩১. মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, সুন্নীয়াতের পঞ্চরত্ন, পৃ: ১৫৩

১৩২. জামাল আহমদ শিকদার, শাহান শাহ জিয়াউল হক মাইজভান্ডারী (র.) পৃ: ১৮১

www.almodinabd.com

অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান

০১. হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) (১৩ হি.)

হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমার পিতা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) মৃত্যু শয্যায় আমাকে অছিয়ত স্বরূপ বলেন, হে আমার প্রিয় কন্যা! আমার যা কিছু সম্পদ আছে ঐগুলো তোমরা ওয়ারিশগণের হয়ে গেছে। আমার সন্তানের মধ্যে তোমার দুই ভাই আবদুর রহমান ও মুহাম্মদ তো আছে সাথে তোমার দুই বোনও আছে। সুতরাং আমার সম্পদ তোমরা কুরআনে বর্ণিত বন্টন অনুযায়ী ভাগ করে নিজ নিজ অংশ নিয়ে নিও। হযরত আয়েশা (রা.) আরজ করলেন, আব্বা জান! আমার তো একটি বোন আসমা আছে দ্বিতীয় বোন কে? তিনি বললেন তোমার সৎ মা হাবীবা বিনতে খারেজা যিনি এখনো গর্ভিতা। তার পেটে কণ্যা সন্তান, সেই তোমার দ্বিতীয় বোন। ঠিকই তাঁর ইন্তেকালের পর উম্মে কুলসুম জন্ম গ্রহণ করেন।[১৩৩]

০২. হযরত ইমাম জাফর সাদেক (র.) (১৪৮ হি.)

জনাব আবু বুসীর বর্ণনা করেন-আমি মদীনায়ে মুনাওয়ারা গিয়েছিলাম। আমার সাথে একজন দাসীও ছিল। আমি তার সাথে সহবাস করেছি। এরপর গোসল করার উদ্দেশ্যে গোসল খানায় যাওয়ার জন্য বাইরে এসে দেখি বহুলোক হযরত ইমাম জাফর সাদেক (র.) এর সাক্ষাত করার জন্য তাঁর ঘরে যাচ্ছেন। আমি গোসল না করে নাপাকী অবস্থায় তাদের সাথে চললাম। যখন হযরতের দৌলত খানায় উপস্থিত হলাম তখন তাঁর দৃষ্টি আমার উপর পড়লে তিনি আমাকে বললেন, হে আবু বুসীর! তোমার হয়তো জানা নেই যে, কোন নবী বা নবীর আওলাদগণের ঘরে নাপাকী অবস্থায় আসা উচিত নয়। আমি বললাম– হে ইবনে রাসূল! আমি লোকজনকে আপনার দিকে আসতে দেখে ভাবলাম যে, দেরী করলে হয়তো আপনার সাক্ষাতের সুযোগ আর হবে না। এজন্য আমি কাল বিলম্ব না করে চলে আসলাম। তারপর আমি তাওবা করলাম যে, ভবিষ্যতে এরূপ আর করবো না।[১৩৪]

০৩. হযরত মুছা কাজেম (র.) (১৮৬ হি.)

এক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন যে, আমি মদীনায়ে মুনাওয়ারায় খাদেম হিসেবে ছিলাম। আমি ভাড়ায় একটি ঘর নিলাম। কিন্তু বেশীর ভাগ সময় আমি হযরত মুছা কাজেম (র.)'র খেদমতে থাকতাম। একদা প্রচন্ড বৃষ্টি হয়েছিল। আমি খেদমতের পোষাক পরিধান করে যখন তাঁর খেদমতে আসলাম এবং আস্সালামু আলাইকুম বলে সালাম দিলাম; তখন তিনি আমার সালামের জবাব দিয়ে বললেন, হে অমুক! এখনই তুমি নিজের ঘরে চলে যাও। কেননা তোমার ঘরের ছাদ তোমার আসবাব পত্রের উপর ভেঙ্গে পড়েছে।

---

১৩৩ . ইমাম মুহাম্মদ (র.), মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ, পৃঃ ৩৪৮

১৩৪ . আল্লামা আবদুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮ হি.) শাওয়াহেদুন নবুয়্যত, উর্দু, পৃঃ ৩৩২

www.almodinahbd.com

আমি ঘরে গিয়ে দেখি ঘরের ছাদ পানিতে ভেসে গেছে। আমি কয়েকজন ব্যক্তিকে ভাড়ায় এনে আসবাব পত্র বের করে নিলাম। আমার অজুর পাত্র ছাড়া আর কিছু হারিয়ে যায়নি। এ সম্পর্কে হযরত অবহিত হলে কিছুক্ষণ মোরাকাবা করে বললেন- আমার মনে হয় তা তুমি কোথাও ভুলে রেখে এসেছ। যাও, তোমার ঘরের মালিকের দাসীকে জিজ্ঞেস করো সে নিয়েছে কিনা? সে তোমাকে দিয়ে দেবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি গিয়ে দাসীকে বললাম, অমুক স্থানে আমি অজুর পাত্র ভুলে রেখে এসেছি। তুমি এসে তা নিয়ে গিয়েছিলে, তা আমাকে দিয়ে দাও, দাসী গিয়ে পাত্রটি এনে দিল।[১৩৫]

০৪. হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুছা (র.) (২১০ হি.)

যখন খলীফা মামুনুর রশিদ ইন্তেকাল হলেন তখন হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুছা (র.) বলেন- আজ থেকে ত্রিশমাস পরে আমার মৃত্যু হবে, মামুনুর রশিদের মৃত্যুর পর ত্রিশমাস অতিক্রম হলে তিনি ইন্তেকাল করেন।[১৩৬]

০৫. হযরত ইমাম আলী আসকারী (র.) (২৫৪ হি.)

জনৈক ব্যক্তির বিবাহ উপলক্ষে ওলীমার দাওয়াত ছিল। এতে অংশগ্রহণের জন্য বহু খলীফার সন্তানরা আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত হয়েছেন। তাদের সম্মানার্থে সেখানে অনেক লোক একত্রিত হয়েছিল। ঐ মজলিসে এক বেয়াদব যুবক অনর্থক কথা বলে উপস্থিত লোকদের হাসাচ্ছে। হযরত আলী আসকারী (র.) ঐ যুবকের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, তুমি ঠাট্টা-বিদ্রোপে লিপ্ত হয়ে আল্লাহর যিক্র ভুলে গিয়েছ। অথচ তোমার খবর নাই যে, তুমি তিনদিন পর কবরে থাকবে।

এ কথা শুনে যুবক বেয়াদবী পরিত্যাগ করল। কিন্তু যখন খাবার খেল তখন অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং হযরতের ভবিষ্যত বাণী মোতাবেক তৃতীয় দিন মৃত্যুবরণ করল।[১৩৭]

০৬. হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.) (২৬১ হি.)

জনৈক বুজুর্গ ব্যক্তি কিছুক্ষণ মোরাকাবা করার পর হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.) কে জিজ্ঞেস করেন– আপনি এক্ষুণি কোথায় ছিলেন? উত্তরে তিনি বলেন-খোদার সামনে। বুজুর্গ ব্যক্তি বলেন, আমিও তো খোদার সামনে ছিলাম কিন্তু আপনাকে তো দেখলাম না। তিনি বলেন– তোমার ও খোদার মাঝে একটা পর্দা ছিল আর আমি তো আল্লাহ তায়ালার একেবারে কাছে ছিলাম। একারণেই তুমি আমাকে দেখনি। অতপর তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সুন্নতের অনুসরণ ব্যতীত নিজকে সাহেবে ত্বরীকত বলে দাবী করে সে মিথ্যুক। কেননা শরীয়তের অনুসরণ ছাড়া ত্বরীকত অর্জন করা অসম্ভব।[১৩৮]

---

[১৩৫]. আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮ হি.) শাওয়াহেদুন নবুয়্যত উর্দু, পৃ. ৩৪০
[১৩৬]. আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮ হি.) শাওয়াহেদুন নবুয়্যত উর্দু, পৃ. ৩৫৮
[১৩৭]. আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮ হি.) শাওয়াহেদুন নবুয়্যত উর্দু, পৃ. ৩৬২
[১৩৮] . শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র.), (৬৩৭ হি.), তাযকেরাতুল আউলিয়া, উর্দু, পৃঃ ৯৪

www.ahlesunnatbd.com

০৭. আল্লামা রুমী (র.) মসনবী শরীফে বর্ণনা করেন-হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.) রায় নামক শহর দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তখন তিনি খারকান এলাকার দিক থেকে এমন এক সুগন্ধি অনুভব করলেন যাতে তিনি এতই মুগ্ধ হলেন যে, তাঁর চেহরার রং কখনো লাল আবার কখনো সাদা হতে লাগল। জনৈক মুরীদ এর কারণ জানতে চাইলে উত্তরে তিনি বলেন– এদিক থেকে আমার এক বন্ধুর সুগন্ধি আসতেছে। সেখানে অচিরেই এক বড় আল্লাহ ওয়ালা আগমণ করবেন। তিনি ঐ আগন্তুক আল্লাহ ওয়ালার নাম, আকার-আকৃতি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেন। হযরতের ভবিষ্যৎ বাণীতে বর্ণিত সময়ে সেখানে হযরত আবুল হাসান খারকানী (র.) জন্মলাভ করেন। অথচ তাঁর জন্মের ১৭৪ বছর পূর্বেই তাঁর শুভাগমনের সংবাদ দেন হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.)।[১৩৯]

০৮. হযরত জুনাইদ বাগদাদী (র.) (২৯৭ হি.)

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (র.)'র পীর হলেন হযরত সিররী সক্‌তী (র.)। পীরের জীবদ্দশায় লোকেরা হযরত জুনাইদ (র.)কে ওয়াজ-নসীহত করার জন্য আবেদন নিবেদন জানান। কিন্তু তিনি জানিয়ে দেন যে, আমার শেখে তরীকত বিদ্যমান থাকাকালীন সময়ে আমি ওয়াজ করবোনা।

একরাতে স্বপ্নে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুনাইদ (র.) কে বললেন- হে জুনাইদ! লোকদেরকে তোমার কালাম শুনাও। কেননা আল্লাহ তায়ালা তোমার কালামকে সৃষ্টির নাজাতের উসিলা নির্ণয় করেছেন। ঘুম থেকে জাগ্রত হলে তাঁর অন্তরে খেয়াল আসল যে, সম্ভবতঃ আমার স্থান শেখে তরীকত সিররী সক্‌তী (র.) থেকে উচুঁ হয়ে গিয়েছে, যার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ওয়াজ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

সকালে হযরত স্রিরী সক্‌তী (র.) তাঁর এক মুরীদ মারফত খবর পাঠান যে, জুনাইদ যখন নামাজ থেকে অবসর হবে তখন তাঁকে বলবে, মুরীদের অনুরোধে ওয়াজ আরম্ভ করনি, বাগদাদের মাশায়েখে কেরামের অনুরোধও প্রত্যাখ্যান করেছ। আমিও ওয়াজ করার পয়গাম পাঠালাম তাতেও রাজী হওনি। এখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র নির্দেশ এসেছে। সুতরাং তাঁর আদেশ পালন কর।

একথা শুনে হযরত জুনাইদ (র.)'র সন্দেহ দূরীভূত হল এবং বুঝতে পারলেন যে, হযরত স্রিরী সক্‌তী (র.) তাঁর জাহেরী ও বাতেনী অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল। তিনি আরো বুঝতে পারলেন যে, শেখের মর্যাদা তাঁর মর্যাদার উর্ধ্বে। কেননা, তিনি জুনাইদের রহস্য সম্পর্কে অবহিত আছেন কিন্তু জুনাইদ তাঁর অবস্থা সম্পর্কে অনবহিত।[১৪০]

০৯. বাগদাদের জনৈক গাউস

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে তাইসী শাফেয়ী (র.) বর্ণনা করেন-আমি জ্ঞানার্জনের জন্য বাগদাদে গিয়ে মাদ্রাসায়ে নেজামিয়া এ ভর্তি হলাম। ইবনে সাকা আমার পাঠ্য বন্ধু ছিলেন।

---

[১৩৯] . মুফতি জালাল উদ্দিন আহমদ আমজাদী, বুজুর্গোঁকে আকীদে, উর্দু, পৃ: ২৭২

[১৪০]. দাতা গঞ্জে বখশ আলী হাজবীরী (র.) (৪৬৫ হি. কাশফুল মাহযুব, পৃ. ১০৭

www.ahlesunnahbd.com

আমরা এবাদত করতাম আর সালেহীনদের সাক্ষাত করতাম। এ সময় বাগদাদে একজন প্রসিদ্ধ সাহেবে কারামত ব্যক্তি ছিলেন। যাকে গাউস বলা হতো। তাঁর সম্পর্কে প্রসিদ্ধ ছিল যে, তিনি যখন ইচ্ছে করতেন প্রকাশ হতেন আর যখন ইচ্ছে করতেন অদৃশ্য হয়ে যেতেন। একদিন আমি, ইবনে সাকা ও নওজোয়ান হযরত আবদুল কাদের জিলানী সহ আমরা ঐ গাউসের সাক্ষাতে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে ইবনে সাকা বলেন, আজ আমি তাঁকে এমন ইলমী প্রশ্ন করবো যার উত্তর তিনি দিতে অক্ষম হবেন। আমি বললাম, আমিও এমন প্রশ্ন করবো দেখবো তিনি কি উত্তর দেন। তখন শেখ আবদুল কাদের বলেন মায়ায আল্লাহ, আমিতো তাঁর কাছে কোন মাসয়ালা জিজ্ঞেস করবো না বরং মজলিসে বসে তাঁর ফয়েজ ও বরকত অর্জনের অপেক্ষায় থাকবো।

যখন আমরা তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলাম তখন আমরা তাঁকে তাঁর স্থানে দেখিনি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেখি তিনি তাঁর আসনে সমাসীন। তখন তিনি ইবনে সাকার প্রতি রাগান্বিত নজরে বললেন, হে ইবনে সাকা! খোদা তোমার অমঙ্গল করুক। তুমি আমার কাছে এমন মাসয়ালা জিজ্ঞেস করবে যার উত্তর আমি দিতে পারবো না। শুন, তোমার প্রশ্ন হলো এই আর তার উত্তর হলো এই। তার প্রশ্ন ও উত্তর দিয়ে বললেন– নিশ্চয় আমি তোমার মধ্যে কুফুরীর প্রজ্জলিত আগুন দেখতেছি। অতপর শেখ আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন, হে আবদুল্লাহ! তুমি আমার কাছে মাসয়ালা জিজ্ঞেস করবে আর আমি কি উত্তর দেই দেখবে। তোমার মাসয়ালা হলো এই আর উত্তর হলো এই। তোমার বেয়াদবীর কারণে দুনিয়া তোমাকে এমনভাবে গ্রাস করবে কানের লতি পর্যন্ত ডুবে যাবে। অতপর হযরত আবদুল কাদের জিলানী এর দিকে ফিরে তাঁকে নিজের কাছে ডেকে বসালেন এবং যথেষ্ট সম্মান করলেন আর বললেন– হে আবদুল কাদের! তুমি স্বীয় আদব দ্বারা আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সন্তুষ্ট করেছ। আমি দিব্যি চোখে দেখতেছি যে, তুমি বাগদাদের বেলায়তের উচ্চ আসনে আরোহণ করে লোকাদেরকে উচ্চ স্বরে বলতেছে যে, قدمى هذه على رقبة كل وليى الله আমার এই পা আল্লাহর সকল অলীগণের গর্দানের উপর। আমি আরো দেখতেছি যে, তোমার সমকালীন সকল অলী তোমার জালালিয়তের কারণে তাদের গর্দানসমূহ ঝুঁকে দিয়েছে। একথা বলে ঐ গাউস অদৃশ্য হয়ে গেলেন আমরা তাঁকে আর দেখিনি।

তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, শেখ আবদুল কাদের জিলানী (র.) আল্লাহর নিকট কত গ্রহণযোগ্য ও নৈকট্য অর্জন করেছেন তা প্রকাশ পেয়েছে। আম-খাস লোক তাঁর দরবারে আসতে লাগল। খোদার ফজলে তিনি তাঁর সময়কালে ঐ ঘোষণা দিয়েছিলেন যা আমি নিজের কানে শুনেছি এবং সকল অলীগণ স্বীয় গর্দান ঝুঁকে তা গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু ইবনে সাকার এমন অবস্থা হলো যে, তিনি উলুমে শরইয়্যাহ-এ এমন লিপ্ত হয়েছিলেন যে, সমকালীন সকলের উপর প্রাধান্য এবং প্রসিদ্ধতা লাভ করেন। মুনাযারায় প্রতিপক্ষকে চুপ করে দিতেন। বড় বলীগ, ফসীহ ও সম্মানের অধিকারী হন। তখন আব্বাসী খলীফা তাঁকে নিজের কাছে স্থান দেন এবং রোমের বাদশাহর নিকট প্রেরণ করেন। বাদশা তাঁর জ্ঞান গরিমা দেখে অবাক হলেন এবং মুনাযারার জন্য সমস্ত খৃষ্টান পাদ্রীদেরকে একত্রিত করেন। তিনি মুনাযারায় খৃষ্টান পাদ্রীদেরকে পরাজিত করে মুখ বন্ধ করে দেন। অতপর বাদশা তাঁকে খুবই সম্মান করেন। বাদশাহর মেয়েকে দেখে তিনি বিয়ের প্রস্তাব

দেন। বাদশা বললেন, তুমি খৃষ্টান হয়ে গেলে আমার মেয়েকে তোমার সাথে বিয়ে দেবো। বাদশাহর প্রস্তাব গ্রহণ করে খৃষ্টান হলে মেয়েকে তাঁর সাথে বিবাহ দেয়া হয়।

তখন বাগদাদের ঐ গাউসের কথা তাঁর স্মরণ আসল এবং বুঝতে পারলেন যে, এসব মুসিবত তাঁর সাথে বেয়াদবীর কারণেই হয়েছে। কিন্তু আমার (আবদুল্লাহ) অবস্থা হলো যে, আমি দামেশকে আসলাম। সুলতান নুরুদ্দীন শহীদ আমাকে ডেকে জোর করে হাকীম বানিয়ে দিলেন। ফলে দুনিয়া আমার অধিক হারে এসেছিল। আর আমাদের তিন জনের বেলায় গাউসের প্রত্যেকটি কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে।[১৪১]

১০. হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি.)

একদা বাগদাদের বাদশা মুসতানজিদ বিল্লাহ গাউসে পাক (র.) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে সালাম আরজ করেন এবং কিছু উপদেশ দিতে বলেন। তিনি শেখের সামনে দশজন গোলাম কর্তৃক বহনকৃত দশটি আশরাফী'র থলে পেশ করেন। তিনি বলেন, আমার এগুলোর প্রয়োজন নেই। গ্রহণ করার জন্য বাদশা বেশী করজোড় করলে তিনি ডান হাতে একটি থলে ও বাম হাতে একটি থলে নিয়ে চাপ দিলে উভয় থলের আশরাফী তাজা রক্তে পরিণত হয়ে প্রবাহিত হতে লাগল। তিনি বলেন– হে আবুল মোজাফফর! তুমি খোদাকে ভয় করনা? মানুষের রক্ত চুসে নিয়ে আমার জন্য হাদিয়া এনেছ? একথা শুনে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তখন শেখ বলেন, খোদার শপথ! যদি তার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রেশতা না থাকত তবে এই রক্ত তার ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিতাম।[১৪২]

১১. গাউসে পাক (র.) এর এক মুরীদের এক রাতে সত্তর বার স্বপ্নদোষ হয়েছে। সে প্রত্যেকবার এমন মহিলাকে দেখত যাদের মধ্যে কাউকে চিনত আবার কাউকে চিনতনা। সকাল হলে সে শেখের খেদমতে অভিযোগের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হলে তার বর্ণনার পূর্বেই তিনি তার স্বপ্নের কথা বলে দেন। আর তাকে বলেন– তুমি এটাকে মন্দ মনে করোনা। কেননা আমি লাওহে মাহফুজে তোমার নাম দেখেছি। সেখানে লেখা ছিল তুমি সত্তর বার অমুক অমুক মহিলার সাথে যিনা করবে। তিনি ঐ মহিলাদের নাম ঠিকানা ও অবস্থাসহ তার সামনে বর্ণনা দেন। অতপর আমি আল্লাহর কাছে তোমার ব্যাপারে প্রার্থনা করলাম। ফলে তিনি তোমার তকদীরকে জাগ্রত অবস্থা থেকে নিদ্রার দিকে পরিবর্তন করে দেন। অর্থাৎ বাস্তবের পরিবর্তে স্বপ্নে রূপান্তর করে দেন।[১৪৩]

১২. হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) এর পিতা সৈয়্যদ আবু সালেহ মুছা জঙ্গী (র.) জিলান শহরের এক মসজিদে ইমামতির দায়িত্ব পালন করতেন। শিশু গাউসে পাক একদিন পিতার সাথে মসজিদে যাওয়ার জন্য জিদ ধরলেন। অগত্য পিতা তাঁকে সাথে নিয়ে মসজিদে গেলেন। কিন্তু শিশু বলে তাঁকে সবাই পিছনে বসালেন। মুসল্লীগণ আপন আপন জুতা মসজিদের বাইরে রেখে গেলেন। নামাজ আরম্ভ হলো। গাউসে পাক এ সুযোগে বাইরে এসে জুতা গুলোকে দু'ভাগে সাজিয়ে রাখেন। নামাজ শেষে মুসল্লীগণ জুতা খোঁজাখোঁজি শুরু করেন। অবশেষে উক্ত দু'টি স্তুপ থেকে জুতা খোঁজ করে পেলেন এবং শিশু আবদুল

---

[১৪১] . আবুল হাসান শাতনূফী (র.) (৭১৩ হি.) বাহাজাতুল আসরার উর্দু, পৃঃ ১১

[১৪২] . আবুল হাসান শাতনূফী (র.) (৭১৩ হি.) বাহজাতুল আসরার, উর্দু, পৃঃ ১৭৭

[১৪৩] . আবুল হাসান শতনূফী (র.) (৭১৩ হি.) বাহজাতুল আসরার, উর্দু, পৃঃ ২৯৫

কাদেরের শিশুসুলভ আচরণের জন্য মুসল্লীগণ মৃদু সমালোচনা করতে লাগলেন। এ অবস্থা দেখে পিতা রাগান্বিত হয়ে ছেলেকে চপোটাঘাত করলেন। গাউসে পাক বলেন– আব্বাজান! আমিতো কোন খারাপ কাজ করিনি, বরং আমি দেখছি যে, বেহেস্তী ও দোজখীদের জুতা এক সাথে আছে। তাই স্বযত্নে বেহেস্তীদের জুতা একস্থানে এবং দোজখীদের জুতা অন্যস্থানে পৃথক করে রেখেছি। এতে আমার এমন কি অন্যায় হয়েছে? একথা শুনে উপস্থিত লোকজন হতবাক হয়ে যায় এবং বলাবলি করতে থাকে এ শিশু একদিন নিশ্চয়ই উঁচু মর্যাদার অলী হবেন।[১৪৪]

১৩. গাওসুল আজম হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) একদিন এক জঙ্গলে মুরাকাবার মধ্যে একটি নূর প্রকাশিত হয়ে তার দ্বারা সমস্ত বিশ্বকে আলোকিত হতে দেখেন এবং তখন থেকে পাঁচশত বছর পরে সমস্ত পৃথিবীতে শিরক ও বিদআত ছড়িয়ে পড়বার পরে এক অতুলনীয় বুজুর্গ ওলী পয়দা হয়ে পৃথিবী থেকে শিরক ও বিদআত নিশ্চিহ্ন করে দ্বীনে মোহাম্মদীকে পুনরুজ্জীবিত করবেন বলে জানতে পারেন। এ কথা জানার পরে গাউসে পাক উক্ত বুজুর্গকে প্রদানের উদ্দেশ্যে নিজের খিরকা কামালাতে পূর্ণ করে পুত্র তাজুদ্দীন আবদুর রাজ্জাক এর কাছে রেখে যান। উক্ত খিরকা সেই সময় থেকে হস্তান্তরিত হতে হতে সৈয়্যদ সেকান্দর কতৃক মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র.) কে প্রদত্ত হয়। এভাবে গাওসে পাক (র.) এর খিরকা প্রাপ্তি গাওসে আজম (র.) এর ইসলামের সফল বাস্তবায়ন এবং শিরক-বিদআত দূরীকরণে তার পূর্ণ সফলতাই প্রমাণ করে।[১৪৫]

১৪. আবুল হাজর হোসাইনী বর্ণনা করেন- আমাকে গাউছে পাক (র.) ৫৬০ হি. সনে বলেছেন তুমি মুসেল শহরে চলে যাও। সেখানে আল্লাহ তোমাকে সন্তান দান করবেন। প্রথমে পুত্র সন্তান জন্মলাভ করবে। তার নাম রাখবে মুহাম্মদ। এই ছেলেকে এক আজমী অন্ধ হাফেজ কুরআন মজীদ পড়াবেন, যার নাম হবে আলী। তোমার ঐ ছেলে সাত বছর বয়সে মাত্র সাতমাসে কুরআন মজীদ হেফ্জ করবে আর তোমার বয়স ৯৪ বছর ৫ মাস ৭ দিন হবে। 'বারবল' নামক স্থানে সুস্থ অবস্থায় তোমার মৃত্যু হবে।

তাঁর ছেলে আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বর্ণনা করেন যে, ৫৬১ হি. সনে আমার জন্ম হয় মুসেল শহরে। পিতা আমাকে কুরআন হেফ্জ করানোর জন্য একজন অন্ধ হাফেজ নিয়োগ করেন। তাঁর নাম ঠিকানা জানতে চাইলে জানা গেল, তাঁর নাম আলী, মাতৃভূমি বাগদাদ। গাউছে পাক (র.) আমার পিতাকে যা যা বলেছেন সবটুকু অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে।[১৪৬]

১৫. হযরত শেখ তাজ সম্বলী (র.)

হযরত শেখ আহমদ নখলী (র.) এর সন্তান হযরত শেখ আবদুর রহমান নখলী (র.) বলেন– আমার দাদার ঘরে কোন পুত্র সন্তান বেচে থাকতো না। যার কারণে তিনি খুবই মনক্ষুন্ন ছিলেন। যখন আমার পিতা শেখ আহমদ জন্মলাভ করলেন তখন আল্লাহর অলী

---

[১৪৪] . অধ্যক্ষ হাফেজ এম এ জলিল, কারামাতে গাউসুল আজম, বাংলা, পৃঃ ৫০

[১৪৫] . দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্পাদিত, আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম, পৃঃ ৪১২

[১৪৬]. আল্লামা মুহাম্মদ ইয়াহিয়া তাদানী, কালায়েদুল জাওয়াহের, আরবী, পৃ. ১২৬

গণের দোয়া ও সাহার্য্য কামনা করেন। তিনি প্রতি জুমার দিন খাদেমের মাধ্যমে শেখ আহমদ নখলী কে হযরত শেখ তাজ সাম্বলী (র.) এর খেদমতে দোয়ার জন্য পাঠাতেন। একদা হযরত তাজ সম্বলী (র.) তাঁকে দেখে একটু নিরব থাকার পর শেখ আহমদকে আনায়নকারী খাদেমের মাধ্যমে শেখ আহমদের পিতার নিকট বলে পাঠালেন যে, এই বাচ্চা আপনার মতো নয় বরং আপনার চেয়ে সম্মানী ও সৌভাগ্য শালী। তবে এর হায়াত নিতান্ত কম।

খাদেম যখন মালিকের কাছে এ সংবাদ পৌঁছাল তখন তিনি খাদেমকে তৎক্ষণাৎ আবার শেখ তাজ সম্বলী (র.)এর নিকট এই বলে পাঠিয়ে দেন যে, আমার পক্ষ থেকে হযরত তাজ সম্বলী (র.) এর নিকট আবেদন করো যে, হে আমার আকা! আমি আমার হায়াত ঐ বাচ্চাকে দিয়ে দিলাম। আর এ বিষয়ে আপনার সুপারিশ কাম্য। হযরত তাজ সম্বলী (র.) যখন এই সংবাদ শুনেন তখন তিনি কয়েক মিনিট নিরব থেকে খাদেমকে বলেন, তোমার মালিককে বলে দিও যে, তাঁর দোয়া কবুল হয়েছে। তবে আমি আমার পক্ষ থেকে তাঁকে পরকালের প্রস্তুতির জন্য তিন মাসের সময় দিলাম। ঠিকই শেখ আহমদ (র.) এর পিতা ঐ বর্ণিত সময়ে ইন্তেকাল করেন আর শেখ আহমদ নখলী (র.) নব্বই বছর হায়াত পেয়েছিলেন।[১৪৭]

১৬. খাজা মঈন উদ্দিন চিশতি (র.) (৬৩২ হি.)

হযরত কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.) বলেন একদা আমি হযরত মঈন উদ্দিন চিশতি (র.) এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তখন পৃথ্বীরাজ জীবিত ছিল। সে সব সময় বলত যে এই ফকির (গরীবে নাওয়াজ) এখান থেকে চলে গেলে কতইনা ভাল হত। এই খবর গরীবে নাওয়াজের কানে আসলে তিনি মুরাকাবায় বসলেন। মুরাকাবায় থাকা অবস্থায় তাঁর জবান দিয়ে বের হল যে, আমি পৃথ্বীরাজকে জীবন্ত মুসলমানদের সোর্পদ করলাম। কিছুদিন পরেই সুলতান শাহাবউদ্দিন মুহাম্মদ ঘোরীর সৈন্যদল আক্রমণ করল এবং শহরকে তছনছ করে পির্ত্তিরাজকে জীবন্ত বন্ধী করে নিয়ে গেল।[১৪৮]

১৭. হযরত খাজা মঈন উদ্দীন চিশতি (র.) এর একজন প্রতিবেশী মারা গেলে তিনি জানাযায় উপস্থিত হন। লাশ দাফন করে লোকেরা চলে গেলে তিনি কবরে বসে অজিফা পড়তে লাগলেন। কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.) বলেন-হুজুরের সাথে আমিও ছিলাম। তিনি অনেক্ষণ অজিফা পড়ার পড়ে দেখলাম চেহরার রং পরিবর্তন হয়ে গেল এবং উঠে বললেন– আলহামদুলিল্লাহ। বাইয়াত গ্রহণ খুবই ভাল কাজ। কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.) এর কারণ জিজ্ঞেস করলে উত্তরে বলেন– লোকটিকে দাফন করার পর ফেরেশতা এসে আযাব দিতে চাইলে হযরত উসমান হারুনী (র.) এসে বললেন– তাকে আযাব দিওনা, সে আমার মুরীদ। ফেরেশতাগণ বললেন, ঠিকই সে আপনার মুরীদ কিন্তু সে আপনার বিরোধী ছিল। উত্তরে তিনি বললেন, বিরোধী থাকলেও তো আমার মুরীদ। আদেশ হল, হে

---

[১৪৭] . শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) (১১৭৬ হি.) আনফাসুল আরেফীন, পৃ: ৩৯৩

[১৪৮] . ফাওয়ায়েদুস সালেকীন, কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র.) ৬৩৩ হি.

ফেরেশতা! শেখের মুরীদকে ছেড়ে দাও। আমি তাকে শেখের বরকতে ক্ষমা করে দিলাম।[১৪৯]

১৮. একদা রাজা পিত্তুরায় এর একজন মুসলমান কর্মচারী খাজা মঈন উদ্দিন চিশতি (র.) এর দরবারে মুরীদ হওয়ার মানসে উপস্থিত হয় কিন্তু তিনি মুরীদ করান নি। কর্মচারী গিয়ে একথা পিত্তুরায়কে বললে সে লোক পাঠিয়ে জানতে চায় যে, কেন মুরীদ কারায় নি? উত্তরে খাজা সাহেব বলেন, তার মধ্যে এমন তিনটি বস্তু আছে যা দূরীভূত হওয়ার নয়। তা হল প্রথমত: তার তাকদীরে লিখা আছে যে, সে অধিক গুনাহ্ করবে। দ্বিতীয়ত: সে তোমাদের কর্মচারী, তৃতীয়ত: লৌহ মাহফুজে আমি লেখা দেখেছি যে, সে দুনিয়া থেকে বেঈমান হয়ে যাবে।[১৫০]

১৯. শেখ মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর কাওয়াম (র.) (৬৫৮ হি.)

হযরত শেখ ইসমাঈল কিরদী বলেন- আমার অনেক ছাগল ছিল আর এগুলোর জন্য একজন রাখালও ছিল। একদিন সকালে রাখাল ছাগল পাল নিয়ে চড়াতে বের হলো। কিন্তু নিত্যদিনের মত সন্ধ্যায় ফিরে আসলো না। আমি খোঁজ নেওয়ার জন্য বের হলাম কিন্তু তাকে কোথাও পেলাম না এবং কোন খোঁজ খবরও মিললো না।

আমি হযরত শেখ মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর কাওয়াম (র.)'র কাছে গেলাম। তাঁকে তাঁর ঘরের দরজায় দাঁড়ানো পেলাম। তিনি আমাকে দেখামাত্র বলে উঠলেন, কি ছাগল হারিয়ে গিয়েছে নাকি? আমি বললাম, হ্যাঁ, তিনি বললেন- বারজন লোকে ছাগলগুলো নিয়ে গিয়েছে আর অমুক স্থানে রাখালকে বেঁধে রেখেছে। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি যেন তাদের নিদ্রা এসে যায়। আমার দোয়া কবুল হয়েছে। এখন তারা অমুক জায়গায় ঘুমাচ্ছে আর ছাগল গুলো বসে আছে শুধু একটি ছাগল দাঁড়িয়ে আছে তার বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে।

বর্ণনাকারী বলেন- শেখ যে স্থান চিহ্নিত করে দিয়েছেন ঠিক সেখানে গিয়ে দেখি শেখের কথা মোতাবেক সব ছাগল বসে আছে আর একটি ছাগল দাঁড়িয়ে বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে। আমি সব ছাগল নিয়ে নিজের গ্রামে চলে আসলাম।[১৫১]

২০. হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.) (৬৭০ হি.)

হযরত ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.) বলেন, একদা আমি এবং আউসের অধিবাসী হযরত শেখ জামাল উদ্দিন একত্রে একস্থানে বসা ছিলাম। এ সময় কয়েকজন কলন্দর দরবেশ কোমরে লোহার বেড়ী বেঁধে এসে সালাম করে শেখ সাহেবের নিকটে বসে গেলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই কঠোর ভাষায় কথাবার্তা বলতেছেন এবং শেখের কাছে লচ্ছি (এক জাতীয় তরল খাবার) চাইলেন। তখন শেখ সাহেবের লঙ্গর খানায় লচ্ছি ছিলনা। তিনি আমার দিকে তাকাচ্ছেন আর আমি তাঁর দিকে তাকাচ্ছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন কি করবো? আমি বললাম, আপনার লঙ্গর খানার সামনে পানি প্রবাহিত আছে আমি তাদেরকে সেখানে

---

[১৪৯] . শেখ ফরিদ উদ্দীন গঞ্জে শেকর (র.) রাহাতুল কুলুব, উর্দু, পৃ: ৪০

[১৫০] . শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.) ৬৭০ হি., আসরারুল আউলিয়া, উর্দু, পৃ: ১১৫

[১৫১]. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.), ১৩৫০ হি., জামে কারামাতে আউলিয়া, উর্দু, পৃ. ৫৭৪

পাঠাচ্ছি যাতে তারা লচ্ছি পান করতে পারে। শেখ সাহেব তাদেরকে বললেন ঐ নদী থেকে লচ্ছি পান করে নাও। অতপর তাঁরা নদীতে গিয়ে দেখেন নদীর সবপানি লচ্ছি হয়ে গিয়েছে। তারা ইচ্ছেমত পান করার পর বললেন, যাও এখন ভিতরে গিয়ে বস।[১৫২]

২১. হযরত যাকারিয়া মুলতানী (র.) (৬৬৫ হি.)

একদা শায়খুল ইসলাম যাকারিয়া মুলতানী (র.) জযবা হালতে এসে ঘোষণা করলেন যে, আজ যে ব্যক্তি আমরা চেহরা দেখবে, আমি জামিন হলাম যে, কিয়ামত দিবসে তাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবেনা। এই ঘোষণা শুনে মানুষ দলে দলে তাঁর সাক্ষাতে এসে একত্রিত হতে লাগল। এমনি খানকাহ'র আঙ্গীনা পূর্ণ হয়ে যখন মানুষ সংকুলন হচ্ছেনা তখন সর্ব সাধারণের সুবিধার জন্য তিনি একটি ঘোড়ায় আরোহণ করে শহরে রওয়ানা হন। ঘোষক সারা শহরে এ সংবাদ ঘোষণা করে দিলে শহরের সবাই নিজের কাজ কর্ম ফেলে হযরতের সাক্ষাতে চলে আসল। তাঁর উপর আযব অবস্থা পরিস্ফুটিত হয়েছিল সেদিন। চেহরা চাঁদের মতো আলোকিত ও চমকিত ছিল। তিনি একেক জনের সাথে মোসাফাহা করতেন আর বলতেন, হে ভাই! খোদার কসম! কিয়ামত দিবসে তুমি দোযখে যাবে না। মাঝে মধ্যে আরো বলতেন, হ্যাঁ, ভাই, খোদা যখন স্বীয় সৃষ্টির (তিনি নিজের) প্রতি এ পর্যায়ের নেয়ামত দান করেছেন তবে আমি কেন (দান করতে) কৃপণতা করবো।[১৫৩]

২২. হযরত মুহাম্মদ বিন আবি কবীর হুকমী ইয়েমনী (র.) (৬১৭ হিঃ)

হযরত মুহাম্মদ বিন আবি কবীর (র.) ইলমে লাদুনীর অধিকারী একজন উম্মী অলী ছিলেন। একদা হেরজ এলাকার অধিবাসী দুই ভাই আওয়াজাহ গ্রামে এসে অবস্থান করতেছে। তারা এসে হযরত মুহাম্মদ বিন আবি কবীর (র.) এর কারামাত সম্পর্কে শুনে অবিশ্বাস করেছিল। ঐ দু'ভাই কিছুদিন এ গ্রামে অবস্থান করার পর জানতে পারলো যে, তাদের পিতা গুরুতর অসুস্থ। তারা তাদের গ্রামে পিতাকে দেখার জন্য চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করলো। তারা হযরতের দরবারে উপস্থিত হয় তার কারামতের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য। তারা হযরতের দরবারে এসে প্রথমে তাদের পিতার অসুস্থতার কথা পরে তারা তাদের পিতার নিকট ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে হযরতকে অবহিত করেন।

হযরত তাদের কথা শুনে এরশাদ করেন, তোমরা যখন ঘরে পৌঁছবে তখন তোমাদের পিতা রোগ মুক্ত হয়ে যাবে। তোমরা তোমাদের শহরে রাত্রি বেলায় পৌঁছবে। তোমরা যখন তোমাদের পিতার সাথে সাক্ষাত করতে যাবে তখন তোমরা তাকে ফজরের নামাজের জন্য অজু করা অবস্থায় পাবে। এমনকি তখন তিনি তার এক পা ধৌত করবেন এবং অপর পা তখনও ধৌত করবেন না। উভয় ভাই হযরতের এই অদৃশ্য সংবাদ শুনে বিদায় নিয়ে চলে

---

[১৫২]. শেখ ফরিদ উদ্দীন গঞ্জে শেকর (র.) (৬৭০ হি.) রাহাতুল কুলুব, উর্দু, পৃঃ ৪৬

[১৫৩]. পীর সৈয়্যদ ইরতাদা আলী কারমানী, বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানী, উর্দু, পৃঃ ১৭৪

যায়। তারা যখন তাদের পিতার নিকট পৌঁছে তখন হযরতের বলা সব কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। বিন্দুমাত্র এদিক সেদিক হয়নি।[১৫৪]

২৩. হযরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দি (র.) (৭৯১ হি.)

হযরত খাজা নকশবন্দি (র.) এর এক খাদেম বর্ণনা করেন, আমি মরু শহরে হযরতের খেদমতে ছিলাম। বোখারায় অবস্থিত আমার পরিবারের সদস্যদের সাথে সাক্ষাত করার ইচ্ছে জাগল। কেননা আমার ভাই শামশুদ্দিনের মৃত্যু সংবাদ পেয়েছি। হযরতের নিকট বাড়ী যাওয়ার অনুমতি চাওয়ার দুঃসাহস আমর নেই। তাই আমি আমীর হোসাইনকে অনুরোধ করলাম যেন আমাকে হযরত থেকে অনুমতি নিয়ে বাড়ী যাওয়ার সুযোগ করে দেয়। হযরত জুমার নামাজ শেষে বাড়ী ফেরার সময় আমীর হোসাইন আমার ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ তাঁকে জানালে তিনি বলেন একি সংবাদ! সেতো জীবিত। দেখ, তার সুগন্ধি আসতেছে। আমি তো তার সুগন্ধি অতি কাছে থেকে পাচ্ছি। তখনো হযরতের কথা শেষ হয়নি আমার ভাই বোখারা থেকে এসে হযরতকে সালাম করেছে। তখন তিনি বললেন, আমীর হোসাইন! দেখ, শামশুদ্দিন এসেছে। উপস্থিত সবাই এঘটনায় অবাক হয়ে গেল।[১৫৫]

২৪. হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দি (র.) কে তাঁর এক মুরীদ বোখারায় দাওয়াত করেছেন। মাগরীবের আযানের পর তিনি মাওলা নজমুদ্দিনকে বললেন, তুমি আমার সব আদেশ পালন করবে? উত্তরে বলেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, যদি তোমাকে চুরি করতে আদেশ করি তবে চুরি করবে? বললেন, না, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেন? আরজ করলেন, হুজুর! হুকুকুল্লাহ-এ অবহেলা করলে তাওবা করলে ক্ষমা পাওয়া যায় কিন্তু চুরির সম্পর্ক বান্দার হকের সাথে। শেখ বললেন, আমার আদেশ পালন করতে না পারলে তুমি আমার সঙ্গ ত্যাগ কর। একথা শ্রবণে মাওলা নাজমুদ্দিন অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। প্রসস্ত পৃথিবী সংকীর্ণ মনে হল। লজ্জিত হয়ে তাওবা করলেন এবং ভবিষ্যতে হযরতের আদেশ অমান্য করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করলেন। উপস্থিত সকলই তার আহাজারী দেখে ব্যর্থিত হন এবং শেখের দরবারে তাকে ক্ষমা করে দেয়ার প্রার্থনা করলেন। ফলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন।

অতপর শেখ নাজমুদ্দিন ও অন্যান্য খাদেমগণকে নিয়ে পথ চলা আরম্ভ করেন। বাবে সমরকন্দ এর মহল্লায় পৌঁছলে শেখ একটি ঘরের দিকে ইশারা করে আদেশ দিলেন যে, ঐ ঘরের একপাশের দেয়াল ভেঙ্গে ভিতরে যাও। আর অমুক স্থানে জিনিসপত্রে ভরা একটি থলে আছে তা নিয়ে এসো। তারা আদেশ পালন করলেন এবং সবাই একদিকে গিয়ে বসে আছেন। কিছুক্ষণ পর ঐ ঘরে কুকুর চিৎকার করতে লাগল। শেখ মাওলা নাজমুদ্দিন এবং কয়েকজন খাদেমকে ঐ ঘরের দিকে পাঠালেন। তারা গিয়ে দেখেন যে, একদল চোর এসে অপর দেয়াল ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ পূর্বক অনেক খোঁজাখুজি করেও কিছু পায়নি। তারা একে অপরকে বলতেছে যে, সম্ভবতঃ আমাদের পূর্বে এখানে অন্য কোন চোর এসেছিল এবং সবকিছু লুটে নিয়ে গিয়েছে। চোরের কথা শুনে তারা অবাক হয়ে গেল।

---

[১৫৪] . আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০ হি.) জামে কারামাতে আউলিয়া উর্দু, পৃঃ ৫৩৭।

[১৫৫] . আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.) ১৩৫০ হি., জামে কারামাতে আউলিয়া, উর্দু, পৃঃ ৬৩২

ঘরের মালিক ঐ রাতে এক বাগানে অবস্থান করেছিল। শেখ ভোর সকালে এক মুরীদ মারফত থলেটি পাঠিয়ে দিয়ে মুরীদকে বললেন, তুমি মালিককে বলবে যে, ফকীরগণ তোমার ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তোমার ঘর চুরি হবে একথা তারা (সাধনালব্ধ জ্ঞানে) অগ্রিম জানতে পারেন। তাই চোরদের আগমণের পূর্বেই তারা তোমার সম্পদ সেখান থেকে বের করে রাখেন। এই আদেশ দিয়ে তিনি নাজমুদ্দিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, যদি প্রথমেই আমার আদেশ পালন করতে তবে আরো অনেক হেকমত দেখতে পেতে।[১৫৬]

২৫. হযরত মুহাম্মদ পারসা ও ইমাম জযরী (র.)

হযরত মুহাম্মদ পারসা (র.) তরীকায়ে নকশবন্দীয়া এর ইমাম ও শায়খ ছিলেন। কিরাতের ইমাম হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ শামশুদ্দিন জাযরী (র.) মির্জা উলুগ বেগের সময়ে মাওয়ারাউন্নাহারের মুহাদ্দিসগণের সনদ ঠিক করার উদ্দেশ্যে সমরকন্দ তাশরীফ আনেন। একজন হিংসুক ব্যক্তি এসে তাঁকে অভিযোগ করল যে, হযরত মুহাম্মদ পারসা (র.) এমন অনেক হাদিস বর্ণনা করেন যার সনদ কেউ জানেনা অর্থাৎ ভুল সনদে হাদিস বর্ণনা করেন। সুতরাং আপনি তাঁকে ডেকে হাদিস শ্রবণ করে সনদ প্রত্যাখ্যান করলে অনেক সওয়াব হবে। ইমাম জযরী (র.) সুলতান উলুগবেগকে বলেন-হাদিসের মজলিসে যেন মুহাম্মদ পারসাও উপস্থিত থাকে। তিনি আসেন এবং এক বিরাট মজলিস কায়েম হল যার মধ্যে তৎকালীন প্রসিদ্ধ নাহভী শায়খুল ইসলাম আল্লামা এছাম উদ্দিনও উপস্থিত ছিলেন।

ইমাম জযরী (র.) শায়খ মুহাম্মদ পারসা থেকে হাদিস জিজ্ঞেস করলে তিনি সনদ সহ হাদিস বর্ণনা করেন। হাদিস শুনে ইমাম জযরী (র.) বলেন, হাদিস তো বিশুদ্ধ তবে সনদ আমার নিকট বিশুদ্ধ নয়। একথা শুনে হিংসুক ব্যক্তি খুবই খুশী হয়। তিনি ঐ হাদিসের অপর এক সনদ বর্ণনা করেন। ইমাম জযরী পুনরায় একই কথা বলেন। তিনি বুঝে গেলেন যে, যত সনদই বর্ণনা করা হোক না কেন ইমাম জযরী তা প্রত্যাখ্যান করবেন। ফলে তিনি কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে চুপ থেকে হযরত এছাম উদ্দিনের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন– অমুক মসনদ কি তোমার মতে বিশুদ্ধ? এর সনদ কি নির্ভরযোগ্য? হযরত এছাম বলেন– হ্যাঁ, মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতে ইহা নির্ভরযোগ্য কিতাব। এর সনদ নিয়ে কারো দ্বিমত নেই। যদি আপনার বর্ণিত সনদ ঐ কিতাবে পাওয়া যায় তবে আমাদের কোন আপত্তি নাই। তারপর মুহাম্মদ পারসা বলেন এই মসনদ (কিতাব) আপনার ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে অমুক স্থানে অমুক কিতাবের নীচে আছে। তিনি কিতাবের ধরণ, খণ্ড ও পৃষ্ঠা সহ উল্লেখ করে তাঁর বর্ণিত হাদিসের সনদের সন্ধান দেন। হযরত এছাম সন্দেহে পতিত হলেন যে, ঐ কিতাব আদৌ আছে কিনা। তিনি গিয়ে হযরতের তথ্য মতে খুঁজে বের করে আনেন এবং তাঁর বর্ণনা মতে সনদ বিদ্যমান। হযরত এছাম এতে অবাক হয়ে গেলেন, কারণ হযরত পারসা কখনো তাঁর ঘরে আসেননি এবং তাঁর লাইব্রেরীও দেখেননি।[১৫৭]

---

[১৫৬]. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০ হি.) জামে কারামাতে আউলিয়া, উর্দূ, পৃ. ৬৩৯

[১৫৭] . আল্লামা ইউসুফ নাবহানী, (১৩৫০ হি.) জামে কারামাতে আউলিয়া, উর্দু, পৃঃ ৬৫২

২৬. হযরত শরফুদ্দিন ইয়াহিয়া মানয়ারী (র.) (৭৮২ হি.)

মাহবুবে ইয়াযদানী হযরত মাখদুম আশরাফ জাহাঁগিরী সিমনানী (র.) গলবারগাহ্ শরীফ থেকে পান্ডুয়া যাওয়ার পথে যেদিন মানয়ার শরীফে নিকটবর্তী বিহাল এলাকায় পৌঁছেন সেদিন শরফুদ্দিন ইয়াহিয়া মানয়ারী (র.) ইন্তেকাল করেন।

হযরত আশরাফ জাহাঁগিরী (র.)'র বড় আশা ছিল যে, তিনি হযরত ইয়াহিয়া মানয়ারী (র.)'র সাথে সাক্ষাত করবেন। কিন্তু কুদরতের ফায়সালা ছিল যে, ইহজগতে তাদের সাক্ষাত হবেনা। তবে শেখ মানয়ারী (র.) মৃত্যুকালে অসিয়ত করে যান যে, আমার মৃত্যুর পরে বিশুদ্ধ সৈয়্যদ বংশের বাদশাহী পরিত্যাগ কারী, সাত ক্বিরাতের একজন হাফেজ আসবেন। আমার নামাজে জানাযায় তিনি ইমামতি করবেন।

শেখ ইয়াহিয়া মানয়ারী (র.) ইন্তেকালের পর জানাজা উপস্থিত হলে হযরতের অসিয়ত মোতাবেক সবাই আগন্তুকের জন্য অপেক্ষায় আছে। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর হযরত শেখ জিলাঈ নামক এক ব্যক্তি তাঁর (আগন্তুকের) তালাশে বের হন। যখন লোকালয়ের বাইরে পৌঁছেন তখন দেখেন যে, দূর থেকে একটি কাফেলা আসতেছে। কাফেলা নিকটে আসলে তিনি অস্থির হয়ে তাঁকে খুজঁতে লাগলেন। তাঁর নিকট গিয়ে কপালে চমকানো নূর দেখে জিজ্ঞেস করেন- হুযুর! আপনি কি সৈয়্যদ? তিনি উত্তর দেন হ্যাঁ, তারপর কুরআনে হাফেজ ও বাদশাহী পরিত্যাগ কারী কিনা জানতে চেয়ে নিশ্চিত হলেন যে, তিনিই সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে হযরত ইয়াহিয়া মানয়ারী (র.) অসিয়ত করেছেন। তাঁকে বড় সম্মানের সাথে লোকালয়ে নিয়ে আসেন এবং ইমামতির জন্য অনুরোধ করেন। অতপর তিনি নামাজে জানাজায় ইমামতি করেন।[১৫৮]

২৭. হযরত মুহাম্মদ শারবীনি (র.) (৯২৭ হি.)

হযরত মুহাম্মদ শারবীনি (র.) মিশরের কাশফ ও কারামাত বিশিষ্ট একজন অলিয়ে কামেল ছিলেন। ইমাম শা'রানী (র.) বলেন– উক্ত বুজুর্গের সন্তান আহমদ কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে দূর্বল হয়ে মৃত্যু শয্যায় উপণিত হয় এবং হযরত আজরাইল (আ.) রূহ কবজ করার জন্য উপস্থিত হয়। হযরত তখন আজরাইল (আ.) কে বলেন– আপনি ফিরে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা থেকে জেনে আসুন যে, আহমদের মৃত্যু রহিত হয়ে গিয়েছে। অতপর হযরত আজরাইল (আ.) ফেরত যান এবং আহমদ এর পরে আরো ত্রিশ বছর যাবত জীবিত ছিল।[১৫৯]

২৮. হযরত তকী উদ্দিন ইবনে দকীকুল ঈদ (র.)

তাঁতারীরা বাগদাদ ধ্বংস করার পর সিরিয়া আক্রমণের পরিকল্পনা করলে সিরিয়ার সুলতান আলেমগণকে একত্রিত হয়ে খতমে বুখারী পড়ার আদেশ দেন। উলামায়ে কেরাম খতমে বুখারী আরম্ভ করেন। জুমার দিন শেষ করে দোয়ার জন্য একাংশ রেখে দেন। জুমার

---

১৫৮. মুফতি জালাল উদ্দিন আহমদ আমজাদী, বুযুঁর্গোকে আক্বীদে উর্দূ, পৃ. ৩১০
১৫৯ . আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০ হি.) জামে কারামাতে আউলিয়া, উর্দু, পৃঃ ৭৩৬

দিন আসার আগেই শেখ তকীউদ্দিন ইবনে দকীকুল ঈদ (র.) জামে মসজিদে এসে উপস্থিত উলমাগণের কাছে জানতে চান যে খতমে বুখারী শেষ হয়েছে কিনা? উত্তরে তারা বলেন– একদিনের অংশ বাকী আছে। আমরা চাই যে, ওটা জুমার দিন শেষ করবো। তিনি বলেন সমস্যা সমাধান হয়ে গিয়েছে। গতকাল আসরের সময় তাতারী সৈন্যদল পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছে। মুসলমানরা অমুক ময়দানে, অমুক গ্রামের নিকটে বেশ আনন্দে উৎফুল্লে আছে। লোকেরা জিজ্ঞেস করে, এই খবরটি কি আমরা প্রচার করবো? তিনি বলেন হ্যাঁ, প্রচার করে দাও। কিছুদিন পর সুলতান ডাক মারফত ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে জ্ঞাত হন।[১৬০]

২৯. হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) (১১৭৬ হি.)

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) আনফাসুল আরেফীন গ্রন্থের ৯৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, তাঁর পিতা হযরত শাহ আবদুর রহিম (র.) বলেন, একদিন আসরের সময় আমি মুরাকাবায় ছিলাম। আমি নিজ এবং সৃষ্টির সবকিছু থেকে আত্মভোলা হয়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়েছিলাম। এই সময় আমার জন্য চল্লিশ হাজার বছর সময় উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছিল। আর এই চল্লিশ হাজার বছরের প্রারম্ভ থেকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত জন্ম গ্রহণকারী যাবতীয় সৃষ্টির অবস্থা ও আলামত আমার সামনে প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে।[১৬১]

৩০. শেখ মুকারেম (র.)

শেখ মুকারেম (র.) ছিলেন ইরাকের একজন প্রখ্যাত সাহেবে কারামাত ও উচুঁ মানের অলী। তিনি শেখ আলী ইবনে হাইতি (র.)'র শিষ্য ছিলেন। বর্ণনাকারী আবুল মাজিদ বলেন- একদা আমি শেখ মুকারেম (র.)'র ঘরে ছিলাম। আমার মনে আগ্রহ জন্মাল যে, আমি শেখের একটি কারামাত দেখবো। তখন শেখ আমার দিকে তাকিয়ে মৃদ হেসে বললেন, অচিরেই আমাদের নিকট পাঁচজন ব্যক্তি আগমণ করবে। তম্মধ্যে একজন হবে আজমী। যার গায়ের রং হবে লাল ও সাদা। তার মুখের ডানপাশে একটি দাগ আছে। তার বয়স মাত্র নয়বছর বাকী আছে। তাঁকে জঙ্গলে বাঘে আক্রমণ করবে সেখানেই তার মৃত্যু হবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি ইরাকের অধিবাসী সাদা ও লাল বর্ণের হবে। তার উভয় চোখ অন্ধও দুই পা লেংড়া। আমাদের কাছে এক মাস অবস্থান করে মৃত্যুবরণ করবে।

তৃতীয় ব্যক্তি মিশরী। গায়ের রং গমের ন্যায়। তার বাম হাতের আঙ্গুল ছয়টি। তার বাম রানে তীরের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে যা বিশ বছর পূর্বে লেগেছিল। সে বিশ বছর পর হিন্দুস্থানের মাটিতে ব্যবসায়ী হয়ে মৃত্যুবরণ করবে।

চতুর্থ ব্যক্তি হল শামী। গায়ের রং গমের ন্যায়। তার আঙ্গুলসমূহ বড় মজবুত। সাত বছর তিন মাস সাত দিন পর হারীম নামক স্থানে তোমার ঘরের দরজায় ইন্তেকাল করবে।

---

[১৬০]. শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী, বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, উর্দু, পৃ: ২২৬

[১৬১]. মুফতি জালাল উদ্দিন আহমদ আমজাদী (র.) বুজুঁর্গোকে আকীদে, উর্দু, পৃ: ২৩৯

www.almodinah.com

আর পঞ্চম ব্যক্তি ইয়েমেনী। সে শুভ্র রঙের নাসারা তথা খৃষ্টান। তার কাপড়ের নিচে 'যুন্নার' (এক জাতীয় সূতা বা শিকল যা গলায় পরিধান করে হিন্দু ও খৃষ্টানরা) গোপন করে রেখেছে। নিজের দেশ থেকে তিন বছর পূর্বে বের হয়েছে। সে যে কাফের এ কথা আজ পর্যন্ত কাউকে বলেনি। সে মুসলমানদের পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে ঘুরছে যে, কে তার এই গোপন অবস্থা বলতে পারে?

আজমী ব্যক্তিটি ভুনা গোশত চাইবে, ইরাকী ভাতের সাথে মুরগী, মিশরী মধু ও ঘি, শামী সিরিয়ার সেব আর ইয়েমেনী ভাজা ডিম চাইবে। তারা একে অপরের আকাঙ্খিত বস্তু চাইবে না। অচিরেই আমার কাছে তাদের চাহিদা মোতাবেক রিযিক নিয়ে মেহমানদারী করার জন্য জনৈক ব্যক্তি আসবে। আলহামদুলিল্লাহ (সমস্ত প্রসংশা আল্লাহর জন্য)।

বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর শপথ! অল্প কিছুক্ষণ পরেই এমন পাঁচজন ব্যক্তি আগমণ করল যাদের সম্পর্কে শেখ বলেছিলেন। তাদের অবস্থা শেখের বর্ণনার বিন্দুমাত্র বেশ-কম ছিলনা।

আমি মিশরী ব্যক্তিকে তার রানের আঘাতের কথা জিজ্ঞেস করলে সে এমন প্রশ্নে অবাক হয়ে গেল এবং উত্তরে বলল, এই যখম বিশ বছর আগে লেগেছিল।

অতপর একজন ব্যক্তি ওদের চাহিদা মোতাবেক খাবার নিয়ে শেখের সামনে পেশ করল। শেখের আদেশে প্রত্যেকের চাহিদা অনুযায়ী খাবার তাদের সামনে রাখা হল। শেখ তাদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের চাহিদা অনুযায়ী খাবার খাও। তারা সবাই অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

যখন তাদের জ্ঞান ফিরে এলো তখন ইয়েমেনী ব্যক্তি শেখের নিকট আরজ করল যে, হে আমার সরদার। যে ব্যক্তি মাখুলকের অন্তরের রহস্য সম্পর্কে অবহিত হন তার পরিচয় কি? উত্তরে তিনি বলেন, এমন ব্যক্তির পরিচয় হল তুমি যে খৃষ্টান এবং তোমার কাপড়ের নিচে লুকিয়ে রাখা 'যুন্নার' সম্পর্কেও সে খবর রাখেন।

একথা শুনে লোকটি চিৎকার দিয়ে উঠে শেখের সামনে এসে মুসলমান হয়ে গেল। তিনি লোকটিকে বললেন- যে সব মাশায়েখ তোমাকে ইতিপূর্বে দেখেছিলেন তারা তোমাকে চিনেছে। অর্থাৎ তুমি যে খৃষ্টান তা তারা জানতেন। কিন্তু তারা এও জানতেন যে, তোমার ইসলাম গ্রহণ আমার হাতে নির্ধারিত। এ কারণেই তারা তোমার সাথে কথা বলেননি এবং তোমার রহস্য প্রকাশ করেন নি।

বর্ণনাকারী বলেন, ঠিক যেভাবে শেখ বলেছেন সেভাবেই তাদের মৃত্যু সংঘটিত হয়েছিল। ইরাকী ব্যক্তি শেখের নিকট একমাস থেকে ইন্তেকাল করে। আমি নিজেই তার নামাজে জানাযা পড়েছি। আর শামী ব্যক্তি আমাদের নিকটে হারীম নামক স্থানে আমার ঘরের দরজায় এসে মৃত্যুবরণ করেছে। আমাকে কে যেন ডাক দিলে আমি ঘর থেকে বের

www.ahlesunnahbd.com

হয়ে দেখি যে শামী বন্ধু। শেখের ভবিষ্যৎ বাণী মতে সাত বছর তিন মাস সাত দিন পর তার ইন্তেকাল হল।[১৬২]

৩১. হযরত শাহ চান্দ আউলিয়া (র.)

হযরত শাহ চান্দ আউলিয়া (র.) দিল্লী অবস্থান কালে সেখানকার এক ধনাঢ্য ব্যক্তির কন্যা আদিনা বিবি বিবাহের উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বিবাহ হচ্ছে না। হযরত শাহ চান্দ আউলিয়ার কাশফ কারামত সম্পর্কে অবগত হয়ে আদিনা বিবি তাঁর নিকট গিয়ে বিবাহের জন্য দোয়া প্রার্থনা করেন।

হযরত শাহ চান্দ আউলিয়া (র.) কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে লৌহ মাহফুজে দেখেন যে, মেয়েটির তকদীরে বিবাহ নেই। অতপর চোখ খুলে তিনি নীরব রইলেন। হযরতের নীরবতা দেখে আদিনা বললেন, আপনার কোন উত্তর না পেয়ে বুঝলাম আমার বিবাহ হবেনা। হুজুর! আমার বিবাহ যদি না হয় তাহলে আপনিই আমাকে বিবাহ করবেন। মেয়েটিকে এরূপ নাছোড় বান্দা দেখে তিনি বললেন, তুমি আগামী কাল এসো। কিন্তু আগামীকাল আসার আগেই তিনি দিল্লী ত্যাগ করে বাংলার দিকে গমন করেন।[১৬৩]

৩২. হযরত আখনু শাহ (র.)

হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (র.) বাল্যকাল থেকেই অলী দরবেশের সান্নিধ্যে থাকার আগ্রহী ছিলেন। একদা কয়েকজন ভক্ত অনুরক্ত নিয়ে তৎকালীন প্রখ্যাত কামেল সাধক পুরুষ হযরত আবদুর গফুর আখনু শাহ (র.) এর দরবারে গমন করেন। হযরত আখনু (র.) এর দরবার শরীফ লোকে লোকারণ্য প্রচণ্ড ভীড় দিবারাত্রি প্রচুর লোকের সমাগম। জিকরে এলাহীর উচ্চস্বরে, দরবারে অসংখ্য জনতার ভীড়ে অল্প বয়স্ক ছোট্ট বালক খাজা চৌহরভী (র.) হযরত আখনু সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারছিলেন না। তবে বয়সে ছোট হলে কি হবে গুণে মানে সমৃদ্ধ গুপ্ত রহস্যাবলীর অন্তর দ্রষ্টা। অসংখ্য গুণাবলীর আধার হযরত চৌহরভী (র.) এর সার্বিক অবস্থা তো আর হযরত আখনু (র.) এর নিকট অজানা ছিলনা। চাশতের নামাজ সমাপনান্তে হযরত আখনু সাহেব (র.) দরবারে নিয়োজিত খাদেমকে নির্দেশ দিলেন যে, আবদুর রহমান নামক লোকটিকে খুঁজে আন। খাদেম এই ঘোষণা দিলে উপস্থিত যত আবদুর রহমান ছিল সবাই দৌড়ে গিয়ে হযরত আখনু শাহ (র.) এর সামনে উপস্থিত হয়। কিন্তু হযরত চৌহরভী (র.) যাননি। সঙ্গী সাথীরা বললেন আপনার নামও তো আবদুর রহমান, আপনি যাচ্ছেন না কেন? উত্তরে তিনি বলেন, অনেক আবদুর রহমান তো গিয়েছে আমি না গেলেই বা কি? কিন্তু হযরত আখনু শাহ (র.) তার কাঙ্খিত আবদুর রহমানকে না দেখে পুনরায় খাদেমকে বললেন, হাজরা জিলা থেকে আগত একজন অল্প বয়সী বালক আবদুর রহমানকে খুঁজে নিয়ে এসো। খাদেম বাইরে এসে হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (র.) কে খুঁজে বের করে হযরত আখনু শাহ (র.) এর কাছে

---

১৬২. আবুল হাসান শাতনূফী (র.) (৭১৩ হি.) বাহ্জাতুল আসরার, উর্দু, পৃ. ৫৮৯

১৬৩ . ছৈয়্যদ মুহাম্মদ হামিদুল হক, হযরত শাহ চান্দ আউলিয়া ইয়ামনী (র.), পৃঃ ৮৩

নিয়ে যায়। তিনি হযরত চৌহরভী (র.) কে দেখা মাত্রই বলে উঠলেন– দাগাদি, দাগাদি, দাগাদি। অর্থাৎ আমি যে আবদুর রহমানের খোঁজ করছিলাম ইনিই তিনি, ইনিই তিনি, ইনিই তিনি। হযরত আখনু (র.) তাঁকে দোয়া করলেন এবং বললেন, আপনি চলে যান এবং আপনার নির্দিষ্ট চিল্লাস্থানে সাধনা করুন। আপনার পীর সাহেব কাশ্মীর থেকে এসে আপনাকে বায়আত করাবেন। কামেল পীরের সন্ধানে কত বড় বড় সাধক দরবেশ দেশে বিদেশে যুগ যুগ ধরে ঘুরে বেড়ায় পক্ষান্তরে হযরত চৌহরভী (র.) কে স্বয়ং পীর ঘরে এসে বায়আত করাবেন।

তিনি হযরত আখনু শাহ (র.) এর কথা মতে অতীব আদবের সাথে বিদায় নিয়ে স্বগৃহে ফিরে এসে সাধনায় লিপ্ত হন। একদিন কাশ্মীর নিবাসী প্রখ্যাত অলীয়ে কামেল হযরত এয়াকুব শাহ (র.) হাজরা জিলার চৌহর শরীফে এসে স্থানীয় জনসাধারণের নিকট জিজ্ঞেস করেন যে, এই এলাকায় আবদুর রহমান নামক অল্প বয়স্ক কোন বালক আছেন কিনা? স্থানীয় লোকেরা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে হযরত চৌহরভী (র.) এর হুযরার দিকে রওয়ানা হলেন। এদিকে খাজা চৌহরভী (র.) আগন্তুক কামেল অলীর সংবাদ পেয়ে এগিয়ে এসে নিজের ভাবী মোর্শেদকে অভ্যার্থনা দিয়ে সসম্মানে স্বীয় চিল্লাস্থল এবাদত খানায় নিয়ে গেলেন। আর সেখানে তিনি খাজা চৌহরভী (র.) কে বায়আত করান।[১৬৪]

৩৩. হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (র.) (১৩৪২ হি.)

হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (র.) বলেন– একদিন এক জায়গায় বসে আছি। এমন সময় একজন লোক এসে গোসল করল। তার গোসল করা শেষ হলে, তাকে ডেকে বললাম, তুমি যেনা করেছ। লোকটি প্রথমে এ কথা অস্বীকার করল। কিন্তু আমি তাকে কঠোর ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে সে তার পাপের কথা স্বীকার করে মাফ চাইতে শুরু করল। আমি মনে মনে চিন্তা করলাম যে, আল্লাহ তায়ালা বান্দার জঘন্য গোনাহ দেখেও গোপন রাখেন আর আমি কাশফ এর অধিকারী হয়ে আল্লাহর বান্দার দোষক্রুটি প্রকাশ করে দিচ্ছি। ঐদিন হতেই আমি কাশফ হতে তাওবা করলাম।[১৬৫]

৩৪.সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (র.) (১৪১৩ হি.)

একবার হযরত সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (র.) একটি দ্বীনি জলসার প্রোগ্রামে চট্টগ্রাম উত্তর জেলার হাটহাজারী সড়ক দিয়ে সফরে যাচ্ছিলেন। যাত্রাপথে হাটহাজারী সড়ক পার্শ্বে রয়েছে ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা গাজী আজিজুল হক শেরে বাংলা আল কাদেরী (র.) এর মাজার শরীফ। মাজারের পাশ দিয়ে গমনের সময় আউলিয়ায়ে কেরামের সম্মান প্রদর্শনার্থে তাঁদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করা আদবের লক্ষণ। এ প্রচলিত রীতির যথার্থ অনুসরণে যানবাহন চালকরা যাত্রাপথে গাড়ী শ্লো করে থাকে। হুজুর কেবলাকে বহনকারী গাড়ীর চালকও হযরত শেরে বাংলার মাজারের পাশ দিয়ে অতিক্রম কালে গাড়ী শ্লো করতে চাইলে সামনের আসনে উপবিষ্ট হুজুর কেবলা বললেন, জরুরী নেহি, অর্থাৎ থামানোর প্রয়োজন নাই। বহনকারী গাড়ী যথাসময়ে যথাস্থানে পৌঁছে গেল। সকলের মনে গুঞ্জন

---

১৬৪. মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, সুন্নীয়তের পঞ্চ রত্ন, পৃঃ ৮৩

১৬৫. এম. সেলিম খান চাটগামী, পথের দিশা দেখালেন যাঁরা, পৃঃ ৩১

কল্পনা। নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হলো অন্তরে। হুজুর কেবলা চালককে কেন নিষেধ করলেন কারো পক্ষে এর মর্ম বুঝা সম্ভব হয়নি। প্রোগ্রাম শেষে একই সড়ক দিয়ে হুজুর কেবলা ফিরার পথে চালককে গাড়ী থামাতে বললেন। গাড়ী হতে নেমে ভক্ত অনুরক্তরা হুজুর কেবলার সাথে যিয়ারত করলেন। যিয়ারত শেষে চট্টগ্রাম শহরে এসে পৌঁছলেন। শহরে আসার পর হুজুরের প্রিয় শিষ্যদের কয়েকজন যাবার সময় নিষেধ করা আবার আসার পথে জিয়ারত করার হাকীকত জানতে চাইলে হুজুর বললেন, আমাদের যাবার সময় আল্লামা শেরে বাংলা (র.) মাজার শরীফে নিদ্রারত ছিলেন বিধায় যাত্রাকালে তাঁর সাথে দেখা করিনি। কিন্তু আসার সয়ম দেখতে পেলাম তিনি জাগ্রত। তাই তাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য যিয়ারত করছিলাম।[১৬৬]

৩৫. হযরত বিসমিল্লাহ শাহ (র.) (১৯৭৬ খৃ.)

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া নিবাসী হযরত বিসমিল্লাহ শাহ (র.) একজন কারামত সম্পন্ন অলী ছিলেন। রাউজান থানার অন্তর্গত গশ্চি নিবাসী জনৈক ব্যক্তি একদা মাটি খুঁড়ে ১৩০০ টাকা সঞ্চয় হিসেবে পুতে রাখেন। কিছুদিন পর তিনি গর্ত খুঁড়ে দেখলেন তার টাকা সেখানে নেই। কেউ তা চুরি করেছে। কোন উপায় না দেখে তিনি বহু বৈদ্যের কাছে ধরণা দিলেন কিন্তু কেউ তার টাকার হদিস দিতে পারল না। পরিশেষে আল্লামা হাফেজ সৈয়দ বিসমিল্লাহ শাহ নঈমী (র.) এর কাছে আসলেন এবং আরজ করলেন, হুজুর! আমি ১৩০০ টাকা মাটি খুঁড়ে একটি গর্তে লুকিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু কিছুদিন পর তা আর পাচ্ছি না। একথা মুখ থেকে বের করার সাথে সাথে বিসমিল্লাহ শাহ (র.) বলে উঠলেন। তোমার চাচত ভাই এই টাকা নিয়েছে। কোন চিন্তা ভাবনা বা ইস্তাখারা ছাড়া এই কথা বলাতে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা হুজুরের বড় সাহেবজাদা সৈয়দ ফতহুল কাদির মানুষটিকে একপাশে ডেকে নিয়ে বললেন, হঠাৎ এভাবে বলাতে আমি বিস্ময় প্রকাশ করছি। যদি এরকম না হয় তাহলে আপনাদের মধ্যে মারামারিও লেগে যেতে পারে। এদিকে বিসমিল্লাহ শাহ (র.) আবার উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন, তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ীতে যাও, তোমার চাচাত ভাই শহরে চলে যাচ্ছে। এখন গেলে টাকাগুলো পাবে। এতে উভয়েই আশ্চর্য হলেন। দেরী না করে ঐ ব্যক্তি বাড়ীতে গিয়ে দেখেন তার চাচাত ভাই সত্যি সত্যিই শহরে চলে যাচ্ছে। পরে তার চাচাত ভাইকে সহ হুজুরের দরবারে নিয়ে আসলেন এবং টাকা নেওয়ার কথা স্বীকার করলেন।[১৬৭]

www.almodina.com

---

[১৬৬]. মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, সুন্নীয়তের পঞ্চরত্ন, পৃঃ ২২৮

[১৬৭]. মাওলানা মুহাম্মদ ওমর ফারুক, রাহাতিয়া দরবার, পৃঃ ১২৩

একই সময়ে একাধিক স্থানে অবস্থান

০১. হযরত হাসান বসরী (র.), (১১০ হি.)

প্রসিদ্ধ আছে যে, হযরত আবু আমর (র.) কুরআনের শিক্ষা দিতেন। একদা তাঁর কাছে একজন সুন্দর ছেলে কুরআন শিক্ষার জন্য আসলে তিনি তার প্রতি খারাপ দৃষ্টিতে দেখামাত্র পূর্ণ কুরআন ভুলে গেলেন। ভয়ে ভীত হয়ে তিনি হযরত হাসান বসরী (র.) এর নিকট গিয়ে আদ্যপান্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি আদেশ দিলেন যে, হজ্বের মওসুম সামনে। প্রথমে হজ্ব আদায় কর তারপর মসজিদে খাইফ যাবে। সেখানে মসজিদের মেহরাবে একজন মকবুল বান্দা দেখবে। তিনি ইবাদত থেকে অবসর নিলে তাঁর কাছে দোয়া চাইবে। আবু আমর বলেন– আমি যখন মসজিদে পৌঁছি সেখানে অনেক লোকের সমাগম ছিল। কিছুক্ষণ পর একজন বুজুর্গ ব্যক্তি আগমন করলে সকলেই তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যায়। লোকেরা চলে যাওয়ার পর যখন তিনি একাকী রয়ে গেলেন তখন আমি পুরো ঘটনা তাঁকে বর্ণনা করলাম। অতপর তাঁর দোয়ার বরকতে পুনরায় আমার কুরআন স্মরণ হয়ে গেল। খুশীতে আত্মহারা হয়ে তাঁর কদমবুচী করলে তিনি জিজ্ঞেস করেন– আমার ঠিকানা তোমাকে কে দিয়েছে? আমি বললাম হযরত হাসান বসরী (র.)। এ কথা শুনে তিনি বলেন, হাসান বসরী আমাকে লজ্জিত করেছেন আমিও তাঁর রহস্য ফাঁস করে দেবো। তিনি বলেন, শুন, যে বুজুর্গ ব্যক্তি এখানে জোহরের সময় ছিল তিনি হলেন হাসান বসরী। তিনি প্রতিদিন জোহরের সময় এখানে এসে আমার সাথে কথোপকথন করে আসরের সময় বসরায় পৌঁছে যান। এমন হাসান বসরী যার পথপ্রদর্শক হবেন তার আর অন্য কারো প্রয়োজন হবে না।[১৬৮]

০২. হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.) (২৬১ হি.)

হযরত আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (র.) একবার মাহফিল উপলক্ষে ষোলশহর বায়েজীদ বোস্তামী রোড দিয়ে যাচ্ছিলেন। সুলতানুল আরেফীন হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র.) এর পবিত্র দরগাহ নাসিরাবাদ আস্তানা শরীফের সম্মুখে যখন উপনীত হলেন তখন তিনি চিন্তা করলেন হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র.)'র মাজার শরীফ তো ইরানের বোস্তাম শহরে এখানে তিনি মওজুদ আছেন কিনা? অতপর তিনি ইতস্ততা সত্ত্বেও দোদুল্যমান অবস্থায় জেয়ারতের মানসে আস্তানা শরীফে প্রবেশ করলেন। সোবহানাল্লাহ! হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র.) এর সাথে স্বশরীরে তাঁর সাক্ষাত লাভ ঘটল। মহান আল্লাহ পাকের কুদরতে আউলিয়ায়ে কেরাম ইন্তেকালের পরেও স্বশরীরে জীবিত এবং একই সময়ে বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান ও বিচরণ করতে পারেন। তাছাড়া আউলিয়ায়ে কেরাম আল্লাহ তায়ালার কুদরতে মানুষের অন্তরের খবর সম্পর্কে ও অবগত হন। হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র.) মোলাকাতের পর আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (র.) কে প্রশ্ন করলেন। আপনি একজন শরীয়তের এতবড় আলেম হওয়া সত্ত্বেও কিরূপে ভাবলেন আমি এখানে উপস্থিত আছি কিনা। আমার মাজার শরীফ যদিও বা

---

[১৬৮] . শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র.) (৬৩৭ হি.), তাযকিরাতুল আউলিয়া, উর্দু, পৃ: ১৫

ইরানের বোস্তাম শহরে কিন্তু আমার বেশীর ভাগ ভক্ত ও অনুরক্ত এখানে থাকার কারণে আমি অধিকাংশ সময় এখানেই অবস্থান করি। তাই তিনি তাঁর রচিত 'দিওয়ানে আজিজে' উল্লেখ করেছেন-

"মাদফান অউগারছ গোশতা দরমিয়ানে বোস্তাম

হাওয়া বগাহেশ গোশত একনুন দরমিয়ানে চাটগাম।"

অর্থাৎ "যদিও হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র.) এর দাফনস্থল বোস্তামের মধ্যে কিন্তু বর্তমানে তাঁর আরামগাহ চট্টগ্রামের জমিনে"।[১৬৯]

০৩. হযরত আবুল হাসান খারকানী (র.) (৪৩৫ হি.)

হযরত আবুল হাসান খারকানী (র.) এর জনৈক মুরীদ লেবনান পাহাড়ে গিয়ে কুতুবে আলম এর সাথে সাক্ষাত করার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি দেন। মুরীদ কূহে লেবনান এ পৌঁছে দেখেন এক জানাযা উপস্থিত, সবাই অপেক্ষমান। সে জিজ্ঞেস করল জানাযা রেখে অপেক্ষা কার জন্য? তারা বলল– এখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ইমামতি করার জন্য কুতুবে আলম তাশরীফ আনেন। আমরা তাঁর অপেক্ষায় আছি। একথা শুনে অচিরেই কুতুবে আলমের সাথে সাক্ষাতের সুযোগের কথা ভেবে সে সীমাহীন আনন্দিত হয়। ক্ষণিক পরেই লোকেরা জানাযার জন্য কাতার বন্দী হয়ে গেল এবং নামাজে জানাযা আরম্ভ হল। কিন্তু সে ইমাম সাহেবকে দেখে নিশ্চিত হলো যে, জানাযার ইমাম স্বয়ং তাঁর মুরশিদ হযরত আবুল হাসান খারকানী (র.)। তাঁকে দেখে ভয়ে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। জ্ঞান ফিরে আসার পর দেখে যে, লাশ দাফন হয়েছে কিন্তু মুরশিদ কোথাও নেই। তারপর মুরীদ মনের দৃঢ়তার জন্য লোকদের কাছে ইমাম সাহেবের নাম জানতে চাইলে তারা বলে ইনিই তো কুতুবুল আলম হযরত আবুল হাসান খারকানী। তিনি পুনরায় নামাজের সময় এখানে আসবেন। মুরীদ নামাজের অপেক্ষায় রয়েছে। নামাজের সময় হলে নামাজ শেষে মুরীদ অগ্রসর হয়ে সালাম করে দামন ধরে ফেলে কিন্তু ভয়ে মুখে এক বাক্যও উচ্চারণ করেনি। অতপর তিনি তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে যেতে বলেন-তুমি এখানে যা দেখেছ কখনো কাউকে বলবে না। কারণ আল্লাহর সাথে আমার সন্ধি হয়েছে যে, আমাকে যেন সৃষ্টির দৃষ্টি থেকে গোপন রাখে। শুধু হযরত বায়েজিদ (র.) ছাড়া যেন কেউ আমার মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত না হয়। আর বায়েজিদ বুস্তামী (র.) হলেন মৃত্যুর পরেও জীবিত।[১৭০]

০৪. হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি.)

একদা রমজান মাসে গাউসে পাকের মুরীদগণ তাঁকে ইফতার করানোর আশা করেন। সত্তর জন মুরীদ হুজুর গাউসে পাককে একই দিনে ইফতারের জন্য তাদের নিজ নিজ বাড়ীতে দাওয়াত করেন। তিনি সকলের দাওয়াত কবুল করেন। এ অবস্থা দেখে

---

[১৬৯]. ডা. সৈয়দ সফিউল আলম, আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (র.) পৃঃ ১৩৬

[১৭০]. শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র.), (৬৩৭ হি.), তাযকেরাতুল আউলিয়া, উর্দু, পৃঃ ৩০৮

www.almizan.com

প্রত্যেকেরই মনে প্রশ্ন দেখা দিল ইফতার তো মাত্র একবারেই করা যায়। অথচ তিনি সকলের ইফতারের দাওয়াত নিয়েছেন। সকলেই সংশয় নিয়ে ইফতারের ব্যবস্থা করলেন।

হযরত গাউসে পাক সেদিন আবদালিয়তের অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করলেন। অর্থাৎ একই সময় বিভিন্ন বাড়িতে তিনি হাজির হলেন এবং ইফতার করলেন। প্রত্যেকেই ধারণা করলেন একমাত্র তার বাড়িতেই হুজুর মেহেরবাণী করে তাশরীফ এনেছেন এবং ইফতার করেছেন। অন্যদের বাড়িতে যেতে পারেন নি। পরদিন দাওয়াতকারী মুরীদগণ একত্রিত হয়ে তাদের একজন বললেন– হুজুর আমাকে ধন্য করেছেন। অন্যজন বললেন অসম্ভব। হুজুর তো আমার বাড়িতে ইফতার করেছেন। এভাবে সত্তর জনই নিজ বাড়িতে গাউসে পাকের গমণ ও ইফতারের দাবী করলেন। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হলো হুজুরের নিজ বাবুর্চী বললেনঃ না, হুজুর তো নিজ ঘরেই ইফতার করেছেন আমাদেরকে সাথে নিয়ে। এভাবে তারা বলাবলি করতে লাগলো যে, গাউসে পাক তো একজন। এত জায়গায় কী করে গেলেন। তাদের কথা শুনে গাউসে পাক বললেন তোমরা ঝগড়া বাদ দাও এবং ঐ গাছটির দিকে তাকাও। সকলে গাছটির দিকে নজর করে দেখেন গাছের প্রত্যেক পাতায় পাতায় এক একজন গাউসে পাক বসা। হযরত গাউসে পাক বললেন এখানে যেভাবে, তোমাদের ওখানেও সেভাবে।[১৭১]

০৫. খাজা মঈনউদ্দিন চিশতি (র.) (৬৩২ হি.)

হযরত কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.) বলেন, হযরত খাজা মঈন উদ্দিন চিশতি (র.) প্রতিবছর আজমীর থেকে খানায়ে কা'বায় যেতেন। কিন্তু যখন তিনি কামালিয়াতের উচ্চ শিখরে পৌঁছেন তখন হাজীরা হজ্ব করতে গিয়ে সেখানে গরীবে নাওয়াজকে দেখতেন অথচ তিনি স্বীয় ঘরে অবস্থানরত থাকতেন। পরে জানা গেল যে, তিনি প্রতিরাতে খানায়ে কা'বায় গিয়ে রাত্রি যাপন করে সকালে নিজ ঘরে ফজরের নামাজ জামাতে আদায় করতেন।[১৭২]

০৬. হযরত গরীবে নেওয়াজ খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (র.) এর পবিত্র দেহ মোবারক একস্থানে অবস্থিত দেখা গেলেও রূহানী শক্তি বলে তিনি একই সময়ে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে পরিভ্রমণ করতে পারতেন। আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন অলী আল্লাহগণের জন্য এ ধরনের অস্বাভাবিক কার্যকলাপ সভাবত:ই সত্য ও সহজ।

একদা আজমীরের কতিপয় ধর্মপ্রাণ লোক পবিত্র হজ্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ গমণ করেন। পবিত্র কা'বা ঘর প্রদক্ষিণের সময় খাজা সাহেব (র.)কে তাদের সাথে তাওয়াফ করতে দেখেন। তাওয়াফ কালে দুনিয়াবী কথা বলা নিষেধ বলে তারা তার সাথে কথা বলতে পারেনি। তবে খাজা সাহেবের তালবিয়া ও দোয়া পাঠ তারা নিজের কানে শুনেছে। হজ্বের বাকী হুকুম আহকাম পালনের সময় তারা খাজা সাহেবকে দেখতে পায়নি। এই আশ্চর্য ঘটনা দেখে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ল তারা।

---

[১৭১]. অধ্যক্ষ হাফেজ এম. এ. জলিল, কারামাতে গাউসুল আজম, বাংলা, পৃ: ৫৮

[১৭২]. কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.) (৬৩৩ হি.) ফাওয়ায়েদুস সালেকীন, উর্দু, পৃ: ২৬

অবশেষে হজ্ব সমাপনের পর আজমীর ফিরে এসে দেখেন খাজা সাহেব আজমীরেই আছেন। এ ব্যাপারে তাঁর খাদেমগণের নিকট জানতে চাইলে তারা বলল, এই বছর খাজা সাহেব হজ্ব করতে যাননি। এতে তারা আরো বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ল এবং বুঝতে পারল নিশ্চয় এটা তাঁর কারামত।[১৭৩]

০৭. হযরত শেখ জামাল উদ্দিন (র.)

হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.) হযরত শেখ জামাল উদ্দিন (র.) এর কারামাত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, জনৈক ব্যক্তি হজ্ব করে এসে তাঁকে বলল, হুজুর! আমি হজ্ব করেছি এবং তাওয়াফ করার সময় আপনি আমার পাশেই ছিলেন। শেখ সাহেব তাঁকে ধমক দিয়ে বললেন, হে অজ্ঞ! তুমি দরবেশদের গোপন রহস্য ফাঁস করতেছ কেন? চুপ থাক, খোদার দরবেশগণ তো অনাড়ম্বর পোষাক পরিচ্ছেদে থাকে। আর এটাতো তেমন বড় কিছু নয়, স্বয়ং কা'বা আমাদের নিকটে থাকে। যদি দরবেশ চায় তাহলে মুহুর্তের মধ্যে মাশরিক (পূর্ব প্রান্ত) থেকে মাগরিব (পশ্চিম প্রান্ত) পর্যন্ত দেখাতে পারে এবং পুনরায় আপন স্থানে চলে আসতে পারে। তিনি লোকটির হাত ধরে বললেন, চোখ বন্ধ কর। চোখ বন্ধ করা মাত্র শেখ সাহেবকে সহ তিনি নিজেকে কুহে কাপের (পাহাড়) দায়িত্ববান ফেরেশতার নিকট দেখতে পেল এবং মুহুর্তের মধ্যে আবার আপনস্থানে চলে আসল। শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.) আরো বলেন, নামাজের সময় তাঁকে কেউ দেখত না। নামাজের সময় আসলে তিনি অদৃশ্য হয়ে যেতেন। পরে জানা গেল যে, তিনি ঐ সময় খানায়ে কা'বায় অবস্থান করতেন এবং নামাজ আদায় করতেন।[১৭৪]

০৮. হযরত মুহাম্মদ শরবীনি (র.) (৯২৭ হি.)

হযরত মুহাম্মদ শরবীনি (র.) একজন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাহেবে কারামাত অলী ছিলেন। তিনি শূন্য থেকে প্রত্যেক প্রয়োজনীয় বস্তু সামগ্রী নিয়ে পরিবারের লোকদের দিতেন।

ইমাম শা'রানী (র.) বলেন, তাঁর আওলাদগণ দূর দূরান্তে বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করতো। তিনি একই সময় ঐসব দূর দূরান্ত এলাকায় স্বীয় আওলাদগণের কাছে যেতেন এবং তাদের প্রয়োজন পুরণ করতেন। প্রত্যেক এলাকার লোক মনে করতেন তিনি আমাদের সাথে বসবাস করতেছেন।

এরূপ স্থান পরিবর্তনের কারণে অনেক সময় ফুকাহায়ে কেরাম তাঁর বিরোদ্ধে জুমার নামাজ না পড়ার আপত্তি তুলেছেন। অথচ তারাই আবার দেখেছেন যে, তিনি মক্কা শরীফে জুমার নামাজ পড়তেছেন।[১৭৫]

---

[১৭৩] . আলহাজ্ব মাওলানা এ. কে. এম. ফজলুর রহমান মুন্সী, হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি (র.) পৃঃ ১৩৯

[১৭৪] . শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.) (৬৭০ হি.) রাহাতুল কুলুব, উর্দু, পৃঃ ৪৭

[১৭৫] . আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০ হি.), জামে কারামাতে আউলিয়া উর্দূ, পৃ. ৭৩৭

০৯. হযরত আজিজুল হক শেরে বাংলা (র.) (১৩৮৯ হি.)

হযরত শেরে বাংলা (র.) প্রতি বৎসর মাহবুবে সোবহানী অলিকুল শিরোমণি হযরত শাহ মোহছেন আউলিয়া (র.) এর পবিত্র বার্ষিক ওরশ মোবারকে প্রধান ওয়ায়েজ হিসাবে উপস্থিত থাকতেন। এক বছর তিনি ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার কারণে যোগদান করতে পারেন নি। তাই ভক্ত মুরিদান অনেকে সাক্ষাৎ করত: তাঁর এই অসুস্থ অবস্থা অবলোকন করে ওরশ শরীফে যাচ্ছিলেন। ওরশ শেষে পরদিন বাসে চড়ে যাওয়ার সময় বাসের মধ্যে কেউ কেউ কথা প্রসঙ্গে বলাবলি করতে লাগলেন, আমরা গতকাল ওরশ শরীফে কোন মতে এশারের নামাজে শরীক হতে পেরেছি এটাই আমাদের বড় সৌভাগ্য। কারণ শেরে বাংলা হুজুরের পিছনে দাঁড়িয়ে অন্যান্য বারের ন্যায় নামাজ আদায় করতে পারাটাই ছিল সন্তোষের বিষয়। তখন বাসের অপর কিছু লোকজন এ বক্তব্যের প্রতিবাদ করে উঠলেন। তারা বললেন, গতকাল মাগরীবের পর হুজুরকে ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত অবস্থায় কাজীর দেউড়ীস্থ বাসভবনে দেখে এলাম, আর আপনারা বলছেন হুজুর ওরশ মাহফিলে এশার নামাজে ইমামতি করেছেন। এটা কিভাবে সম্ভব? উক্ত বাসের চালক ছিলেন খন্দকিয়ার মরহুম জনাব বজল আহমদ ড্রাইভার। তিনি হুজুরের একজন ভক্ত ও আশেক ছিলেন। তিনি উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করে জানালেন, গতকাল কাজীর দেউড়ীস্থ বাসায় আমি নিজেই হুজুরকে অসুস্থ দেখে এসেছি। তিনি এই বির্তকের অবসান কল্পে বললেন, আজ আমি নির্দিষ্ট রোডে না গিয়ে হুজুরের বাসভবনের সন্নিকটস্থ রোড দিয়ে যাব এবং হুজুরের সাথে সাক্ষাত করিয়ে দেব। কথামত ড্রাইভার উভয় পক্ষকে হুজুরের বাসভবনে নিয়ে এলেন। তিনি সকলের সামনে বিষয়টি হুজুরকে অবগত করালেন। হুজুর উভয় পক্ষকে ক্ষান্ত করে উত্তর দিলেন। হ্যাঁ, উভয় পক্ষের সাক্ষ্য সত্য। কারণ আল্লাহর ইচ্ছায় এসব হয়ে থাকে। এবং তিনি এ ব্যাপারে আর বাড়াবাড়ি ও সমালোচনা না করার জন্য উভয় পক্ষকে পরামর্শ দিলেন। উভয়পক্ষ হুজুরের অসাধারণ আধ্যাত্মিক ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে শ্রদ্ধাবনত ও সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে আসলেন।[১৭৬]

www.almodina.com

---

[১৭৬]. ডা. সৈয়দ সফিউল আলম, আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (র.) পৃঃ ১৩৩

মুহূর্তে বহুদূরে যাওয়া-আসা

০১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.) (১৮১ হি.)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.) একদা হজ্বে যাওয়ার ইচ্ছে করেন। যিলহজ্ব মাস আরম্ভ হল। তিনি ভাবলেন– হয়ত আমি আরফাহ ময়দানে উপস্থিত হতে পারবো না। তবে আরফায় উপস্থিত হাজীদের ন্যায় কাজ করতেছেন যাতে সাওয়াব পাওয়া যায়। এমন সময় এক দুর্বল বৃদ্ধা কোমর বাঁকা করে হাতে লাঠি নিয়ে এসে বললেন– হে আবদুল্লাহ! সম্ভবতঃ তুমি হজ্বে যাওয়ার বড় ইচ্ছুক। তিনি হ্যাঁ বাচক উত্তর দেন। বুড়ি বলেন– আমাকে তোমার জন্য পাঠানো হয়েছে। আস আমার সাথে, তোমাকে মক্কায় পৌঁছে দেবো। তিনি ভাবলেন হজ্বের সময় মাত্র তিনদিন বাকী। এই অল্প সময়ে কিভাবে আমাকে এতদূর পৌঁছাবে। বৃদ্ধা বাতেনী ক্ষমতায় তাঁর অবস্থা বুঝে বলেন– আবদুল্লাহ! যেই ফজরের সুন্নাত আরফাহতে আদায় করে, ফরজ জীহুন নদীর উপর আদায় করে এবং সূর্য উদয়ের সময় মরুতে পৌঁছে যায় তুমি কি তার সাথে যেতে পারনা? তিনি আগ্রহের সহিত তাঁর সাথে চলতে লাগলেন। পথে কোন নদী আসলে তিনি চোখ বন্ধ করাতেন এবং আমাকে নিয়ে পথ অতিক্রম করতেন। যথাসময়ে আরাফাতে পৌঁছে যান এবং বৃদ্ধার সাথে হজ্বের যাবতীয় কার্যক্রম সমাপ্তি করার পর বৃদ্ধা বলেন– এসো, আমরা একটি গর্তে যাই, যেখানে আমার ছেলে ইবাদতে রত আছে। গুহায় গিয়ে দেখি ভিতরে হাল্কা পাতলা নুরানী এক সন্তান। সন্তান বলল, মা আপনি আমাকে দেখতে নিজে আসেন নি বরং আল্লাহ আপনাকে পাঠিয়েছেন আমার কাফন দাফনের জন্য। কেননা আমার সময় শেষ। অতপর সন্তান ইন্তেকাল করল। তাঁরা তাকে কাফন দাফন শেষ করলে বৃদ্ধা বললেন এখন তুমি যাও, আমি এখানেই থাকবো। আগামী বছর তুমি আমাকে আর পাবে না।[১৭৭]

০২. হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.) (২৬১ হি.)

একবার একটি কাফেলার সঙ্গে বায়েজিদ বোস্তামী (র.) হজ্বে যাচ্ছিলেন। ঐ কাফেলায় হযরত যুননূন মিশরীও ছিলেন। রাতে পথিমধ্যে এক মনজিলে অবস্থান করে পরদিন সকালে আবার যাত্রা করেন। কিছুদূর গিয়ে দেখেন কাফেলায় বায়েজিদ নেই। যুননূন মিশরী তাঁর এক মুরীদকে পাঠিয়ে বায়েজিদকে আনতে পাঠান। মুরীদ গিয়ে দেখেন বায়েজিদ জোহরের নামাজের জন্য অজু করতেছেন। মুরীদকে বলেন, তুমি ফিরে আসলে কেন? মুরীদ বলল, পীর যুননূন আপনাকে নিতে পাঠিয়েছেন আমাকে। তিনি বললেন, আমি একটু নামাজ পড়ে নিই তুমি অপেক্ষা কর। তিনি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নামাজে রত ছিলেন। এদিকে মুরীদ রাত হয়ে যাবার ভয়ে বিরক্ত হয়ে উঠল।

---

[১৭৭] . শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র.), (৬৩৭ হি.), তাযকেরাতুল আউলিয়া, উর্দু, পৃঃ ১০৭, উর্দু, পৃঃ ১৫৯ ও শাহ মুরাদ সুহরাওয়ার্দী, মাহফিলে আউলিয়া।

নামাজ শেষে বায়েজিদ বললেন, যুননূন সাহেব আমার জন্য যা করেছেন তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিও। তুমি চলে যাও, আমার চিন্তা করোনা, আমি একাই মক্কা পৌঁছবো আল্লাহর রহমতে। তোমার পীরকে কাফেলার সাথে চলে যেতে বলিও।

হ্যাঁ, তোমার তো অনেক বিলম্ব হয়ে গেল, কাফেলা বহুদূর অতিক্রম করেছে। তবে চিন্তা করোনা আমি ব্যবস্থা করতেছি। তুমি আল্লাহকে স্মরণ করে চোখ বন্ধ করে সামনের দিকে দু'বার পা বাড়াও। মুরীদ কথা মত বিসমিল্লাহ বলে দুচোখ বন্ধ করে প্রথমে ডান পা ফেলল তারপর বাম পা ফেলল। অতপর চোখ খুলে দেখল যে, সে পরবর্তী মনজিলে অবস্থানরত কাফেলার নিকট পৌঁছে গেছে। হযরত যুননূন মিশরী মুরীদ থেকে বায়েজিদের ঘটনা শুনে চিন্তিত হলেন এবং কাফেলা মক্কার পানে দ্রুত গতিতে চলে যথাসময়ে পৌঁছে যায়।

মক্কায় পৌঁছে হযরত যুননূন (র.) বায়তুল্লাহকে সালাম দেয়ার জন্য গিয়ে দেখেন হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.) আল্লাহর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন।[১৭৮]

০৩. হযরত মঈন উদ্দিন চিশতি (৬৩২ হি.) ও হামিদ উদ্দিন নাগুরী (র.) (৬৭৭ হি.)

হযরত নিযাম উদ্দিন উশী (র.) এর বয়স যখন পাঁচ বছরের কাছাকাছি হয় তখন তাঁর মা তাঁকে মকতবে ভর্তি করার ইচ্ছে করেন। ইত্যবসরে খাজা গরীবে নেওয়াজ উশে উপস্থিত হন। নিযাম উদ্দিন উশীর মা ছেলেকে নিয়ে হযরতের নিকট গিয়ে বলেন, আপনি আমার ছেলেকে বরকতের জন্য সবক দিন এবং কিছু লিখে দিন। খাজা গরীবে নেওয়াজ (র.) তখতে কিছু লিখে তাঁকে দিতে চাইলে অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসল যে, একটু ধৈর্য্য ধর, এই বাচ্চার তালীম দেওয়ার জন্য হামীদ উদ্দিন নাগুরী আসতেছেন। এদিকে নাগুরে কাজী সাহেবও অদৃশ্য থেকে আদিষ্ট হন যেন উশে গিয়ে নিযাম উদ্দিনকে সবক দেন। কাজী সাহেব এই আদেশ শুনে চোখ বন্ধ করে মুহূর্তে উশ পৌঁছে ঐ মজলিশে গিয়ে বলেন– বাবা! বল তোমার জন্য কি লিখে দেবো? তিনি বললেন سبحان الذي اسري بعبده ليلا من المسجد الحرام লিখে দিন। জিজ্ঞেস করেন এই আয়াত তো পনের পারার, তুমি কি আগে কারো কাছে পড়েছ? উত্তরে বলেন– কারো কাছে পড়িনি তবে আমার মা'র পনের পারা হেফজ ছিল। তিনি আমার সামানে তা পড়তেন আর আমি পাশে বসে শুনতাম। এভাবে আমারও মুখস্ত হয়ে গেল। তিনি মাত্র চার দিনে পুরো কুরআন খতম করেন।[১৭৯]

০৪. হযরত বিশর হাফী (র.)

বাগদাদে অলি বিদ্বেষী এক ব্যবসায়ী ছিল। একদিন জুমার নামাজ আদায়ের পর হযরত বিশর হাফী (র.) কে দেখে যে, তিনি নামাজ শেষ হওয়া মাত্র মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসেন। এটা দেখে ব্যবসায়ী মনে মনে বলতে লাগল যে, ইনি নিজেকে অলি বলে বেড়ায় অথচ মসজিদে মন বসেনা এবং নামাজ পড়া মাত্র মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেল। ব্যবসায়ী

---

১৭৮. কে, এম. জি. রহমান, হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.) পৃঃ ৬২
১৭৯. শাহ মুরাদ সুহরাওয়ার্দী, মাহফিলে আউলিয়া, উর্দু, পৃঃ ২৯২

www.ahlehaqbd.com

তাঁর পেছনে পেছনে গিয়ে দেখে তিনি দোকান থেকে রুটি কিনে শহরের বাইরে দ্রুত চলে যায়। ব্যবসায়ী এটা দেখে আরো ক্ষুদ্ধ হয়ে মনে মনে বলতে লাগল ইনি শুধু রুটির জন্য মসজিদ থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসেন। আর এই রুটি নিয়ে হয়তো কোন সবুজ জঙ্গলে গিয়ে খাবেন। ব্যবসায়ী মনস্থ করল যে, আমি তাঁর পিছু নেবো এবং যেখানে বসে রুটি খাবেন সেখানেই তাঁর সাথে কথা বলবো। আর জিজ্ঞেস করবো অলি কি এরকমই হয়? যিনি রুটির জন্য মসজিদ থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসেন? ব্যবসায়ী পিছে পিছে চলতে লাগল। এমনকি হযরত বিশর হাফী এক গ্রামে প্রবেশ করে এক মসজিদে তাশরীফ নেন। এই ব্যক্তিও মসজিদে গিয়ে দেখে মসজিদে এক অসুস্থ ব্যক্তি শুয়ে আছেন। হযরত বিশর হাফী তার মাথার দিকে বসে পড়েন এবং তাকে নিজের হাতে রুটি খাওয়ান। ব্যবসায়ী এই ঘটনা দেখে অবাক হয়। তারপর গ্রাম দেখার জন্য বাইরে এসে একটু পরে মসজিদে গিয়ে দেখে অসুস্থ লোকটি শুয়ে আছেন কিন্তু বিশর হাফী সেখানে নেই। সে অসুস্থ ব্যক্তির কাছে জিজ্ঞেস করে বিশর হাফী কোথায়? উত্তরে লোকটি বলেন– তিনি তো বাগদাদ চলে গিয়েছেন। ব্যবসায়ী জিজ্ঞেস করল বাদগাদ এখান থেকে কত দূর? তিনি বললেন চল্লিশ মাইল। ব্যবসায়ী ইন্নালিল্লাহ পড়ে চিন্তা করতে লাগল যে, আমি তো বড় বিপদে পড়ে গিয়েছি। তাঁর পিছে পিছে এতদূর এসে গিয়েছি। আশ্চর্য, আসতে এতটুকু অনুভব হলো না এখন ফিরে যাবো কিভাবে? তারপর জিজ্ঞেস করল যে, বিশর হাফী এখানে আবার কখন আসবেন? লোকটি বললেন– আগামী জুমার দিন। ব্যবসায়ী নিরুপায় হয়ে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত গ্রামে রয়ে গেল।

জুমার দিন ঠিক সময়ে তিনি তাশরীফ আনলে অসুস্থ লোকটি বললেন– হুজুর! এই লোকটি গত জুমায় আপনার পিছনে পিছনে বাগদাদ থেকে এসেছে এবং আট দিন যাবত এখানে পড়ে রয়েছে। হযরত বিশর রাগান্বিত হয়ে ব্যবসায়ীর দিকে দেখে বলেন তুমি কেন আমার পিছনে এসেছিলে? সে বলল আমার ভুল হয়েছিল। তিনি পুনরায় রাগান্বিত হয়ে বলেন উঠ, আমার পিছনে পিছনে এসো। অতপর উঠে হযরতের পিছে পিছে চলতে লাগল। কিছুক্ষণ পর সে বাগদাদে পৌঁছে যায়। তারপর বিশর হাফী তাকে বলেন– ঘরে যাও। ভবিষ্যতে এ ধরনের আচরণ করবেনা। ব্যবসায়ী আউলিয়ায়ে কেরামের প্রতি বিরোপ মনোভাব থেকে তাওবা করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে যায়।[১৮০]

০৫. হযরত হামিদ উদ্দিন নাগুরী (র.) (৬৭৭ হি.)

হযরত খাজা হামিদ উদ্দীন নাগুরী (র.) স্বীয় পীর মুর্শিদ হযরত খাজা মঈন উদ্দিন চিশতি (র.) এর মসজিদে (আজমীর শরীফে) ইমামতি করতেন। তিনি ইমামতির উদ্দেশ্যে প্রতিদিন নাগুর থেকে আজমীর শরীফ আসা যাওয়া করতেন। তাঁর দৈনন্দিন নিয়ম ছিল যে, সকালে ফজরের নামাজ পড়ায়ে কোন যানবাহন ছাড়া নাগুর চলে যেতেন, আবার জোহরের সময় একইভাবে আজমীর শরীফ এসে জোহরের নামাজ পড়াতেন। এশা নামাজের পর পুনরায় নাগুর গিয়ে সারারাত ইবাদত রিয়াজতে মগ্ন থাকতেন। অথচ আজমীর শরীফ থেকে নাগুরের দূরত্ব ১৬৫ কিলোমিটার।[১৮১]

---

[১৮০]. মাওলানা আবুন নূর বশীর, সাচ্ছি হেকায়াত, উর্দু, পৃ: ৭০

[১৮১]. মুফতী জালাল উদ্দিন আহমদ আমজাদী, বুজুর্গোঁকে আকীদে, উর্দু, পৃ. ১৭২

০৬. হযরত নিযাম উদ্দিন আউলিয়া (র.) (৭২৫ হি.)

মাহবুবে এলাহী হযরত নিযাম উদ্দিন আউলিয়া (র.) এর খ্যাতি যখন দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়লো তখন মক্কা শরীফে অবস্থানকারী কিছু কিছু লোক বলতে শুরু করলো যে, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হযরত কাবা শরীফে হজ্ব আদায় করছেন না কেন? হজ্বকে ফরজ মনে না করেই কি তিনি এতবড় ওলী হয়ে পড়েছেন? একথা শ্রবণ করে কাবা শরীফের তত্ত্বাবধায়ক যিনি চল্লিশ বছর যাবত সেখানে থাকতেন, তিনি বলেন– আপনারা মাহবুবে এলাহী সম্পর্কে উক্তি করতেছেন অথচ আমি কয়েক বছর যাবত হযরতকে প্রতিদিন কাবা শরীফে ফজরের নামাজ আদায় করতে দেখে আসছি। দিল্লী থেকে যারা হজ্ব করতে মক্কা শরীফ যেতো তারাও একথা শুনলো কিন্তু ফিরে আসার পর কারো সাহস হতোনা যে, হযরতের কাছে কথাটির সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। একদিন ফজরের নামাজের কিছু পূর্বে এক খাদিম যথা নিয়মে এক বদনা ওজুর পানি নিয়ে হযরতের খিদমতে হাযির হলো। ভাবলো এখনই হযরত হুজরা থেকে বের হয়ে পানি গ্রহণ করবেন। অনেক্ষণ অপেক্ষা করার পর যখন হযরত বাইরে আসলেন না তখন সে হুজরায় উকি দিলো। কিন্তু তাঁকে সেখানে না দেখতে পেয়ে সারা বাড়ি এমনকি ছাদের উপরেও তালাশ করলো।

অতপর যখন হুজরাতেই তাঁকে পাওয়া গেল তখন সে আরজ করলো, তবে কি আজ তাই ঘটেছিল যা লোকেরা বলে? অর্থাৎ আপনি কাবা শরীফে গিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করেন। এ কথা শুনে তিনি অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বললেন, আমি এত ক্ষমতা আর হিম্মত কোথায় পাবো? এটা শুধু আল্লাহ তায়ালার মেহেরবাণী যে, তিনি এমন একটি গায়েবী বাহন পাঠিয়ে দেন যা মুহুর্তের মধ্যে আমাকে ফজরের সময় কাবা শরীফে নিয়ে যায় এবং ফেরতও দিয়ে যায়।[১৮২]

০৭. হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবুল হাসান বকরী (র.) (৯৯৪ হি.)

মুহাম্মদ ইবনে আবুল হাসান আল বকরী (র.) এর একজন শিষ্য মুহাম্মদ ইবনে আবুল কাশেম বলেন, আমি আমার ওস্তাদ মুহাম্মদ বকরী (র.) কে আবেদন করেছি যে, আমাকে ইসমে আজম শিক্ষা দেয়ার জন্যে। তিনি শিখাবেন বলে ওয়াদা দিয়েছেন বটে তবে অনেক দিন অতিবাহিত হয়ে গেল ওয়াদা পূর্ণ হয়নি। আমি মনে মনে বললাম যে, ওস্তাদজীর ওয়াদা পালনে দীর্ঘ দিন হয়ে গেল। অতএব আরো কতদিন অপেক্ষা করতে হবে জানিনা। তখনই আমি অনুভব করলাম যে, তিনি আমার পেছনে এসে দাক্কা দিয়ে মুহূর্তে আমাকে 'জাবলে কাফ' নামক পাহাড়ে পৌঁছে দিলেন। সেখানে তিনজন ব্যক্তি দেখলাম যারা আল্লাহর ইবাদতে মশগুল। আমি তাদেরকে সালাম দিয়ে উত্তর নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আপনারা এখানে কি করেন? তারা উত্তর দিল, আমরা এখানে প্রথম দিন থেকে আল্লাহর ইবাদতে ব্যস্ত আছি। আমাদের প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট একদিনে দোয়া করি, ফলে আসমান থেকে আমাদের জন্য দস্তরখানা তথা পবিত্র খাদ্য আসে আর তা আমরা খাই। শিষ্য বলেন তাহলে অনুমতি পেলে আমিও আপনাদের সাথে তিনদিন থাকবো। তারা অনুমতি দিলে

---

[১৮২]. দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্পাদিত, আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম, পৃঃ ৪০৭

তিনদিন থাকলেন। এই তিনদিন ওদের একেকজন দোয়া করতেন আর আসমানী পবিত্র খাবার গ্রহণ করতেন। পরিশেষে চতুর্থদিন আসলে তারা বলেন-আজকে তোমাকে দোয়া করে খাবার আনতে হবে। বর্ণনাকারী মুহাম্মদ বিন আবুল কাশেম বলেন– আমি খাঁটি অন্তরে হাত তুলে দিয়ে এই দোয়া করলাম যে, হে আল্লাহ! আমিও তোমার কাছে ঐ দোয়া-ই করতেছি যা এই বান্দারা করে থাকেন। সুতরাং আমাদের জন্য নির্ধারিত দস্তরখানা পাঠিয়ে দিন। তখনো দোয়া শেষ হয়নি দস্তরখানা এসে পড়েছে। সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল এবং তারা (পূর্বের তিনজন) বলেন-আমরা তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি যে, সত্যি করে বল তুমি আল্লাহর কাছে কোন দোয়াটি করেছ যার ফলে আল্লাহ তোমাকে এতবড় কারামত দান করেছেন? তিনি বলেন– আগে আপনারা কি দোয়া করতেন সেটা বলুন পরে আমার দোয়া বলবো। এতে তারা বলেন– আমাদের দোয়া ছিল হে আল্লাহ! আপনিই আমাদের এবং সবকিছুর পালনকর্তা। হযরত সায়্যেদি মুহাম্মদ বকরী (র.)'র বরকতের উসিলায় প্রার্থনা করতেছি যে, আমাদের জন্য আসমান থেকে দরস্তখানা প্রেরণ করুন। আজ পর্যন্ত এই দোয়ার বরকতেই আমরা গায়েবী খাবার পাচ্ছি।

তিনি বলেন-আমি দোয়া করেছি যে, হে আল্লাহ! আমিও আপনার নিকট ঐ দোয়াই করছি যে দোয়া আপনার এই বান্দারা করে থাকেন। এতটুকুতে আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করেন। আমার কথা শেষ হতে না হতেই পিছন থেকে হযরত বকরী (র.) আমার দিকে হাত বাড়িয়ে আমাকে নিজের দিকে টান দিলেন আর অমনি আমি আমাকে হযরত বকরী (র.) এর মাহফিলে উপস্থিত পেলাম। তখনই আমি আমার কৃতকর্মের জন্য তাওবা করলাম।[১৮৩]

---

[১৮৩] . আল্লামা ইউসুফ নাবহানী, ১৩৫০ হি. জামে কারামাতে আউলিয়া, উর্দু, পৃঃ ৭৮৩

www.ahlesunnatbd.com

মৃত্যুর পরে কথা বলা

০১. হযরত হামযা (রা.) (৩ হি.)

ইমাম বায়হাকী (র.) আল্লামা ওয়াকেদী (র.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত ফাতেমা খাযাইয়্যাহ (র.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন-আমি হযরত হামযা রা. এর কবর যিয়ারতে গিয়ে আরজ করলাম, হে রাসূলে খোদা এর চাচা! আপনার উপর সালাম। তিনি কবর থেকে উচ্চ স্বরে উত্তর দিলেন ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.) বলেন-আমি শেখ মাহমুদ কিরদী (র.) এর কিতাব 'আল বাকিয়াতুস সালিহাত' নামক কিতাবে দেখেছি যে, তিনি হযরত হামযা (রা.) এর কবর শরীফ যিয়ারত করেন। যখন কবর শরীফে দাঁড়িয়ে সালাম আরজ করলেন তখন তিনি স্পষ্টভাবে শুনেছেন যে, কবর থেকে সালামের উত্তর এসেছে এবং সাথে এই আদেশও আসল যে, যখন তার সন্তান জন্ম হবে তখন তার নাম যেন হামযা রাখে। তিনি বলেন– সত্যিই তার একজন সন্তান জন্ম হল এবং নাম রাখলেন হামযা।[১৮৪]

০২. হযরত সাবেত ইবনে কায়েস (রা.) (১২ হি.)

ইমাম বুখারী (র.) স্বীয় তারিখে এবং ইবনে মুনদাহ স্বীয় সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইদুল্লাহ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন-হযরত সাবেত ইবনে কায়স (রা.) ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁকে দাফনকারীদের মধ্যে আমিও ছিলাম। আমরা যখন তাঁকে কবরে দাফন করে দিলাম, তিনি বলতে লাগলেন মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, আবু বকর সিদ্দিক ও ওমর শহীদ এবং ওসমান আমীন (বিশ্বস্ত) ও রহীম (দয়ালু)। আমরা তাঁকে ভাল করে দেখলাম তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।[১৮৫]

০৩. হযরত যায়েদ ইবনে খারেজাহ (রা.)

ইমাম বায়হাক্বী (র.) হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যব (রা.) থেকে বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন, হযরত যায়েদ ইবনে খারেজাহ আনসারী (রা.) হযরত ওসমান (রা.) এর খেলাফত কালে ইন্তেকাল করেন। যখন তাঁকে কাফন পরিধান করানো হলো তখন লোকেরা তাঁর বুকের দিক থেকে আওয়াজ শুনতে পায়। তিনি বলতে লাগলেন আহমদ, আহমদ প্রথম কিতাবেও ছিল। আবু বকর সত্য, সত্য। তিনি নিজের বেলায় দুর্বল ছিলেন কিন্তু খোদার নির্দেশের বেলায় খুবই কঠোর ছিলেন, একথাও প্রথম কিতাবে ছিল। হযরত উমর (রা.) সত্য, সত্য। তিনি শক্তিশালীও এবং বিশ্বস্তও একথাও প্রথম কিতাবে ছিল। হযরত ওসমান বিন আফফান (রা.)ও ওদের তরীকায় সত্য, সত্য ছিলেন। চার বছর অতিক্রম হয়েছে আরো

---

[১৮৪]. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী, ১৩৫০ হি. জামে কারামাতে আউলিয়া, উর্দু, পৃঃ ৩৮৯, ও আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.), ৯১১ হি., শরহুস সুদুর, উর্দু, পৃঃ ১৮৯,

[১৮৫]. আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.), (৯১১ হি.) শরহুস সুদূর, উর্দু, পৃ. ১৯৭

www.ahlesunnahbd.com

দু'বছর অতিক্রম হলে ফিতনা আরম্ভ হবে। শক্তিশালীরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং কিয়ামতের মতো হাংগামা আরম্ভ হবে।[১৮৬]

০৪. হযরত খারেজা ইবনে যায়েদ (রা.)

ইমাম তাবরানী হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আনসারী সরদার খারেজা ইবনে যায়েদ আনসারী জোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে মদীনায়ে তায়্যেবার কোন এক গলি দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ করে তিনি মাটিতে পড়ে গিয়ে ইন্তেকাল করেন। আনসারগণ জানতে পারলে তাঁকে তুলে ঘরে নিয়ে দু'টি চাদর দিয়ে কাফন পরালেন। আনসারী মহিলাগণ কান্না করতেছেন এবং অনেক আনসারী পুরুষও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর হঠাৎ মৃত্যু হওয়াকে অনেক সন্দেহ সৃষ্টি হয় বিধায় দাফনে যথেষ্ট বিলম্ব হয়।

মাগরীব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে খামুস, খামুস শব্দের আওয়াজ শুনা গেল। আর এই আওয়াজ হযরত খারেজার কাফনের কাপড়ের নীচ থেকে আসতেছে। উপস্থিত লোকেরা খারেজা'র চেহরা থেকে পর্দা তুলে দেখে যে, মৃত খারেজা বলতেছেন মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ উম্মী নবী এবং খাতেমুন নবী ছিলেন। যার পরে কোন নবী হবেনা। একথা প্রথম কিতাবে উল্লেখ ছিল। তারপর বলতে লাগলেন তারা ঠিকই বলেছেন, ঠিকই বলেছেন। অতপর বলতেছেন ইনিই হলেন আল্লাহর রাসূল। আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু। এই কথা বলে তিনি পূর্বের ন্যায় মৃত হয়ে গেলেন।[১৮৭]

০৫. হযরত আবু আবদুল্লাহ (রা.) এর পিতা

ইবনে আসাকের আবু আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন-আমার পিতার ইন্তেকালের পরে কাফন পরিধান করায়ে খাটের উপর রেখেছি। তাঁর মুখ থেকে কাপড় খুলে দেখি তিনি হাসতেছেন। উপস্থিত সবাই সন্দেহে পতিত হল তিনি জীবিত কিনা? লোকেরা ডাক্তার ডাকল। আমরা তাঁর চেহরা ঢেকে দিলাম। ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে বলেন– তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। অতপর আমরা তাঁর চেহরা খুলে দেখলাম তিনি আবার হাসতেছেন। ডাক্তার বলেন আমি বড় দুঃচিন্তায় আছি যে, আমি কি তাঁকে জীবিত বলবো না মৃত বলবো। যখনই তাঁকে গোসলদাতারা গোসল দেওয়ার জন্য অগ্রসর হতো তাঁর হাসি দেখে ডাক্তার সহ তারা পিছনে ফিরে আসতো। অবশেষে ফজল ইবনে হোসাইন নামক একজন বড় অলি এসে গোসল দিয়ে জানাযার নামাজ পড়ে তাঁকে দাফন করেন।[১৮৮]

---

[১৮৬]. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.), (১৩৫০ হি.) জামে কারামাতে আউলিয়া, উর্দু, পৃঃ ৩৯৫ ও আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.), (৯১১ হি.) শরহুস সুদূর, উর্দু, পৃঃ ১৯৮

[১৮৭]. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.), (১৩৫০ হি.) জামে কারামাতে আউলিয়া, উর্দু, পৃঃ ৩৯৬ ও আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.), (৯১১ হি.) শরহুস সুদূর, উর্দু, পৃঃ ১৯৯

[১৮৮]. আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.), (৯১১ হি.) শরহুস সুদূর, উর্দু, পৃঃ ১৯৭

০৬. হযরত রিবীঈ ইবনে হেরাশ (রা.) এর ভাই

ইবনে আবি শায়বা (রা.) রিবীঈ ইবনে হেরাশ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি ঘরে গিয়ে জানলাম যে, আমার ভাই ইন্তেকাল করেছেন। আমি দৌঁড়ে গিয়ে দেখি তাঁকে কাপড় দিয়ে জড়িয়ে রাখা হয়েছে। আমি তাঁর মাথার দিকে দাঁড়িয়ে এস্তেগফার ও ইস্তিরজা তথা "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পড়তেছি। তিনি হঠাৎ মুখ থেকে কাপড় ফেলে দিয়ে বললেন-আসসলামু আলাইকুম। আমরা সালামের উত্তরে বললাম ওয়া আলাইকুম সালাম, সুবহানাল্লাহ! তিনিও বললেন, সুবহানাল্লাহ। আমি তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে খোদার নিকট এসেছি। এখানে আমি আমার রবের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। তিনি আমার উপর সন্তুষ্ট। তিনি আমাকে 'হাবীর', 'সুনদুস' ও 'ইস্তাবরক' এর পোষাক পরিধান করায়েছেন। তোমরা তাঁর (আল্লাহর) সম্পর্কে যে ধারণা করতে আমি তাঁকে তার চেয়েও বেশী সহজ বা দয়াবান পেয়েছি। (আমাকে দাফন করতে) এখন আর দেরী করোনা। আমি আল্লাহ থেকে অনুমতি নিয়েছি যে, এ সম্পর্কে তোমাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে আসবো। তাড়াতাড়ী কর, আমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট নিয়ে যাও, তিনি আমাকে ওয়াদা দিয়েছেন আমি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। এটুকু বলে তিনি পূর্বের ন্যায় মৃত্যুবরণ করেন।[১৮৯]

০৭. হযরত রবী ইবনে হেরাশ (রা.) (১০১ হি.)

হযরত আবু নঈম (র.) রিবীঈ ইবনে হেরাশ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন-আমরা চার ভাই ছিলাম। তন্মধ্যে রবী আমাদের চেয়ে রোজা নামাজে বেশী পাবন্দী ছিলেন। তিনি ইন্তেকাল করলে আমরা তার চতুর্দিকে দোয়া দুরূদে রত ছিলাম। হঠাৎ তিনি উঠে বলতে লাগলেন আস্‌সালামু আলাইকুম। আমরা ওয়া আলাইকুমুস সালাম বলে উত্তর দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম মৃত্যুর পরেও কি কথা বলতেছেন? উত্তরে তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করেছি। তিনি আমাকে দয়া করেছেন এবং এস্তেবরাকের পোষাক পরিধান করায়েছেন। শুন! আবুল কাশেম (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার জানাযা নামাজের জন্য অপেক্ষায় আছেন। সুতরাং তোমরা তাড়াতাড়ি আমাকে দাফন করে দাও। অতপর তিনি যথানিয়মে চুপ হয়ে গেলেন।

এই ঘটনা হযরত আয়েশা (রা.) পর্যন্ত পৌঁছে গেলে তিনি-বলেন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন আমার উম্মতের একজন মৃত্যুর পরেও কথা বলবে।

আবু নঈম বলেন-হাদিসখানা প্রসিদ্ধ। ইমাম বায়হাকী হাদীসটি দালায়েলুন নবুয়্যত গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেন, হাদীসটি বিশুদ্ধ এবং এর বিশুদ্ধতার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই।[১৯০]

---

[১৮৯] . আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.), (৯১১ হি.) শরহুস সুদূর, উদু, পৃঃ ৬৭

[১৯০]. আল্লামা সুয়ূতী, (৯১১ হি,) শরহুস সুদূর, উর্দু, পৃঃ ৬৯, ও আবু নঈম ইস্পাহানী, দালায়েলুন নবুয়্যত, উর্দু, পৃঃ ৫২১

০৮. ইবনে আবিদ দুনিয়া হযরত হারেস গুণভী থেকে বর্ণনা করেন, রবী ইবনে হেরোশ (রা.) শপথ করেছিলেন যে, যতক্ষণ পরকালে নিজের ঠিকানা সম্পর্কে জ্ঞাত হবেন না ততক্ষণ দাঁত দেখায়ে হাসবেন না। অতএব মৃত্যুর পরে তিনি হেসেছেন। তাঁর ভাই রিবঈও শপথ করেছিলেন যে, যে পর্যন্ত তিনি জান্নাতে যাবে না জাহান্নামে যাবে অবগত হবেন না সে পর্যন্ত হাসবেন না। বর্ণনাকারী বলেন– তাঁকে গোসল দানকারী আমাকে বলেছেন যে, যতক্ষণ আমরা তাঁকে গোসল করাচ্ছি ততক্ষণ তিনি হাসতে থাকেন।[১৯১]

০৯. হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তসতরী (র.)

হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তসতরী (র.) এর ইন্তেকালের পর তাঁর জানাযা কাঁধে করে নিয়ে যাওয়ার সময় একজন চরম বিরোধী ইহুদী নেতা খালি পায়ে দৌঁড়ে এসে বলল, আপনারা তাঁর জানাযা নীচে রাখুন আমি মুসলমান হবো। জানাযা নীচে নামালে ইহুদী নিকটে গিয়ে বলল, হে সাহল ইবনে আবদুল্লাহ! আপনি আমাকে কালিমা পড়ান, আমি মুসলমান হবো। একথা শুনে তিনি কাফন থেকে হাত বের করে চোখ খুলে বললেন اشهد ان لا اله الا الله واشهدان محمدًا عبده ورسوله বল। সে কালিমা পাঠ করলে তিনি হাত কাফনের ভিতরে নিয়ে গেলেন এবং চোখ বন্ধ করে ফেলেন।

লোকেরা ইহুদীর কাছে হঠাৎ মুসলমান হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে উত্তরে বলল যখন তোমরা তাঁর জানাযা নিয়ে রওয়ানা হয়েছ তখন আমি আসমানের দিকে তাকালে প্রকট শব্দ শুনি। অন্য দিকে তাকালে দেখি আসমানের ফেরেশতারা হাতে নূরের পাত্র নিয়ে দলে দলে এসে হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ (র.) এর জানাযায় উৎসর্গ করছেন। আমি এজন্যেই মুসলমান হলাম যে, এখনো দ্বীনে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে এধরনের লোক আছে।[১৯২]

১০. জনৈক ব্যক্তির শহীদ সন্তান

আল্লামা মুহামিলী তাঁর কিতাব এমালী তে আবদুল আজিজ ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি স্ত্রী সহ সিরিয়ায় অবস্থান করত। তাদের এক সন্তান শাহাদাত বরণ করে। একদা তিনি একজন আরোহীকে আসতে দেখে স্ত্রীকে বলল হে অমুক! দেখ, আমাদের সন্তান আসতেছে। স্ত্রী বলল শয়তান থেকে দূরে থাকুন। আমাদের সন্তান অনেক দিন পূর্বে শহীদ হয়েছে। আপনার মাথায় মনে হয় সমস্যা হয়েছে। যান নিজ কাজে মনযোগ দিন। লোকটি এস্তেগফার পড়ে স্বীয় কাজে নিয়োজিত হলো। কিন্তু একটু পরে আরোহী যখন কাছে আসল এবং ভাল করে দেখল তখন সন্দেহ দূরীভূত হল, সত্যিই সে তাদের শাহাদাত বরণকারী ছেলে। জিজ্ঞেস করল তুমি কি শহীদ হওনি? সে উত্তরে বলল– হ্যাঁ, আমি শহীদ হয়েছি। তবে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (র.) ইন্তেকাল করেছেন। শোহাদাগণ তাঁর জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছেন। আর

---

[১৯১]. আল্লামা সুয়ূতী (র.), (৯১১ হি.) শরহুস সূদূর, উর্দু পৃঃ ৭০

[১৯২]. শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.) (৬৭০ হি.) রাহাতুল কুলুব, উর্দু, পৃ. ১০৩

আমি আমার প্রভূ থেকে আপনাকে সালাম করার জন্য অনুমতি নিয়ে এসেছি। সালাম করে দোয়া নিয়ে ছেলে চলে গেল এবং পরে জানতে পারল যে, বাস্তবই ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (র.) এর ইন্তেকাল ঠিক ঐ সময়ই হয়েছে।[১৯৩]

১১. জনৈক শহীদ

ইবনে আবিদ দুনিয়া (রা.) স্বীয় সূত্রে আবু আবদুল্লাহ শামী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– আমরা রুমীদের বিরোদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমাদের লোকেরা শত্রুর পেছনে ছুটে গেল। ঘটনাক্রমে দু'জন ব্যক্তি পিছে পড়ে গেল। তাদের একজনে বলল যে, পথে একজন রুমী নেতার সাক্ষাত হলে সে যুদ্ধের আহবান করল। যুদ্ধ শুরু হলে আমাদের একজন শহীদ হয়ে গেলেন আর আমি পলায়ন করে দলের লোকদের খোঁজা আরম্ভ করলাম। পথিমধ্যে বিবেক আমাকে ভর্ৎসনা দিচ্ছে যে, তোমার সাথী তোমার পূর্বে জান্নাতে গেল আর তুমি পালাচ্ছ? অতপর আমি পুনরায় ফিরে এসে ঐ ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ শুরু করলাম। সে আমাকে এমন আঘাত করল ফলে আমি মাটিতে পড়ে গেলাম। সে আমার বুকের উপর বসে আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হল। এমন সময় আমার শহীদ সাথী এসে তার চুল ধরে মাটিতে ফেলে দিয়ে আমাকে সাহায্য করল। আমরা উভয়ই মিলে তাকে হত্যা করলাম। তারপর সে শহীদ আমার সাথে একটি বৃক্ষ পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ পড়ে গিয়ে পূর্বের ন্যায় মৃত হয়ে গেলেন। পরে আমি দলের সাথে যোগ দিলাম এবং আদ্যপান্ত ঘটনা তাদেরকে অবহিত করলাম।[১৯৪]

১২. হযরত মাজেশুন (র.)

ইবনে আসাকের ইবনে মাজেশুন থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– আমার পিতা মাজেশুন (র.) ইন্তেকাল করলে আমরা তাঁকে গোসল দেয়ার জন্য তখতের উপর রাখলাম। গোসল দেওয়ার জন্য লোক প্রবেশ করে দেখল যে, তাঁর পায়ের নীচের রগ নড়াচড়া করতেছে। তখন আমরা তাঁকে দাফন করিনি। তিন দিনপর তিনি উঠে বসে যান এবং বলেন– আমার জন্য 'সততু' (একজাতীয় পানীয় খাবার) আন। আমরা তাঁকে 'সততু' দিলে তিনি তা পান করেন। আমরা বললাম আপনার সাথে কি ঘটেছে আমাদের বলুন।

তিনি বলেন এক ফেরেশতা এসে আমার রূহ নিয়ে আসমানে গিয়ে আসমানের দরজা খুলালেন। এভাবে সপ্তম আসমানে পৌঁছলে ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার সাথে কে? ফেরেশতা উত্তর দিলেন, মাজেশুন। প্রশ্নকারী ফেরেশতা বললেন এখনো তো তাঁর সময় হয়নি বরং তার হায়াত এখনো বাকী আছে। তারপর পুনরায় আমাকে নীচে আনা হলে আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার উভয় পাশে হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.) কে আর হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ (র.) কে সামনে দেখলাম। আমি আমার সাথে থাকা ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করলাম সামনের ব্যক্তি কে? ফেরেশতা বললেন– তুমি কি তাঁকে চেননা? আমি বললাম আমি নিঃশ্চিত হতে চাই। ফেরেশতা বললেন তিনি হলেন উমর

---

[১৯৩] . আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.), ৯১১ হি. শরহুস সুদূর, উর্দু, পৃ. ২০১
[১৯৪]. আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.), ৯১১ হি. শরহুস সুদূর, উর্দু, পৃ. ১৯৯

www.islamiesunnahlib.com

ইবনে আবদুল আজিজ। আমি বললাম, তিনি তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র অনেক নিকটে। ফেরেশতা বললেন, কেন নিকটে হবেন না, তিনি জুলুম অত্যাচারের সময়কালেও হক ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেন, পক্ষান্তরে আবু বকর ও ওমর (রা.) হকের সময়কালে হক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[১৯৫]

১৩. মদীনার জনৈক ব্যক্তি

ইবনে আসাকের আবু মা'মর থেকে বর্ণনা করেন, মদীনায় এক ব্যক্তির ইন্তেকাল হল। তাঁকে গোসল দেওয়ার জন্য যখন খাটে রাখা হল তখন তিনি সোজা বসে গেলেন এবং হাত দিয়ে চোখের দিকে ইঙ্গিত করে তিনবার বললেন– আমি চোখে দেখতেছি যে, আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান ও হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এর আঁতী ধরে টেনে টেনে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।[১৯৬]

১৪. হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) (২৪১ হি.)

হযরত আলী ইবনে হাইতি (র.) বলেন-একদা আমি শেখ মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের (র.) ও শেখ বাকা ইবনে বতু (র.) এর সাথে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) এর মাজার যিয়ারত করেছি। আমি দেখলাম ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল কবর থেকে বের হয়ে শেখ আবদুল কাদের (র.) কে নিজের বুকে লাগালেন এবং তাঁকে খিরকা পরিধান করায়ে বলেন- হে আবদুল কাদের! নিশ্চয় আমি তোমার ইলমে শরীয়ত, ইলমে হাকীকত এবং ইলমে হাল ও ফেলে হাল এর প্রতি মুখাপেক্ষী।[১৯৭]

১৫. খাজা মঈনউদ্দিন চিশতি (র.) (৬৩২ হি.)

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র.) এর অন্যতম খলীফা শায়খ বদর উদ্দিন বলেন- আমি একবার আজমীর শরীফে গরীবে নেওয়াজের যিয়ারতে যাই। সেখানে লোকের এত ভীড় যে, ভিতরে প্রবেশ করা অসম্ভব। অনেক চেষ্টার পর মাযারে প্রবেশ সম্ভব হলো। যিয়ারতের সময় আমার অন্তরে একটি প্রশ্ন জাগলো এবং আমি তা হযরত খাজার নিকট বলেই ফেললাম। প্রশ্নটি এই, হে হযরত খাজা! আপনার দরবারে এতো লোকের সমাগম, অনেক লোকের উপস্থিতি। মানুষের ভীড়। আপনি এসব গ্রহণ করলেন কেন? আপনি সম্মত না হলে মানুষের ভীড় হতো না।

মাযার থেকে উত্তরও পাওয়া গেল। হযরত খাজা বললেন– আমাদের শান ও গৌরব প্রকৃত পক্ষে দ্বীন ইসলামেরই গৌরব। হযরত মুজাদ্দিদ (র.) এর সুযোগ্য খলীফার এতেও তৃপ্তি হলো না। তিনি বলেন– আমি মাযারের পার্শ্ববতী মসজিদে একরাত ইবাদতে মশগুল ছিলাম। শেষ রাত্রে সুযোগ পেয়ে মাযারে প্রবেশ করলাম। যিয়ারত ও ফাতেহা পাঠের পর এক পর্যায়ে আমার আবার খট্‌কা জাগলো এবং আমি সে খটকা হযরত খাজার কাছে পেশ করলাম। হে খাজা! আপনার দরবারে সাধারণ লোকের এতো সব বাড়াবাড়ি, বাহুল্য ও ভীড় এতে আপনার বাতেনী নিসবত বা আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্কের বেলায় বাধা হয়না?

---

[১৯৫] . জালাল উদ্দিন সুয়ুতী (র.), (৯১১ হি.) শরহুস সুদূর, উর্দু পৃ. ৭৩

[১৯৬]. আল্লামা সুয়ূতী (র.), (৯১১ হি.) শরহুস সুদূর, উর্দু, পৃ: ৭১

[১৯৭]. আবুল হাসান শাতনূফী, (৭১৩ হি.) বাহজাতুল আসরার, উর্দু, পৃ: ৩৪৫

তৎক্ষণাৎ মাযার থেকে উত্তর এলো, হযরত খাজা (র.) উত্তরে বললেন– আমাকে ভারত বর্ষের কুতুবুল আকতাব রূপে মনোনীত করা হয়েছে। মানুষের অভাব অভিযোগ শোনা এবং তাদের বাসনা পূর্ণ করার দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়েছে। তাই তাদেরও আমার কাছে আসতে হয় এবং আমাকেও তাদের অভাব অভিযোগ শুনতে হয়। এতে আমার নিসবতে কোন বাধা হয় না। উভয়কে সমন্বিত করা আমার পক্ষে সহজ।[১৯৮]

১৬. হযরত শাহ কিরদীয (র.)

হযরত শাহ কিরদীয (র.) ইন্তেকালের পরেও নিজ কবর থেকে হাত মোবারক বের করে দিয়ে ভক্ত অনুরক্তদের বাইয়াত করাতেন। আজ পর্যন্ত সেই ছিদ্র রয়েছে যা দিয়ে তিনি হাত বের করে লোকদের মুরীদ করতেন। তিনি মুলতানের প্রসিদ্ধ মাশায়েখে কেরামের অন্ত র্ভূক্ত এবং হযরত যাকারিয়া মুলতানী (র.) এর সমসাময়িক অলি ছিলেন।[১৯৯]

১৭. জনৈক মুসাফির যুবক

হযরত ফতেহ মুসেলী (র.) একদা বন্ধু বান্ধব নিয়ে মসজিদে বসে আছেন। সাদা পোষাক পরিহিত এক যুবক এসে বলেন– জনাব! মুসাফিরের কোন হক আছে কিনা? হযরত মুসেলী বলেন– হ্যাঁ, অবশ্যই মুসাফিরের হক আছে। তখন যুবক বলল, আমি একজন মুসাফির। অমুক মহল্লার অমুক ঘরে অবস্থান করছি। কাল আমি মরে যাবো। আপনি কাল এই মহল্লায় আসবেন আর আমার ঘরে গিয়ে আমাকে গোসল দিবেন। আমার এই পায়জামাকে কাফন বানিয়ে আমাকে দাফন করবেন। একথা বলে যুবক চলে যায়।

হযরত মুসেলী পরের দিন ঐ মহল্লায় যুবকের ঘরে গিয়ে দেখেন সত্যিই যুবক মৃত্যুবরণ করেছে। তিনি ওয়াসিয়ত মোতাবেক তাকে গোসল দেন এবং কাফন পরিধান করান। তিনি কাফন পরিধান শেষ করলে হঠাৎ যুবক কাফন থেকে হাত বের করে হযরত মুসেলীর কাপড়ের আচল ধরে বলে 'জাযাকাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। হে ফতেহ মুসেলী! যদি আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট মর্যাদা পাই, তবে আপনার এই খেদমতের বদলা অবশ্যই পরিশোধ করবো।[২০০]

১৮. জনৈক মুরীদ

হযরত আহমদ মনচুর (র.) বলেন-আমার উস্তাদ হযরত আবু ইয়াকুব মুছা (র.) আমাকে বলেছেন, আমার এক মুরীদ ইন্তেকাল করলে আমি নিজে তার গোসল দিয়েছি। গোসল দেয়ার সময় আমার মুরীদ আমার হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী ধরে রাখে। অথচ সে মৃত অবস্থায় খাটে পড়ে আছে। আর আমি তাকে গোসল দিচ্ছি। আমি তাকে বললাম বাচ্চা! আমার আঙ্গুল ছেড়ে দাও। আমি জানি যে, তুমি মৃত নও বরং জীবিত। তবে এক ঘর থেকে

---

[১৯৮]. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্পাদিত, আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম, পৃঃ ৩৮৮

[১৯৯] . আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.), (১০৫২ হি.) আখবারুল আখইয়ার, উদু, পৃঃ ১৬৯

[২০০]. মাওলানা আবুন নূর বশীর, সাচ্ছি হেকায়াত উর্দু, খন্ড-৩, পৃঃ ৩৯

স্থানান্তর হয়ে অন্য ঘরে চলে যাচ্ছ মাত্র। তুমি জীবিতই আছ, আমার আঙ্গুল ছেড়ে দাও। একথা শুনে আমার মুরীদ আঙ্গুল ছেড়ে দেয়।[২০১]

১৯. জনৈক মুরীদ

হযরত আবু এয়াকুব সূসী (র.) বলেন– মক্কায় আমার এক মুরীদ আমাকে বলল হে উস্তাদ! আমি আগামীকাল জোহরের সময় মৃত্যু বরণ করবো। এই এক দীনার নিন। অর্ধেক দিয়ে আমার কবর খনন করবেন বাকী অর্ধেক দিয়ে আমার কাফনের ব্যবস্থা করবেন। পরের দিন জোহরের সময় এসে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে কিছুদূর গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে অল্প কিছুক্ষণ পর সে মৃত্যুবরণ করল। আমি তাকে কবরে রাখলে সে চোখ খুলে ফেলল। আমি বললাম মৃত্যুর পরেও কি জিন্দেগী হয়? সে বলল, আমি আল্লাহর মুহিব্ব তথা আশেক। আল্লাহর প্রত্যেক আশেক সর্বদা জীবিত থাকেন।[২০২]

২০. আটজন বন্দী

ইবনে আসাকের স্বীয় সনদে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমাইর ইবনে হাব্বাব (র.) বলেন– আমি এবং আমার আটজন সঙ্গীসহ বণু উমাইয়্যার শাসনকালে রুমীদের হাতে বন্দী হলাম। রুমি বাদশা আমার আটজন সাথীকে শহীদ করে দেয়। যখন আমাকে শহীদ করার জন্য পেশ করা হল তখন একজন রুমী সরদার উঠে বাদশাহর হস্ত চুম্বন করে আমাকে মাফ করিয়ে নেয়। সে আমাকে তার ঘরে নিয়ে যায়। ঘরে গিয়ে সে আমাকে তার সুন্দরী মেয়েকে এবং তার সুন্দর মহল দেখায়ে বলে, তুমি কি জান বাদশাহর কাছে আমার কত সম্মান? তুমি যদি আমার ধর্মে দীক্ষিত হও তবে আমার মেয়েকে তোমার সাথে বিবাহ দেবো এবং এসব ধন-ধৌলত তোমার হয়ে যাবে। আমি বললাম, আমি আমার দ্বীনকে স্ত্রী এবং এসব দুনিয়ার জন্য ছাড়তে পারিনা।

লোকটি কয়েকদিন যাবত আমাকে তার ধর্ম গ্রহণের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। একরাতে তার সুন্দরী মেয়ে আমাকে ডেকে নির্জনে তাদের বাগানে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে যে, তুমি কি কারণে আমার পিতার দেয়া প্রস্তাব গ্রহণ করছনা? আমি বললাম, একজন নারীর জন্য আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করতে পারিনা। সে বলল, এখন তুমি কি চাও? তুমি কি আমাদের এখানে থাকবে না নিজের দেশে চলে যাবে? আমি বললাম, নিজের দেশে চলে যেতে চাই। সে আমাকে আকাশের একটি নক্ষত্র দেখায়ে বলে তুমি ঐ নক্ষত্র দেখে রাতে চলতে থাকবে আর দিনে লুকিয়ে থাকবে তবে নিজ দেশে পৌঁছে যাবে। সে আমাকে কিছু পাথেয় সঙ্গে দিল। আমি তার কথা মতে তিন রাত চলতে লাগলাম। চতুর্থ দিন আমি গোপনে বসে রইলাম এসময় হঠাৎ ঘোড়া চলনের আওয়াজ শুনতে পাই, আমি মনে করলাম রুমীদের হাতে ধরা পড়ে গেলাম। যখন ভালভাবে দেখি তখন দেখলাম আমার শহীদ সাথীরা সঙ্গে সাদা রঙের ঘোড়ার উপর আরো কিছু লোক রয়েছে। তারা আমার কাছে এসে বলল, তুমি

---

[২০১]. মাওলানা আবুন নূর বশীর, সাচ্চি হেকায়াত, উর্দু, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৮৭

[২০২]. আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.), ৯১১ হি., শরহুস সুদূর, উর্দু, পৃঃ ১৮৭।

কি উমাইর? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমিই তো উমাইর। আমি বললাম তোমরা তো শহীদ হয়ে গিয়েছিলে। তারা বলল হ্যাঁ, আমরা শহীদ হয়েছিলাম কিন্তু আল্লাহ তায়ালা শহীদগণকে কবর থেকে তুলে দেন এবং উমর ইবনে আবদুল আজিজ (র.) এর জানাযায় উপস্থিত হওয়ার আদেশ দেন।

তাদের থেকে একজন বলল, হে উমাইর! আমার হাত ধর। আমি তার হাত ধরা মাত্র সে আমাকে তার পিছনে ঘোড়ায় বসায়ে কিছুক্ষণ চলার পর ঘোড়া থেকে নামিয়ে দিল। তখন দেখি আমি আমার ঘরের একেবারে নিকটবর্তী এসে গিয়েছি।[২০৩]

২১. সিরিয়াবাসী তিন ভাই

ইবনে জওযী উয়ুনুল হেকায়াত গ্রন্থে স্বীয় সূত্রে আবু আলী থেকে বর্ণনা করেন, সিরিয়ার অধিবাসী তিন ভাই রুমীদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে রুমী বাদশাহর হাতে বন্দী হয়। বাদশাহ বলল, আমি তোমাদেরকে আমার রাজত্ব থেকে অংশ দেবো এবং আমার কন্যাদেরকে তোমাদের সাথে বিয়ে দেবো তবে শর্ত হল তোমরা খৃষ্টান হয়ে যাও। তারা পরিষ্কার অস্বীকার করলে বাদশা তিনটি তেলের ডেক তিনদিন পর্যন্ত আগুনে গরম করে প্রতিদিন তাদেরকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে দেখাতে লাগল। কিন্তু তারা তাদের সিদ্ধান্তে অটুট রইল। পরিশেষে প্রথমে বড় ভাইকে পরে মেজ ভাইকে উত্তপ্ত তেলে নিক্ষেপ করল। অতপর ছোট ভাইয়ের পালা আসলে বাদশা অনেক চেষ্টার পরেও যখন উদ্দেশ্য সফল হয়নি তখন একজন রুমী নেতা দাঁড়িয়ে বলল হে বাদশাহ! আমি তাকে তার ধর্ম থেকে ফিরিয়ে আনতে পারব। এই আরব দল নারীদের খুব পছন্দ করে। আমি তাকে আমার মেয়ের কাছে সোর্পদ করবো সে তাকে খৃষ্টান বানাবে। অতপর বাদশা তাকে সরদারের নিকট অর্পন করল। সরদার সব ঘটনা মেয়েকে বলে ঐ মুজাহিদকে হাওলা করে দিল।

কিছুদিন পর পিতা মেয়ের কাছে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি সফল হয়েছ? মেয়ে বলল না, সম্ভবত: তার দুই ভাই এখানে হত্যা হওয়ায় হয়তো তার মন এখানে বসছে না। আমরা দুই জনকে আপনি অন্য কোন শহরে পাঠিয়ে দিন এবং আমাকে আরো কিছুদিন সময় দিন। এরপর তাদেরকে অন্য শহরে পাঠিয়ে দেয়া হল। কিন্তু ঐ মুজাহিদ সারাদিন রোজা রাখে আর সারারাত নামাজে মশগুল থাকে। সরদারের মেয়ের দিকে মোটেও দৃষ্টি যায়নি তার। মেয়ে তার সাধুতা ও বিশ্বস্ততা দেখে প্রভাবিত হয়ে মুসলমান হয়ে যায়।

তারা একদা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে পালাতে লাগল। দিনে লুকিয়ে থাকত আর রাতে চলত। এক সময় তারা পিছন থেকে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে পায়। ফিরে দেখে যে তার শহীদ দুই ভাই একদল ফেরেশতা নিয়ে আসতেছে। সে সালাম করে তাদের অবস্থা জানতে চাইলে তারা বলে-শাহাদাতের সময় আমাদের সামান্য কষ্ট হয়েছে যা তুমি দেখেছ। এরপর আমাদেরকে জান্নাতুল ফেরদৌসে পাঠিয়ে দেয়। আর এখন আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে

২০৩. আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.), (৯১১ হি.) শরহুস সুদূর, উর্দু, পৃঃ ১৯২

তোমার বিবাহ এই মেয়ের সাথে করিয়ে দেয়ার জন্য। তারা এদের বিবাহ সম্পন্ন করে চলে যায় আর এই মুজাহিদ সিরিয়ায় চলে যায়।[২০৪]

২২. কুতুব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র.) (৬৩৩ হি.)

সুলতানুল মাশায়েখ হযরত মাহবুবে এলাহী নিযাম উদ্দিন আউলিয়া (র.) এরশাদ করেন একদা শায়খুল ইসলাম কতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.) এর মাজার মুবারক জিয়ারত করতে গিয়েছিলাম। আমার অন্তরে খেয়াল আসল যে, এত অধিক সংখ্যক লোক জিয়ারতের উদ্দেশ্যে এখানে আসেন এ সম্পর্কে সাহেবে কবর অবহিত আছেন কিনা? আমার মনে যখন এই ধারণা আসে তখন আমি মুরকাবায় ছিলাম। তৎক্ষণাৎ রওজা মোবারক থেকে নিম্নোক্ত কবিতা শুনলাম।

مرازنده بتدار چوخوشتن × من آیم بجاں گر تو آئی برتن

অর্থাৎ হে নিযাম উদ্দীন! আমাকে তোমার নিজের মতই জীবিত মনে কর। আমি প্রাণ নিয়ে আসি যদিও তুমি শরীর নিয়ে আস।[২০৫]

২৩. হযরত সরমদ (র.)

হযরত সরমদ (র.) একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মজযুব অলি ছিলেন। একদা তাঁর জযবা গালেব (প্রাধান্য) হলে তিনি من خدا من خدائم من خدائم এর না'রা দিতে লাগলেন। কলেমা শরীফে লাইলাহা ইল্লাল্লাহু এর পর মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ বলা বন্ধ করে দেন। সাধারণ মানুষের জন্য এটা বড় ফেতনা, মানুষ পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। বাদশা আওরঙ্গজেব তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। তিনি তাঁকে অনেক বুঝিয়েছেন কিন্তু এতে কোন লাভ হলো না। পরিশেষে তাঁকে গ্রেফতার করে আলেমগণের মাধ্যমে তাঁকে বুঝানোর চেষ্টা করেন। আলেমগণ সাধ্যমত বুঝানোর পর জিজ্ঞেস করেন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুর পর কি? তিনি বলেন কিছুই নেই। আল্লাহ ই আল্লাহ। অতপর উলামাগণ রেসালাতের অস্বীকারের কারণে তাঁকে কতল করার ফতোয়া প্রদান করেন। ফতোয়া মতে তাঁকে কতল করা হল।

যখন তাঁর মস্তক কেটে মাটিতে পড়ল অমনি তিনি তা হাতে নিয়ে দিল্লি জামে মসজিদের সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত চলে যাচ্ছিলেন। পিছে পিছে অসংখ্য লোক তামাশা দেখতেছেন। ভিতর থেকে তাঁর পীর হযরত হরে ভরে সাহেব তাশরীফ আনতেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন– সরমদ! তুমি একি করতেছ? উত্তরে বলেন– আমি নবীর দরবারে আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার জন্য এবং বিচার চাওয়ার জন্য যাচ্ছি। পীর সাহেব বলেন– সরমদ! আমিও নবীর দরবার থেকে আসতেছি। আওরঙ্গজেবকে সেখানে বসিয়ে আসছি আমি। তুমি সেখানে গিয়ে কি করবে? তিনি আমাকে বলেছেন যে, হুজুর! আমি কেবল শরীয়তের স্বার্থে এটা করেছি নতুবা তার মর্যাদা ও শ্রেষ্টত্বের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। একথা শুনে তিনি হাত থেকে মস্তক নিক্ষেপ করে মাটিতে পড়ে যান এবং শাহাদাত

www.ahlesunnahbd.com

---

[২০৪]. আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.), শরহুস সুদূর, উর্দু, পৃঃ ১৯৩
[২০৫]. হযরত আমীর খোঁদ, সিয়ারুল আউলিয়া, উদূ,পৃঃ ১১৭

বরণ করেন। এই ঘটনা ১০৭২ হি. সনে সংঘটিত হয়েছিল। দিল্লী জামে মসজিদের পূর্ব দিকে তাঁকে দাফন করা হয়েছে। সে দিন দিল্লীতে শোকের মাতম হয়েছিল। একাজ আওরঙ্গজেব ছাড়া যদি অন্য কেউ করতো তবে জনগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে হত্যার আদেশ দাতাকেও হত্যা করতো। তাঁর মাজারের রং কালো। আজও অসংখ্য লোক সমাগম হয় তাঁর মাজারে।[২০৬]

২৪. পীরে কাঙ্গাল (র.)

পাকিস্তানের মানচারা এলাকায় এবোটাবাদে অবস্থিত পীরে কাঙ্গাল (র.)'র মাজার শরীফ। শেরে মিল্লাত শায়খুল হাদিস আল্লামা মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী সাহেব বলেন- একদা গাউছে জামান আলে রাসূল আল্লামা হযরত সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (র.)'র সাথে আমি, হাজি আব্দুল হাকীম, আঞ্জুমানের সিনিয়র সহ সভাপতির বড় ভাই মুহাম্মদ হাচান ও ছোট ভাই মুহাম্মদ ছাবের পীরে কাঙ্গাল (র.)'র মাজার যিয়ারতে সফর সঙ্গী হিসেবে ছিলাম। মাজারের উপর কোন ছাদ কিংবা ছায়া দেওয়ার মত কিছুই ছিল না। প্রচন্ড রৌদের তাপে পাথর উত্তপ্ত। শেরে মিল্লাত বলেন- হুজুর কেবলা সহ আমরা উত্তপ্ত পাথরে দাঁড়িয়ে জেয়ারত আরম্ভ করলাম। কিন্তু পাথরের উত্তাপ সহ্য করতে না পেরে পিছনে সরে গিয়ে আমরা পাথর থেকে নেমে গেলাম। হুজুর কেবলা যথারীতি উত্তপ্ত পাথরে দাঁড়িয়ে নীরবে দীর্ঘক্ষণ জেয়ারত শেষে মুনাজাতের সময় পিছন দিকে ফিরে দেখেন আমরা সরে পিছনে ঠান্ডা স্থানে দাঁড়িয়ে আছি। হুজুর বুঝতে পেরে কিছু না বলে মুনাজাত করেন আর আমরা পিছন থেকে মুনাজাতে শরীক হলাম।

এমন গরম তাপে হুজুরের অনুভূতি না হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে হুজুর বললেন, তখন আমার সাথে পীরে কাঙ্গাল (র.)'র সাথে সাক্ষাত হয়েছে। আমি তাঁকে সালাম দিলাম আর তিনি আমার সালামের উত্তর দেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম- আপনি দিল্লী থেকে এই মারিপর্বতের পাদদেশে এসে আস্তানা করলেন কেন? তিনি ছিলেন দিল্লীর অধিবাসী। তাই আমি তাঁকে উর্দূ ভাষায় প্রশ্ন করলাম। কিন্তু যেহেতু আমার মাতৃভাষা পুশ্ত। তাই তিনি আমাকে পুশত ভাষায় উত্তর দিলেন। তিনি আমাকে উল্টো প্রশ্ন করলেন, স্ত্রীরা সাজ-গুজ কেন করে? আমি বললাম, তাদের স্বীমাকে খুশী ও সন্তুষ্ট করার জন্য। তখন তিনি বললেন- আমারও একজন মুনীব মাওলা আছেন, তাকে খুশী করার জন্য আমি দিল্লী ছেড়ে এই পাহাড়ে আস্তানা করেছি।[২০৭]

২৫. হযরত আজিজুল হক শেরে বাংলা (র.) (১৩৮৯ হি.)

১৩৭০ হি. ২৬ শে শাবান, ১৯৫১ খৃ. ২ জুন এবং ১৩৫৮ বাংলা ১৮ জ্যৈষ্ঠ দিবাগত রাতে মোজাদ্দেদে দ্বীনও মিল্লাত খাজায়ে বাঙ্গাল, ওয়াইছুল করণীয়ে ছানী ইমামে আহলে সুন্নাত, গাজীয়ে মিল্লাত শেরে বাংলা আজিজুল হক আল কাদেরী (র.) কে খন্দকিয়ার জমিনে রাতের বেলায় মিলাদ মাহফিলে ঘৃণ্য ওহাবীরা অতর্কিত ভাবে হামলা করে রক্তাক্ত ও

[২০৬]. শাহ মুরাদ সুহরাওয়ার্দী, মাহফিলে আউলিয়া, উর্দু, পৃ: ৫৭০

[২০৭]. আল্লামা ওবাইদুল হক নঈমী, জামেয়ার উপাধ্যক্ষ অফিসে, তারিখঃ ১৩-০৬-১১ সোমবার।

মুমূর্ষ অবস্থায় কাটা বনে ফেলে চলে যায়। পরে তাঁর ভক্ত বৃন্দ ঘটনা শুনে এসে তাঁকে প্রথমে হাটহাজারী হাসপাতালে পরে চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসে। এসময় পীরে কামেল শায়খুল হাদীস হযরতুল আল্লামা মাওলানা সফিরুর রহমান হাশেমী আল মোজাদ্দেদী (র.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাকে হুজুরের লাশ নিয়ে যাওয়ার জন্য খাট আনতে অনুরোধ করা হয়। কারণ আহত হওয়ার পর থেকে দীর্ঘ আট ঘন্টা যাবত হুজুরের শরীরে প্রাণের কোন লক্ষণ ছিলনা। ডাক্তারগণের ভাষ্যমতে হুজুরের হৃদস্পন্দন, শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নাড়ীর গতি ও ব্লাড প্রেসার বলতে কিছুই ছিলনা। এমতাবস্থায় একজন রোগীকে মৃত ঘোষণা করা যুক্তিযুক্ত ও স্বাভাবিক। তাই ডাক্তারবৃন্দ ডেথ সার্টিফিকেটও লিপিবদ্ধ করে ফেলেছিলেন। কিন্তু ঘটনার আকস্মিকতায় বৃহত্তর জনগোষ্ঠির অনুভূতির কথা বিবেচনা করে কাল বিলম্ব ও ইতস্তত করছিলেন।

ঠিক সেই মুহুর্তে তৎকালীন বিশিষ্ট নেতা জনাব এ. কে. ফজলুল কাদের চৌধুরী শেরে বাংলা (র.) কে দেখার জন্য দ্রুত বেগে জেনারেল হাসপাতাল উপস্থিত হন। তিনি কাল বিলম্ব না করে হাসপাতালের ডাক্তারদের একত্রিত করেন এবং হুজুরের সু-চিকিৎসার জন্য ডাক্তারগণের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করেন। তিনি বলেন এখানে আপনারা যদি চিকিৎসা করতে না পারেন তাহলে আমি এখনই হুজুরকে বিদেশে পাঠিয়ে দেবো। এতে ডাক্তারবৃন্দ চৌধুরী সাহেবকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আমরা আর একবার চেষ্টা করে দেখি, তারপর যা হবার হবে। ইতিমধ্যে হযরত মাওলানা সফিরুর রহমান হাশেমী আল মোজাদ্দেদী (র.) খাট নিয়ে এসে হাসপাতালের ভিতর প্রবেশ করলেন। তখন হঠাৎ করে ডাক্তারবৃন্দের সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণিত করে সবাইকে অবাক করে দিয়ে দীর্ঘ আট ঘন্টা পর হযরত শেরে বাংলা (র.) চোখ মেললেন। হযরত মাওলানা সফিরুর রহমান হাশেমী আল মোজাদ্দেদী (র.) হুজুরকে সালাম করলে তিনি ইশারায় সালামের জবাব দিলেন। হুজুরের জামাতা হযরতুল আল্লামা কাজী নুরুল ইসলাম হাশেমী সাহেব ডাক্তারের নিষেধাজ্ঞা ও ভীড়ের কারণে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি পাচ্ছিলেন না। অতপর অনেক কষ্টের বিনিময়ে তিনি অনুমতি নিয়ে হুজুরের সান্নিধ্যে গেলেন। তখন হুজুরের সবেমাত্র জ্ঞান ফিরেছে। আল্লামা হাশেমী সাহেব কেবলা বর্ণনা করেন, আমি ভিতরে প্রবেশ করেই মেশকে আম্বরের সুঘ্রাণ পেলাম এবং নূরের ঝালওয়া প্রত্যক্ষ করলাম। হুজুর চক্ষু মেললেন, এবং আমাকে খুবই ক্ষীণস্বরে জানালেন, এই মাত্র রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফ থেকে এসে আমাকে রূহ দিয়ে গেছেন এবং আমার মাথায় হাত বুলিয়ে সান্তনা দিয়ে গেছেন আর পবিত্র জবানে পাকে এরশাদ করে গেছেন, আজিজুল হক, আমি তোমার উপর খুশী হয়েছি। তোমার মহব্বতের কারণে তোমার আয়ু বৃদ্ধি করা হল।

উত্তেজিত সুন্নী জনতাকে শান্ত করার জন্য চট্টগ্রামের লাল দীঘির পাড়ে এ. কে. ফজলুল কাদের চৌধুরীর সহযোগিতায় এক বিরাট জনসভার আয়োজন করা হয়। এতে সুন্নী জনতাকে শান্ত থাকার আবেদন জানান হল। উক্ত প্রতিবাদ সভার পরে হাসপাতালে কোন এক সময়ে কিছু সংখ্যক ভক্ত ও অনুরোক্ত জিজ্ঞাসিত নয়নে হযরত শেরে বাংলা (র.) কে বললেন, হুজুর! আমরা তো মনে করেছিলাম আপনি ইন্তেকাল করেছেন। তদুত্তরে হযরত শেরে বাংলা (র.) আবেগ আপ্লুত নয়নে বললেন, তোমরা ঠিকই মনে করেছ। খন্দকিয়ার জমিনে আমি ইন্তেকাল করেছিলাম। আট ঘন্টা পর আমাকে পুনরায় জীবন দেয়া হয়েছে। আমার রূহ ক্বজ করার পর মৃত্যুদূত হযরত আজরাঈল (আ.) যখন আমার রূহ নিয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে গমণ করেছিলেন। সেই মুহূর্তে বেহেশতের রমণীকুলের সর্দার

হযরত মা ফাতেমাতুজ জাহরা (রা.) আমার রূহ কেড়ে নিয়ে রাহমাতুল্লিল আলামীন আল্লাহর পেয়ারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কদমে পাকে পেশ করে ফরিয়াদ করেন। ইয়া রাসুলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমার বাচ্চা আজিজুল হকের এখনো অনেক কাজ বাকী। এ অবস্থায় তাকে উঠিয়ে নেয়া হলে বাতিলরা আপনার নাম নিশানা পর্যন্ত মুছে ফেলবে। আল্লাহর দ্বীনকে রক্ষা করবে কে? তার রূহ আবার ফিরিয়ে দেয়া হউক। এভাবে দীর্ঘ আট ঘন্টা আলমে আরোওয়াহে বিচরণের পর আমি আবার আমার রূহ ফেরত পেয়েছি। ইনশাল্লাহ আমি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করব।

অতএব বুঝা যায় যে, তিনি খন্দকিয়ায় প্রথমে শহীদ হন অতপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উসিলায় পূর্ণ জীবন লাভ করে গাজী হন।[২০৮]

www.ahlesunnahbd.com

২০৮. ডা. সৈয়দ সফিউল আলম, সৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা (র.) , পৃঃ ৪৮

অল্পতে বরকত হওয়া

০১. হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) (১৩ হি.)

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমার পিতা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) আহলে সুফফার তিনজনকে ঘরে এনে তাদেরকে খানা খাওয়ানোর আদেশ দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে চলে গেলেন। তিনি রাতের খাবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে গ্রহণ করে গভীর রাতে ঘরে আসেন। স্ত্রী বললেন আপনি মেহেমানের কাছে আসতে এতো দেরী করলেন কেন? তিনি জানতে চাইলেন যে, এখনো কি মেহমানদের খাবার দেওয়া হয়নি? উত্তরে স্ত্রীর বললেন, খাবার দেওয়া হয়েছে কিন্তু তাঁরা আপনি ছাড়া খেতে অস্বীকার করেন। একথা শুনে এ ব্যাপারে তাঁকে সংবাদ দেয়নি কেন সেজন্য পুত্র আবদুর রহমানের উপর রাগান্বিত হলেন এবং খাবার নিয়ে মেহেমানদের সাথে বসে গেলেন।

রাবী বলেন, খোদার শপথ! আমরা যখনই খাবার লোকমা মুখে তুলি, নীচে তার দ্বিগুণ হয়ে যায়। আমরা সবাই পেট ভরে খেয়ে দেখি খাবার যা ছিল তার চেয়েও অধিক রয়ে গেছে। তিনি আশ্চর্য্য হয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন কি ব্যাপার! পাত্রে খাবার তো অনেক বেশী দেখা যাচ্ছে। স্ত্রী শপথ করে বলেন, এখনো খাবার তিনগুণ বেশী রয়েছে। ঐ অবশিষ্ট খাবার তিনি রাতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে নিয়ে যান এবং সকাল বেলা একদল সৈনিক পেট ভরে খাওয়ার পরও এতটুকু খাবারও কমেনি।[২০৯]

০২. হযরত আবুল হাসান খারকানী (র.) (৪৩৫ হি.)

প্রখ্যাত বুজুর্গ হযরত আবু সাঈদ তাঁর মুরীদগণকে নিয়ে একদা হযরত আবুল হাসান খারকানীর দরবারে মেহেমান হলেন। এসময় তাঁর ঘরে অল্প কয়টি রুটি ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। তিনি তাঁর স্ত্রীকে আদেশ দিলেন ঐ কয়েকটি রুটির উপর চাদর দিয়ে ঢেকে দাও এবং প্রয়োজন অনুপাতে মেহেমানদের সম্মুখে দিতে থাক। তাঁর আদেশ মোতাবেক সকল মেহমানকে পরিতৃপ্ত করে খাওয়ানোর পর অনেক রুটি অবশিষ্ট রয়ে গেল।

অপর এক বর্ণনা মতে তাঁর দস্তরখানায় বহু মেহেমান ছিল। খাদেম চাদরের নীচ থেকে রুটি বের করে দিচ্ছে। তাঁর কারামতে চাদরে এমন বরকত হল লাগাতার চাদরের নীচ থেকে রুটি বের করছিল খাদেম অথচ এতে মাত্র কয়েকটি রুটি ছিল। কিন্তু খাদেম পরীক্ষামুলক ভাবে চাদর তুলে দেখলে বরকত চলে যায় এবং সেখানে কোন রুটিই পায়নি। তিনি খাদেম কে বলেন-তুমি ঠিক করনি। যদি চাদর তুলে না দেখতে তবে কিয়ামত পর্যন্ত রুটি বের করতে পারতে।[২১০]

---

[২০৯]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (র.), (২৫৬ হি.), বুখারী শরীফ, পৃঃ ৫০৬. প্রথম খন্ড

[২১০]. শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র.), (৬৩৭ হি.), তাযকেরাতুল আউলিয়া, উর্দু, পৃঃ ৩০৯

০৩. দাতা গঞ্জে বখশ লাহুরী (র.) (৪৬৫ হি.)

বর্ণিত আছে যে, হযরত সৈয়্যদ আলী হাজভীরী প্রকাশ দাতা গঞ্জে বখশ লাহুরী (র.) এর নিকটে বায়রা নামক এক হিন্দু যুগী সাধনা করে কিছু অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। তার আশে পাশের গোয়ালরা দুধ দোহন করার পর সর্বপ্রথম তাকে দুধ দিয়ে আসত। যদি কেউ এরূপ না করত তবে পরের দিন তাদের মহিষের স্তন হতে দুধের পরিবর্তে রক্ত বের হতো।

একদা এক বৃদ্ধা তাজা দুধের পাত্র নিয়ে দাতা গঞ্জে বখশ (র.) এর সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি তাকে ডাকলেন এবং বললেন– দুধ উচিত মূল্য দিয়ে আমার কাছে বিক্রি কর। বৃদ্ধা উত্তর দিল হয়ত আপনি জানেন না যে, এই দুধ রায় যুগীর জন্য এবং তাকেই দিতে হবে। যদি তাকে না দিই তবে গাভীর স্তনে রক্ত আসা আরম্ভ করবে।

তিনি মুচকী হেসে বলেন– যদি তুমি এই দুধ আমাকে দিয়ে যাও তবে তোমার গাভীর দুধ আরো বেড়ে যাবে। বৃদ্ধা একথা শুনে দাঁড়িয়ে গিয়ে অনেক চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিল যে, ইনি নিশ্চয় একজন বড় বুজুর্গ। তাঁর কথা মিথ্যা হতে পারে না। বৃদ্ধা দুধের পাত্র হযরতের নিকট দিয়ে দেয়। তিনি প্রয়োজন মতো পান করে বাকীগুলো নদীতে নিক্ষেপ করেন। বৃদ্ধা সন্ধ্যায় দুধ দোহন করতে লাগলে ঘরের সমস্ত পাত্র ভরে যায় কিন্তু স্তনে দুধ শেষ হয়না। এখবর আশে পাশে জানাজানি হয়ে গেল। পরের দিন সবাই দুধ নিয়ে হযরতের খেদমতে উপস্থিত হয়। তিনি মৃদু হেসে দুধ গ্রহণ পূর্বক সামান্য পান করে বাকী গুলো নদীতে ঢেলে দিতেন। সন্ধ্যা হলে সবাই দেখে যে, তাদের গাভীর স্তন দুধে পূর্ণ। হিন্দু যুগীর দুধ বন্ধ হয়ে গেলে সে ক্ষীপ্ত হয়ে হযরতের সাথে মোকাবিলার উদ্দেশ্যে এসে বলল, আপনি আমার দুধ বন্ধ করে দিয়েছেন এটা কিন্তু কোন বড় কামাল বা চমক নয়। এর চেয়ে বেশী কোন কামাল বা কারামাত থাকলে দেখান।

তিনি বলেন– আমিতো খোদার এক নগণ্য বান্দা। তোমার মতো কোন ভিল্কিবাজী নই যে, কারিশমা দেখাবো। হ্যাঁ, যদি তোমার কাছে কোন কারিশমা থাকলে দেখাও। যুগী বলল তাহলে দেখেন আমার কারিশমা, এই বলে সে তার সাধনা বলে বাতাসে উড়তে লাগল। হযরত তার অবস্থা দেখে হেসে জুতা মোবারক নিয়ে নিক্ষেপ করেন। জুতা যুগীর সাথে বাতাসে উড়তে লাগল। যুগী এই কারামত দেখে নিচে নেমে এসে হযরতের কদমে পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। তিনি তাকে আধ্যাত্মিক দীক্ষায় দীক্ষিত করে নাম রাখেন শেখে হিন্দী। তিনি আজীবন হযরতের খাস মুরীদ ছিলেন এবং হযরতের ইন্তেকালের পর তার বংশধরগণ হযরতের মাজার শরীফের প্রতিবেশী ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। অদ্যবদি এই নিয়ম চালু রয়েছে।[২১১]

০৪. হযরত কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.) (৬৩৩ হি.)

হযরত কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী ও হযরত শেখ সূফী বদনী (র.) চেঙ্গীস খানের হাতে বন্ধী হন। একদা সকল বন্ধী প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত ছিল। কারামাতের ভিত্তিতে

---

[২১১]. শাহ মুরাদ সুহরাওয়ার্দী, মাহফিলে আউলিয়া, উর্দু, পৃঃ ৪২৪

হযরত কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.) নিজের বগলের নীচ থেকে রুটি বের করে করে বন্ধীদের মধ্যে বিতরণ করেন আর হযরত সূফী বদনী (র.) এক বদনা পানি দিয়ে সকল বন্ধীকে পানি পান করান। এই ঘটনার পর থেকে খাজা কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার (র.) 'কাকী' উপাধিতে আর শেখ সূফী (র.) 'বদনী' উপাধিতে ভূষিত হন। উল্লেখ্য যে, কাক অর্থ রুটি আর কাকী অর্থ রুটিওয়ালা।[২১২]

০৫. হযরত শাহ জালাল ইয়েমনী (র.) (৭৪৬ হি.)

হযরত শেখ ওয়াহিদ উদ্দিন কিরমানী থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন একবার আমি শাহজালাল (র.) এর সঙ্গে পদ ব্রজে সফরে ছিলাম। মরুভূমির পথচলা খুবই কঠিন ও কষ্টকর। এসময় কয়েকজন উট ব্যবসায়ী এসে তাদের উট বিক্রি করার প্রস্তাব দিল। প্রতিটি উটের দাম বিশ দীনার করে। যাদের হাতে অর্থ ছিল তারা সবাই উট কিনে নিল। বাকি সবাই অক্ষম বিধায় উট কিনতে পারল না। তারা পায়ে হেঁটেই কাফিলার সঙ্গে চলল।

শায়খ জালাল উদ্দিন (রা.) জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, আরো পাঁচশ উট বিক্রির জন্য মওজুদ আছে। তিনি একটি মাটির খোরা যোগাড় করে তাতে একটি আশরাফী রেখে নিজের চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। তারপর 'ইয়া লাতীফু' বলে চাদরের ভিতরে হাত দিলেন। তৎক্ষণাৎ বিশটি দীনার তাঁর হাতে এলো। এভাবে যতবার হাত দিলেন ততবারই বিশ আশরাফী করে পেলেন। অবশেষে তিনি সবগুলো উট কিনে সবাইকে দান করে দিলেন।[২১৩]

---

২১২. শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.), (১০৫২ হি.) আখবারুল আখইয়ার, উর্দু, পৃ: ২১২

২১৩. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্পাদিত, আমাদের সুফীয়ায়ে কিরাম, পৃ: ২২৭

www.ahlesunnatbd.com

দূর থেকে সাহায্য করা

০১. হযরত ওমর (রা.) (২৩ হি.)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উমর (রা.) জুমার দিন মিম্বরে খোৎবা দেওয়ার সময় হঠাৎ করে يا سارية الجبل বলে তিনবার ডাক দিলেন। এর অর্থ হল হে সারিয়া! পাহাড়ের দিকে যাও। এভাবে ডাক দিয়ে মিম্বর থেকে হযরত সারিয়াকে পাহাড়ের দিকে যাওয়ার তিনবার নির্দেশ দিয়ে পুনরায় খুৎবা আরম্ভ করেন। নামাজের পরে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে উত্তরে বলেন– খোদার শপথ! আমি এরূপ বলতে বাধ্য হয়েছি। কারণ ইরানে আজার বাইজান শহরের নাহাওয়ান্দ পাহাড়ী এলাকায় হযরত সারিয়া মুসলমান সৈনিকদের নিয়ে যুদ্ধাবস্থায় আছে। আমি তাদেরকে দেখলাম যে তারা পাহাড়ের নিকটে যুদ্ধ রত আছে। এদিকে কাফেররা তাদের সামনে পেছনে ঘেরাও করে রেখেছে। এটা দেখে আমি নিজেকে সংযত রাখতে পারিনি তাই ডাক দিয়ে বলে দিলাম হে সারিয়া! পাহাড়ের দিকে যাও।

এই ঘটনার কিছু দিনপর হযরত সারিয়া (রা.) এর দূত একটি চিঠি নিয়ে আসল যার মধ্যে লিখা ছিল যে, আমরা জুমার দিন কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেছি এবং আমাদের পরাজয় প্রায় নিশ্চিত ছিল। এমতাবস্থায় ঠিক জুমার সময় يا سارية الجبل শব্দ শুনে আমরা পাহাড়ের দিকে গিয়ে যুদ্ধ করি। ফলে আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের পরাজিত করেন আর আমরা তাদের হত্যা করি। এভাবে যুদ্ধে আমরা বিজয় লাভ করি।[২১৪]

উল্লেখ থাকে যে, মদীনা মুনাওয়ারা থেকে নাহাওয়ান্দ প্রায় এক মাসের পথ।

০২. হযরত আবু কুরযাফা (রা.)

হযরত আবু কুরযাফা (রা.) একদা আসকালানে ছিলেন। তাঁর ছেলে কুরযাফা রোম শহরে যুদ্ধে লিপ্ত। সকালে ফজরের নামাজের সময় হলে তিনি তাঁর ছেলেকে আসকালান থেকে উচ্চস্বরে বলেন, হে কুরযাফা! হে কুরযাফা। নামাজ, নামাজ। কুরযাফা রোম থেকে উত্তর দেন হাজির আছি হে পিতা! কুরযাফার সঙ্গীরা বলেন আপনি কার সাথে কথা বলতেছেন? তিনি বলেন- আমার পিতার সাথে। খোদার শপথ! তিনি আসকালান থেকে আমাকে নামাজের জন্য আহবান করতেছেন।[২১৫]

০৩. হযরত আবুল হাসান খারকানী (র.) (৪৩৫ হি.)

একদা একদল লোক কোন এক বিপদ জনক রাস্তা দিয়ে সফর করার প্রয়োজন হলে তারা হযরত আবুল হাসান খারকানী (র.) এর নিকট এসে আরজ করল যে, আপনি আমাদেরকে এমন কিছু দোয়া শিখিয়ে দিন যাতে পথের বিপদ আপদ থেকে আমরা রক্ষা

---

[২১৪]. শেখ ওলীউদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) (৭৪০ হি.) মেশকাত শরীফ, ৫৪৬ পৃ:

[২১৫]. আবদুর রহামন জামী (র.), (৮৯৮ হি.) শাওয়াহেদুন নবুয়্যত, উর্দু, পৃ: ৩৮৬

পাই। তিনি বলেন, যদি পথে তোমাদের কোন বিপদ আসে তাহলে আমাকে স্মরণ করবে। কিন্তু তারা তাঁর কথাকে গুরুত্ব না দিয়ে যাত্রা আরম্ভ করল। পথে তারা ডাকাতের আক্রমণে পড়লো। প্রচুর সম্পদশালী এক ব্যক্তির দিকে ডাকাতের দৃষ্টি পড়লে সে বিশ্বাসের সহিত হযরত আবুল হাসান খারকানী (র.) এর নাম নিল। ফলে তার মাল পত্র সহ সে লোক চক্ষু থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। এটা দেখে ডাকাত দল অবাক হয়ে গেল। আর যারা তাঁর নাম স্মরণ করেনি তারা লুণ্ঠিত হয়ে সর্বহারা হয়ে গেল। ডাকাত দল চলে যাবার পর সে ব্যক্তি সবার সামনে দৃষ্টি গোচর হল। তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে সে বলল, আমি অন্তরের বিশ্বাস নিয়ে হযরতকে স্মরণ করেছি ফলে আল্লাহ তাঁর কুদরতে আমাকে সবার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য করে রাখেন।

এই ঘটনার পর যখন ঐ দলটি খারকানে ফিরে আসে তখন তারা আবুল হাসান খারকানীকে বলে-আমরা খাটি অন্তরে আল্লাহকে স্মরণ করেছি তবুও আমাদের মাল সম্পদ লুটে নিয়েছে আর যে আপনাকে স্মরণ করেছে সে বেঁচে গেল এর কারণ কি? উত্তরে তিনি বলেন-তোমরা শুধু মুখে খোদাকে স্মরণ কর আর আবুল হাসান খালেস অন্তরে আল্লাহকে স্মরণ করে। সুতরাং তোমাদের উচিত আবুল হাসানকে স্মরণ করা। কেননা আবুল হাসান তোমাদের জন্য খোদাকে স্মরণ করে। আর খোদাকে শুধূ মুখে স্মরণ করা অনর্থক।[২১৬]

০৪. হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি.)

হযরত শেখ আবু আমর ওসমান ও শেখ মুহাম্মদ আবদুল হক হারিমী বলেন-আমরা ৫৫৫ হি. সনে ৩রা সফর রবিবার দিনে শেখ মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের (র.) এর মাদ্রাসায় তাঁর সামনে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খরম পরিধান করে অজু করে দু'রাকাত নামাজ পড়েন। সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করে উচ্চস্বরে শব্দ করে একটি খরম নিক্ষেপ করেন এবং তা আমাদের চোখের অদৃশ্য হয়ে গেল। অতপর দ্বিতীয়বার চিৎকার করে দ্বিতীয় খরমটিও নিক্ষেপ করেন। এটিও আমাদের চোখের অন্তরায়ে চলে যায়। তারপর তিনি বসে গেলেন। কারো সাহস হলনা যে, তাঁর কাছে এর কারণ জিজ্ঞেস করবে। ত্রিশদিন পর আজম দেশ থেকে একটি কাফেলা এসে বলল আমাদের নিকট শেখের কিছু নজরানা বা মান্নতের হাদিয়া আছে। আমরা তাঁর অনুমতি চাই। তিনি সেগুলো নেয়ার অনুমতি দেন। তারা আমাদেরকে সামুদ্রিক এবং রেশমী কাপড়, স্বর্ণ ও দু'টি খরম দেয় যা তিনি ঐদিন নিক্ষেপ করেছিলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম তোমরা এই খরম দু'টি কোথায় পেয়েছ? তারা বলে আমরা ৩রা সফর রবিবার সফর করতেছি। হঠাৎ আমাদের সামনে আরবের এক লূটেরা দল আসল তাদের দু'জন সরদার ছিল। তারা আমাদের মাল লুট করতে লাগল এবং কয়েক জনকে হত্যাও করল। তারপর জঙ্গলে গিয়ে মাল বন্টন করতে লাগল। আমরা জঙ্গলের একপাশে গিয়ে মনে মনে শেখ আবদুল কাদের (র.) কে স্মরণ করলাম এবং তাঁর জন্য কিছু মালও মানত করলাম। ইত্যবসরে দু'টি প্রচণ্ড গর্জন শুনি এবং দেখি ডাকাতদল ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। আমরা মনে করেছি অপর কোন আরবদল তাদের উপর আক্রমণ করেছে। অতপর তাদের কয়েকজন আমাদের নিকট এসে বলতে লাগল এসো তোমাদের মাল নিয়ে যাও এবং আমাদের উপর কি বিপদ এসেছে দেখে যাও। তারা আমাদেরকে তাদের সরদারের নিকট

[২১৬]. শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র.), (৬৩৭ হি.), তাযকেরাতুল আউলিয়া, উর্দু, পৃঃ ৩০৭

নিয়ে যায়। আমরা তাদের দুই সরদারকে মৃত অবস্থায় দেখি এবং উভয়ের নিকটে এই খরম দু'খানা দেখি যা এখনো পানিতে ভেজা। তখন তারা আমাদের সমস্ত মাল ফেরত দেয় আর আমরা নিরাপদে ফিরে আসি।[২১৭]

০৫. শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.) (৬৭০ হি.)

খাজা নিজাম উদ্দিন আউলিয়া (র.) এরশাদ করেন, এক ব্যক্তি শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.)'র হাতে বাইয়াত গ্রহণের জন্য দিল্লি থেকে পাক পঠনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। পথে এক গায়িকা তার সঙ্গী হয়ে গেল। এই ছলনাময়ী নারী তার ভালবাসার ফাঁদে ফেলে লোকটির সাথে সর্ম্পক করার চেষ্টা করছে। কিন্তু সাধু লোকটি মহিলার দিকে তাকিয়েও দেখেনি। একস্থানে তারা উভয় একটি গরুর গাড়ীতে আরোহণ করলে মহিলাটি তার কাছে এসে বসে গেল। যেহেতু এখন উভয়ের মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক নেই। ফলে লোকটির মনে সামান্য ইচ্ছে জাগল যে, মহিলার সাথে একটু কথা বলবে আর বন্ধুত্ব গড়ে তুলবে। ঠিক এমন সময় দেখল একজন দরবেশ এসে তার মুখে এক থাপ্পর দিয়ে বলেন-আফসোস! তুমি অমুক বুযুর্গ'র নিকট যাচ্ছ তাওবা করার জন্য আর পথে তুমি এরূপ আচরণ করতেছ? লোকটি তৎক্ষনাৎ সাবধান হয়ে গেল। অবশেষে যখন লোকটি হযরত শেখ ফরিদ গঞ্জে শেকর (র.)'র খেদমতে উপস্থিত হল তখন তিনি সর্বপ্রথম তাকে বললেন আল্লাহ তায়ালা সেদিন তোমাকে হেফাজত করেছেন।[২১৮]

০৬. হযরত শামশুদ্দিন হানফী (র.)

হযরত মুহাম্মদ শামশুদ্দিন হানফী (র.) মিশরে শাজলী তরীকার বড় শেখ ছিলেন। একদা তিনি অজু করতেছেন এমন সময় জনৈক ব্যক্তি আসল। তিনি তাঁর হুজরা শরীফ থেকে একখানা কাঠের তৈরী জুতা নিক্ষেপ করেন। হুজরায় কোন ছিদ্র কিংবা জানালা ছিল না তবুও জুতা আকাশে উড়ে গেল। তিনি এক খাদেমকে বলেন-ঐ জুতা না আসা পর্যন্ত এই জুতাটিও তুমি রাখ। কিছুদিন পর একজন সিরিয়াবাসী ঐ জুতা সহ অনেক হাদিয়া তোহফা নিয়ে হযরতের দরবারে উপস্থিত হয়ে বলে আমার এত উপকারের জন্য হুজুরকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দান করুন। এক চোর আমাকে হত্যার জন্য আমার বুকে চড়ে বসেছে। এমন সময় আমি মনে মনে বললাম, আমার সাহায্য কারী হে মুহাম্মদ হানফী! কেবল এতটুকু বলেছি, এক কাঠের জুতা তার বুকে এমন ভাবে আঘাত করে যে, সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। আল্লাহ আপনার বরকতে আমাকে মুক্তি দান করেন।[২১৯]

০৭. হযরত মাখদুম আশরাফ জাহাঁগীরী (র.) (৮০৮ হি.)

হযরত মাখদুম আশরাফ জাহাঁগীরী (র.) একদা বলখের এক মসজিদে অবস্থান করতেছেন। সাথে তাঁর অসংখ্য সঙ্গী, খাদেম, বহু দরবেশ ও ফকীর ছিলেন। তাঁদের সাথে কথোপকথনের মাঝখানে তিনি স্বীয় লাঠি মোবারক তুলে রাগান্বিত হয়ে মসজিদের দেওয়ালে আঘাত করতে লাগলেন। উপস্থিত সকলই অবাক হয়ে গেল যে, এর কারণ কি?

---

২১৭. আবুল হাসান শতনূফী (র.), (৭১৩ হি.) বাহজাতুল আসরার, উর্দু, পৃঃ ১৯৮
২১৮. খাজা আমীর খোঁদ, সিয়ারুল আউলিয়া, উর্দু পৃ. ১৬৫
২১৯. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.), (১৩৫০ হি.) জামে কারামাতে আউলিয়া, উর্দু, পৃঃ ৬৭১

কিছুক্ষণ পর হযরত নুরুল আইন (র.) এই আশ্চর্য জনক ঘটনার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি প্রথমে চুপ ছিলেন। কয়েক মিনিট পর বললেন, মুসেল শহরে আমার এক রুমী মুরীদ যুদ্ধের ময়দানে বিপর্যস্ত অবস্থায় আমাকে স্মরণ করেছে এবং আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছে। আমি তাকে সাহায্য করেছি। যে সৈন্যদলে সে ছিল আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বিজয়ী দান করেন। উপস্থিত কয়েকজন ঐ তারিখ লিখে রাখেন। কিছুদিনপর ঐ দিক থেকে এক আহত সিপাহী এসেছে। তার থেকে জানতে পারলেন যে, ঠিক ঐ তারিখেই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল এবং হযরত জাহাঁগীরী (র.)'র বেলায়েতী ক্ষমতা বলে তাদের বিজয় নসীব হয়েছিল।[২২০]

০৮. হযরত মুহাম্মদ মাসুম (র.)

হযরত মুহাম্মদ মাসুম (র.) নকশবন্দী তরীকার প্রখ্যাত শেখ ছিলেন। তাঁর একজন খলীফা খাজা মুহাম্মদ সিদ্দীক ঘোড়ায় চড়ে সফর করছিলেন। ঘোড়া রেগে গেলে তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে যান কিন্তু রেকাবে পা আটকে গিয়ে তিনি ঝুলতেছেন। ধ্বংস অনিবার্য জেনে তিনি তার মুরশিদ হযরত মুহাম্মদ মাসুম (র.)'র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন, আমি দেখেছি যে তিনি এসে ঘোড়াকে থামালেন এবং আমাকে ঘোড়ার উপর আরোহণ করে দিলেন।[২২১]

০৯. হযরত আহমদ উল্লাহ মাইজভান্ডারী (র.) (১৩২৩ হি.)

চট্টগ্রাম নানুপর নিবাসী সৈয়দ খায়ের উদ্দিন ডাক্তারের এক বন্ধু কা'বা শরীফে হজ্ব করতে গিয়ে টাকার অভাবে বাড়ি ফিরতে পারছেনা। অবশেষে আরবি ভাষা না জানায় বোবার মতো ভিক্ষাবৃত্তি আরম্ভ করল। এতে তার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়লে অসহায় হয়ে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করল যে, হে করুণাময়! বিশ্বে যদি তোমার কোন মহান মাহবুব থাকেন, যামানার দুঃখ নিবারক ক্ষমতাবান তোমার কোন প্রিয় বন্ধু যদি জগতে থাকেন তবে তাঁর উসিলায় তুমি আমাকে এই বিপদ হতে উদ্ধার কর। আমাকে দেশে ফেরার উপায় করে দাও। তুমি ছাড়া আমার আর কোন গতি নাই হে প্রভূ! তোমার প্রিয় হাবীব নবীর রওজা মোবারক যিয়ারত করতে এসে তোমারই পবিত্র কাবা গৃহের তাওয়াফ করতে এসে যদি কোন ভুলত্রুটি করে থাকি, প্রভূ তা ক্ষমা কর। আল্লাহ তায়ালা তার প্রার্থনা কবুল করেন। পরদিন সন্ধ্যায় তিনি নির্জনে ঘুরতেছিলেন, এমন সময় মাইজভান্ডারী মাওলানা জনাব হযরত আহমদুল্লাহ (ক.) সাহেবকে তার সামনে দেখতে পান। তিনি অত্যন্ত আশ্চর্যন্বিত এবং আহলাদিত হলেন। পলকে যেন তার শক্তি শতগুণ বেড়ে গেল। সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করেন হুজুর! আপনি কখন মক্কা শরীফ আসছেন। তিনি উত্তরে বলেন-হজ্বের পূর্বে এসেছি। আমার শোচনীয় অবস্থা দেখে তিনি মর্মাহত হন এবং সঙ্গী হাজীগণের সাথে চলে না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করেন। আমি অকপটে আমার দুরাবস্থার কথা তাঁর নিকট ব্যক্ত করলাম। তিনি আমার প্রতি দয়াদ্র দৃষ্টিতে দেখে বলেন, ভাই সাহেব! আর কোন চিন্তা নাই আমার সঙ্গে আসুন। আল্লাহ তায়ালা নিরাপদে আপনাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দেবেন। একথা বলে তিনি পথ

---

[২২০]. মুফতি জালাল উদ্দিন আহমদ আমজাদী, বুযুঁর্গোকে আক্বীদে, উর্দু, পৃ. ১৮০, সূত্র. মাহবুবে ইয়াযদানী, পৃ. ৮৪

[২২১]. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.), (১৩৫০ হি.), জামে কারামাতে আউলিয়া, উর্দু, পৃঃ ৮১৪,

চলতে লাগলেন। আমি আনন্দিত মনে তাঁর পেছনে চলতে আরম্ভ করলাম। মাগরীবের নামাজের সময় হলে দু'জনে এক নির্জন স্থানে নামাজ আদায় করে নিলাম। তিনি একটি থলে হতে আমাকে কিছু মেওয়া ও পানীয় দিলেন। আমি ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণ করি। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘণীভূত হয়ে আসছে। তিনি থলে হতে একটি মোমবাতি বের করে জ্বালিয়ে আমার হাতে দিয়ে বললেন আপনার দৃষ্টি সামনের দিকে করুন। আমি সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি অদূরে একটি প্রদীপের অত্যুজ্জ্বল আলো জ্বলতেছে। এর আলোকরশ্মি যেন আমার দিকে ধেয়ে আসতেছে। আমি একটি উজ্জল প্রদীপ দেখতেছি বলে তাকে জানালাম। তিনি আমাকে একটি ইসম শিখিয়ে দিয়ে বলেন– ভাই সাহেব! আপনি এই ইসম খানা পড়তে পড়তে একধ্যানে দ্রুত ঐ প্রদীপটির দিকে অগ্রসহ হন। এদিক ওদিক তাকাবেন না। কথা মত কাজ করলে আল্লাহ্ অতি সত্ত্বর আপনাকে দেশে পৌঁছাবেন। দেশে পৌঁছে এ সমস্ত কথা কারো নিকট প্রকাশ করবেন না। আমি তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে ইসম খানা জপতে জপতে প্রদীপটির দিকে একাগ্রচিত্তে মন্ত্রমুগ্ধবৎ চলতে লাগলাম। কতক্ষণ চলে হঠাৎ আমি মন্ত্রখানা ভুলে গেলাম এবং সামনের উজ্জ্বল প্রদীপটিও অদৃশ্য হয়ে গেল। এতে আমি বিপদ মনে করে অতিশয় ভীত হয়ে পড়লাম। এদিক ওদিক তাকাতেই দেখি আমি চট্টগ্রাম শহরের সদর ঘাটে বাউটা লাকড়ি নামক স্থানে এসে পৌছেছি। তখন সময় সোবহে সাদেক। চারিদিকে লোকজন চলাফেরা করতেছে। আমি বিস্ময়ে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম এই মাত্র যেন পথচলা আরম্ভ করলাম। কখন রাত শেষ হল এবং কেমন করে আমি চট্টগ্রামে পৌঁছলাম।

তিনি বলেন– আমার বিশ্বাস মাওলানা সাহেব হজ্বে যান নি, গেলে আমি দেশে থাকতে নিশ্চয় শুনতাম। তিনি আমাকে উদ্ধার করার জন্যই এ অলৌকিক লীলা প্রদর্শন করেছেন। তিনি নিশ্চয় বাড়ীতে আছেন। এ সমস্ত কল্পনা করতে করতে আমি তখন নিজ বাড়ীর প্রতি নয় মাইজভান্ডার দরবার শরীফ পানে রওয়ানা হলাম। দুপুর দু'টার সময় আমি দরবার শরীফে উপস্থিত হয়ে খবর নিয়ে জানলাম তিনি ইতিমধ্যে কোথাও যাননি। আমার অনুমান সত্য। সমস্তই তাঁর কারামাত। আমি আত্মহারা পতঙ্গের মত তাঁর পবিত্র চরণে লুটে পড়ে আনন্দাশ্রুতে তাঁর পদযুগল ভাসিয়ে দিলাম। আমার মাথায় করুণাময় হাত ফিরায়ে বলতে লাগলেন হাজী সাহেব ওয়াদা ঠিক রাখবেন। কোন কষ্ট হয়নি তো? আমি আরজ করলাম হুজুর! আমাকে যা শিখিয়ে দিয়েছিলেন তা আমি ভুলে গিয়েছি। দয়া করে তা আমাকে পুনরায় শিখিয়ে দিন। উত্তরে তিনি বলেন-আর দরকার নেই। আপনার কাজ তো সেরে গিয়েছে। আবার কেন? এই বলে খাদেমগণকে বললেন, এই লোকটি বহুদুর থেকে এসেছেন। তিনি পথশ্রমে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হয়ে পড়েছেন। পানাহারে তৃপ্ত কর। খাদেম সাহেব আমাকে পরিতৃপ্ত করে খাওয়ান এবং নানাভাবে প্রশ্ন করে ঘটনা জানার চেষ্টা করেন। আমি অতি সতর্কতার সহিত প্রকৃত ঘটনা গোপন করে কোন দয়ালু পরোপকারী বাদশাহর অনুগ্রহে এসেছি বলে জানালাম। হাজী সাহেব মৃত্যুকালীন সময়ে এঘটনা প্রকাশ করেন।[২২২]

১০. হযরত শাহ আহসান উল্লাহ (র.)

প্রত্যেক খ্রিষ্টীয় নব বৎসরের প্রথম দিন ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় 'নব বৎসরের নব কথা' নামক একটি প্রবন্ধের কলাম থাকে। খ্রিঃ ১৮৯১ সনে নব বৎসরের প্রথম দিন অর্থাৎ ১

[২২২]. সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন মাইজভাভারী, গাউসুল আজম মাইজভান্ডারীর জীবন ও কেরামত, পৃঃ ১১৭

জানুয়ারী, ঢাকা মানিকগঞ্জের খান বাহাদুর আবদুল লতীফ সাহেব (স্কুল ইন্সপেক্টর) স্টেটসম্যান পত্রিকায় লিখেছেন আমরা ১৮৯০ সনের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের বৃহস্পতিবার মগুরী খোলাতে হযরত কেবলা (শাহ্ আহসান উল্লাহ্) এর দরবারে বসে তাঁর অমীয় বাণী শুনতেছি। এমন সময় হযরত কেবলা হঠাৎ নিজ পালঙ্ক হতে একটু নীচু হয়ে পালঙ্কের নিম্নে ডান হাত ঢুকালেন এবং ইন্নাল্লাহু বলে উঠলেন। আমরা তাঁর হাত মোবারক আর্দ্র দেখে জিজ্ঞেস করলাম যে, এর কারণ কি? হযরত কেবলা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন ও পরে বললেন- অল্পকাল মধ্যেই বুঝতে পারবেন। তিনি পুনরায় আল্লাহ্ তা'য়ালার একত্বের ও তাওহীদের কথা বলতেছিলেন। প্রায় দু'ঘন্টা পরে হযরত কেবলার খিদমতে জনৈক মুরীদ গিরিকান্দি গ্রাম হতে তার পরিবার পরিজন সহ উপস্থিত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, হযরত কেবলা! আমাদের নৌকা বুড়ীগঙ্গা ও ধলেশ্বরীর সংগমস্থলে ঘুর্ণিপাকে ও ঝড়ে পতিত হয়। নৌকার অগ্রভাগ পানিতে ডুবে যাচ্ছিল দেখে তৎক্ষণাৎ ভয়ে 'ইয়া মুর্শেদ' 'ইয়া মুর্শেদ' করে চিৎকার করে উঠলাম। বলার সঙ্গে সঙ্গে দেখি যে, হযরত কেবলা এসে নৌকা খানি হাতে ধাক্কা দিয়ে তীরের দিকে ঠেলে দিলেন। তুফানও গেল, আমরাও বেঁচে গিয়ে হযরত কেবলার খিদমতে আসলাম।[২২৩]

১১. হযরত সৈয়দ আহমদ সিরিকোটীর (র.) (১৩৮০ হি.)

কুতুবুল আউলিয়া বানিয়ে জামেয়া আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ আহমদ শাহ ছিরিকোটি (র.) বার্মার রেঙ্গুনে কেন্দ্রীয় বাঙ্গালী মসজিদের ইমাম ও খতীব থাকাকালীন সময়ে একদা তাঁর নিকট জনাকয়েক অথিতি আসলেন। মেহেমানের প্রতি যথাসাধ্য সম্মান প্রদর্শন করা ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। তিনি বরাবরই তদানুযায়ী আমল করতেন। একদা পরিস্থিতি এমন হল যে, মেহেমান আপ্যায়নের মতো ঘরে তেমন কিছু ছিলনা। হাতে টাকা পয়সাও নেই। নিয়মানুসারে খাদেম কিছু আনার জন্য হুজুরের কাছে টাকা চাইলেন। টাকা নেই, একথা না বলে তিনি প্রতিবারই বললেন, সবুর কর। অনেক্ষণ পর টাকার একটা বাণ্ডিল হাতে এক অপরিচিত আগন্তুক হুজুরের সমীপে হাজির। টাকা নিয়ে খাদেমকে বাজারে যাবার নির্দেশ দিলেন এবং দ্রুত এসে মেহমানের খাবারের এন্তেজাম করার কথা বললেন। খাদেম বলল, বাজী বেয়াদবী মাফ করবেন। টাকা যখন পেয়েছি বাজারে অবশ্যই যাব, প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে আসব। তবে অনুগ্রহ পূর্বক জানতে চাই টাকার বাণ্ডিল বহনকারী আগন্তুক ব্যক্তিটি কে? খাদেম বারবার জানতে একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করলেও হুজুর বরাবরই তাকে বাজারে যাবার নির্দেশ দিয়ে উত্তর না দিতে চেষ্টা করেন। পরিশেষে খাদেমের অনুরোধে নিরুপায় হয়ে হুজুর জবাব দিলেন, আগন্তুক আর কেউ নন, তিনি হলেন সৈয়্যদানা খাজা খিজির (আ.)। আমার মুর্শিদ ক্বেবলা খাজায়ে খাজেগান খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (র.) তাঁকে পাকিস্তানের চৌহর শরীফ থেকেই আমার সম্মান রক্ষার্থে পাঠিয়েছেন। যেহেতু মেহমান উপস্থিত, অথিতি আপ্যায়নের মতো কিছু নেই তাই টাকার বাণ্ডিল দিয়ে আমার কাছে পাঠিয়েছেন।[২২৪]

---

[২২৩]. এ. এফ. এম. আবদুল মজীদ রুশদী, হযরত কেবলা (র.), পৃঃ ৬৪

[২২৪]. মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, সুন্নীয়তের পঞ্চরত্ন, পৃঃ ১৪৪

বিষপানে ক্ষতি না হওয়া

০১. হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) (২১ হি.)

হযরত সিদ্দিকে আকবর (রা.) এর আমলে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) 'হীরাহ' আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার সংবাদ পেয়ে সেখানকার অধিবাসীরা 'কসরে আবইয়ায' নামক দূর্গায় আশ্রয় নিল। মুসলিম বাহিনী একদিন একরাত দূর্গা অবরোধ করে রাখার পর অবশেষে নৈরাশ হয়ে তাদের পক্ষে আমর ইবনে আবদুল মাসীহ্ নামক একজন অতিশয় বৃদ্ধ ব্যক্তি দূর্গা থেকে বেরিয়ে আসল। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) তার বয়স কত জিজ্ঞেস করলে উত্তরে বলল-একশত বছর। বৃদ্ধের সঙ্গে এমন বিষ ছিল, যা খাওয়ার সাথে সাথে মৃত্যু অনিবার্য । হযরত খালেদ (রা.) জিজ্ঞেস করলেন এই মারাত্মক বিষ সঙ্গে এনেছ কেন? উত্তরে বৃদ্ধ বলল, যদি তোমরা আমার সম্প্রদায়ের সাথে সদাচরণ না কর তবে আমি এই বিষ পান করে মরে যাব যাতে আমার কওমের লাঞ্চনা ও ধ্বংস আমি না দেখি।

হযরত খালেদ (রা.) ঐ বিষ নিজের হাতে নিয়ে-

" بسم الله خير الاسماء رب الارض والسماء الذى لايضّر مع اسمه داء الرحمن الرحيم " এই দোয়া পড়ে সবার সামনে বিষ পান করেন এবং এতে কোন ক্ষতি হয়নি তাঁর। এই ঘটনা দেখে আবদুল মাসীহ্ বলে উঠল যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার মত একজন লোকও তোমাদের দলে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কোন কাজে বিফল হবে না। বৃদ্ধ দুর্গার ভিতরে গিয়ে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তাদের সাথে সন্ধি করে আত্ম রক্ষা করো।[২২৫]

০২. হযরত আবুদ দারদা (রা.) (৩২ হি.)

হযরত আবুদ দারদা (রা.) এর এক দাসী ছিল। সে একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করে যে, আপনি কিসের সৃষ্টি? অর্থাৎ আপনি কি মানুষ, না জ্বিন, না ফেরেস্তা? তিনি উত্তর দেন কেন? আমিও তো তোমার মত একজন মানুষ। দাসী বলল, আমার তো মনে হয় না যে, আপনি মানুষ। কেননা আমি আপনাকে বিগত চল্লিশ দিন যাবত খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়েছি কিন্তু আপনার তো একটি লোমপর্যন্ত ঝড়েনি। তখন তিনি বলেন, তুমি কি জাননা যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকর করতে থাকে তাকে কোন কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। আর আমি তো ইসমে আজমের সহিত আল্লাহর যিকর করি। দাসী জিজ্ঞেস করল ঐ ইসমে আজম কোনটি? তিনি বলেন– بسم الله الذى لايضر مع اسمه شئ فى الارض ولا فى السماء وهو السميع العليم এরপর দাসী থেকে জিজ্ঞেস করেন– তুমি কেন আমাকে বিষ পান করায়েছ। উত্তরে দাসী

২২৫. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.), (১৩৫০ হি.) জামে কারামাতে আউলিয়া, উর্দূ, পৃ: ৩৯৪ ও আল্লামা কামাল উদ্দিন দুমাইরী, হায়াতে হাইওয়ান, উর্দূ, ২য় খন্ড, পৃ.২৪০

বলল, আপনার প্রতি আমার ক্ষোভ ছিল। একথা শুনে তিনি বললেন-তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে আযাদ। আর তুমি আমার সাথে যে অসদাচরণ করেছ, তাও ক্ষমা করে দিলাম।[২২৬]

০৩. হযরত আবু মুসলিম খাওলানী (র.) (৬২ হি.)

হযরত আবু মুসলিম খাওলানী (র.) এর এক দাসী আশ্চর্য হয়ে বলল, আমি অনেক দিন যাবত আপনাকে খাদ্যে বিষপান করাচ্ছি অথচ আপনাকে বিষ ক্রিয়া করছে না। তিনি বলেন তুমি এটা কেন করেছ? দাসী বলল– আমি একজন যুবতী মেয়ে। আপনি আমাকে আপনার কাছে যেতেও সুযোগ দেননা এবং আযাদও করেননা যাতে আমি কাউকে বিয়ে করে নিতে পারি। আবু মুসলিম বলেন– আমাকে বিষে ক্রিয়া না করার কারণ হল আমি খাওয়ার সময় এই দোয়া পাঠ করি " بسم الله خير الاسماء بسم الله لا يضر مع اسمه ورب الارض والسماء "।[২২৭]

০৪. হযরত শাহ জালাল (র.) (৭৪৬ হি.)

হযরত শাহ জালাল (র.) ভারত বর্ষের দিকে পদার্পণ করার আগে পিতৃপুরুষের বাসভূমি ইয়ামনে এলেন। ইয়ামনের সুলতান ছিলেন একজন ধূর্ত ও কপট রাজ শাসক। হযরত শাহজালাল (র.) এর ইয়ামনে আসার সংবাদ শুনে তিনি তার মন্ত্রী ও উপদেষ্টাদের সঙ্গে এক বিশেষ বৈঠকে মিলিত হলেন এবং বললেন, অনেক দিন থেকেই আমি ইচ্ছে পোষণ করে আসছি যে, আমি একজন কামিল দরবেশের সাক্ষাৎ পেলে তাঁর খিদমতে নিজেকে সমপর্ন করব। শুনলাম একজন বিশিষ্ট দরবেশ আমার রাজ্যে তশরীফ এনেছেন। আমি তাঁর সেবায় আত্মনিয়োগ করতে চাই। কিন্তু তার আগে তাঁর কামালিয়তের পরীক্ষা করে নিতে চাই। হযরতকে যথারীতি সম্মান দেখিয়ে রাজদরবারে আনা হল। আর খোশ আমদেদ জানিয়ে এক পাত্রে বিষ মিশ্রিত সরবত পান করতে দিলেন। হযরত শাহজালাল (র.) অন্তর দৃষ্টি দিয়ে ব্যাপারটি জানতে পারলেন। তিনি বললেন– ভালমন্দ সব কপালের লিখন। যে যেমন কর্ম করে এবং যে যেমন ভাবে তেমন ফল পায়। নিরীহ সরল দরবেশের কাছে বিষ মিশ্রিত সরবত অমৃত তূল্য। আর কুটিল চরিত্র সরবত দাতার জন্য তা প্রাণহরা হলাহল। এই বলে তিনি হাসিমুখে মেজবানের আতিথেয়তার সম্মান রক্ষা করলেন এবং বিসমিল্লাহ বলে সে সরবত পান করলেন। সরবত পানের ফলে হযরতের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হলোনা, কিন্তু ইয়ামনের সুলতানের জীবন সংশয় দেখা দিল এবং তিনি মারা গেলেন।[২২৮]

০৫. হযরত শাহ সুলতান রুমী (র.)

হযরত শাহ সুলতান রুমী (র.) মোমেনশাহী জেলার প্রাচীনতম ইসলাম প্রচারক। মোমেনশাহী জেলার নেত্রকোনা এলাকার মদনপুরে এই দরবেশের মাযার রয়েছে। তিনি

---

[২২৬]. আল্লামা কামাল উদ্দিন দুমাইরী (র.), হায়াতে হাইওয়ান, উর্দু, খন্ডঃ ২য়, পৃঃ ২৪২

[২২৭]. আল্লামা আবদুর রহমান জামী (র.), (৮৯৮ হি.) শাওয়াহেদুন নবুয়্যত, উর্দু, পৃঃ ৩৯৩

[২২৮]. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্পাদিত, আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম, পৃঃ ২০৭, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত

www.almodinabd.com

৪০৫ হিজরী মুতাবেক ১০৫৩ খৃ. তার মুর্শিদ সায়্যেদ শাহ সুরখুল আনতিয়াহ এর সঙ্গে নেত্রকোনার মদনপুরে আসেন।

উল্লেখ আছে যে, দরবেশ যখন এ অঞ্চলে আসেন, তখন কোচ রাজা পরীক্ষা করার জন্য তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদের বিষপান করতে দেন। দরবেশ ও তাঁর সঙ্গীরা বিসমিল্লাহ বলে সে বিষ পান করেন এবং তাঁদের সামান্যতমও ক্ষতি হয়নি। এ দেখে কোচরাজা তাঁর পরিষদ সহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।[২২৯]

০৬. হযরত শাহ বরকতুল্লাহ (র.)

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম ডিমাওলী গ্রামে হযরত শাহ বরকতুল্লাহ খোন্দকারের মাযার আছে। তিনি মাছের পিঠে চড়েই প্রথমে আরকান পরে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম আসেন। তাঁর আধ্যাত্মিক ক্ষমতার কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। একবার দেশে ভয়ানক অনাবৃষ্টি দেখা দিল। তৎকালীন ত্রিপুরার রাজা দরবেশের কাছে দোয়ার জন্য উপস্থিত হলেন। তিনি পুকুরে নেমে আল্লাহর কাছে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে লাগলেন। আল্লাহর রহমতে বৃষ্টি এলো, রাজা খুশী হয়ে তাঁকে নিজস্ব জমি দান করার জন্য মনস্ত করলেন। কিন্তু কুচক্রী মন্ত্রী বলল দরবেশের আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় হোক আগে। তাঁকে বিষপান করতে দেওয়া হল। তিনি সেই বিষ হজম করে ফেললেন। রাজা খুশী হয়ে তাঁকে নিজস্ব জমি দান করলেন।[২৩০]

www.ahlesunnahbd.com

---

[২২৯]. দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্পাদিত, আমাদের সুফিয়ায়ে কিরাম, পৃঃ ৪৭
[২৩০]. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্পাদিত, আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম, পৃঃ ১৫২

যেমন বলা তেমন হওয়া

০১. শেখ আদী ইবনে মুসাফির (র.) (৫৫৫ হি.)

আল্লামা জামী (র.) নফহাতুল উনুস নামক গ্রন্থের ৭৮৪ পৃষ্ঠায় ইমাম ইয়াফী (র.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন হযরত শেখ আদী ইবনে মুসাফির (র.) এর জনৈক মুরীদ ভাবলেন যে, তিনি জন বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন জঙ্গলে গিয়ে ইবাদতে মশগুল হবেন। মুরীদ শেখের নিকট আবেদন করেন যে, হে শেখ! আমি চাচ্ছি যে, কোন জঙ্গলে গিয়ে একাকীত্বে নির্জনে থাকবো। তবে ভাল হতো যদি ওখানে পানি ও কিছু খাবার বস্তু থাকে, যাতে ইবাদতের জন্য আমার শরীর সুস্থ থাকে। শেখ উঠে সেখানে বিদ্যমান দু'টি পাথর থেকে একটির উপর স্বীয় পা দিয়ে আঘাত করা মাত্র পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হয়ে গেল। আর দ্বিতীয়টির উপর আঘাত করলে আনার বৃক্ষ উদিত হলো। তিনি গাছকে সম্বোধন করে বললেন, হে আনার গাছ! প্রতিদিন খোদার হুকুমে একদিন মিষ্টি আনার অপরদিন টক আনার তাকে প্রদান করতে থাকবে। অতএব তিনি যেরকম বলেছেন ঠিক সে রকমই হয়েছিল। আর ঐগাছের আনার পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট আনার ছিল।[২৩১]

০২. আল্লামা তাদানী (র.) কালায়েদুল জাওয়াহের গ্রন্থের ২২৯ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন, হযরত আবু ইস্রাঈল বলেন, একদা আমি শেখ আদী ইবনে মুসাফির থেকে 'আবাদান' যাওয়ার অনুমতি চাইলাম। তিনি বললেন, যদি রাস্তায় কোন হিংস্র বাঘ বা অন্য কোন বালা মুছিবতের সম্মুখীন হও এবং ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড় তখন ঐ ভয়ংকর বস্তুকে বলবে আদী ইবনে মুসাফিরের আদেশ যে, তুমি আমার জন্য বিপদের কারণ হইওনা।

অতপর যখন আমি সফরে রওয়ানা হলাম তখন নদীতে প্রচণ্ড তুফান আসল। তখন আমি বললাম হে তুফান! স্থির হয়ে যাও। শেখ আদী তোমাকে শান্ত হওয়ার আদেশ দিয়েছেন। এ কথা বলতেই তুফান বন্ধ হয়ে যায়।

তারপর স্থলপথে ভ্রমণ করার সময় পথে সাপ ও হিংস্র জন্তু আমাকে ঘিরে ফেললে আমি ওদেরকেও ঐ একই বাক্য বললাম। সাথে সাথে ওগুলো পালিয়ে যায়।

এরপর আমি বসরার নদী পথে যাত্রাকালে প্রচন্ড বাতাস প্রবাহিত হতে লাগল যাতে নদীর ঢেউ আমাকে ধ্বংস করার উপক্রম হয়েছিল। আমি বললাম, হে বাতাস! থেমে যাও, ফলে বাতাস থেমে গেল এবং নদীর পানি শান্ত হয়ে যায়।[২৩২]

০৩. হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি.)

হযরত শেখ আবুল হাসান কুরাশী (র.) বলেন, একদা বাগদাদের বিখ্যাত সওদাগর আবু গালেব ফজলুল্লাহ ইবনে ইসমাইল গাউছে পাকের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ

---

২৩১. মুফতি জালাল উদ্দিন আহমদ আমজাদী, বুজুর্গোঁকে আকীদে, উর্দু, পৃঃ ১২৩
২৩২. মুফতি জালাল উদ্দিন আহমদ আমজাদী, বুজুর্গোঁকে আক্বীদে উর্দু, পৃঃ ১২৪

করল- হে আমার সরদার! আপনার দাদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, কাউকে দাওয়াত দিলে দাওয়াত কবুল করা উচিত। আমি এসেছি আপনাকে আমার গরীব খানায় দাওয়াত দিতে।

তিনি বললেন, ঠিক আছে আমি অনুমিত প্রাপ্ত হলে আসবো। তখন তিনি কিছুক্ষণ মোরাকাবা করে বললেন– হ্যাঁ, আমি আসবো। তারপর তিনি খচ্চরে আরোহণ করলেন। শেখ আলী তার ডানপাশের রেকাব আর আমি বাম পাশের রেকাব ধরে চললাম। আমরা সওদাগরের ঘরে এসে দেখি সেখানে বাগদাদের বড় বড় মাশায়েখে কেরাম উপস্থিত। দস্তর খানাও বিছানো যাতে সবধরনের মজাদার খাবার বিদ্যমান। এরপর দু'জন ব্যক্তি বহন করে একটি বড় সিন্ধুক এনে দস্তরখানার একপাশে রাখলো। অতপর আবু গালেব বলল বিসমিল্লাহ করে খাবার গ্রহণ করুন। কিন্তু শেখ মুরাকাবায় লিপ্ত। তিনি নিজেও খাবার গ্রহণ করেননি অন্যদেরকেও খাবারের অনুমিত দেননি। মজলিসে উপস্থিত সকলেই ভয়ে নিস্তব্দ যেন তাদের মাথায় পাখি বসেছে। তারপর শেখ আমাকে এবং শেখ আলীকে ইশারা করেন যেন সিন্ধুক নিয়ে আসি। আমরা উঠে খুব ভারী সিন্ধুক নিয়ে শেখের সামনে রাখলাম। তিনি নির্দেশ দেন সিন্ধুকটি খোলার জন্য। আমরা সিন্ধুক খুলে দেখি সেখানে আবু গালেবের ছেলে বিদ্যমান, যে মাতৃগর্ভের অন্ধ, লুলা, অবশ ও কুষ্ঠরোগী ছিল।

তখন শেখ তাকে উদ্দেশ্যে করে বললেন- قم باذن الله আল্লাহর হুকুমে ভাল হয়ে দাঁড়িয়ে যাও। একথা বলা মাত্র আমরা দেখলাম ছেলে সুস্থ মানুষের মত দাঁড়িয়ে দৌঁড়তে লাগল যেন কোন রোগই তার মধ্যে ছিলনা। এ অবস্থা দেখে মজলিশে আল্লাহু আকবর ধ্বনি উচ্চারিত হতে লাগল। ইত্যবসরে শেখ মজলিশ থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং কোন খাবার গ্রহণ করেননি। বর্ণনাকারী বলেন– এরপর আমি শেখ আবু সাঈদ কাইলুভী (র.) এর খেদমতে এসে শেখের এই ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বললেন- الشيخ عبد القادر يبرئ الاكمه والابرص ويحي الموتي باذن الله অর্থাৎ শেখ আবদুল কাদের আল্লাহর হুকুমে মাতৃগর্ভের অন্ধ, কুষ্ঠরোগী আরোগ্য করেন এবং মৃতকে জীবিত করেন।[২৩৩]

০৪. খাজা মঈন উদ্দিন চিশতি (র.) (৬৩২ হি.)

হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি (র.) প্রথমে আজমীরে এসে যে স্থানে তাবু ফেললেন, সেটা রাজা পৃথ্বীরায়ের উট বাঁধার স্থান ছিল। তিনি সেখানে অবস্থান করলে কতিপয় রাজকর্মচারী এসে বলল, ওহে তোমরা কারা? কোথা হতে এসে তাবু ফেলেছ? তোমরা কি জাননা ইহা রাজার উট বাঁধার স্থান? শাস্তি পেতে না চাইলে শীঘ্র তাবু গুটিয়ে নিয়ে এখান থেকে চলে যাও। খাজা সাহেব শান্ত স্বরে বললেন, আমরা তো জানতাম না যে, এখানে তোমরা উট বেঁধে থাক। তবে না জেনে যখন আমরা তাবু গেড়ে ফেলেছি, আশে পাশে তো অনেক জায়গা আছে। উট তো সেখানে বাঁধতে পারবে। তারা খাজা সাহেবের কথায় রেগে

---

[২৩৩]. আবুল হাসান শতনূফী (র.) (৭১৩ হি.), বাহজাতুল আসরার, উর্দু, পৃঃ ১৮৩

উঠে বলল তোমার কথা শুনে তো মনে হচ্ছে যে, তুমিই এই জায়গার মালিক। আমাদেরকে হুকুম দিচ্ছ উট অন্যস্থানে বাঁধার আর তুমি তোমার তাবু উট বাঁধার স্থানেই বহাল রাখবে। তোমার স্পর্দ্ধার সীমা তো কম নয়। শুন তাড়াতাড়ি এখান থেকে তাবু তুলে ফেল। তিনি কথা না বাড়িয়ে বললেন ঠিক আছে আমরা এখান থেকে চলে গেলে যদি তোমাদের সুবিধা হয়। তবে আমরা অন্যত্র সরে যাচ্ছি। এই বলে তিনি নিজের লোকজন নিয়ে আনা সাগরের তীরে পাহাড়ের পাদদেশে একটি অপেক্ষাকৃত নির্জনস্থানে গিয়ে অবস্থান করলেন।

দরবেশ দল চলে গেলে সেখানে পৃথ্বীরায়ের উটগুলি এনে বাঁধা হল। পরদিন উটের রাখালগণ এসে উট গুলিকে চরাতে নিয়ে যাবার জন্য হাকডাক শুরু করল কিন্তু দেখা গেল উটগুলি অসার অবস্থায় শুইয়ে পড়ে আছে। এতটুকু নড়াচড়াও করতেছেনা। তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করেও একটি উটও উঠাতে পারলনা। মনে হল যেন উটগুলিকে জমির সাথে পেরেক মেরে গেঁথে রাখা হয়েছে। তখন তারা বুঝতে পারল যে, এটা ঐ ফকরীদের তাড়িয়ে দেওয়ার ফল। তখন তারা আর বৃথা চেষ্টা না করে রাজা পৃথ্বীরায়ের দরবারে গিয়ে ঘটনার আদ্যপান্ত বর্ণনা করল।

রাজা এই সংবাদে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল এবং অনন্যোপায় হয়ে বলল– তাদেরকে (দরবেশদেরকে) খুশী করা ব্যতীত উটিগুলিকে উঠানো যাবেনা। তোমরা তাদের কাছে গিয়ে অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তাতে হয়ত তারা উটগুলি উঠানোর ব্যবস্থা করে দিবে। এছাড়া অন্য কোন পথ দেখতিছিনা। রাজার নির্দেশ মতে তারা খাজা সাহেবের নিকট গিয়ে অত্যন্ত বিনীত ভাবে বলল– আপনাকে চিনতে না পেরে আপনার সাথে বেআদবী করেছি। দয়াগুণে আমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিন আর আমাদের উটগুলিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়ে ঐ গুলোকে উঠানোর ব্যবস্থা করে দিন। নতুবা আমরা সবাই রাজরোষে প্রাণে মারা যাবো।

তাদের এরূপ কাতরস্বরে নিবেদনে খাজা সাহেবের হৃদয় বিগলিত হল। তিনি তাদেরকে বললেন, যাও তোমরা এবার গিয়ে উটগুলোকে সামান্য তাড়া কর, তাতেই উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে আরম্ভ করবে। তাঁর কথামত তারা গিয়ে সামান্য ডাক দিতেই সত্যিই ঐগুলি উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল।[২৩৪]

০৫. হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ মুঈনুদ্দিন চিশতি (র.) ও তাঁর সহচরদের আজমীর থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য পৃথ্বীরায় ও ব্রাহ্মণগণ বিভিন্ন কৌশল খুঁজতে লাগল। তারা সিদ্ধান্ত করল যে, মুসলমানদেরকে আনা সাগরের পানি ব্যবহার করতে দেবো না। এদের কেউ গোসল কিংবা অজু করতে আসলে সকলে একযোগে বাঁধা দেবো। এতে পানির অভাবে তারা এখান থেকে চলে যাবে। সত্যিই পরের দিনই খাজা সাহেবের জনৈক সহচর আনা সাগরে অজু করতে আসলে মন্দিরের বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ একযোগে বাঁধা দিয়ে বলল, সাবধান! তোমরা কেউ এখানকার জলস্পর্শ করতে পারবেনা। অগত্য ফিরে খাজা সাহেবকে এই ঘটনা জানালেন।

---

[২৩৪]. আলহাজ্ব মাওলানা এ. কে. এম. ফজলুর রহমান মুন্সী, গরীবে নেওয়াজ খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (র.), পৃ: ৫৪

www.ahlehaqmedia.com

তখন খাজা সাহেব তাঁর নতুন মুরীদ মুহাম্মদ সাআদীকে বললেন, বাবা। তুমি যাওতো কোনরূপ আনাসাগর থেকে একলোটা পানি আনতে পার কিনা দেখ। কিছুদিন পূর্বেও সে হিন্দু ছিল। বিশেষত রাজা পৃথ্বীরাজের দরবারের লোক ছিল। তাই তার সাথে হিন্দু ব্রাহ্মণরা ততটা রুক্ষ আচরণ করলনা। সুতরাং সে কোনক্রমে আনা সাগর হতে একলোটা পানি ভরে নিয়ে আসলেন। খাজা সাহেবের অলৌকিক ক্ষমতা বলে আনা সাগরের সমস্ত পানি ঐলোটার মধ্যে চলে আসল। সাআদী চলে আসার পর একজন লোক দৌঁড়ে গিয়ে পূজারী ব্রাহ্মণদেরকে এই খবর জানালে তারা তৎক্ষণাৎ দেখতে ছুটে এলো। এসে দেখে তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। তারা দেখল যে, আনা সাগরে একবিন্দু পানিও নাই। সে পানি গেল কোথায়? বিশাল প্রশস্ত আনা সাগর, যার কানায় কানায় পানি পূর্ণ, তার তলদেশ পর্যন্ত শুকিয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়। অল্পক্ষণের মধ্যে চারিদিক থেকে শোরগোল করে সকলে ছুটে আসতে লাগল যে, নদী নালা, খাল-বিল, পুকুর-ডোবা কোথাও এতটুকু পানি নেই। সবকিছু পানি শূন্য হয়ে পড়েছে। সবাই অবাক হয়ে গেল যে, পানি গেল কোথায়? কি হল দেশে।

সমগ্র আজমীর নগরী পানির অভাবে হাহাকার করে উঠল। একবিন্দু পানি পান করতে না পেরে মানুষসহ জীব জন্তুর কণ্ঠতালু শুকিয়ে গেল। খাজা সাহেবের সহচরের সাথে ব্রাহ্মণদের পানি সম্পর্কিত দুর্ব্যবহারের কথা দ্রুত চতুর্দিকে প্রকাশ পেয়ে গেল। তখন সবাই বুঝতে পারল যে, এটা ব্রাহ্মণদের দুর্ব্যবহারের ফল। অবশেষে সাধারণ জনগণের চাপের মুখে পড়ে ব্রাহ্মণগণ সকলে মিলে খাজা সাহেবের নিকট গিয়ে করজোড়ে কাতর স্বরে নিবেদন করল যে, হে সাধক প্রবর! আমরা আপনাদের কাছে পরম লজ্জিত ও অত্যন্ত দুঃখিত। আমরা মহা অন্যায় করেছি। এ অপরাধের জন্য আপনি যে শাস্তি দেবেন আমরা মাথা পেতো নেবো। আজমীর বাসীরা কোন অপরাধ করেনি। আমাদের কারণে তারাও আজ দারুণ বিপদে পড়েছে। অতএব আপনি অনুগ্রহ করে অন্তত তাদের কষ্ট নিবারণার্থে পানির ব্যবস্থা করুন। দেখতে দেখতে অসংখ্য আজমীর বাসী নারী পুরুষ, আবাল বৃদ্ধ বণিতা খাজা সাহেবের দরবারে এসে আকুল ভাবে লুটে পড়ে পানির জন্য করুণ মিনতি জানাতে লাগল।

তখন আজমীর বাসীর এই করুণ রোদনে কোমল হৃদয় হযরত খাজা সাহেবের দিল বিগলিত হল। তিনি সকলকে আশ্বস্ত করে বললেন, হে আজমীর বাসী! তোমরা চিন্তা করোনা, বরং সকলে আপন আপন গৃহে ফিরে যাও দেখবে সকল জলাশয় পানিতে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। এদিকে তিনি মুরীদ সাআদীকে বললেন, যাও বাবা, এই লোটার পানি আনা সাগরে ঢেলে দিয়ে আস। সাআদী পীরের আদেশমত লোটার পানি আনা সাগরে ঢেলে দিতেই আজমীরের সব জলাশয় যথারীতি পূর্বের ন্যায় পানিতে ভরে গেল।[২৩৫]

০৬. একদা হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি (র.) এর সাথে হযরত শায়খ আওহাদ উদ্দিন কেরমানী (র.) ও হযরত শাহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী (র.) একত্রে বসে কথোপকথন করতেছিলেন। এমন সময় শামশুদ্দিন নামক একটি বালক তীর ধনুক হাতে নিয়ে তাঁদের

[২৩৫]. আলহাজ্ব মাওলানা এ. কে. এম ফজলুর রহামন মুন্সী, হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি, পৃঃ ৬

সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। খাজা সাহেব বালকটির দিকে ইঙ্গিত করে তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে বললেন। এই বালকটি এক সময়ে ভারতের সম্রাটরূপে দিল্লীর সিংহাসনে আসীন হবে এবং সে তখন আমার তরীকা গ্রহণ করবে।

পরবর্তী কালে সেই বালকটি শামশুদ্দিন মুহাম্মদ ইলতুৎমিস নাম ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করে খাজা সাহেবের প্রধান খলীফা হযরত কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.)এর নিকট মুরীদ হয়ে চিশতিয়া তরীকার একজন পরম ভক্তে পরিগণিত হয়েছিলেন।[২৩৬]

০৭. একদা হযরত খাজা সাহেব (র.) এর এক মুরীদ কাঁদতে কাঁদতে এসে তাঁকে বলল, হুজুর! শহরের শাসনকর্তা আজই আমাকে শহর ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন। এতে আমি দিশেহারা হয়ে পড়েছি। কেননা এখন আমি কোথায় যাবো, অমার যে কোথাও আশ্রয়স্থল নেই।

হযরত খাজা সাহেব (র.) বললেন, সে এখন কোথায় আছে? অসহায় মুরীদ বলল, তিনি এখন ঘোড়ায় চড়ে ভ্রমনে বের হয়েছেন। খাজা সাহেব বললেন, যাও তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয়েছে। একথা শুনে লোকটি বিস্মিত হল কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেনি। ইতিমধ্যে শহরের সর্বত্র প্রচার হল যে, শহরের শাসনকর্তা ঘোড়া হতে পড়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে।[২৩৭]

০৮. হযরত যাকারিয়া মুলতানী (র.)

একদা হযরত যাকারিয়া মুলতানী (র.) এর এক খাদেমের উভয় হাত কোন অপরাধের কারণে তৎকালীন হাকেম কেটে দিয়েছিলেন। ঐ ব্যক্তি দীর্ঘদিন হযরতের খেদমতে হাজির ছিল। তার এ অবস্থা দেখে হযরতের অন্তরে দয়া আসলে তিনি ঐ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, তোমার কোন কিছু চাওয়ার থাকলে বল। সে তার কাটা উভয় হাত বাড়িয়ে বলল, হুজুর! আমার হাত দু'টি চাই। তিনি আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করে আরজ করলেনঃ دست بایں بےدست بده সাথে সাথেই খাদেমের দু'হাত পরিপূর্ণ ভাল হয়ে গেল।[২৩৮]

০৯. শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.) (৬৭০ হি.)

বর্ণিত আছে যে, হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.) একদীর্ঘ সফর শেষ করে মুলতানে গিয়ে হযরত বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানী (র.) এর সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি শেখ ফরিদ (র.) কে বললেন সাধনায় কতটুকু উন্নতি সাধন করেছেন? উত্তরে বলেন- আপনার বসার আসনকে যদি ইশারা করি তাহলে তো আপনাকে সহ বাতাসে উড়ে নিয়ে যাবে। একথা বলা মাত্র চেয়ার উপরে উঠা আরম্ভ করল। তখন হযরত যাকারিয়া মুলতানী (র.) চেয়ারকে হাতে চাপ দিলে চেয়ার নিচে নেমে আসে।[২৩৯]

---

[২৩৬]. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৮

[২৩৭]. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৯

[২৩৮]. পীর সৈয়্যদ ইরতাদা আলী কারমানী, বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানী (র.), উর্দু পৃ. ১৮৩।

[২৩৯]. মুফতি জালাল উদ্দিন আহমদ আমজাদী, বুজুর্গোঁকে আক্বীদে, উর্দু, পৃঃ ১৭৫, সূত্র সাওয়ানেহে বাবা ফরিদ উদ্দিন, পৃঃ ৫২

১০. সুলতানুল মাশায়েখ হযরত নেজাম উদ্দিন আউলিয়া (র.) এরশাদ করেন, শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.)'র মুরীদ মুহাম্মদ শাহ ঘুরী ছিলেন হযরতের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ও সত্যিকারের মুরীদ। একদা সে অত্যন্ত পেরেশান ও ভারাক্রান্ত মন নিয়ে হযরতের দরবারে উপস্থিত হন। তিনি তাকে পেরেশান দেখে জিজ্ঞেস করেন, তোমার কি হয়েছে? তিনি বলেন, আমার এক ভাই খুবই অসুস্থ। আমি তাকে মৃত্যুশয্যায় রেখে এসেছি।

সম্ভবত : তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাই এ কারণে আমি ভারাক্রান্ত হয়ে আছি। তিনি বললেন, তুমি এই মুহূর্তে যেরূপ পেরেশানী ছিলে আমি সারাজীবন সেরূপ পেরেশানীতেই আছি। কিন্তু কোনদিন আমি কাউকে কোন অভিযোগ করিনি। তখন তিনি তাকে বললেন, যাও, তোমার ভাই সুস্থ হয়ে উঠেছে। মুহাম্মদ ঘুরী ঘরে এসে দেখেন তার ভাই সুস্থ হয়ে বসে খাবার খাচ্ছে।[২৪০]

১১. হযরত নিযাম উদ্দিন আউলিয়া (৭২৫ হি.) ও জনৈক দরবেশ

মাহবুবে এলাহী খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া (র.) তাঁর মুর্শিদ হযরত বাবা ফরিদ গঞ্জে শেকর (র.) এর আদেশে গিয়াস পুরে গিয়ে বসবাস করেন। সেখানে খাদ্যাভাবে সকল দরবেশ উপবাস করতে লাগলেন এবং বিরতিহীনভাবে রোজা রাখতে লাগলেন। তাঁর প্রতিবেশী এক বৃদ্ধা চরকা কেটে জীবিকা নির্বাহ করতো। বৃদ্ধা হযরতের এ দুরাবস্থার কথা জেনে তার সঞ্চিত পুঁজিদিয়ে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে হযরতের খিদমতে পেশ করল এবং আরজ করলো হযরত! এ খাদ্য দ্রব্য দ্বারা আপনি এবং আপনার খানকার দরবেশগণ উপবাস ভঙ্গ করুন।

মাহবুবে এলাহী এ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করলেন এবং সঙ্গীদেরকে বললেন– হাঁড়িতে প্রচুর পরিমাণ পানি দিয়ে এ খাদ্য দ্রব্য রান্না কর। আজ হয়তো কোন মেহেমান এসে যেতে পারে। হাঁড়ির পানি ফুটেও উঠতে পারেনি এসময় এক দরবেশ এসে খানকায় উপস্থিত হল এবং উচ্চ কর্কশ স্বরে বললো, হে নিযামুদ্দীন! কি আছে আন দেখি এই ফকীরকে খেতে দাও। তিনি ফকীরকে বললেন বসুন বাবা, রান্না হচ্ছে। রান্না হয়ে গেলে নিশ্চিন্তে বসে খেয়ে নেবেন। দরবেশ বললেন দেরী করতে পারবোনা। কাঁচা পাকা যাই থাক আমাকে দেওয়া হোক খেয়ে যাই। হযরত মাহবুবে এলাহী তাঁর আস্তিন দিয়ে ধরে উনুন থেকে হাঁড়ি নামালেন এবং দরবেশের সামনে পেশ করলেন। দরবেশ ফুটন্ত হাঁড়ির ভিতরে হাত দিয়ে যত খাবার ছিল সব খেয়ে ফেললেন। হাঁড়ির উত্তাপে তার হাতের কোন ক্ষতি হলোনা। পেট ভরে যখন খাওয়া হয়ে গেলো। তখন দরবেশ দু'দিক থেকে হাঁড়িটাকে ধরে দেয়ালের সাথে সজোরে আঘাত করলেন। হাঁড়িটি দু'খন্ড হয়ে গেলো। এরপর দরবেশ তাঁকে বললেন হে নিযামুদ্দীন! তুমি বাতেনী নিয়ামত ফরিদ গঞ্জে শেকরের কাছ থেকে পেয়েছো, আর এই নাও, আমি তোমার জাহেরী উপবাস এবং দারিদ্রের হাঁড়ি চিরতরে ভেঙ্গে দিলাম। এখন তুমি বাতেনী এবং জাহেরী উভয় সম্পদের বাদশাহ হয়ে গেলে এই বলে দরবেশ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এরপর থেকে মাহবুবে এলাহীর এত বরকত হলো যে, প্রতিদিন দু'হাজার হাঁড়ির খাদ্য তাঁর লঙ্গর খানায় খরচ হতে লাগল।[২৪১]

---

[২৪০]. খাজা আমীর খুঁদ কিরামানী, সিয়ারুল আউলিয়া, উর্দু পৃ. ১৬৫

[২৪১]. দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্পাদিত, আমাদের সুফিয়ায়ে কিরাম, পৃঃ ৩৯৯

www.almodinabd.com

১২. হযরত শাহ মখদুম (র.) (৭৩১ হি.)

রাজশাহীর রামপুর বোয়ালিয়া হযরত তুরকান শাহের শহীদ হওয়ার সংবাদে শাহ মকদুম (র.) দৈত্য বা দানবকুল ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে রাজশাহী আগমন করেন।

কথিত আছে, রামপুরার বোয়ালিয়ার এক নাপিতের তিন পুত্র ছিল। তার দুই পুত্রকে বলি দেওয়া হয় এবং তৃতীয় পুত্রকেও বলি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হলে সে মখদুম নগরে গিয়ে হযরত শাহ মখদুম (র.) এর নিকট নালিশ জানালে তিনি তাকে পদ্মা নদীর তীরে তার সন্তান সহ অবস্থান করার ও উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেন এবং বলেন যে, তিনি যথাসময়ে সেখানে উপস্থিত হবেন। নাপিত দম্পতি তাদের সন্তানসহ নদী তীরে উপস্থিত হয়ে দিবারাত্রি ধরে কাঁদতে থাকে এবং শাহ মখদুম (র.) এর সন্ধান না পেয়ে নদীতে ডুবে আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং নদীর পানিতে নামতে থাকে। এমন সময় ভয় নেই, ভয় নেই বলে কুমীরের পিঠে সওয়ার হয়ে শাহ মখদুম নাপিত দম্পতির কাছে উপস্থিত হন। তিনি তাদের অভয় দিয়ে তার পুত্রের গলদেশে হাত বুলিয়ে দেন এবং শিঘ্রই দেবরাজ ধ্বংস হয়ে যাবে বলে জানান। তিনি আরো বলেন যে, তার পুত্রের বলি হবে না এবং একথা প্রকাশ না করার জন্য বলে তিনি কুমীরের পিঠে চড়ে ফিরে চলে যান।

পর দিন ভোর বেলা দেও বা দেব মন্দিরে নাপিত পুত্রকে বলির জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। অজস্র খড়গের আঘাতেও তারা নাপিত পুত্রকে বলি দিতে সক্ষম হলো না এবং সে কোন রূপ কষ্টবোধও করল না। ঐ সংবাদ দেও রাজাকে জানা হয়। এসব শুনে দেওরাজ বলল, ঐ নরের কোন দোষ আছে, তাকে ছেড়ে দাও। নরবলি দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত পাথরটি আজও হযরত শাহ মখদুম (র.) এর মাযার প্রাঙ্গনে সংরক্ষিত আছে।[২৪২]

১৩. জনৈক ক্ষুধার্ত গ্রাম্য ব্যক্তি

হযরত মাহবুবে এলাহী নিযাম উদ্দিন আউলিয়া (র.) বলেন– একদিন একবার এক গ্রাম্য ব্যক্তি এবং তার সন্তানেরা কিছুদিন যাবত না খেয়ে ছিলো। একদিন সে তার সন্তান সন্ততি সহ পাথর ভর্তি একটি থলে নিয়ে কা'বা শরীফে হাযির হলো। সে কাবা ঘরকে সম্বোধন করে বললো, আমার এবং আমার বাচ্চাদের জন্য এখনই খাবার চাই। আমরা কয়েকদিন থেকে ক্ষুধার্ত। যদি আমাদেরকে খাদ্য না দেওয়া হয় তবে আমরা এই পাথর তোমার উপর বর্ষণ করবো। একথা শেষ হতে না হতেই এক বস্তা স্বর্ণমুদ্রা কা'বা ঘরের ছাদ থেকে পতিত হলো এবং গায়েবী আওয়াজ হলো। এই নাও স্বর্ণমুদ্রা, নিজের এবং বাচ্চাদের আহারের ব্যবস্থা কর।

গ্রাম্য লোকটি বলল, হে আল্লাহ! আমার স্বর্ণমুদ্রার দরকার নাই আমার এবং আমার সন্তানের জন্য কিছু রুটির প্রয়োজন। তৎক্ষণাৎ কিছু রুটি কা'বা ঘরের ছাদ থেকে এসে পড়লো। যে সকল লোক এই দৃশ্য দেখেছিল তারা লোকটিকে বললো, স্বর্ণমুদ্রার চেয়ে রুটিকে গুরুত্ব দিয়েছো কেন? সে বললে-যতটুকু জিনিসের বোঝা মানুষ বহন করতে পারে

---

[২৪২]. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্পাদিত, আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম, পৃঃ ২৩৮

ততটুকুই গ্রহণ করা উচিত। আমরা রুটির হক আদায় করতে পারিনা। স্বর্ণমুদ্রার হক আদায় করবো কিভাবে? [২৪৩]

১৪. হযরত মুহাম্মদ ইবনে হাসসান (র.)

হযরত আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে হাসসান আল বসরী (র.) একজন বড় অলী ছিলেন। তাঁর অবস্থা বড় আশ্চর্যজনক। তিনি সাহেবে কারামত বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। একদা তিনি ভ্রমণে যাচ্ছিলেন। এক জঙ্গলে পৌঁছলে তাঁর ঘোড়া মরে যায়। এখন তিনি কিসে আরোহণ করবেন? অতপর তিনি বললেন– হে আল্লাহ! আমাকে সফর করার জন্য ধার স্বরূপ এই ঘোড়াটি দান করুন। আল্লাহর হুকুমে মৃত ঘোড়া উঠে দাঁড়িয়ে গেল। তিনি বুসর নামক স্থানে পৌঁছে যেই মাত্র ঘোড়ার যিন খুললেন ঘোড়া মাটিতে পড়ে মরে যায়।[২৪৪]

১৫. হযরত বদর শাহ (র.)

হযরত শাহ বদর (র.)'র সময়কালে রাজা গণেশ ছিলেন চট্টগ্রামের শাসনকর্তা। তার একজন নিঃসন্তান বোন ছিল। মহিলাটি অমুসলিম হলেও হযরত শাহ বদর (র.) এর ভক্ত ছিল। মহিলা প্রায় দরবেশের সাথে দেখা করতে আসলে তিনি দেখা দিতেন না বরং তার আগমণের সাথে সাথে হুজরার দরজা বন্ধ করে দিতেন।

রাজা গণেশ একজন দাম্ভিক ও অত্যচারী ছিলেন। তার একটি গাভী ছিল। গাভীটিকে পূজা করা হত বলে সবসময় মুক্ত রাখা হত। ফলে গাভীটি লোকের ক্ষেত খামার নষ্ট করে ফেলত। লোকেরা গাভীর বিরোদ্ধে দরবেশকে অভিযোগ করলে দরবেশ রাজাকে গাভী বেঁধে রাখার অনুরোধ করেন। রাজা সম্মত না হওয়ায় দরবেশ গাভীটি ধরে যবেহ করে দেন। এতে রাজা ক্ষুদ্ধ হয়ে দরবেশের উপর আক্রমণ করতে চাইলে রাজার বোন দরবেশের কারামাতের কথা বলে আক্রমণ নিস্ফল হবে এবং নিশ্চিত মরণ হবে বলে রাজাকে আক্রমণ থেকে বিরত রাখল।

ঐদিন সন্ধ্যায় রাজার বোন পুনরায় দরবেশের কাছে গেলে তিনি দেখা দেননি তবে একেবারে নিরাশ করেননি। তিনি জনৈক ভক্ত মুরীদের মারফত তাকে দু'টি টাটকা আখরোট পাঠিয়ে দিয়ে বললেন-বাড়ী গিয়ে গোসল করে তুমি আখরোট দু'টি খেয়ে ফেলবে। আল্লাহ পাক তোমাকে দু'টি পুত্র সন্তান দান করবেন। তবে তারা তোমাদের ধর্মাবলম্বী হবে না। মুসলমান হয়ে তারা কালযাপন করবে।

নিঃসন্তান মহিলার তাতে কোন আপত্তি ছিল না, কারণ তিনি মা হতে চান। তিনি আখরোট দু'টি নিয়ে বাড়ী গিয়ে দরবেশের নির্দেশ মত গোসল করে পবিত্র হয়ে উহা খেয়ে ফেলল।

খোদার মহিমা! মহিলা সেই রাতেই গর্ভবতী হলেন। নির্দিষ্ট মিয়াদ শেষে তিনি দু'টি যমজ সন্তান প্রসব করেন। মহিলার সন্তান দু'টি একটু বড় হলে দরবেশের খেদমতে দিয়ে দেন।[২৪৫]

---

[২৪৩]. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্পাদিত, আমাদের সূফীয়ায়ে কেরাম, পৃঃ ৪০৯

[২৪৪]. আল্লামা কামাল উদ্দিন দুমাইরী, হায়াতে হাইওয়ান, উর্দু, খন্ড ৩য়, পৃঃ ৩৭৩

[২৪৫]. সাদেক শিবলী জামান, বাংলাদেশের সুফী সাধক ও অলী আওলিয়া, পৃঃ ১১

১৬. হযরত শাহ সায়্যিদুল আরেফীন (র.)

পারস্যের অধিবাসী হযরত শাহ সায়্যিদুল আরেফীন (র.) বাংলাদেশ পটুয়াখালী জেলার বাউফল থানায় কালিশুঁড়ি গ্রামে এসে অবস্থান করেন। কালিশুঁড়ি গ্রামের নামকরণ সম্পর্কে একটি জনপ্রবাদ আছে– হযরত সায়্যিদুল আবেফীন (র.) গ্রামের মধ্য দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। দেখলেন একটি হিন্দু মেয়ে ভাত রান্নার উদ্দেশ্যে চাল ধোয়ার জন্য ঘাটে যাচ্ছে। মেয়েটি ছিল কালো এবং লম্বা নাকওয়ালী। হযরত তাকে বললেন, কিহে কালোশুড়ি! আমাকেও দাওয়াত করবে নাকি? আমার জন্যও এক মুঠো রান্না করো। তাঁর এধরনের সম্বোধনে মেয়েটির খুব রাগ হল এবং মনে মনে তাঁকে গালি দিতে দিতে ঘাটে উপস্থিত হল।

ঘাটে নেমে যেই মাত্র মেয়েটি চালে পানি দিল তখন পানি গরম হয়ে উঠল এবং ক্রমশঃ তা হতে ধোয়া বের হয়ে টগবগ করে ফুটতে লাগল।

এমন আশ্চর্য কাণ্ড দেখে মেয়েটি চাল ফেলে তাড়াতাড়ী বাড়ী গিয়ে ব্যাপারটি সকলকে দেখার জন্য আহবান করল। বাড়ীর সকল লোক এবং আশেপাশের যারা শুনেছে তারাও ছুটে এসে দেখল যে, সত্য সত্যই পাতিলের মধ্যে চালগুলো টগবগ করে ফুটতেছে এবং তা ভাতে পরিণত হয়েছে। অবাক বিস্ময়ে সকলে অভিভূত হল।

উপস্থিত লোকেরা বিস্ময় হয়ে দরবেশ সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য করতেছিল। এমন সময় হঠাৎ করে কোথা হতে দরবেশ আর্ভিভূত হয়ে বললেন, কিগো কালিশুঁড়ি। তোমার রান্না শেষ হয়েছে কি? আধ্যত্মিক শক্তির প্রভাবে তিনি বিনা আগুনে চাল ফুটায়ে ভাতে পরিণত করেছেন। তাঁর এই কারামাত দর্শনে তাদের সকলেই মুসলিম দরবেশের হাতে দীক্ষা গ্রহণ করে মুসলমান হলো। আর এ কারণেই এই গ্রামের নাম হল কালিশুঁড়ি।[২৪৬]

১৭. খাজা হাসান আবুল খায়ের (র.)

হযরত খাজা হাসান আবুল খায়ের (র.) একবার এমন অবস্থায় সফর করতেছিলেন যে, তাঁর গোঁফ বড় হয়ে গিয়েছিল। এক নাপিত বলল, আসুন হযরত! আপনার গোঁফ কেটে দেই। তিনি বললেন, আমার নিকট পয়সা নেই। নাপিত বলল, পরে কোন সময় দিবেন। হযরত হাসান একটি গাছের নিচে বসে গোঁফ কাটাচ্ছিলেন। কাজ শেষ হলে তিনি আকাশের দিকে মাথা তুলে বললেন, হে প্রভূ! পয়সা কার নিকট চাইবো?

এ কথা বলার সাথে সাথেই আল্লাহর কুদরতে সেই গাছ হতে আশরফী (স্বর্ণমুদ্রা) পড়া আরম্ভ হলো। মুহূর্তের মধ্যে গাছের তলা আশরফীতে ভরে গেল। নাপিত এই অলৌকিক কান্ড দেখে হতবাক। হযরত হাসান বললেন, তোমার ইচ্ছেমত তুলে নাও। একথা বলে তিনি চলে গেলেন।[২৪৭]

---

[২৪৬]. সাদেক শিবলী জামান, বাংলাদেশের সুফী সাধক ও অলী আওলিয়া, পৃঃ ২২০
[২৪৭]. শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.), আসরারুল আউলিয়া, উর্দু, পৃঃ

www.ahlehaq.com

১৮. হযরত বাহাউদ্দিন নক্শবন্দি (র.) (৭৯১ হি.)

হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্শবন্দি (র.)'র এক মুরীদ বলেন- একদিন আমি হযরতের নিকট আবেদন করলাম যে, আল্লাহর দরবারে দোয়া করুন যেন আল্লাহ আমাকে পুত্র সন্তান দান করেন। অতপর তিনি বলেন তাঁর দোয়ার বরকতে একটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করল কিন্তু সে মৃত্যুবরণ করল। আমি তাঁকে এই সংবাদ দিলে তিনি বললেন, তুমি আমার কাছে পুত্র সন্তানের আবেদন করেছ। আল্লাহ তায়ালা পুত্র সন্তান দান করেছেন এবং তিনি তাকে নিয়ে গিয়েছেন। তবে আল্লাহর উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে যে, ফকীরের দোয়ায় তোমাকে আরো দু'টি সন্তান দেবেন এবং তারা দীর্ঘ হায়াত পাবে।

কিছুদিন পর আমার দু'টি পুত্র সন্তান হলো। ওদের মধ্যে একজন অসুস্থ হয়ে পড়লে আমি তা হযরতকে বললাম। তিনি বললেন, তোমার কি হয়েছে? সে তো আমার ছেলে। অসুস্থ হয়ে আবার সুস্থ হয়ে উঠবে। হযরত যে রকম বলেছেন ঠিক সেরকমই হয়েছিল।[২৪৮]

১৯. হযরত মালেক ইবনে দীনার (র.)

জাফর ইবনে সোলাইমান বলেন- একদা আমি হযরত মালেক ইবনে দীনার (র.) এর সাথে বসরা নগরী দিয়ে যাওয়ার সময় এক আলীশান নির্মানাধীন বিল্ডিং এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখলাম, একজন যুবক বসে বসে নির্মাণকারীদেরকে নির্দেশ দিচ্ছে যে, এটা এভাবে হবে ওটা ওখানে হবে। মালেক ইবনে দীনার তাকে দেখে বলেন- এই সুদর্শন যুবক কতইনা সুন্দর! কিন্তু সে ঘর নির্মাণের কাজে নিমজ্জিত রয়েছে। আমার মনে চাচ্ছে যে, আমি তারজন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেন আল্লাহ তাকে এসব কাজ থেকে ফিরিয়ে এনে নিজের একনিষ্ট বান্দা বানিয়ে নেন। আর কতই না উত্তম হতো যদি সে জান্নাতের যুবকদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যেতো। তিনি বললেন, জাফর! চলো এই যুবকের কাছে যাই। জাফর বলেন- আমরা উভয়ই যুবকের কাছে গিয়ে সালাম করলাম। সে সালামের উত্তর দিল। সে মালেক সম্পর্কে অবহিত ছিল তবে এক্ষুণি তাঁকে চিনতে পারেনি। একটু পরে চিনতে পেরে সে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করে বলল, কি উদ্দেশ্যে এসেছেন? তিনি বললেন, তুমি এই ঘরে কত টাকা ব্যয় করার ইচ্ছে করেছ? সে বলল এক লক্ষ দেরহাম। তিনি বললেন- এই এক লক্ষ দেরহাম যদি তুমি আমাকে দিয়ে দাও তবে আমি তোমাকে জান্নাতে এমন একটি ঘর প্রদানের দায়িত্ব নেবো যা এই ঘরের চেয়ে হাজার গুণ উত্তম। তিনি যুবককে জান্নাতী ঘরের মনোরম সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়ে তার মনে আকর্ষণ বাড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালান। অবশেষে যুবক বলল আমাকে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আজ রাত সুযোগ দিন। কাল সকালে আপনি আসলে এ ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবো।

মালেক ফিরে এসে সারা রাত যুবকের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। শেষ রাতে তিনি যুবকের জন্য অত্যন্ত কাকুতি মিনতি করে আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন। সকাল হলে আমরা দু'জন যুবকের দরজায় গিয়ে দেখি সে আমাদের অপেক্ষায় বসে আছে। সে হযরত মালেককে দেখে খুশী হল। তিনি জিজ্ঞেস করেন কালকের চুক্তির ব্যাপারে তোমার সিদ্ধান্ত কি? যুবক বলল আপনি কাল যে ওয়াদা করেছিলেন সবটুকু পূরণ করতে পারবেন? উত্তরে তিনি

[২৪৮]. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.), (১৩৫০হি.), জামে কারামাতে আউলিয়া, উর্দ্দু, পৃ. ৬৪২

বললেন অবশ্যই পূরণ করবো। সে দেরহাম সামনে রেখে দোয়াত কলম নিয়ে বলল আপনি আমাকে এই চুক্তি কাগজে লিখে দিন। তিনি এক টুকরো কাগজে বিসমিল্লাহ্ লেখার পর লেখেন যে, এই অঙ্গীকারনামা মালেক ইবনে দীনার অমুক যুবককে এই মর্মে দিচ্ছে যে, যুবকের এই মহলের পরিবর্তে আল্লাহ তায়ালা থেকে এমন মহল দেবেন যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। এই চুক্তিনামা লিখে তিনি যুবককে সোপর্দ করেন এবং বিনিময়ে এক লক্ষ দেরহাম গ্রহণ করেন। জাফর বলেন তিনি সন্ধ্যার আগে আগে সব দীনার দান করে দেন।

এই ঘটনার চল্লিশ দিন যেতে না যেতে একদিন মালেক ফজরের নামাজ শেষে মেহরাবের উপর একটি চুক্তিপত্র পড়ে থাকতে দেখেন। এটা ঐ চুক্তিপত্র যা তিনি যুবককে দিয়েছিলেন। চুক্তিপত্রের অপর পৃষ্ঠায় কিঞ্চিত ঝাপসা অক্ষরে লিখা আছে যে, এটি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মালেক ইবনে দীনারের দায়ীত্বমুক্ত হওয়ার দলীল। তুমি ঐ যুবক থেকে যে দায়িত্ব নিয়েছিলে আমি তাকে তা পরিপূর্ণ ভাবে দিয়ে দিয়েছি। বরং তার চেয়ে সত্তরগুণ বাড়িয়ে দিয়েছি। মালেক এটা পড়ে অবাক হয়ে গেলেন। এরপর আমরা এ যুবকের ঘরে গিয়ে জানতে পারলাম সে কিছুদিন পূর্বে ইন্তেকাল করেছে।

আমরা তার গোসল দাতা ও কাফন পরিধানকারীকে ডেকে তার অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে সে বলল- এই যুবক মৃত্যুর পূর্বে আমাকে একটি কাগজের টুকরো দিয়ে বলল যেন সেটা তার কাফনের ভিতর দেয়া হয়, আমি তার অছিয়ত মোতাবেক তা কাফনের ভিতর দেই। হযরত মালেক ঐ কাগজ বের করে দেখালে লোকটি বলল খোদার কসম! এটি সেই কাগজ যা আমি যুবকের কাফনের ভিতর দিয়েছিলাম।

এ ঘটনা শুনে অপর এক যুবক বলল, মালেক! আমি দু'লক্ষ দীনার দেবো আমাকেও একটি চুক্তিনামা লিখে দিন। তিনি বললেন, তা আর সম্ভব নয়। আল্লাহ যা চান তাই করেন। এরপর থেকে মালেক সর্বদা ঐ যুবকের জন্য দোয়া করতেন।[২৪৯]

২০. হযরত মনছুর হেল্লাজ (র.)

যেদিন হযরত মনছুর হেল্লাজ (র.) কে শূলে দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। সেদিন তিনি তাঁর একজন মুরীদকে বলেছিলেন– আমার দেহ ভস্ম করে দাজলা নদীতে নিক্ষেপ করলে দাজলা নদীর পানি স্ফীত হয়ে ফুলে উঠবে। পানি নদীর উভয়কূল প্লাবিত হয়ে শহর ও পল্লী সমূহ প্লাবিত করে ফেলবে। যদি এরূপ হয়, তবে সে সময় তুমি আমার কম্বলখানা নিয়ে নদীতে নিক্ষেপ করিও, তাহলে নদী শান্ত হয়ে পানি কমে যাবে।

অতপর সত্যিই তাঁর দেহ ভস্ম করে দাজলা নদীতে নিক্ষেপ করার সাথে সাথে নদীর পানি বেড়ে উভয় কূল সহ আশে পাশের শহর গ্রাম ডুবিয়ে দেবার উপক্রম হলো। তখন সেই মুরীদ দৌড়ে গিয়ে হযরত মনছুর হেল্লাজের একটা পুরাতন ছেড়া কম্বল এনে নদীতে নিক্ষেপ করলে তৎক্ষণাৎ নদীর তরঙ্গমালা থেমে গেল এবং নদীর পানি কমে শহর ও গ্রাম সমূহ হতে নেমে গেল।[২৫০]

---

[২৪৯]. রওজুর রাইয়্যাহীন

[২৫০]. মাওলানা মুহাম্মদ আতিকুল ইসলাম, হযরত মনছুর হেল্লাজ (র.) পৃ: ৯৬

www.waheedunnahbd.com

২১. মুহাম্মদ মাসুম (র.)

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.)'র সাহেবজাদা হযরত মাসুম (র.)'র মজলিসে জনৈক রাফেজী প্রকাশ্যে হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.) কে গালি দিচ্ছিল। তিনি শুনে অত্যন্ত রাগান্বিত হন। তাঁর সামনে একটি তরমুজ ছিল। তিনি ছুরি নিয়ে বললেন- এই শয়তানকে যবেহ্ করে দাও। এ কথা বলে তিনি তরমুজে চুরি যখন চালালেন তখনই এই রাফেজী মৃত্যুবরণ করে।[২৫১]

২২. আলা হযরত আহমদ রেযা খান (র.) (১৩৪০ হি.)

আলা হযরত শাহ্ ইমাম আহমদ রেযা (র.) এর খলিফা হযরত মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান মিরীঠি সাহেব বর্ণনা করেন যে, আমি একবার ব্রেলী শরীফ থেকে ফজরের নামাজের পর মিরীঠ যাওয়ার সংকল্প করলাম। স্টেশনে যাওয়ার জন্য ভাড়ার গাড়ী ঠিক করে উহাতে মালপত্র রাখলাম। সালাম করে ও অনুমতি নেওয়ার উদ্দেশ্যে আলা হযরত কেবলার খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি আমার সালামের উত্তর প্রদানের পর বললেন, নাস্তা করে যান। ইনশাল্লাহ ট্রেন পাবেন। এদিকে আমার অস্থিরতা বেড়ে গেল। কারণ ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার সময় একেবারে ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু কিছুই করার নেই। কারণ পীর মুর্শিদের হুকুমতো মানতেই হবে। অতপর আমি হুজুরের খেদমতে বসলাম। কিছুক্ষণ পর নাস্তা আনা হল। আমি নাস্তা খেয়ে গাড়ীতে উঠে স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলাম। যদিও ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে, তবুও আমার মনে সান্ত্বনা ছিল এ কারণে যেহেতু আলা হযরত কেবলা ট্রেন পাব বলে ইশারা দিয়ে আমাকে আশ্বস্ত করেছেন। ভাড়ার গাড়ী যখন আমাকে স্টেশনে পৌঁছাল তখন কুলি গাড়ী থেকে মালামাল নামানোর পর বলল হুজুর! ট্রেন চলে গেছে প্রায় আধঘন্টা হয়ে গেলো। আপনি দেরী করলেন কেন? তিনি বলেন আমি কারো দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সোজা আমার পীর ভাই সহকারী স্টেশন মাস্টারের কার্যালয়ে গিয়ে বসলাম এবং তাকে আদ্যপান্ত ঘটনা বললাম। আমি তার সাথে কথোপকথন করতেছিলাম ইতিমধ্যে ফোনের মাধ্যমে জানানো হল ট্রেনটির ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে গেছে, তাই উক্ত ট্রেনটি পুনরায় ব্রেলী শরীফে আনা হচ্ছে। এ সংবাদ পেয়ে আমি খুব খুশী হলাম। ট্রেনটি ব্রেলী শরীফে পুনরায় আসল এবং কিছুক্ষণ ট্রেনটির ইঞ্জিন মেরামত করার পর আবার রওয়ানা হয়ে গেল আর আমি খুশী হয়ে মিরীঠে পৌঁছলাম।[২৫২]

২৩. ১৯০১ সালের ঘটনা। আলা হযরত (র.) এর মুরীদ হযরত আমজাদ আলী কাদেরী শিকার করার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হলেন। তিনি শিকারের উপর গুলি চালালে তা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে একজন পথিকের গায়ে লাগল। ফলে সে পথচারীর মৃত্যু ঘটল। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করল এবং ইচ্ছাকৃত হত্যা প্রমাণ করল। যার ফলে তার ফাঁসির হুকুম হল। তার কয়েকজন বন্ধু বান্ধব আলা হযরতের নিকট গিয়ে ঘটনা বর্ণনা পূর্বক তার জন্য দোয়া প্রার্থনা করেন। আলা হযরত (র.) এরশাদ করেন– আপনারা যান, আমি আমজাদ আলীকে

---

[২৫১]. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০ হি.) জামে কারামাতে আউলিয়া, উর্দূ, পৃ. ৮১৫

[২৫২]. মুহাম্মদ শামশুল আলম নঈমী, আলা হযরতের জীবন ও কারামত, পৃঃ ২০৬

মুক্ত করে দিলাম। ফাঁসির তারিখ ঘোষণা করা হল। ফাঁসির নির্ধারিত তারিখের আগে তার পরিবার পরিজন ও আত্মীয় স্বজন কাঁদতে কাঁদতে তার সাক্ষাত করেন। তখন আমজাদ আলী বললেন, আপনারা নিশ্চিন্তায় ঘরে গিয়ে আরাম করুন, আমার ফাঁসি হতে পারে না। উক্ত তারিখে আমি ঘরে এসে পৌঁছবো কারণ আমার পীর মুর্শিদ সৈয়্যদী আলা হযরত আমাকে স্বপ্নে এসে এ সুসংবাদ দিয়েছেন। আর বলেছেন, আমি আপনাকে মুক্তি দান করলাম। এতে সবাই কান্নাকাটি করে ঘরে চলে আসেন। ফাঁসির নির্ধারিত তারিখে পুত্রশোকে মুহ্যমান মা কাঁদতে কাঁদতে আপন স্নেহের পুত্রের সাথে শেষ সাক্ষাতের জন্য আসলেন। তিনি মাকে বললেন, মা, অহেতুক কাঁদতেছেন কেন? ঘরে যান, ইনশাল্লাহ আমি ঘরে এসে নাস্তা করবো। এরপর আমজাদ আলীকে ফাঁসি কাষ্টের উপর হাজির করা হল। গলায় ফাঁসির রশি রাখার পূর্বে নিয়ম অনুসারে যখন তার শেষ আশা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল তখন তিনি বলতে লাগলেন জিজ্ঞাসা করে কি করবেন। এখনোত আমার সময় আসেনি। সকলে হতভম্ব হয়ে গেল এবং মনে করল মৃত্যুর ভয়ে তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। অতএব ফাঁসি দাতা ফাঁসির রশি তার গলায় পরিয়ে দিল। তৎক্ষণাৎ তার যোগে খবর এসে গেল যে, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ছেলের মুকুট পরিধানের খুশিতে কিছু হত্যাকারী ও কিছু কয়েদিকে ছেড়ে দেওয়া হোক। এখবর আসার সাথে সাথে ফাঁসির রশি খুলে তাকে ফাসিকাষ্ঠ থেকে নামিয়ে মুক্তি দেওয়া হল। এদিকে ঘরের সবাই শোকাহত। সারা বাড়ীতে শোকের ছায়া নেমে আসল। ঘরের সবাই লাশ আনার ব্যবস্থায় লিপ্ত এমন সময় তিনি ফাঁসির ঘর থেকে সোজা আপন নিবাসে উপস্থিত হয়ে বললেন আমার জন্য নাস্তা আন। আমি বলেছিলাম না, ইনশাল্লাহ নাস্তা ঘরে এসে খাবো।[২৫৩]

২৪. হযরত আজিজুল হক শেরে বাংলা (র.) (১৩৮৯ হি.)

ইমামে আহলে সুন্নাত, গাজীয়ে মিল্লাত আল্লামা সৈয়দ আজিজুল হক শেরে বাংলা (র.) হাটহাজারীস্থ জামেয়া আজিজিয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসার ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপনের দিন ধার্য করেন। এ উপলক্ষে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। দিবসের প্রারম্ভে সূর্যালোকের সূচনা ছিল এবং বেলা দু'টার সময় সভাস্থলে বিশাল জনসমুদ্র পরিলক্ষিত হয়। ইত্যবসরে হযরত শেরে বাংলা (র.) তৎসঙ্গে হযরত মৌলানা শামসুল ইসলাম কাজেমী (র.) এবং হযরত মৌলানা শেখ জামাল উদ্দিন আহমদ আল কাদেরী (র.) তিনজন তিনখানা ইট উঠিয়ে আল্লাহর নামের উপর ভিত্তি স্থাপন করলেন। অতপর হুজুর শেরে বাংলা (র.) এরশাদ করলেন আল্লাহ বেজোড় এবং তিনি বেজোড়কে ভালবাসেন। তারপর তিনি আল্লাহর দরবারে সংক্ষিপ্ত মোনাজাত করেন। অতপর মাহফিলে এসে ওয়াজ নছিহত করেন। এদেশে আরবী বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ও খাঁটি সুন্নি ত্বরীকা অনুযায়ী আরবী শিক্ষা প্রসারের বিভিন্ন দিক নিয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা দান করেন। ইতিমধ্যে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ক্রমান্বয়ে তা প্রলয় আকার ধারণ করে ভীষণ কালবৈশাখীর সূত্রপাত ঘটায়। এদিকে হুজুরের ত্বকরির সমাপ্তির কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। অন্যদিকে ঝড় তুফান অত্যাসন্ন। সভাস্থলের আশে পাশে ঝড়বৃষ্টি হতে আশ্রয় নেওয়ার মত কোন স্থান বা গৃহাদি ছিলনা।

---

[২৫৩]. মুহাম্মদ শামশুল আলম নঈমী, আলা হযরতের জীবন ও কারামাত, পৃঃ ২১৪

আকাশের এরূপ ভয়াবহ অবস্থা দেখে উপস্থিত লোকজনের মনে ভীতির সঞ্চার হল, নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়ার জন্য নড়াচড়া শুরু করে দিল। কিন্তু কেউ হুজুরকে তাদের মনোভাব প্রকাশ করতে সাহস পেল না। হঠাৎ হুজুর বললেন, সাবধান; নড়াচড়া করিওনা। মনে রাখিও আমি যতক্ষণ পর্যন্ত মোনাজাত করে শেষ করবনা ততক্ষণ পর্যন্ত বৃষ্টি বন্ধ থাকবে। তোমরা সকলেই মনযোগ সহকারে ধৈর্যধারণ পূর্বক অবস্থান কর। অতপর তিনি আরো কিছুক্ষণ বয়ান করেন। পরিশেষে মিলাদ, কিয়াম ও সালাম সহকারে মুনাজাত করতঃ সকলকে বিদায় দিলেন। সত্য সত্যই তাই ঘটল যা তাঁর যবান মোবারক হতে বের হয়েছিল। সভাশেষে লোকজন নিজ নিজ গন্তব্যস্থানে চলে গেল। যারা শহরগামী তারা বাসে উঠে আসনগ্রহণ করল। কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি ভীষণ আকার ধারণ করতঃ বর্ষণ করতে শুরু করল। এধরনের আরো অনেক মাহফিলে বৃষ্টি বন্ধের অলৌকিক ঘটনা ঘটে। যা দ্বারা হুজুরের অসাধারণ বেলায়তের ক্ষমতা উপলব্ধি করা যায়।[২৫৪]

২৫. হযরত আহসান উল্লাহ (র.)

ঢাকা জিলার সাভার থানার অন্তর্গত মিনাঈল গ্রামের কেশব পাগলা নামক জনৈক হিন্দু সাধু বাস করত। সময় সময় সে উম্মাদ ভাব দেখাত। মূর্খ হিন্দুগণ তাকে অবতার বলে ভক্তি করত। প্রায়ই সে ভবিষ্যত বাণী করত ও হযরত কেবলার মোকাবেলা করত। কিন্তু সব সময়ই সে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হত।

একদা মিনাঈল গ্রামের কতিপয় হিন্দু ও মুসলমান হযরত কেবলার দরবারে হাযির হন। যুহরের নামাজের পর বিকেলে ভীষণ ঝড় ও তুফান আসবে বলে হযরত কেবলা তাদেরকে তাড়াতাড়ী বাড়ী যেতে আদেশ দেন। তারা হযরত কেবলার আদেশ শিরোধার্য মনে করে ব্যস্ত হয়ে বাড়ীর দিকে রওয়ানা হন। পথে কেশব পাগলার সাথে তাদের দেখা হল। কেশব পাগলা তাদেরকে দ্রুতগতিতে যাওয়ার কারণ শুনে বলল, তোমরা ভ্রান্ত মানুষের কথা বিশ্বাস করেছ? স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার বর্হিদেশে থাকতে কি কখনো তুফান, ঝড়বৃষ্টি হতে পারে? দিবাকরের প্রচন্ড উত্তাপে সমগ্র ধরা অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়েছে। আর তোমাদের হযরত কেবলা বলেছেন বৃষ্টি, ঝড় ও তুফান হবে কি অদ্ভূত কথা! তোমরা নিশ্চিত থাক। অদ্য ঝড় তুফান বা বৃষ্টি হবেনা। তারা কেশব পাগলার কথার কোনই মূল্য না দিয়ে তাড়াতাড়ী বাড়ী গিয়ে পৌঁছেন। দিনের প্রায় ৩.৫০ টা কি ৪টার সময় দৈবাৎ একখন্ড মেঘ সুনীল আকাশের ঈশান কোণে দেখা দিল। ঐ মেঘ খন্ড অনতিকালের মধ্যেই সারা আকাশ ঘিরে ফেলল। জগত তিমিরাচ্ছন্ন; অতি প্রবল বেগে ঝড় আরম্ভ হল। ঝড়ে বড় বড় বৃক্ষরাজি ধরাশয়ী হল। নদ-নদীতে অনেক নৌকা ইত্যাদি ডুবে গেল। যে কেশব পাগলা এত অহংকার ও গর্ববোধ করে হযরত কেবলার বাণীকে বিদ্রোপ করেছিল তারই আশ্রয়খানি একেবারেই চুর্ণ বিচুর্ণ হয়ে ঝড়ের প্রবল বেগে নদীগর্ভে বিলীন হল। হযরত কেবলা তার এরূপ আবস্থার কথা শুনে নিজ ব্যয়ে তাকে একখানা নতুন আশ্রম ঘর তৈরী করে দেন।[২৫৫]

---

[২৫৪]. ডা. সৈয়দ সফিউল আলম, সৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা (র.), পৃঃ ১৩০

[২৫৫]. এ. এফ. এম. আবদুল মজীদ রুশদী, হযরত কেবলা (র.), পৃঃ ৭৩

গায়েবী রিযিক দান

০১. হযরত মনছুর হেল্লাজ (র.)

হযরত রশীদ খোর্দ সমরকন্দী (র.) বর্ণনা করেন, আমরা প্রায় চারশত মুরীদ হযরত মনছুর হেল্লাজ (র.)'র সহিত গভীর অরণ্যে ভ্রমণ করতে গিয়েছিলাম। কয়েকদিন ভ্রমণ করার পর আমাদের সঙ্গে নেওয়া খাদ্য শেষ হয়ে যায় এবং আমরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লাম।

আমাদের মধ্যে একজন হযরত মনসুর হেল্লাজ (র.) কে বলল হুজুর! আমরা ক্ষুধায় অস্থির হয়ে পড়েছি। আমাদের জন্য কিছু আহারের ব্যবস্থা করতে পারলে খুবই ভাল হত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কি খেতে চাও? উত্তরে সে বলল, গরম, রুটি ও ভূনা গোশত হলে খুবই ভাল হত। তবে এখানে তা কোথায় পাওয়া যাবে?

তিনি মৃদু হেসে বললেন, ঠিক আছে, আমি তোমাদের জন্য রুটি গোশতের ব্যবস্থা করতেছি। তোমরা সবাই সারিবদ্ধ হয়ে বসে যাও। তাঁর নির্দেশ মত সবাই বসে গেল। তিনি একটা পাত্র হাতে নিয়ে তা হতে গরম রুটি ও ভূনা গোশত বের করে প্রত্যেককে পরিবেশন করতে লাগলেন। সকলে পরম তৃপ্তির সাথে আহার করে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করল।

অতপর আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হুজুর! এই গভীর অরণ্যে আপনি গরম রুটি ও ভূনা গোশত কোথায় পেলেন। তাও আবার সামান্য নয় বরং চারশত লোকের খাবার। উত্তরে তিনি বললেন, আমার কি সাধ্য রুটি গোশত সংগ্রহ করার? তবে আমার জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালাই এই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তাঁর ভান্ডার তো অফুরন্ত, আর তাঁর কুদরতেরও সীমা নেই।[২৫৬]

০২. ৬৩১ হি. ১৭ শাবান সোমবার হযরত শায়খুল ইসলাম বাবা ফরিদ উদ্দিন মাসউদ গঞ্জে শেকর (র.) বলেন– হযরত মনসুর হাল্লাজ (র.)'র এক বোন ছিলেন। তিনি নিয়মিত ভাবে রাতের অন্ধকারে বাগদাদের মরুভূমির নির্জনতায় গিয়ে ইবাদত বন্দেগীতে নিয়োজিত থাকতেন। বাড়ী ফেরার সময় হলে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে বলতেন, আমার প্রেম মদিরার এক পেয়ালা জান্নাতী শরবত তাকে পান করায়ে দাও। ফেরেশতাগণ পান পাত্র তার হাতে দিতেন। তিনি তা পান করে বাড়ী ফিরে আসতেন।

হযরত মনছুর হেল্লাজ (র.) এই রহস্যের সন্ধান পেয়ে সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। তাঁর বোন যখন প্রাত্যহিক নিয়মানুযায়ী ঘর হতে বের হলেন তখন তিনিও তাঁর পিছনে পিছনে চললেন। বোন ইবাদত বন্দেগী শেষে ঘরে প্রত্যাবর্তনের সময় ফেরেশতা এসে তাঁর হাতে পান পাত্র দিলে তিনি সামান্য কিছু পান করতেই ভাই পেছন থেকে বললেন, বোন! আমাকে একটু দাও।

---

[২৫৬]. শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র.), (৬৩৭ হি.), তাযকেরাতুল আউলিয়া, উর্দু, পৃঃ ২৬৯

www.ahlesunnatbd.com

পেছনে ফিরে ভাইকে দেখে বিস্মায়াভিভূতা হয়ে বললেন, আফসোস, আমার গোপন রহস্য প্রকাশ হয়ে গেল। অতপর ভাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন– তুমি ইহা পান করতে চাও! কিন্তু আমার বিশ্বাস তুমি এর প্রতিক্রিয়া সহ্য করতে পারবেনা।

ভাই নাছোর বান্দা! অবশিষ্ট যতটুকু ছিল তা মনছুর হেল্লাজ র. পান করার সাথে সাথে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। মুখ হতে বের হয়ে গেল 'আনাল হক' আমি আল্লাহ্। ভাইয়ের এই অবস্থা দেখে বোন দুঃখে কেঁদে ফেললেন এবং ভর্ৎসনা করে বললেন ওহে দুর্বল মানব! নিজেও দুর্ণাম হলে আমাকেও হেয় প্রতিপন্ন করলে।[২৫৭]

০৩. হযরত শেখ মাজেদ কিরদী (র.) (৫৬৪ হি.)

শেখ মাজেদ কিরদী (র.) এর সাহেবজাদা শেখ সোলাইমান বর্ণনা করেন। একদা আমি একা স্বীয় পিতার সামনে ছিলাম। এ সময় আমাদের ঘরে কোন খাবার ছিলনা। ইত্যবসরে বিশজন মেহেমান এসেছেন। আব্বা আমাকে আদেশ দিলেন যে, ঘরে গিয়ে খাবার নিয়ে এসো। ঘরে যে খাবার বলতে কিছুই ছিলনা কথাটা বলতে আমার সাহস হয়নি। আমি শুধু তাঁর হুকুম পালনার্থে বাবুর্চি খানায় গিয়ে দেখি সেখানে বিভিন্ন প্রকারের খাবার বিদ্যমান। অতপর আমি সম্পুর্ণ খাবার নিয়ে উপস্থিত হলাম। পাকঘরে কিছুই রাখলাম না। যেইমাত্র সবাই খাবার খেয়ে অবসর নিলেন আরো ত্রিশজন মেহেমান এসেছেন। তাদের দেখে আব্বা হুজুর আমাকে বললেন, এদের জন্য খাবার নিয়ে এসো। পূর্বের ন্যায় বাবুর্চি খানায় গিয়ে দেখি প্রচুর খাবার বিদ্যমান। এ সময় তিনি দু'জন খাদেমের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তারা বেঁহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। তাদেরকে গাছের টুকরার মত উঠায়ে ঘরের বাইরে রাখলে তাদের পরিবারের লোকেরা এসে তুলে নিয়ে যায়। তারপর ছয়মাস পর উভয় তাওবা করে পুনরায় হযরতের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করল সত্যিই ঐ সময় আমাদের অন্তরে এই সন্দেহ সৃষ্টি হলো যে, এ সব কিছু হযরতের যাদুকরী।[২৫৮]

০৪. হযরত খাজা ওসমান হারুনী (র.) (৬১৭ হি.)

হযরত মীর আবদুল ওয়াহেদ বলগরামী (র.) 'সবয়ে সানাবিল' গ্রন্থে বলেন, হযরত খাজা ওসমান হারুনী (র.) একদা মধ্যরাতে তাঁর ঘরে অবস্থান করতেছেন। উনাশি জন কাফের পরামর্শ করল যে, আমরা অর্ধরাতে খাজা ওসমান হারুনী (র.) এর নিকট যাবো এবং বলবো আমরা সবাই ক্ষুধার্ত। আমাদের প্রত্যেককে নতুন নতুন পাত্রে পৃথক পৃথক খাবার দিন। তাদের পরামর্শের পর যখন তারা হযরতের নিকট আসল তখন তিনি বললেন, হে আদম হাওয়ার সন্তানেরা! বস আর হাত ধুয়ে নাও। তিনি বিসমিল্লাহ পড়ে আসমানের দিকে হাত তুললেন। তাদের চাহিদা মোতাবেক প্রত্যেক প্রকারের খাবার ভর্তি পাত্র গায়েব থেকে নিয়ে নিয়ে তাদের সামনে রাখতেছেন। কাফেরেরা স্বচক্ষে দেখতেছে যে, খাবার পাত্র গায়েব থেকেই আসতেছে। তারা তাদের চাহিদার খাবার খাওয়ার পর হযরত তাদেরকে

---

২৫৭. শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.), (৬৭০ হি.), আসরারুল আউলিয়া, উর্দু পৃ. ১

২৫৮. আল্লামা তাদানী, কালায়েদুল জাওয়াহের, পৃঃ ৩৭৬

বললেন, খোদার নেয়ামত খেয়েছ এখন তাঁর উপর ঈমান আন। তারা বলল, আমরা যদি আপনার খোদা ও রাসূলের উপর ঈমান আমি তবে কি আল্লাহ্ আমাদেরকেও আপনার মতো করে দেবেন? উত্তরে তিনি বলেন– আমি তো গরীব, গণনায়ও আসি না। আল্লাহ্ তায়ালা তো এমন ক্ষমতার অধিকারী যে, তিনি চাইলে তোমাদেরকে আমার চেয়েও হাজার গুণ বেশী মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে পারেন। হযরতের কথা শুনে সবাই ঈমান এনে মুসলমান হয়ে হযরতের সাহচর্য গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তারা সবাই আল্লাহর অলী হয়েছিলেন। তাদের দৃষ্টিতে আরশ থেকে তাহতুস ছরা পর্যন্ত মুনকাশিফ হয়ে গিয়েছিল।[২৫৯]

০৫. হযরত খাজা কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.) (৬৩৩ হি.)

হযরত মীর আবদুল ওয়াহেদ বলগরামী (র.) বলেন, সুলতান শামশুদ্দিন ইলতুমিস রাষ্ট্রীয় শান শওকত নিয়ে কাজী হামিদ উদ্দিন ও হযরত কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.) এর খেদমতে উপস্থিত হন। এই দুই হযরাত অজু করার পর তাহাইয়্যাতুল অজুর নামাজ আদায় করতেছেন। সুলতান কদমবুচী করে আদবের সহিত বসে পড়েন এবং বললেন, অদম ক্ষুর্ধাত। কাজী হামিদ উদ্দিন (র.) খাদেমকে বললেন, খাবার মওজুদ থাকলে নিয়ে এসো। সুলতান বললেন, অদমকে গায়েবী খাবার দিন। কাজী সাহেব মুচকি হেসে খাজা কুতুব উদ্দিন (র.) কে বললেন, বাদশাহকে গায়েব থেকে খাবার দিন। খাজা সাহেব নিজের আস্তিনে হাত ঢেলে তেলে বা ঘিয়ে ভাজা দু'টি সাদা রুটি বরে করে সুলতান শামশুদ্দিনের হাতে দেন। কাজী হামিদ উদ্দিন (র.) যেখানে অজু করেছেন সেখান থেকে কিছু কাদামাটি নিলে তা উন্নত মানের হালুয়া হয়ে গেল আর তা বাদশাহকে খেতে দেন।

এরপর কাজী হামিদ উদ্দিন শেখ সা'দ উদ্দিন কে বললেন, আজকের খাবারে পান থাকা উচিত। তখন শেখ সা'দ উদ্দিন আস্তিনে হাত দিয়ে চুন সুপারী সহ তৈরী পান সুলতানের হাতে দেন।

এরপর সুলতান বললেন, আমরা আপনার দরবারের কুকুর। যদি সকল সৈন্যদল এই (বরকত মণ্ডিত) রুটি, হালুয়া ও পান খেতে পারতো তবে কতইনা ভাল হতো। হযরত কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.) বললেন, আপনি সৈন্যেদের বলুন যেন তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ হাত আসমানের দিকে উত্তোলন করে। বাদশাহর আদেশ মোতাবেক পুরো সৈন্যদল তাদের হাত আসমানের দিকে তুলে ধরল। এদিকে হযরত কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.) নিজের উভয় আস্তিন (পকেট) ঝাড়লেন ওদিকে প্রত্যেক সৈন্যের হাতে দুটি করে গায়েবী রুটি পৌঁছে গেল। আর ঐ কাদামাটি থেকে হালুয়া তৈরী হলো এবং শেখ সাদ উদ্দিন (র.)ও স্বীয় হাত ঝাড়লে প্রত্যেকের হাতে চুন সুপারী সহ পান পৌঁছল। শেখ সাদ উদ্দিন (র.)কে এ কারণেই তাম্বুলী বলা হয়।[২৬০]

---

[২৫৯]. মুফতি জালাল উদ্দিন আহমদ আমজাদী (র.), বুজুর্গোঁকে আক্বীদে, উর্দু, পৃ: ১৪৪
[২৬০]. মুফতি জালাল উদ্দিন আহমদ আমজাদী (র.), বুজুর্গোঁকে আকীদে, উর্দু, পৃ: ১৬৮

০৬. হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.) (৬৭০ হি.)

হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.) বলেন, আমি একবার গযনী সফর করতেছিলাম। সেখানকার এক গুহায় এক মহান বুজুর্গ ছিলেন। আমি গুহায় উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম করি। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে আমাকে বসতে নির্দেশ দেন। কিছুক্ষণ পর আমাকে বললেন, আমি বিশ বছর যাবত এই গুহায় আছি। আল্লাহ গায়েব হতে যা দেন তাই আহার করি। অন্যথায় আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করি।

এরপর আমি তাঁর সাথে আসরের নামাজ আদায় করে চিন্তা করতেছিলাম যে, কি দিয়ে ইফতার করবো। সামনে একটি শুকনো খেজুর গাছ ছিল। সেই বুজুর্গ গাছে হাত রাখা মাত্র দশটি খেজুর নিচে পড়ল। তিনি পাঁচটি খেলেন এবং আমাকে পাঁচটি খেতে দিলেন। সেখানে পানি ছিলনা। তিনি পা দ্বারা মাটিতে আঘাত করতেই পানি বের হয়ে আসল। আমি চলে আসার সময় তিনি জায়নামাজের নিচে হাত দিয়ে পাঁচটি আশরফী বের করে আমার হাতে দিলেন।[২৬১]

০৭. হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দি (র.) (৭৯১ হি.)

হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দি (র.) এর এক মুরীদ বর্ণনা করেন, হযরত একদা আমার সাক্ষাতে আমার গরীব খানায় তাশরীফ আনেন। আমি খুবই লজ্জিত হলাম। কারণ আমার ঘরে রুটি তৈরীর কোন আটা ছিলনা। আমি কোন রকম একটা আটার থলে ব্যবস্থা করে আনলাম। তিনি আমাকে বললেন, থলে থেকে আটা বের করে খামির বানিয়ে রুটি তৈরী করতে থাকো এবং কম বেশীর কথা কাউকে অবহিত করোনা। এরপর তিনি আমাদের নিকট দশ মাস যাবত অবস্থান করেছিলেন আর অনেক বন্ধু বান্ধব ও মুরীদগণ তাঁর সাক্ষাতে সর্বদা আমার ঘরে এসেছেন। আর আমরা ঐ থলে থেকে আটা নিয়ে তাদের সবাইকে রুটি বানিয়ে খাবারের ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু থলে পূর্বের ন্যায় ভর্তিই রয়ে গেল।

পরে এই রহস্য হযরতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে আমি আমার স্ত্রীকে বললে ঐ বরকত চলে গেল আর অল্পদিনেই থলের সমস্ত আটা শেষ হয়ে গেল।[২৬২]

---

[২৬১]. শেখ ফরিদ উদ্দীন গঞ্জ শেকর (র.), ৬৭০ হি. আসরারুল আউলিয়া, উর্দ, পৃঃ

[২৬২]. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০ হি.), জামে কারামাতে আউলিয়া উর্দু, পৃঃ ৬৪০

একই পাত্রে ভিন্ন বস্তু

০১. শেখ মাজেদ কিরদী (র.)'র পিতা

হযরত শেখ মাজেদ কিরদী (র.)'র সাহেবজাদা বর্ণনা করেন, তিনি বলেন-একদা আমার পিতা বললেন, হে সোলাইমান! পাহাড়ের শেষ প্রান্তে যাও, সেখানে তিনজন ব্যক্তি আছে। তুমি গিয়ে তাদেরকে বলো যে, তোমাদেরকে আমার পিতা সালাম দিয়েছেন আর বলেছেন যে, তোমরা যা চাইবে তা মিলবে। তারপর আমি তাদের কাছে গেলাম এবং আমার পিতার পয়গাম তাদেরকে দিলাম। তখন তাদের মধ্যে একজন বললেন, আমি আনার চাই। এভাবে দ্বিতীয় ব্যক্তি সেব ও তৃতীয় ব্যক্তি চাইলো আঙ্গুর। আমি পুনরায় পিতার নিকট এসে তাদের চাহিদা সম্পর্কে অবহিত করলাম। তিনি আমাকে বললেন– অমুক গাছের নিকট যাও এবং তাদের চাহিদা মোতাবেক ফল নিয়ে এসো। গাছটি আমি আগে থেকেই চিনতাম ও জানতাম যে, সেটি আমাদের নিকটে একটি শুকনো গাছ ছিল। আমি গিয়ে দেখি গাছটি সবুজ ও তরুতাজা হয়ে আছে এবং গাছে আনার, সেব ও আঙ্গুর পেলাম যা এমন উন্নত ও সুগন্ধিযুক্ত যে, যা আমি কোন দিন দেখিনি। আমি গাছ থেকে ঐগুলো নিয়ে পিতার নিকট এনে দিলাম। তিনি আমাকে ঐগুলো নিয়ে ঐ তিন ব্যক্তির নিকট পাঠান।

আমি এসে আনার প্রার্থীকে আনার আর আঙ্গুর প্রার্থীকে আঙ্গুর দিলে তারা তা খেয়ে ফেলেন। কিন্তু সেব প্রার্থী বললেন– এটি আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম। তিনি তা খায়নি। এতে আমি মনে দুঃখ পেলাম। এরপর তারা একটু দূরে চলে গেল আর আমিও তাদের সাথে চলছিলাম, দেখলাম তারা বাতাসে উড়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেব প্রার্থী এক বিগত পরিমাণও উড়তে পারেনি বরং নিচে পড়ে গেল। এতে তার দুই সাথী উপর থেকে নিচে নেমে এসে তাকে বলতে লাগল, হে সাথী! এটা একারণে হলো যে, তুমি সেব নিতে অস্বীকার করেছ। অতপর তারা তিনজন খালি মাথায় আমার পিতার খেদমতে উপস্থিত হয়। তিনি তাকে বললেন بايبني مامنعك من قبول كرامتي وموا فقة صا حبيك অর্থাৎ হে বৎস! কিসে তোমাকে আমার দান গ্রহণ করতে এবং তোমার অপর দুই বন্ধুর অনুসরণ করতে নিষেধ করেছে? তারা কোন উত্তর না দিয়ে আমার পিতার কদমে পরে চুমু খেতে লাগল। পিতা বললেন, কোন অসুবিধা নেই। তারপর আমাকে বললেন, হে সোলাইমান! ঐ সেবটি কোথায়? আমি তা পেশ করলাম। তিনি উহাকে কয়েক টুকরা করে নিজে একটু করে খেলেন, একটুকরা আমাকে খাওয়ালেন আর তাদের প্রত্যেককে এক টুকরা করে খাওয়ালেন। তারপর ঐ ব্যক্তিকে কাঁধে স্বীয় হাত দিয়ে ধাক্কা দেন। তখন ঐ ব্যক্তিও তার বন্ধুদের সাথে তীর বেগে উড়ে গেল। আমি পিতার কাছে তাদের পরিচয় সর্ম্পকে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন, তারা রিজালুল গায়েব যারা সর্বদা চলতে থাকে। তাঁর জীবদ্দশায় একথা প্রকাশ না করতে আমার থেকে প্রতিশ্রুতি নেন।[২৬৩]

---

২৬৩. আবুল হাসান শাতনূফী (র.), ৭১৩ হিঃ, বাহ্জাতুল আসরার, উর্দূ, পৃষ্ঠা ৪৯৯

০২. হযরত শেখ মাজেদ কিরদী (র) (৫৬৪ হি.)

বর্ণনাকারী বলেন– আমাদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি শেখ মাজেদ কিরদী (র.) এর খেদমতে এসে বললেন, আমি একাকী এবং নিঃস্ব অবস্থায় হজ্বে যাওয়ার ইচ্ছে করেছি। তখন শেখ মাজেদ (র.) তাকে একটি পানির পাত্র দিয়ে বললেন, যদি তুমি অজু করতে ইচ্ছে কর তবে এতে পানি পাবে, যদি পিপাসার্ত হও তবে এতে স্বচ্ছ পানযোগ্য দুধ পাবে, আর যদি ক্ষুধা লাগে তবে এতে সত্তু (এক জাতীয় খাবার) পাবে।

লোকটি হামদাইন পাহাড় থেকে মক্কা মুয়াজ্জমা পর্যন্ত সফরে এবং যতদিন আরবে অবস্থান করেন এমনকি হেজাজ থেকে ইরাকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত যখনই অজুর ইচ্ছে করতো তখন ঐ পাত্র থেকে উত্তম পানি দিয়ে অজু করতো। আর যখন পান করার ইচ্ছে করতো তখন পাত্রে ফুরাত নদীর পানির চেয়ে উত্তম পানি এবং তার চাহিদা মোতাবেক কখনো কখনো দুধ ও মধু পেতো, যা পৃথিবীর অন্যান্য সব দুধ ও মধুর চেয়ে উত্তম ছিল। আর যখন খাবারের প্রয়োজন হতো তখন তাতে চিনি মিশ্রিত উন্নতমানে সত্তু পেতো।[২৬৪]

০৩. হযরত আবুর রবী (র.)

হযরত আবুর রবী (র.) বর্ণনা করেন আমি এক গ্রামে একজন প্রসিদ্ধ নেককার মহিলার অনেক প্রশংসা শুনেছি। তার নাম ছিল 'ফিদ্বাহ' কোন মহিলার সাথে সাক্ষাতের প্রতি আমার কখনো আগ্রহ ছিলনা। কিন্তু এই মহিলার অবস্থা শুনে তার কাছে যাওয়ার আগ্রহ হল। আমি ঐ গ্রামে গিয়ে তার সম্বন্ধে যাচাই করলে লোকেরা বলল- তার কাছে একটি ছাগল আছে। যার স্তন থেকে দুধ ও মধু উভয় বের হয়। একথা শুনে আমি অবাক হলাম এবং একটি নতুন পেয়ালা কিনে তার ঘরে গিয়ে বললাম– তোমার ছাগল নাকি দুধ ও মধু উভয় দিয়ে থাকে। আমি এই বরকত একটু দেখতে চাই। মহিলা ছাগলটি আমাকে এনে দিলে আমি দোহন করলে সত্যিই তা থেকে দুধ ও মধুই বের হল। আমি তা পান করলাম। এরপর জিজ্ঞেস করলাম- এই ছাগল কোথায় পেলে? মহিলা বলল তার ঘটনা হল আমরা গরীব ছিলাম। একটি ছাগল ব্যতীত আমাদের কাছে কিছুই ছিলনা। আর এটাই ছিল আমাদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র সম্পদ।

একদা কুরবানীর ঈদ আসলে আমার স্বামী বলেন, আমাদের কাছে এই একটি মাত্র ছাগল ছাড়াতো কিছুই নেই। ওটাকে নিয়ে এসো। এটা দিয়েই কুরবানী করবো আমি বললাম- আমরা গরীব, আমাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়। আর একমাত্র সম্বল ছাগলটাকে কেন কুরবানী দিতে যাবেন? আমার কথায় সম্মতি প্রকাশ করে কুরবানী দিলেন না। ঘটনাক্রমে ঐ দিনই আমাদের কাছে একজন মেহেমান এসে গেলেন। আমি স্বামীকে বললাম- মেহেমানের সম্মান করার নির্দেশ আছে। অন্য কিছুতো নেই ছাগলটিই জবেহ করে দিন। আমি স্বামীকে বললাম ছাগল জবেহ করতে আমাদের ছোট শিশুরা দেখলে হয়ত কাঁদবে। সুতরাং আপনি ছাগলটি নিয়ে দেয়ালের আড়ালে গিয়ে জবেহ করুন যাতে তারা না দেখে। তিনি ছাগল বাইরে নিয়ে যখন গলায় চুরি চালায় তখন এই বরকত মণ্ডিত ছাগলটি দেওয়ালের উপর দাড়ানো ছিল। আর সেখান থেকে লাফ দিয়ে নিজে নিজে আমাদের উঠানে চলে আসল। আমি ভাবলাম হয়তো স্বামীর হাত থেকে পালিয়ে এসেছে। আমি দেখার জন্য ঘরের বাইরে গিয়ে দেখি তিনি জবেহকৃত ছাগলের চামড়া খুলতেছেন। আমি তাকে বললাম আশ্চর্য্যের কথা! এই জবেহকৃত ছাগলের অনুরূপ একটি ছাগল ঘরে এসেছে।

---

[২৬৪]. আবুল হাসান শাতনূফী (র.) (৭১৩ হি.) বাহজাতুল আসরার, উর্দু, পৃঃ ৪৯৭

পুরো ঘটনা স্বামীকে বললে তিনি বলেন অসম্ভব কি? আল্লাহ্ তায়ালা মেহেমানদারীর বিনিময় স্বরূপ হয়ত এটা আমাদেরকে দান করেছেন।

অতএব এটা সেই যে ছাগল দুধ ও মধু উভয় আমাদেরকে দেয়। যা আল্লাহ্ শুধু মেহেমানকে সম্মান করার কারণে দান করেছেন।[২৬৫]

www.ahlesunnahbd.com

---

[২৬৫]. রওজুর রাইয়্যাহীন

দূর বস্তু দৃশ্যমান হওয়া

০১. হযরত আবুল হাসান খারকানী (র.) (৪৩৫ হি.)

হযরত আবুল হাসান খারকানী (র.)'র এক ভক্ত ইরাকে গিয়ে হাদিস শিক্ষার্জনের জন্য অনুমতি চাইলে তিনি জানতে চান যে, এখানে হাদিস পাঠদানকারী কেউ নেই? উত্তরে বলল- এখানে তো কোন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস নেই। তিনি বলেন- একজন তো আমি আছি। আমি উম্মী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা তাঁর মেহেরবাণীতে আমাকে সমস্ত জ্ঞান দান করেছেন। আর হাদিস তো আমি স্বয়ং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পড়েছি। কিন্তু তাঁর কথা ঐ ভক্তের বিশ্বাস হলোনা। রাতে সে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে স্বপ্নে দেখেন এবং তিনি বলেন 'বীর পুরুষ সত্যি কথা বলে। এই স্বপ্নের পরে সকালে উঠে সে তাঁর কাছে গিয়ে হাদিসের শিক্ষা আরম্ভ করে দেয়। তিনি হাদিস পাঠদানের সময় মাঝে মধ্যে বলতেন এই হাদিস হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র নয়। ছাত্র জিজ্ঞেস করে এটা আপনি জানলেন কিভাবে? তিনি বলেন- যখন তোমরা হাদিস পড় তখন আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র দীদারে মশগুল থাকি। কোন বিশুদ্ধ হাদিস পড়ার সময় তাঁর কপাল মোবারকে খুশীর আলো পরিস্ফূটিত হয় কিন্তু কোন ভেজাল হাদিস পড়লে তাঁর কপাল মোবারক মলিন হয়ে যায়, এতে আমি বুঝতে পারতাম কোন হাদিসখানা সহীহ্ ও কোন হাদিসখানা ভেজাল।[২৬৬]

০২. হযরত দাতা গঞ্জ বখ্শ লাহোরী (র.) (৪৬৫ হি.)

হযরত দাতা গঞ্জে বখ্শ লাহোরী (র.) পূর্ণ কামালিয়াত প্রাপ্ত বুযুর্গ ওলী ছিলেন। তাঁর কারামত সম্পর্কে বহু ঘটনা লোকমুখে প্রচলিত আছে। ভারত সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহজাদা দারাশিকো তাঁর 'সফিনাতুল আউলিয়া' গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত আলাউল হাজাবীরী দাতা গঞ্জে বখ্শ লাহোরী (র.) যে মসজিদ তৈরী করেছিলেন তার মেহরাব সামান্য দক্ষিণ দিকে বাঁকা ছিল। এ ব্যাপারে আলিম-উলামারা সমালোচনা করে আপত্তি উত্থাপন করলে তিনি তাদের সকলকে মসজিদে ডেকে নিয়ে আসেন এবং নামাযে ইমামতি করে সমবেত লোকজনদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'দেখুন কা'বা কোন দিকে? সমবেত সবার সম্মুখ হতে যেন পর্দা (আবরণ) অপসারিত হয়ে গেল, আর তারা দেখতে পেলেন পবিত্র কা'বা তাদের সম্মুখে।[২৬৭]

০৩. হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি.)

গাউছে পাক (র.) বলেন- আমি ছোট বেলায় আরফা'র দিন শহরের বাইরে এসে ক্ষেত-খামারের একটি বলদের লেজ ধরে পিছে পিছে পালাচ্ছি। বলদ ফিরে আমাকে দেখে বলে হে আব্দুল কাদের! তোমাকে এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি এবং এর আদেশও দেওয়া হয়নি। বলদের মুখে এ কথা শুনে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে এসে ছাদের উপর

---

[২৬৬]. শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র.), (৬৩৭ হি.) তাযকেরাতুল আউলিয়া, উর্দূ পৃ. ৩০৮

[২৬৭]. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্পাদিত, আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম, পৃ. ৩৫৮

উঠি। আমি সেখান থেকে আরফা'র ময়দানে লোকদেরকে দন্ডায়মান অবস্থায় দেখতে পাই। তারপর আমি মায়ের নিকট এসে বললাম- আমাকে জ্ঞানার্জনের এবং আউলিয়ায়ে কিরামের জিয়ারতের জন্য বাগদাদ যাওয়ার অনুমতি দিন।[২৬৮]

০৪. হযরত ওসমান হারুনী (র.) (৬১৭ হি.)

হযরত খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্‌তি (র.) তাঁর পীর ও মোরশেদ হযরত উসমান হারুনী (র.) এর খেদমতে উপস্থিত হলে, তিনি তাঁকে একদিন একরাত ইবাদতে মশগুল থাকার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন আমি তাঁর নির্দেশ মোতাবেক একদিন একরাত মুজাহিদার পরে তাঁর নিকট আসলে তিনি আমাকে বলেন বস, এবং একহাজার বার সূরা ইখলাছ পড়। আমি পড়লাম। তিনি বললেন উপরের দিকে থাকাও। আমি আসমানের দিকে তাকালে তিনি জিজ্ঞেস করেন- তুমি কি দেখতেছ? আমি বললাম- আরশ আযীম পর্যন্ত সবকিছু দেখতেছি। আবার বললেন নীচে জমির দিকে দেখ। যখন জমির দিকে দেখলাম, জিজ্ঞেস করলেন এখন কতটুকু দেখতেছ? আমি বললাম হেযাবে আযমত পর্যন্ত দেখতেছি।

তারপর বললেন- চোখ বন্ধ কর, আমি চোখ বন্ধ করলে তিনি বলেন এখন চোখ খোল। আমি চোখ খোললাম। আমাকে তাঁর দুই আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন এখন কী দেখা যাচ্ছে? আমি বললাম আঠার হাজার মাখুলকাত দেখা যাচ্ছে। তখন তিনি বললেন, যাও এখন তোমার কাজ সমাধা হয়েছে। পাশে পড়ে থাকা একটি ইট ছিল। আমাকে বললেন এটা তুল। আমি ইটখানা তুললে দেখি ইটের নিচে একমুষ্টি স্বর্ণের দীনার। তিনি বললেন এই গুলো নিয়ে ফকীরদেরকে সদকা কর। আমি নিয়ে সবগুলো দীনার ফকীরকে সদকা করে দিলাম।[২৬৯]

০৫. খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্‌তি (র.) (৬৩২ হি.)

হযরত খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্‌তি (র.) বলেন, আমি একদা সমরকন্দে মুসাফির ছিলাম। ইমাম আবুল লাইস (র.)'র মহলের নিকটর্বতী জনৈক বুজর্গ ব্যক্তি মসজিদ নিমার্ণ করতেছিলেন। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলেন মেহরাব এদিকেই হবে, কেননা কা'বা এদিকেই। আমি বললাম ঐদিকে নয় মেহরাব এই দিকেই হবে, যে দিকে আমি বলতেছি। আমি অনেক বুঝিয়ে বলেছি কিন্তু সে মানেনা। অবশেষে আমি তার গর্দান ধরে বললাম দেখো, যেদিকে আমি বলতেছি সেদিকেই কা'বা। যখন সেই চোখে তুলে দেখল ঠিক সেদিকেই ছিল কা'বা।[২৭০]

০৬. হযরত যাকারিয়া মুলতানী (র.)

হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.) বলেন, একদা আমি এবং আমার ভাই মাওলানা বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানী (র.) একটি স্থানে বসে বসে 'সুলুক' সর্ম্পকে আলোচনা করতেছি। হঠাৎ যাকারিয়া মুলতানী দাঁড়িয়ে হায় হায় করে কাঁদতেছেন আর

---

[২৬৮]. আবুল হাসান শাতনূফী (র.), বাহজাতুল আসরার, উর্দূ, পৃ. ২৫৫, ও শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) ১০৫০ হি. আখবারুল আখইয়ার, উর্দূ, পৃ. ৫১

[২৬৯]. খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্‌তি (র.) (৬৩২ হি.) আনীসুল আরওয়াহা উর্দূ, পৃ. ২

[২৭০]. খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্‌তি (র.) দলীলুল আরেফীন উর্দূ, পৃ. ২৬

বারবার 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন' পড়তেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ভাই একি অবস্থা? তিনি বললেন, উঠে দেখ। আমি দাঁড়িয়ে দেখলাম যে, বাগদাদ আমার চোখের সামনে আর লোকেরা দরজার বাহিরে শায়খ সা'দ উদ্দিন হামভীয়্যা (র.)'র জানাজা পড়তেছে।[২৭১]

০৭. একদা একজন দরবেশ শাইখুল ইসলাম হযরত বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানী (র.) এর খেদমতে এসে বাইয়াত গ্রহণ করে ধন্য হলেন। অতপর দরবেশ লোকটি বললেন হুজুর! আমাকে এমন নেয়ামত দিয়ে ধন্য করুন, যাতে মুলতান থেকে দিল্লী পর্যন্ত আমার চোখের সামনে কোন পর্দা না থাকে। শেখ সাহেব বললেন, যাও এইভাবে একটি চিল্লাহ (চল্লিশ দিন যাবৎ রিয়াজত করা) কর। যখন চিল্লাহ করে আসলেন তখন মুলতান থেকে দিল্লী পর্যন্ত তার চোখের সামনে কোন পর্দা নাই। অর্থাৎ তিনি মুলতান থেকে দিল্লী পর্যন্ত দেখতেছেন।

অতপর আবার তিনি আবেদন করলেন যে, আমি যেন আরশ থেকে পরশ পর্যন্ত দেখতে পাই। শেখ সাহেব বললেন তাহলে আরো একটি চিল্লাহ করে আস। আরো একটি চিল্লাহ করে আসার পর তিনি আরশ থেকে পরশ পর্যন্ত সবকিছু দেখতে পান। পুনরায় দরবেশ বললেন, হুজুর আমি চাই যে, মহান খোদার হেজাব বা পর্দা উঠে যাক, যাতে আমি মোকাশেফা করতে পারি। একথা শুনে শেখ সাহেব অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, এরূপ বলোনা নতুবা তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। একথা বলার সাথে সাথে দরবেশ চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।[২৭২]

০৮. একদা হযরত যাকারিয়া মুলতানী (র.) বুখারার উলামাদের সাথে আলাপকালে অলী'র বেলায়ত সম্পর্কে আলোচনা হয়। এতে সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, যিনি নিজেই এখানে বসে খানায়ে কা'বা দেখবেন এবং অন্যদেরকেও দেখাতে পারবেন তিনিই প্রকৃত অলী। এ সময় তিনি মোরাকাবায় কিছুক্ষণ থাকার পর বললেন-বন্ধুরা! আপনারা চোখবন্ধ করুন। সবাই চোখ বন্ধ করল অতপর বললেন- চোখ খোল। উপস্থিত সকলেই চোখ খোলামাত্র কা'বা শরীফকে তাঁদের চোখের সামনে দেখতে পেলেন।[২৭৩]

০৯. হযরত মুহি উদ্দিন ইবনে আরবী (র.) (৬৩৮ হি.)

হযরত মুহি উদ্দিন ইবনে আরবী (র.) বলেন-আমার নিকট নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম'র হাদিস "যে ব্যক্তি সত্তর হাজার বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়বে আল্লাহ তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন" যখন পৌঁছে তখন আমি এই কলেমা সত্তর হাজার বার পড়েছি। একদিন এক দাওয়াতে গেলাম। সেখানে একজন সাহেবে কাশফ যুবক উপস্থিত ছিলেন। তাঁর কাশফ সম্পর্কে সবাই অবহিত। খাবার গ্রহণের সময় যুবকটি কাঁদতে লাগলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম কান্নার কারণ কি? তিনি বললেন- আমি আমার পিতা-মাতাকে কবরে দেখি যে, তাঁদের উপর আযাব হচ্ছে, তাদেরকে আযাবরত অবস্থায় দেখে কাঁদতেছি। ইবনে

---

২৭১. পীর সৈয়্যদ ইরতাদ্বাআলী কারমানী, বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানী (র.), উর্দূ, পৃ.১৭৪
২৭২. মাহবুবে এলাহী নিজাম উদ্দিন আউলিয়া (র.), (৭২৫ হি.) আফযালুল ফাওয়ায়েদ উর্দূ, পৃ. ৫০
২৭৩. শাহ মুরাদ সুহরাওয়াদী, মাহফিলে আউলিয়া, উর্দূ পৃ. ২৭০

www.waliullah.com

আরবী বলেন- আমি ঐ সময় মনে মনে পঠিত সত্তর হাজার বার কলেমা যুবকের পিতা-মাতাকে দান করে দিলাম। সাথে সাথে যুবক হাসতে লাগলেন। আমি তাঁর হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলে বলেন- আমার পিতা-মাতার আযাব দূরীভূত হয়েছে, তারা এখন আযাব মুক্ত। হযরত মুহি উদ্দিন ইবনে আরবী বলেন আমার কাছে ঐ হাদিস শরীফের বিশুদ্ধতা এই যুবকের কাশফের দ্বারা প্রমাণিত হল।[২৭৪]

১০. শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.) (৬৭০ হি.)

হযরত আমীর খোর্দ স্বীয় কিতাব সিয়ারুল আউলিয়া গ্রন্থের ১৬১ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন, আমি আমার বুযূর্গ চাচা সৈয়্যদ হোসাইন থেকে শুনেছি তিনি বলেন, একদা শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.) শায়খুল ইসলাম বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানী (র.)'র নিকট পত্র লিখতে হাতে কাগজ-কলম নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন যে, তাঁকে পত্রে কোন উপাধি বলে সম্বোধন করবেন? অতপর মনে পড়ল যে, তাঁর উপাধি তো লাওহে মাহফুজে লেখা আছে, আমি পত্রে তা-ই লিখবো। সুতরাং এ উদ্দেশ্যে তিনি আসমানের দিকে মাথা উত্তোলন করলে লাওহে মাহফুজে তাঁর উপাধি 'শায়খুল ইসলাম' লেখা দেখেন। তখন তিনি পত্রেও শায়খুল ইসলাম উপাধি লিখে সম্বোধন করেন।[২৭৫]

১১. হযরত শেখ হাইয়াত (র.)

হযরত শেখ হাইয়াত (র.)'র জীবদ্দশায় হেরানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়। মেহবার নির্মাণের সময় শেখ সেখানে তাশরীফ নেন। তিনি ইঞ্জিনিয়ারকে বললেন- কেবলা এই দিকে ইঞ্জিনিয়ার বলে না, কেবলা সেদিকে নয়। অতপর শেখ বললেন- দেখ, কা'বা তোমার সামনে। তখন সে দেখে যে, সত্যিই কা'বা তাঁর সামনে উপস্থিত। সে স্বচক্ষে কা'বা দেখেন। তার ও কা'বা'র মাঝে কোন পর্দা ছিলনা। তখন সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়।[২৭৬]

১২. হযরত শাহ আমানত (র.)

হযরত শাহ সুফী মোহাম্মদ দায়েম (র.)'র খানকা ছিল ঢাকার আজিমপুরে। তিনি সেখানেই সমাহিত। তিনি চট্টগ্রামের শাহ আমানত (র.)'র শাগরিদ। কিভাবে তিনি শাহ আমানত (র.)'র মুরীদ হন সে সম্বন্ধে এক সুন্দর কাহিনী আছে। একবার তিনি চট্টগ্রামের কদম মুবারক মসজিদে জুমার নামাজের জন্য হাযির হলেন। সুফী মোহাম্মদ দায়েম (র.) ছদ্মবেশে তখন চাকরি করছিলেন এবং সাধনা করছিলেন। কদম মুবারকে সকলে নামাজের জন্য হাযির হয়েছেন। শাহ আমানত (র.) এসে উপস্থিত হলেন। নামাজ হয়ে গেলে শাহ সাহেব মন্তব্য করলেন 'আজ খুৎবা একটু তাড়াতাড়ী হয়েছে।' সূফী মোহাম্মদ দায়েম (র.) বললেন- না, খুৎবা বরং দেরীতে হয়েছে। শাহ সাহেব তৎক্ষনাৎ সূফী দায়েম (র.) কে বললেন চোখ বন্ধ কর'। তারপর তাঁর চাদরটি মাথার উপর দিয়ে বললেন, 'চোখ খোল' চোখ খুললে মোহাম্মদ দায়েম (র.) দেখতে পেলেন সামনে কা'বা শরীফ। সেখানে মুয়াজ্জিন আযান দেওয়ার জন্য মাত্র ওযূ করতেছেন।

---

[২৭৪]. মুল্লা আলী কারী (র.), (১০৪৪ হি.) শরহে শেফা আরবী, খন্ড ১, পৃ.৩৯৯

[২৭৫]. মুফতি জালাল উদ্দিন আহমদ আমজাদী, বুযূর্গোকে আক্বীদে উর্দূ, পৃ. ২৯৯

[২৭৬]. আবুল হাসান শাতনূফী (র.), (৭১৩ হি.) বাহ্জাতুল আসরার, উর্দু, পৃ. ৫৩৭

মোহাম্মদ দায়েম (র.) শাহ্ সাহেবের কাছে মাফ চাইলেন। তিনি চাকরি ছেড়ে বারো বছর যাবৎ শাহ্ সাহেবের খিদমতে অতিবাহিত করলেন। একবার কোন কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে শাহ সাহেব তাঁকে খানকাহ্ থেকে রুখসত দান করেন। মোহাম্মদ দায়েম (র.) সারা হিন্দুস্থান ঘুরে পাটনায় গিয়ে হযরত মোনায়েমের শরণ নিলেন। হযরত মোনায়েম বললেন- 'শাহ্ সাহেব আমাদের সকলের অগ্রণী। তবে আমার অনুরোধ নিয়ে গেলে তিনি হয়ত তোমাকে আবার কবুল করবেন, এতদূর আশা করতে পারি। তাই হলো। শাহ্ সাহেব এবার তাকে বরণ করলেন।

একদিন তাঁকে চট্টগ্রামের সদর ঘাটে নিয়ে কর্ণফুলীতে নামিয়ে দিয়ে বললেন। 'মার ডুব, উঠো আজিমপুর। তিনি ডুব থেকে উঠেই চোখ খুলে দেখেন ঢাকা।[২৭৭]

১৩. আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (র.) (১৩৪০ হি.)

একদা আ'লা হযরতের দরবারে একজন গণক উপস্থিত হলে তিনি গণককে উদ্দেশ্য করে বললেন- গণক সাহেব! বলুন তো আপনার হিসাবে বৃষ্টি কবে আসতে পারে? সে গুণে পড়ে বলল- এ মাসে পানি নেই। অর্থাৎ এ মাসে বৃষ্টিপাত হবে না বরং আগামী মাসে হবে। আ'লা হযরত কেবলা তার গণনার নিয়মটা দেখার পর এরশাদ করলেন। আল্লাহ্ তায়ালার কুদরতী হাতে সব ক্ষমতা। তিনি যা চান সবকিছু করতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করলে আজও বৃষ্টি বর্ষণ করতে পারেন। গণক বলল এটি কিভাবে সম্ভব, আপনি তারকারাজীর গণনার দিকে তাকাচ্ছেন না? আ'লা হযরত বললেন আপনি কেবল তারকারাজী দেখছেন আর আমি তারকারাজীতো দেখতেছি সাথে সাথে তারকারাজীর সৃষ্টিকর্তার কুদরতও দেখতেছি। অতপর তিনি উক্ত কঠিন মাসয়ালাকে খুব সহজভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে, সেখানে দেয়ালে একটি ঘড়ি ছিল।

তিনি গণককে বললেন এখন কয়টা বেজেছে? সে ঘড়ি দেখে উত্তর দিল সোয়া এগারটা। তিনি প্রশ্ন করলেন বারটা বাজতে আর কত দেরী? উত্তর দিল পৌনে এক ঘন্টা। তিনি বললেন- পৌনে একঘন্টার পূর্বে কি বারটা বাজতে পারে? উত্তর দিল না, এটা শুনে আ'লা হযরত উঠে দাঁড়ালেন এবং ঘড়ির কাটা ঘুরিয়ে বারটার ঘরে এনে দেন। তৎক্ষণাৎ টনটন করে বারটার ঘন্টা বাজতে আরম্ভ করল। এখন তিনি নজুমি গণককে বললেন- আপনি তো বললেন পৌনে এক ঘন্টার পূর্বে বারটা বাজতে পারেনা। এখন কিভাবে বারটা বাজল। সে আরজ করল আপনি ঘড়ির কাটা ঘুরিয়ে দিয়েছেন তাই। নতুবা ঘড়ির কাটা আপন গতিতে চললে পৌনে এক ঘন্টা পরই বারটা বাজত। তিনি এরশাদ করেন- আল্লাহ্ তায়ালা সর্বশক্তিমান, তিনি যে তারকাকে যেখানে যখন ইচ্ছে পৌঁছে দিতে পারেন। আপনি তো আগামী মাসে বৃষ্টি হওয়ার কথা বললেন, একমাস কেন, এক সপ্তাহ কেন একদিন কেন এখনই তিনি বৃষ্টি দিতে পারেন। তাঁর জবান থেকে এতটুকু বের হতে না হতে চর্তুদিকে তাৎক্ষণিক ভাবে মেঘে ছেয়ে ফেলল আর বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করল।[২৭৮]

---

[২৭৭]. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্পাদিত, আমাদের সুফীয়ায়ে কিরাম, পৃ. ১৫৮

[২৭৮]. মুহাম্মদ শামশুল আলম নঈমী, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা (র.) জীবন ও কারামাত, পৃ. ২১৬

মনের কথা জানা

০১. হযরত হোসাইন ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ (র.)

মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে ইব্রাহীম ইবনে জা'ফর (র.) বলেন- একদা আমার আর্থিক অবস্থা খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আমার পিতা আমাকে হযরত হোসাইন ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী রেজা (র.)'র নিকট যেতে বলেন- কারণ তিনি দানশীল হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

আমি পিতাকে বললাম- আপনি কি তাঁকে চিনেন? তিনি বললেন না, আমি তাঁকে কখনো দেখিওনি। অতপর আমি পিতাসহ হোসাইনের নিকট যাত্রা আরম্ভ করলাম। পথিমধ্যে আমার পিতা আমাকে বলেন- আমরা অভাবী। তিনি যদি আমাকে পাঁচশত দেরহাম দেন তবে দু'শ দিয়ে কাপড় কিনে নেবো, দু'শ দেরহাম দিয়ে আটা কিনবো বাকী একশ দেরহাম দিয়ে অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাবার জিনিস ক্রয় করবো। আমি মনে মনে বললাম, তিনি যদি আমাকে তিনশ দেরহাম দেন, তবে একশ দেরহাম দিয়ে কাপড়, একশ দেরহাম দিয়ে অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু ও বাকী একশ দেরহাম দিয়ে একটি গাধা কিনে কুহিস্তান চলে যাবো।

আমরা তাঁর দৌলত খানায় উপস্থিত হয়ে কিছুই বলিনি কিন্তু তাঁর এক গোলাম এসে বলল- হে আলী ইবনে ইব্রাহীম ও তাঁর সন্তান মুহাম্মদ! ভিতরে আসুন। আমরা ভিতরে গিয়ে সালাম দিলাম। তিনি বলেন- হে আলী! তুমি আরো আগে আসনি কেন? আমার পিতা বললেন- এই অভাবগ্রস্ত অবস্থায় আপনার কাছে আসতে লজ্জাবোধ করেছে আমার। আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসলে পিছে পিছে গোলাম এসে আমার পিতাকে একটি থলে দিল যাতে পাঁচশ দেরহাম ছিল এবং বলল- একশ কাপড়ের জন্য দু'শ আটা এবং বাকী একশ অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচের জন্য। অতপর আর একটি থলে আমাকে দিয়ে বলল- এতে তিনশ দেরহাম আছে। একশ দেরহাম কাপড়ের জন্য, একশ অন্যান্য বস্তুর জন্য ও বাকী একশ গাধা কেনার জন্য। তবে কুহিস্তানে যেওনা, অন্য কোথাও যেও।[২৭৯]

০২. হযরত মুছা কাজেম (র.) (১৮৭ হি.)

হযরত শকীক বলখী (র.) বলেন– আমি ১৯৪ হি. সনে হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে কাদেসীয়ায় যাত্রাবিরতি করলাম। সেখানে অসংখ্য মানুষের মধ্যে একজন সুদর্শন যুবক দেখলাম, যিনি পশমী পোষাক পরিধান করেন। কাধের উপর ছিল রুমাল। পায়ে জুতাও ছিল। তিনি অসংখ্য লোক থেকে বের হয়ে একাকী একস্থানে এসে বসে রইলেন। আমি মনে মনে খেয়াল করলাম যে, সে হয়তো সূফী হবেন আর সফরে মুসলমানদের উপর বোঝা হওয়ার জন্য রাস্তায় বসে আছেন। আমি তাকে এরূপ থেকে

---

২৭৯. আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮ হি.) শাওয়াহেদুন নবুয়াত, উর্দূ পৃ. ৩৬৩

বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়ার উদ্দেশ্যে কাছে গেলে সে আমাকে দেখে বলতে লাগলেন। হে শকীক? اجتنبواكثيرا من الظن ان بعض الظن اثم অর্থ: অধিক ধারণা করা থেকে বিরত থাক। কেননা, কিছু কিছু ধারণা গুনাহ (সূরাঃ হুজরাত, আয়াতঃ ১২)। এটা বলে তিনি চলে গেলেন। আমি মনে মনে বললাম- এটাতো এক আশ্চর্য্য কথা! তিনি তো আমার নাম ও মনের কথা বলে দিলেন। ইনি নিশ্চয় কোন বুজুর্গ ব্যক্তি। তাঁর সম্পর্কে আমার খারাপ ধারণার জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। আমি দ্রুতবেগে তাঁর খোঁজে বের হলাম কিন্তু তাকে পেলাম না।

আমরা দ্বিতীয় মনযিলে পৌঁছলে সেখানে তাঁকে নামাজরত অবস্থায় অত্যন্ত কাতর হয়ে অশ্রুজল প্রবাহিত করতে দেখি। তাঁর নামাজ শেষ হলে ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার জন্য অপেক্ষায় আছি। নামাজ শেষে আমাকে তাঁর দিকে যেতে দেখে তিনি বললেন– হে শকীক!

واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صا لحا ثم اهتدي আর যে তাওবা করে ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে অতপর সৎপথে অটল থাকে, আমি তার প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল। (সূরাঃ ত্বোহা, আয়াতঃ ৮২) এবারও একথা বলে তিনি চলে গেলেন। আমি মনে মনে বললাম নিশ্চয় এই যুবক আবদাল হবেন। দুই বার আমার মনের কথা বলে দিলেন।

তারপর আমরা যখন 'যায়ালা' নামক স্থানে পৌঁছি তখন যুবককে হাতে চামড়ার পেয়ালা নিয়ে একটি কূপের পাশে দেখলাম। তিনি কূপ থেকে পানি নেওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে পেয়ালাটি কূপে পড়ে গেল। তিনি আসমানের দিকে মুখ করে বললেন– হে আল্লাহ! তুমিই আমার রিযিকদাতা যখন আমি ক্ষুধার্ত হই। হে আল্লাহ! এই পেয়ালাটি ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। সুতরাং এই পেয়ালা থেকে আমাকে বঞ্চিত করোনা। শকীক বলেন– খোদার শপথ! আমি দেখলাম কূপের পানি উপরে চলে আসে। তিনি হাত বাড়িয়ে পেয়ালা ভর্তি পানি নিয়ে অজু করে চার রাকাত নামাজ আদায় করেন। তারপর একটি বালির স্তূপে গিয়ে এক মুষ্টি বালি নিয়ে ঐ পেয়ালায় রেখে ভাল করে নেড়ে পান করে নেন। আমি তাঁর নিকটে গিয়ে সালাম দিলাম। তিনি সালামের উত্তর দেন। আমি বললাম– আল্লাহ্ আপনাকে যে নেয়ামত দান করেছেন তা থেকে আমাকেও একটু পান করান। তিনি বলেন, হে শককী! সর্বদা আল্লাহ্ তায়ালার জাহেরী ও বাতেনী নেয়ামত আমি পেয়ে থাকি। তুমিও আল্লাহর উপর ভাল ধারণা রাখ।

অতপর তিনি আমাকে ঐ পেয়ালা দিলেন আর আমি তা থেকে পান করলাম। তাতে চিনি মিশ্রিত সত্তু ছিল। খোদার শপথ! এর চেয়ে মিষ্টি এবং সুস্বাদু পানীয় খাবার আমি কখনো পান করিনি। আমি খুব পেটভরে পান করলাম যার বরকতে কয়েক দিন পর্যন্ত আমার পানাহারের প্রয়োজন হয়নি।

এরপর মক্কা মুকাররামায় প্রবেশ করা পর্যন্ত তাঁকে আর দেখিনি। মক্কায় পৌঁছে আমি তাঁকে 'কুব্বাতুশ শরাব' নামক স্থানের পাশে নামাজ পড়তে দেখি। তিনি সারারাত কেঁদে কেঁদে বিনয়ের সাথে নামাজ পড়েন। ফজরের নামাজের পরে তাওয়াফ করতে লাগলেন। তাওয়াফ করে বাইরে আসলে আমিও তার পেছনে চললাম। দেখলাম, তাঁর কয়েকজন

গোলাম ও খাদেম রয়েছে। লোকেরা তাঁকে ঘিরে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। আর আসসালামু আলাইকা ইয়া ইবনে রাসূলাল্লাহ বলে সালাম দিচ্ছে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম ইনি হযরত মুছা ইবনে জাফর সাদেক (রা.)। অর্থাৎ হযরত জাফর সাদেক (রা.) এর ছেলে হযরত মুছা কাজেম (র.) তখন আমার মুখ দিয়ে অনায়সে বের হয়ে গেল যে, এ ধরণের সৈয়্যদ বুজুর্গ থেকে এরকম আশ্চর্য্যজনক দূর্লভ কারামাত প্রকাশ হওয়া কোন আশ্চর্য্যের ব্যাপার নয়।[২৮০]

০৩. হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি.)

শেখ আবুল মোজাফ্ফর মনচুর ইবনুল মোবারক বলেন- আমি যুবক অবস্থায় শেখ আব্দুল কাদের (র.)'র জামায়াতে উপস্থিত হলাম। আমার সাথে ফলসফার (বিজ্ঞানের) একখানা কিতাব ছিল যার মধ্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানও ছিল। তিনি এখনো আমার কিতাব দেখননি এবং জিজ্ঞেসও করেননি যে, এই কিতাবে কি আছে? অথচ আমাকে বলেন- হে মনচুর! তোমার এই কিতাব তোমার খারাপ সঙ্গী। উঠ এবং উহা ধুয়ে ফেল অর্থাৎ ফেলে দাও। আমি ভাবলাম তাঁর সামনে থেকে উঠে ঘরে গিয়ে কিতাব রেখে দেবো এবং কোনদিন তাঁর সামনে এই কিতাব আনবো না। আমার মন চাচ্ছেনা যে, আমি কিতাবটি ফেলে দেই। কেননা এই কিতাবের প্রতি আমার ভালবাসা জন্মেছে। এই কিতাবের কিছু কিছু মাসয়ালা আমার অন্তরে স্থান করে নিয়েছে। একথাগুলো ভেবে আমি উঠতে চাইলে শেখ আমার দিকে দেখেন ফলে আমি আর উঠতে পারছি না যেন সেখানে আমি বন্দী।

তিনি আমাকে বলেন- কিতাব আমাকে দিয়ে দাও। আমি কিতাব খুলে দেখি সাদা কাগজ মাত্র। তাতে একটি অক্ষরও নেই। আমি তা তাঁকে দিয়ে দেই। তিনি কিতাবের পৃষ্ঠা খুলে দেখে বলেন এই কিতাব ফযায়েলে কুরআনের যা মুহাম্মদ বিন খারীস লিখেছেন। তারপর উহা আমাকে দিয়ে দেন। আমি দেখি সত্যিই ইহা মুহাম্মদ বিন খারীসের লিখিত ফযায়েলে কুরআন যা অত্যন্ত সুন্দর হস্ত লিপি ছিল। তারপর শেখ আমাকে বলেন- তুমি ঐ কথা বলা থেকে তাওবা কর যা তোমার অন্তরে নেই। এরপর ঐসব মাসয়ালা ও আধ্যাত্মিকতা যা এই কিতাব থেকে আমি মুখস্থ করেছি সব এমনভাবে ভুলে গেলাম যেন কোন দিন মুখস্তই করিনি।[২৮১]

০৪. আবুল আব্বাস আহমদ বলেন- আমার বাবা আমাদেরকে বলেন- একদা শেখ হাইতি (র.) শেখ মুহি উদ্দিন আব্দুল কাদের (র.)'র ঘরে প্রবেশ করেন সঙ্গে আমিও ছিলাম। আমরা দরজার চৌকঠে এক নওজোয়ানকে চিৎ হয়ে শয়ন অবস্থায় দেখি। সে শেখ আলীকে বলে- আপনি আমার জন্য শেখ আব্দুল কাদের'র নিকট একটু সুপারিশ করবেন। আমরা যখন শেখের দরবারে গেলাম ইবনুল হাইতি লোকটির ব্যাপারে শেখের কাছে সুপারিশ করেন। শেখ বলেন- তোমার কারণে আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। যখন শেখ আলী বের হন আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি লোকটিকে বলেন- আমি তোমার জন্য

---

[২৮০]. আল্লামা আবদুর রহমান জামী (র.), (৮৯৮ হি.), শাওয়াহেদুল নবুয়্যত, উদু পৃ. ৩৩৭

[২৮১]. আবুল হাসান শাত্নূফী (র.) (৭১৩ হি.), বাহ্জাতুল আস্রার, উর্দূ, পৃ. ১৩৪

শেখের নিকট সুপারিশ করেছি। তখন লোকটি দাঁড়িয়ে গেল এবং চৌকাঠ থেকে মুক্ত হয়ে আকাশে উড়ে গেল। অতপর আমরা পুনরায় শেখের দরবারে গিয়ে এর কারণ কি জানতে চাইলে তিনি বলেন, লোকটি বাতাসের উপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় মনে মনে বলতেছিল যে, বাগদাদে তার ন্যায় কোন মরদে কামেল নাই। ফলে আমি তার হাল কেঁড়ে নিয়েছি। শেখ আলী সুপারিশ না করলে আমি তার হাল ফেরৎ দিতাম না।[২৮২]

০৫. শেখ মুহি উদ্দিন আব্দুল কাদের (র.)'র বুজুর্গী ও কারামত যখন প্রসিদ্ধতা লাভ করল তখন তাঁর অগ্রযাত্রা রোধ কল্পে বাগদাদের একশজন ফকীহ ও জ্ঞানী বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন মাসয়ালা জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্যে তাঁর ওয়াজ মাহফিলে উপস্থিত হন। শেখ আরেফ আবু মুহাম্মদ বলেন ঐদিন সেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম। যখন মজলিস আরম্ভ হল তখন শেখ মোরাকাবায় ছিলেন। শেখের বক্ষ থেকে নূরের এমন বিদ্যুৎ চমকে উঠে যা ঐ একশ ফকীহ'র বক্ষে গিয়ে পৌঁছে। এই নূরের আলো যার বক্ষে পৌঁছে সে অস্থির ও দিশেহারা হয়ে পড়ে। অতপর সবাই চিৎকার করে উঠে এবং নিজ নিজ কাপড় ছিড়ে খালি মাথায় শেখের আসনের নিকটে গিয়ে নিজেদের মাথা তাঁর কদমে রেখে দেয়। মজলিসে হৈ চৈ পড়ে গেল। আমার মনে হয়েছিল পুরো বাগদাদ এদের আওয়াজে ধ্বনিত হয়েছিল। তখন শেখ তাদের প্রত্যেককে নিজের বক্ষে লাগিয়ে অবস্থা স্বাভাবিক করেন এবং বলেন- তোমার মাসয়ালা ছিল এই, আর তার উত্তর হল এই। এভাবে তিনি প্রত্যেকের সওয়াল ও জবাব দেন। মজলিস শেষ হলে আমি ঐ ফকীহদের কাছে গিয়ে তাদের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা বলেন- আমরা মজলিসে বসার সাথে সাথে আমাদের সমস্ত জ্ঞান এমনভাবে চলে গেল যেন আমাদের কোন জ্ঞানই ছিলনা। অতপর তিনি আমাদেরকে তাঁর বক্ষে লাগালেন পুনরায় চলে যাওয়া সমস্ত জ্ঞান ফিরে আসে। আমরা তাঁর জন্য যেসব মাসয়ালা তৈরী করে এনেছি তিনি সবগুলোর এমন জবাব দেন যা আমরা জানতাম না।[২৮৩]

০৬. খাজা মঈনউদ্দিন চিশ্‌তি (র.) (৬৩২ হি.)

হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তি (র.) কে হত্যার জন্য হিন্দু সম্প্রদায় একজন কাফের জল্লাদকে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে খাজা সাহেবের দরবারে পাঠাল। জল্লাদ তীক্ষ্ম তরবারি বস্ত্রাভ্যন্তরে লুকিয়ে রেখে মুসলমানদের ছদ্মবেশে খাজার দরবারে উপস্থিত হল এবং আস্তে আস্তে লোকের ভীড় সামলায়ে খাজা সাহেব (র.)'র সন্নিকটে গিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় ওৎপেতে বসে রইল।

এদিকে খাজা সাহেব (র.) কশফের দ্বারা তার আগমনের উদ্দেশ্য জানতে পেরে একে একে সকল লোকগণকে বিদায় দিয়ে ছদ্মবেশী জল্লাদকে কাছে ডেকে বললেন, হে বির্ধমী কাফির! তুই যে উদ্দেশ্যে এসেছিস, তা সাধন করার এটাই সুবর্ণ সুযোগ। কারণ এখন আমার নিকট কোন লোকজন নেই। জল্লাদ খাজা সাহেবের একথা শুনে থর থর করে কাঁপতে লাগল। বস্ত্রাভ্যন্তর হতে লুকায়িত শানিত অস্ত্র পড়ে গেল এবং খাজা সাহেবের কদমে লুটে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে তাঁর পদতলে আশ্রয় দিতে মিনতি জানাল।

---

[২৮২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩
[২৮৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১

তিনি তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। সে তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে পবিত্রভাবে জীবন যাপন করতে লাগল।[২৮৪]

এরকম ঘটনা বহুবার সংঘটিত হয়েছে খাজা সাহেব (র.)'র জীবনে। প্রতিবারই তারা ঘাতক কিংবা জল্লাদ হিসাবে এসেছে আর খোদাভীরু মুসলমান দরবেশ হয়ে ফিরে গিয়েছে। (সংকলক)

০৭. হযরত জালাল উদ্দিন তিবরিযি (র.) (৭৪০ হি.)

হযরত জালাল উদ্দিন তিবরিযী (র.) যখন বদায়ুন-এ পৌঁছে কিছুদিন সেখানে অবস্থান করেন। ঐ সময় এলাকার হাকেম কাজী কামাল উদ্দিন জাফরীর নিকট তিনি কোন কাজে এসেছিলেন। খাদেমগণ বলল যে, কাজী সাহেব নামাজে আছেন। এ কথা শুনে রসিকতা করে শায়খ জিজ্ঞেস করলেন কাজী সাহেবও কি নামাজ পড়তে জানে? তিনি চলে আসার পর কাজী সাহেব এই মন্তব্য শুনে পরের দিন শায়খের খেদমতে উপস্থিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন- আপনি একথা কিভাবে বললেন। অথচ আমি নামাজ ও এর বিধিবিধান সম্পর্কে একাধিক কিতাব লিখেছি। শায়খ বললেন ঠিক আছে, কিন্তু আলেমগণের নামাজ এক রকম আর ফকীরদের নামাজ অন্য রকম। কাজী সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, আলেমগণ কি রুকু-সিজদা অন্য রকম করে নাকি কুরআন শরীফ অন্য রকম পড়ে? শায়খ বললেন না, আলেমগণের নামাজ এভাবে হয় যে, তারা কা'বার দিকে নজর করে নামাজ পড়ে। যদি কা'বা দেখা না যায় তাহলে কা'বার দিকে মুখ করে নামাজ পড়ে। আর যদি কা'বার দিক নির্ণয় অসম্ভব হয় তাহলে অনুমান করে নামাজ আদায় করে নেয়। পক্ষান্তরে ফকীরগণ যতক্ষণ আরশ না দেখে ততক্ষণ নামাজ আদায় করে না।

শায়খের উত্তর কাজী সাহেবের নিকট মনপুত না হলেও কিছু না বলে চলে আসেন। রাত্রে ঘুমালে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, বাস্তবেই শায়খ আরশে মুসল্লা বিছায়ে নামাজ আদায় করতেছেন। দ্বিতীয় দিন উভয়ই এক মজলিসে একত্রিত হলে শায়খ কাজী সাহেবকে বললেন- উলামাদের কাজ ও মর্যাদা জানা আছে। তাঁরা বিদ্যা অর্জন করে শিক্ষক, কাজী কিংবা সদর (প্রধান) হওয়ার জন্য। এসব মর্যাদার জন্য তারা তাদের সমস্ত পরিশ্রম ব্যয় করে। পৃথিবীতে তাদের মর্যাদা এর চেয়ে বেশী হয় না। কিন্তু দরবেশগণের মর্যাদা আরো অনেক বেশী। তাঁদের প্রাথমিক মর্যাদা কতটুকু যা কাজী সাহেব গত রাতে স্বপ্নযোগে দেখেছেন। শায়খের কথা শুনে কাজী সাহেব উঠে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তার ছেলে বোরহান উদ্দিন সহ মুরীদ হয়ে গেলেন।[২৮৫]

০৮. হযরত হামেদ গাজ্জালী (র.)

ইমাম গাজ্জালী (র.)'র ছোট ভাই হামেদ গাজ্জালী ইমাম গাজ্জালী'র পেছনে নামাজ পড়তেন না। একদা ইমাম গাজ্জালী তাঁর মার কাছে অভিযোগ করেন যে, আল্লাহ আমাকে

---

[২৮৪]. আলহাজ্ব মাওলানা এ.কে.এম, ফজলুর রহমান মুন্সী, হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তি (র.) পৃ. ১৩২

[২৮৫]. মাহবুবে এলাহী নিজাম উদ্দিন আউলিয়া (র.) (৭২৫ হি.), ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ, উর্দু, পৃ. ২৫৮

অনেক নিয়মিত (জ্ঞান ও সম্মান) দান করেছেন। মানুষের মনে আমার প্রতি সম্মান সৃষ্টি করেছেন ফলে লোকেরা আমাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে কিন্তু ছোট ভাই হামেদ আমার পেছনে নামাজ পড়ে না। এতে মানুষের মনে আমার সর্ম্পকে নানা সন্দেহ সৃষ্টি হচ্ছে। মা বলেন আমি হামেদকে বুঝিয়ে বলবো।

অতপর মা হামেদ গাজ্জালী কে ডেকে বলেন- বাবা! আল্লাহ্ তায়ালা তোমার ভাইকে অসীম জ্ঞান দিয়ে সম্মানীত করেছেন। যুগের উলামাগণ তাকে গুরু'র ন্যায় মান্য করেন। আর তুমি তার পেছনে নামাজ পড় না। এতে লোকেরা তোমার ভাই সম্পর্কে সমালোচনা করতেছে। আমি হুকুম দিচ্ছি আজ থেকে তুমি তোমার ভাইয়ের পেছনে নামাজ পড়বে। হামেদ গাজ্জালী বলেন- ঠিক আছে, আজকেই নামাজ পড়তে যাবো। নামাজের সময় হলে তিনি প্রথম কাতারে গিয়ে উপস্থিত হন। নামাজে একতেদা করে রুকু করে সিজদায় গিয়ে নামাজ ছেড়ে ঘরে চলে আসেন। এতে মুসল্লীরা বিভিন্ন কথা-বার্তা বলাবলী করতে লাগল। ইমাম গাজ্জালী মাকে বলেন- হামেদ আমার পেছনে নামাজ পড়ত না তাতো ভাল ছিল। আজ সে নামাজে একতেদা করে সিজদা থেকে নামাজ ছেড়ে চলে এসেছে। মা তৎক্ষণাৎ তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন যে, বাবা! তুমি একাজ কেন করেছ? হামেদ গাজ্জালী উত্তর দেন-যতক্ষণ তিনি (ইমাম গাজ্জালী) আল্লাহর জন্য একাগ্রচিত্তে নামাজ পড়েন ততক্ষণ আমি তাঁর পিছে নামাজ পড়েছি। আর যখন তিনি সিজদায় যান তখন তালাকের মাসয়ালা নিয়ে চিন্তা করা আরম্ভ করেন। আম্মাজান! আমি আল্লাহর জন্য নামাজ পড়ি, তালাকের মাসয়ালা চিন্তা করার জন্য নয়। তিনি যেইমাত্র তালাকের মাসয়ালা সম্পর্কে ভাবনা শুরু করেছেন তখন আমি নামাজ ছেড়ে ঘরে চলে এসেছি।

মা বলেন- হামেদ! তুমি নামাজ ছেড়ে দিয়েছ মুহাম্মদ গাজ্জালীর মন অন্য দিকে চলে যাওয়ার কারণে। তুমিও তো মনকে আল্লাহ্ তায়ালা'র দিক থেকে সরিয়ে গাজ্জালী'র মনের দিকে লেগে রেখেছ? যে অন্যায় গাজ্জালী করেছে সেই অন্যায় তো তুমিও করেছ?[২৮৬]

০৯. হযরত শাহ্ আমানত (র.)

মধ্য প্রদেশের অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী একহিন্দু সাধু বারজন শিষ্য নিয়ে চট্টগ্রামে আসল। সে শুনতে পেল যে, এখানে শাহ্ আমানত নামে একজন মুসলমান দরবেশ আছেন। তিনি অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়ে অনেক অমুসলিমকে মুসলমান বানিয়েছেন। সাধুর ইচ্ছা হল, মুসলিম দরবেশকে সে একটু পরীক্ষা করে দেখবে।

একদিন সে একটি নতুন পাতিলে একটি কচ্ছপ রেখে সাধু বলে উহাকে আনারস বানিয়ে তার কয়েকজন শিষ্যের মারফত হযরত শাহ্ আমানতের দরবারে পাঠিয়ে দিল। হযরত শাহ্ আমানত সাধুর কারসাজি বুঝতে পেরে পাতিলটির ঢাক্না খুলে আনারসটি নিয়ে সাধুর এক শিষ্যের হাতে দিয়ে তা কাটতে বলেন। শিষ্য আনারস কাটলে শাহ্ আমানত (র.) তা সাধুর শিষ্যদের দিয়ে বললেন, আমার কাছে তো এখন তোমাদের মেহেমানদারী

---

[২৮৬]. মাওলানা মুহাম্মদ শরীফ, বারাহ তাকরীর, উর্দু, পৃ. ১৮

www.ahlesunnahbd.com

করার মত কিছুই নাই বাবা! তোমাদেরকে কি দিয়ে আপ্যায়ন করি! তোমাদের সাধু বাবার দেওয়া আনারসটিই তোমাদেরকে দিলাম। খাও, আর সাধু বাবাকে গিয়ে বলিও আমিও সময় মত তাকে উপহার পাঠাবো।

সাধুর শিষ্যরা এর মূল রহস্য কিছুই জানতে পারেনি। কারণ, সাধু তাদেরকে এসব কারসাজির কথা বলে দেয়নি।

এই ঘটনার দু'য়েক দিনপর হযরত শাহ আমানত (র.) একটি নতুন পাতিলে কিছু গরুর গোশত রেখে অলৌকিক ক্ষমতা বলে ঐগুলোকে তরমুজের আকৃতিতে রূপান্তর করে সাধুর কাছে প্রেরণ করেন। সাধু পাতিলের ঢাকনা খুলে দেখে একটি পাকা তরমুজ। সে ওটাকে দরবেশের হাদিয়া মনে করে নিজেও খেল এবং শিষ্যদেরকেও খেতে দিল। শাহ আমানত (র.)'র যে শিষ্যটি উহা নিয়ে গিয়েছিল সাধু তাকেও এক টুকরা দিয়েছিল, কিন্তু শিষ্য তা খায়নি এবং বললেন, আমরা গুরুর অনুমতি ছাড়া কোন কাজ করি না। ইহা শায়খ আপনাদের দিয়েছেন। আপনারাই খান আমার খাওয়ার অনুমতি নেই।

এর কয়েক দিন পর সাধু শাহ আমানত (র.)'র দরবারে গেলে তিনি তাকে বললেন, তুমি কচ্ছপকে আনারস বানিয়ে আমার কাছে প্রেরণ করলে কেন সাধু? তুমি কি মনে করেছিলে যে আমি তোমার কারসাজি ধরতে পারবো না? অথচ তোমার সব কারসাজি আমি জানতে পেরেছিলাম। তাই তোমার দেওয়া আনারসরূপী কচ্ছপ তোমার শিষ্যগণকে খাওয়ায়েছি। আমি নিজেও খাইনি এবং আমার কোন শিষ্যবর্গকেও খেতে দেইনি। পক্ষান্তরে আমি গরুর গোশ্‌তকে তরমুজ বানিয়ে পাঠিয়েছিলাম। তুমি স্বীকার না করলেও আমি জানি যে, তা তুমি নিজেও খেয়েছ এবং তোমার শিষ্যবর্গকেও খাওয়ায়েছ। অতত্রব তুমি বুঝতেই পেরেছ যে, এখন তোমার জাত গিয়েছে। এখন তোমার সামনে দু'টি পথ খোলা আছে। হয় তুমি শিষ্য-শাগরেদসহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর, না হয় আবার প্রায়শ্চিত্ত করে হিন্দু ধর্মে ফিরে যাও। কিন্তু মনে রেখে প্রায়শ্চিত্ত করে হিন্দু ধর্মে ফিরে গেলেও গরুর মাংসের গন্ধ তোমার শরীর হতে মুছে যাবে না।

হযরতের কথা শুনে সাধু নিজেকে বড় অসহায় ভাবল। মুসলিম দরবেশকে পরীক্ষা করতে এসে সে নিজেই নিজের জাত হারাল এবং ভক্ত শিষ্যবৃন্দেরও জাত গেল। অগত্য আর কি করা। অবশেষে সে সদলবলে হযরত শাহ আমানত (র.)'র হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তার শিষ্যত্ব বরণ করল।

পরবর্তীতে এই সাধু একজন কামেল অলি হয়েছিলেন এবং হযরতের নির্দেশক্রমে তিনি কাবুলে ধর্ম প্রচারের কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন।[২৮৭]

---

[২৮৭]. সাদেক শিবলী জামান, বাংলাদেশের সুফী-সাধক ও অলী-আওলিয়া, পৃ.৪৮

দোয়া কবুল হওয়া

০১. হযরত আলী (রা.) (৪০ হি.)

ইমাম ফখর উদ্দিন রাযী (র.) বলেন- হযরত আলী (রা.)'র আনুগত্য একজন হাব্‌শী গোলাম চুরি করলে তাকে আলী (রা.)'র দরবারে আনা হল। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি চুরি করেছ? সে বলল, হ্যাঁ, ফলে তার হাত কেটে দেওয়া হল। সে দরবার থেকে বের হলে পথে হযরত সালমান ফার্সী ও হযরত ইবনুল কাউয়্যা (রা.)'র সাক্ষাৎ হল। ইবনে কাউয়্যা জিজ্ঞেস করেন- তোমার হাত কে কেটেছে? উত্তর দিল আমীরুল মু'মিনীন, মুসলমানদের খলীফা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর'র জামাতা ও ফাতেমা (রা.)'র স্বামী হযরত আলী (রা.) কেটেছেন।

ইবনে কাউয়্যা (রা.) বলেন- যিনি তোমার হাত কেটেছেন তুমি তাঁর এত প্রশংসা করতেছ? উত্তরে সেই বলল, আমি তাঁর প্রশংসা কেন করবোনা? তিনি আমার হাত হকের জন্য কেটেছেন এবং এই শাস্তি দিয়ে আমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেছেন।

হযরত সালমান ফার্সী (রা.) এই কথা শুনে হযরত আলী (রা.) কে ঘটনা বললে তিনি হাব্‌শী গোলামকে ডেকে এনে তার হাত কব্‌জীতে রেখে একটি রুমাল দিয়ে ঢেকে দিয়ে দোয়া করেন। আকাশ থেকে অদৃশ্য এক আওয়াজ আসল যা উপস্থিত আমরা সবাই শুনেছি। এতে বলা হয়েছে হাত থেকে কাপড় ফেলে দাও। আমরা কাপড় ফেলে দিয়ে দেখি হাত সম্পূর্ণ সুস্থ।[২৮৮]

০২. হযরত আলী (রা.) সঙ্গী-সাথী নিয়ে বাবেল শহরে যাওয়ার পথে ফুরাত নদী পার হয়ে আসরের নামাজ আদায় করার মনস্থ করেন। তাঁর সঙ্গীরা নিজেদের সওয়ারী নিয়ে ফুরাত নদী পার হতে হতে সূর্য্য ডুবে গিয়েছে এবং সকলের আসরের নামাজ কাযা হয়ে গেল। ফলে কেউ কেউ তাঁর সমালোচনা করতে লাগল। হযরত আলী (রা.) তা শুনে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন যেন সূর্য্য তুলে দেন। যাতে সবাই আসরের নামাজ পড়তে পারে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর দোয়া কবুল করেন। সূর্য্য পুন নির্গত হল এবং আসরের সময় হল। তাঁরা আসরের নামাজ জামাত সহকারে আদায় করেন। তিনি যখন সালাম ফিরান সূর্য্য পূনরায় ডুবে যায় এবং বিকট শব্দ হয়। ফলে সবাই ভয়ে সুবহানাল্লাহ ও আস্তাগফিরুল্লাহ পড়তে লাগল।[২৮৯]

০৩. হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) (২১ হি.)

হযরত ইবনে সা'দ হযরত হারেব ইবনে দেসার (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) কে বলা হয়েছে যে, আপনার সৈন্য বাহিনীর মধ্যে মদ্যপানকারী

---

২৮৮. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০ হি.), জামে কারামাতে আউলিয়া, উর্দূ, পৃ. ৪৪৫

২৮৯. আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮ হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়্যত, উদূ, পৃ. ২৯২

রয়েছে। এই সংবাদ শুনে তিনি সৈন্যবাহিনীতে ঘুরে ফিরে দেখতেছেন। এক ব্যক্তির নিকট মদের পাত্র ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করেন এতে কি? উত্তর দিল 'সির্কা'। হযরত খালেদ (রা.) বলেন হে আল্লাহ! এই গুলোকে 'সির্কা'-ই বানিয়ে দাও। পরে ঐ ব্যক্তি পাত্রের মুখ খুলে দেখে সত্যিই মদ সির্কা হয়ে গেল। এটা হযরত খালেদ (রা.)'র দোয়ার প্রতিফল।[২৯০]

০৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) (৬৮ হি.)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) একদা মসজিদে যাওয়ার সময় পথে এক সুন্দরী মহিলা দেখে অন্তরে তার প্রতি মহব্বত পয়দা হল। এতে তিনি বলেন- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে চোখ নেয়ামত হিসেবে দিয়েছ কিন্তু আমার ভয় হয় যে, না জানি এটা আমার জন্য কখন আযাবে পরিণত হয়। সুতরাং তুমি আমার চোখ নিয়ে যাও। একথা বলা মাত্র তাঁর দৃষ্টিশক্তি চলে যায়। এরপর তিনি মসজিদে যাওয়ার সময় এক ভাতিজাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। সে তাঁকে মিম্বরের সামনে বসিয়ে দিয়ে চলে গিয়ে অন্য ছেলেদের সাথে খেলত। প্রয়োজন হলে তিনি তাকে ডেকে নিতেন।

একদিন তাঁর কোন প্রয়োজনে তাকে ডাকলে খেলায় লিপ্ত হওয়ার কারণে সে আসেনি। তিনি ছেলে আদেশ অমান্যের কারণে ভয় পাচ্ছিলেন যে, না জানি আবার কখন অপদস্ত হতে হয়। তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে নেয়ামত স্বরূপ চোখ দিয়েছ কিন্তু আমার ভয় ছিল, না জানি কখন আযাবে পরিণত হয়। সেজন্য তুমি দৃষ্টি শক্তি কেড়ে নিয়েছ। আর এখন দৃষ্টিশক্তি না থাকাতে অপমানের ভয় হয়। একথা বলা মাত্র তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফেরৎ আসে এবং দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন চোখ নিয়ে ঘরে আসেন। বর্ণনাকারী বলেন- আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) কে চোখ ও অন্ধ উভয় অবস্থায় দেখেছি।[২৯১]

০৫. হযরত আনাস (রা.) (৯১ হি.)

হযরত আনাস (রা.)'র জমি সংরক্ষণের দায়িত্ববান ব্যক্তি অভিযোগ করল যে, জমি পানির অভাবে শুকিয়ে গেছে এখন পানির খুবই প্রয়োজন। একথা শুনে হযরত আনাস (রা.) নামাজ আরম্ভ করে দেন। অভিযোগ কারীকে জিজ্ঞেস করেন, দেখ কিছু দেখা যাচ্ছে কিনা? সে জবাব দিল না, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তিনি পুনরায় নামাজ আরম্ভ করেন। নামাজ শেষে বলেন- এখন কিছু দেখছ কিনা? সে উত্তর দিল হ্যাঁ, পাখির পলকের মত কিছু মেঘ দেখছি। তিনি আবারো নামাজ ও দোয়া করতে লাগলেন। ইত্যবসরে বৃষ্টি হয়ে জমি পানিতে ভরে গেল। হযরত আনাস (রা.) জিজ্ঞেস করেন বৃষ্টি কতটুকু পর্যন্ত পৌঁছেছে? উত্তরে সে বলল, আপনার জমি পর্যন্ত অর্থাৎ শুধু হযরত আনাস (রা.)'র জমিতেই বৃষ্টি হয়েছে।[২৯২]

---

২৯০. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০ হি.), জামে কারামাতে আউলিয়া, উর্দু, পৃ. ৩৯৪

২৯১. আবদুর রহমান জামী (র.), (৮৯৮ হি.) শাওয়াহেদুন নবুয়্যত, উদু, পৃ. ৩৮০

২৯২. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০ হি.), জামে কারামাতে আউলিয়া, উর্দু, পৃ. ৩৮৪

০৬. হযরত হাসান (রা.) (৪৯ হি.)

একদা হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.) হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (র.) এর এক সন্তানের সাথে কোথাও সফরে যাচ্ছিলেন। তাঁদের যাত্রা এমন এক খেজুর বাগানের উপর দিয়ে হলো যাতে সব গাছ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। তিনি বাগানের একটি শুকনো খেজুর গাছের শিকড়ের এবং ইবনে যুবাইর এর জন্য অপর একটি গাছের শিকড়ের পাশে বিছানা বিছানো হলো। ইবনে যুবাইর বলেন– এখানে যদি তাজা খেজুর থাকতো তবে আমরা পেট ভরে খেতে পারতাম। হযরত হাসান (রা.) শুনে বললেন– তাজা খেজুর চাও? একথা বলে তিনি দু'হাত তুলে দোয়া করেন। সাথে সাথে একটি খেজুর বৃক্ষ জীবিত হয়ে গেল এবং তাজা ও পাকা খেজুর বৃক্ষে মওজুদ। তার এক সঙ্গী বলল– খোদার কসম! এটা সুস্পষ্ট যাদু। হযরত হাসান (রা.) বললেন– না, এটা যাদু নয় বরং আওলাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মকবুল দোয়ার প্রভাব। অতপর উপস্থিত লোকেরা ঐ বৃক্ষ থেকে খেজুর ছিড়ে তাজা খেজুর পেট ভরে খেয়েছেন।[২৯৩]

০৭. হযরত জাফর সাদেক (র.) (১৪৮ হি.)

জনৈক ব্যক্তি বলেন আমার এক বন্ধুকে খলিফা মনসুর বন্দী করেছেন। হজ্বের মৌসুমে আরফার দিন হযরত জা'ফর সাদেক (র.)'র সাথে আমার সাক্ষাত হল। তিনি আমার কাছে আমার বন্ধু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বললাম, হুযূর! সে তো বন্দী অবস্থায়-ই আছে। তিনি দোয়ার জন্য হাত তুলে দেন। এক ঘন্টা পরে বলেন- খোদার শপথ! তোমার বন্ধুকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন- আমি হজ্ব থেকে ফিরে এসে বন্ধুর কাছে জিজ্ঞেস করলাম কোনদিন তোমার মুক্তি হয়েছে? সে বলল আরফা'র দিন আসরের নামাজের পর আমাকে মুক্তি দেয়া হয়েছে।[২৯৪]

০৮. হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির (র.)

হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির (র.) একদা এক সৈন্যদলের সাথে যাচ্ছিলেন। সঙ্গীরা তাঁর কাছে পনির খাওয়ার আকাঙ্খা করেন। তিনি বললেন– আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, এই উপত্যকায় তিনিই তাজা পনিরের ব্যবস্থা করতে পারেন। সকল সৈন্য হাত তুলে প্রার্থনা করলেন। একটু সামনে অগ্রসর হলে রাস্তায় মুখ বাধা পনির ভর্তি একটি থলে পেলেন। সঙ্গীরা বলল- এর সাথে যদি মধু হতো খুবই ভাল হতো আর পনির দিয়ে মজা করে খেতে পারতাম।

মুহাম্মদ বিন মুনকাদির (র.) বললেন- যে সত্ত্বা আমাদের জন্য পনিরের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন নিশ্চয় তিনি মধুর ব্যবস্থাও করতে পারেন। সবাই মিলে আবার দোয়া করলে

---

২৯৩. আল্লামা আবদুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮ হি.), শাওয়াহেদুন্নবুয্যত, উর্দু পৃ. ৩০২
২৯৪. আল্লামা আবদুর রহমান জামী (র.), (৮৯৮ হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়্যত, উর্দূ পৃ. ৩৩২

সামনে গিয়ে এক বাটি ভর্তি মধু পেলেন। অতপর তারা মধুর সাথে পনির মিশায়ে খেয়েছেন।[২৯৫]

০৯. জনৈক অন্ধ মহিলা সাহাবী

ইবনে আদী, ইবনে আবিদ দুনিয়া, বায়হাক্বী ও আবু নঈম (র.) হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমরা মসজিদে নববীর পাশে সুফ্‌ফায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে ছিলাম। একজন অন্ধ বৃদ্ধা সাথে এক বালেগ সন্তান নিয়ে হিজরত করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত হন। সন্তান কিছু দিন অসুস্থ থেকে মৃত্যুবরণ করল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর সময় তার চোখ বন্ধ করে দেন এবং আমাদেরকে তার কাফন-দাফনের আদেশ দেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন যখন আমরা তাকে গোসল দিতে প্রস্তুতি নিলাম তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- আনাস! তার মা'র কাছে গিয়ে মৃত্যুর সংবাদ দিয়ে এসো।

তিনি বলেন আমি গিয়ে তার মাকে সংবাদ দিলে তিনি এসে ছেলের পায়ের দিকে বসে পা ধরে বলতে লাগল, আমার ছেলে কি মৃত্যুবরণ করেছে? আমরা বললাম, হ্যাঁ। মহিলা তখন বলতে লাগল হে আল্লাহ! আমি সেচ্ছায় তোমার সন্তুষ্টির জন্য মূর্তি পূজা ছেড়ে দিয়ে আগ্রহ ও ভালবাসার কারণে তোমার দিকে হিজরত করেছি। হে আল্লাহ! আমাকে মুছিবতে ফেলে মূর্তিদের খুশী করোনা এবং আমার উপর এমন বোঝা দিওনা যা আমি সহ্য করতে অক্ষম। বর্ণনাকারী বলেন খোদার শপথ! এখনো মহিলার কথা শেষ হয়নি মৃত ছেলে পা নাড়তে নাড়তে মুখ থেকে কাপড় ফেলে দিয়ে উঠে খাবার খাওয়া আরম্ভ করল। আমরাও তার সাথে খেলাম। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র ইন্তেকালের পরও সে জীবিত ছিল তার জীবদ্দশায় তার মা ইন্তেকাল করেন।[২৯৬]

১০. জনৈক দরবেশ

একদা মিশরে জীর্ণ শীর্ণ পোষাক পরিধানকারী একজন ফকীর দরবেশ আগমণ করেন। তিনদিন পর্যন্ত ভিক্ষা করেও কিছু মিলেনি। অবশেষে নৈরাশ হয়ে তিনদিন পর নীল নদীর তীরে গিয়ে বসে রইলেন। একটি মাছ নদীর তীরে এসে উপস্থিত।

তিনি মাছটি ধরেন এবং রান্না করে খাওয়ার জন্য তিনদিন যাবৎ আগুন চাইলেও কেউ তাঁকে এতটুকু আগুন দেয়নি। অতপর দরবেশ শহরের মাঝখানে এসে আসমানের দিকে মুখ তুলে প্রার্থনা করলেন হে পরওয়ারদিগার! যখন তিনদিন পর মাছ দিয়েছ তখন রান্না করার জন্য আগুনও দাও। এতটুকু বলা মাত্র শহরের একপাশে আগুন ধরে গেল। শহরে হৈ চৈ পড়ে গেল। সবাই শহর থেকে বেরিয়ে গেল। এমনকি শহরের খলীফাও বের হয়ে গেলেন। তিনদিন পর্যন্ত আগুন জ্বলতে ছিল। খলীফা হযরত যূননূন মিশ্‌রী (র.)'র নিকট লোক মারফত এ বিপদ থেকে মুক্তির জন্য দোয়া চেয়েছেন। তিনি বললেন আমি দোয়া করেছি

---

২৯৫. আল্লামা আবদুর রহমান জামী (র.) ৮৯৮ হি., শাওয়াহেদুন নবুয়্যত, উর্দু পৃ. ৪০৪

২৯৬. আব্দুর রহমান জামী (র.) ৮৯৮ হি. শাওয়াহেদুন নবুয়্যত, উর্দূ, পৃ. ৩৮৯ ও আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.), জামে কারামাতে আউলিয়া পৃ. ৪৬৬।

কিন্তু এ আগুন নিভবেনা। কারণ এটা দুনিয়াবী আগুন নয় বরং কোন দরবেশের অন্তর থেকে নির্গত আগুন। তাঁকে তালাশ কর হয়ত তাঁর দোয়ায় আগুন নিভে যাবে। তখন শহরে তালাশ করা গেল। দেখা গেল একজন দরবেশ আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়ে মাছ ভুনতেছেন। তারপর খলীফা হযরত যুননূন মিশ্‌রী (র.) কে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আরজ করলেন, হে দরবেশ! মুসলমান ও তাদের বাড়ী ঘর জ্বলে যাচ্ছে, আল্লাহর ওয়াস্তে দোয়া করুন। দরবেশ হযরত যুননূন মিশ্‌রীকে সম্বোধন করে বললেন-জনাব! তিনদিন ধরে আমি এই শহরে মাছের জন্য আগুন খুঁজেছি কেউ আমাকে এতটুকু আগুন দিলনা। একথা শুনে হযরত যুননূন মিশ্‌রী (র.) বলেন-এরূপ হলে শহরে আগুন জ্বলবেনা কেন?

পরিশেষে দরবেশ আসমানের দিকে মুখ তুলে বললেন- ইয়া এলাহী! আমার মাছ ভুনা শেষ হয়েছে তুমি তোমার আগুন নিয়ে নাও। সাথে সাথে আগুন এমনভাবে নিভে যায় যেন আগুন লাগেই নি।[২৯৭] (অর্থাৎ সব ঠিক আছে কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি এমনকি আগুনের কোন চিহ্ন ও ছিলনা)

১১. হযরত ওয়ায়েস করণী (র.)

খেলাফতে রাশেদার যুগে হযরত ওমর ও হযরত আলী (রা.) কূফা পৌঁছে ইয়েমনবাসী থেকে হযরত ওয়ায়েস করণী (র.)'র খোঁজ নিচ্ছেন। তাদের একজন বলেন, তাঁকে আমরা ভালভাবে চিনি না তবে এক দিওয়ানা শহর থেকে দূরে আরফা নামক উপাত্যকায় উট চরায় এবং শুকনো রুটি খায়। মানুষকে হাসতে দেখে নিজে কাঁদে, আবার মানুষকে কাঁদতে দেখে নিজে হাসে। অতপর হযরত ওমর ও আলী (রা.) সেখানে গিয়ে দেখেন তিনি নামাজে রত আছেন আর ফেরেস্তাগণ তাঁর উট চরাচ্ছে। নামাজ শেষান্তে তাঁর নাম জিজ্ঞেস করলে বলেন- আব্দুল্লাহ তথা আল্লাহর বান্দা। হযরত ওমর (রা.) বলেন- আপনার আসল নাম বলুন, তিনি বলেন ওয়ায়েস। হযরত ওমর (রা.) বলেন- আপনার হাত খানা একটু দেখান। তাঁর হাত দেখালে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র বর্ণিত সব নিদর্শন দেখে হযরত ওমর (রা.) তাঁর হস্ত চুম্বন করেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র দেয়া উপঢৌকন পোষাক মোবারক অপর্ণ করে নবীর দেয়া সালাম পৌঁছিয়ে উম্মতে মুহাম্মদী'র জন্য দোয়া করার সংবাদ প্রদান করেন। একথা শুনে ওয়ায়েস করণী (র.) বলেন- আপনি ভাল করে খতিয়ে দেখুন হয়তো তিনি অন্যকেউ হতে পারেন যার সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিহ্নিত করে দিয়েছেন। হযরত ওমর (রা.) বলেন-যেসব নির্দশন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন সবগুলো আপনার মধ্যে বিদ্যমান। এরপর হযরত ওয়ায়েস করণী (র.) বলেন- হে ওমর! আপনার দোয়াই অধিকতর কার্যকার হবে, সুতরাং দোয়া আপনিই করুন। তিনি বলেন-দোয়াতো আমি করছি তবে আপনাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র অছিয়ত তো পূর্ণ করতে হবে।

অতপর হযরত ওয়ায়েস করণী (র.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র প্রেরিত পোষাক মোবারক নিয়ে কিছূদূর গিয়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন হে রব! যতক্ষণ পর্যন্ত আমার সুপারিশে উম্মতে মুহাম্মদীকে ক্ষমা করবে না ততক্ষণ আমি সরকারে দো-আলম

---

[২৯৭]. মাহবুবে এলাহী নিজাম উদ্দিন আউলিয়া (র.), আফযালুল ফওয়ায়েদ উর্দূ, পৃ. ৬৪

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র পোষাক মোবারক পরিধান করবো না। কেননা, আপনার নবী তাঁর উম্মতকে আমার সোর্পাদ করেছেন। সাথে সাথে অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসল আমি তোমার সুপারিশে কিছু সংখ্যক উম্মতকে ক্ষমা করে দিলাম। তিনি পুনরায় আরজ করেন সকল উম্মতকে ক্ষমা করে দিন। উত্তর আসল- আমি এক হাজার উম্মতকে ক্ষমা করে দিলাম।

এভাবে তিনি দোয়ায় রত ছিলেন আর উম্মতে মুহাম্মদীকে ক্ষমার সংখ্যা বৃদ্ধি করতেছেন। এমতাবস্থায় হযরত ওমর (রা.) ও হযরত আলী (রা.) তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হন। হযরত ওয়ায়েস করণী (র.) বলেন-আপনারা এত তাড়াতাড়ী কেন এসেছেন? যতক্ষণ সম্পূর্ণ উম্মতকে ক্ষমা করে না নিতাম ততক্ষণ এই পোষাকও পরিধান না করতাম।[২৯৮]

১২. হযরত মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী (র.) (২৫৬ হি.)

ইমাম বুখারী (র.) বুখারায় এসে পাঠদান আরম্ভ করলে অসংখ্য জ্ঞান পিপাসু বিভিন্ন দেশ-বিদেশ থেকে এসে জ্ঞান আহরণ করলে তাঁর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বুখারার গর্ভনর খালেদ ইবনে আহমদ যুহুলী তার ছেলেকে তার ঘরে এসে বুখারী, তারীখে কবীর সহ অন্যান্য কিতাব পড়ানোর প্রস্তাব দেন। ইমাম বুখারী বলেন- আমি ইলমে হাদিসকে আমীর-উমারাদের দরজায় নিয়ে গিয়ে অপদস্ত করতে চাইনা। যার পড়ার প্রয়োজন সে যেন আমার মজলিসে এসে অন্যান্য ছাত্রদের সাথে বসে পড়ে। আমীর বলেন- আচ্ছা, যখন আমার ছেলে পড়তে আসবে তখন আপনি অন্যান্য ছাত্রদের প্রবেশের অনুমতি দেবেন না। আমার ছেলেকে খাসভাবে পড়াবেন। ইমাম বুখারী বলেন ইল্‌ম হচ্ছে নবীর মিরাছ। এতে সকল উম্মতের সমান অধিকার রয়েছে। সুতরাং আমি কাউকে হাদিস শ্রবণ থেকে নিষেধ করতে পারবো না। এতে আমীর অসন্তুষ্ট হন এবং অপমান বোধ করেন। তিনি ইবনে আবুল ওয়ারাকা এবং তৎকালীন আরো কতিপয় জাহেরী আলেমকে সঙ্গে নিয়ে ইমাম বুখারী'র বিরোদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলে তাঁর ইজতিহাদে অহেতুক ও উদ্দেশ্য মূলক ভুল ব্যাখ্যা করে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তক রচনা করান। এই বাহানা করে তারা তাঁকে বুখারা থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করেন।

তিনি বুখারা থেকে বের হয়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন হে আল্লাহ! ওদেরকে ঐ মুসিবতে লিপ্ত করুন যাতে তারা আমাকে লিপ্ত করতে চেয়েছিল। তখনো এক মাস অতিক্রম করেনি খলীফা খালেদ ইবনে আহমদ যুহুলীকে পদচ্যুত করে গাধার উপর আরোহন করায়ে শহরে ঘুরায়ে লাঞ্ছিত করে জেলখানায় আবদ্ধ করে রাখেন। এতে অত্যন্ত লাঞ্ছিত ও অপদস্ত অবস্থায় কিছুদিন পর ইন্তেকাল করেন। হারিছ ইবনে আবুল ওয়ারাকা যিনি আমীরের সাথে

[২৯৮]. শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র.), (৬৩৭ হি.) তায্‌কারাতু আউলিয়া, উর্দূ পৃ. ৭

মিলে ষড়যন্ত্র করেছিলেন এবং যেসব ওলামা তাদের ষড়যন্ত্রে শরীক ছিলেন সকলেই কোন না কোন ভাবে লাঞ্ছিত কিংবা মুসিবতে লিপ্ত হয়ে অপমানিত হয়েছিলেন।[২৯৯]

১৩. হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.) (২৬১ হি.)

একদা বোস্তাম শহরে এক সুন্দরী মহিলা এসে বেইশ্যা বৃত্তি আরম্ভ করল। বহু মুসলমান যুবকও তার ফাঁদে পড়ে ধর্ম-কর্ম নষ্ট করল। বায়েজিদের নিকট লোকেরা এসে এর প্রতিকারের আবেদন জানাল। অতপর একদা রাতে তিনি বেশ কিছু টাকা নিয়ে উক্ত মহিলার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হন। তিনি টাকা দিয়ে মহিলাকে এই রাতে তাঁর হুকুম পালনের প্রতিশ্রুতি নেন।

অতপর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক তিনি রমণীকে অজু করে পাক পবিত্র হয়ে দু'রাকাত নামাজ পড়তে বলেন। ওয়াদা মোতাবেক বাধ্য হয়ে মহিলা হুকুম পালন করল। নামাজ শেষে বায়েজিদ দু'হাত তুলে খোদার দরবারে মুনাজাত করলেন, মাবুদ! তোমার এই দাসীকে আমি জায়নামাজে দাঁড় করায়ে দিয়ে তোমার দিকে মুখ ফিরায়ে দিলাম, তোমার চরণ তলে তার মাথা ও কপাল ঝুঁকিয়ে দিলাম। তার হৃদয় তোমারই হাতের মুঠোয় আবদ্ধ, এখন তাও তোমার দিকে ফিরায়ে নাও।

বায়েজিদের দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হলো। মহিলার অন্তরে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হলো। সারা জীবনের পাপের কথা স্মরণ করে আতঙ্কে অস্থির হয়ে পড়লো। তখন সে বায়েজিদের কদমে পড়ে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল- হুজুর! আমাকে তাওবা করায়ে পাপমুক্ত করে দেন। এই মহিলা পরবর্তীতে এক খ্যাতনাম্নী আবেদারূপে পরিণত হয়েছিলেন।[৩০০]

১৪. হযরত মনছুর হেল্লাজ (র.)

একদা এক সফরে হযরত মনসুর হেল্লাজ (র.)'র সহিত অনেক মুরীদান ছিল। তারা তাঁর নিকট আবদার করলো যে, হুজুর! অনেক দিন যাবৎ আমরা টাটকা সুপক্ক খুরমা খাইনি। আমাদের জন্য কিছু টাটকা খুরমার ব্যবস্থা করতে পারবেন কি?

সেই সময় খুরমার মৌসুম ছিল না এবং নিকটে কোন খুরমা'র গাছও ছিল না। সেই গভীর অরণ্যে কোন ফলের দোকান তো কল্পনাও করা যায়না। হযরত মনছুর হেল্লাজ (র.) চিন্তা করলেন, মুরীদদের চাহিদা পূরণ কিভাবে করা যায়।

অতপর তিনি তাঁর দু'হাত দু'দিকে প্রসারিত করে দন্ডায়মান হয়ে কিছুক্ষণ আল্লাহর দরবারে দোয়া-প্রার্থনা করলেন। তারপর মুরীদদেরকে বললেন, তোমরা আমাকে খুরমা গাছের মত ঝাঁকানী দিতে থাক তাহলেই পাকা খুরমা মাটিতে পড়তে থাকবে।

তাঁর কথা মত মুরীদগণ তাঁর কোমর ধরে ঝাঁকানী দিতে লাগল আর তাঁর উভয় হাত থেকে অনবরত প্রচুর টাটকা ও পাকা খুরমা মাটিতে পড়তে লাগল।

---

[২৯৯]. আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী (র.), (১২৩৯ হি.) বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, উর্দূ পৃ. ১৮০, হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী, হাদিউস সারী, আরবী খণ্ড ২, পৃ. ২৬৫ সূত্রঃ আল্লামা গোলাম রাসূল সাঈদী, তাযকেরাতুল মোহাদ্দিসীন, উর্দূ পৃ. ১৯১,

[৩০০]. কে, এম, জি, রহমান, হযরত বায়েজিদ (র.), পৃ. ১০৮

আরেকবার হযরত মনসুর হেল্লাজ (র.)'র সঙ্গে প্রায় তিনশ মুরীদ ছিল। তারা গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়ে পথ অতিক্রম করতে করতে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ল। তারা তাঁকে তাদের ক্ষুধার কথা জানালে তিনি বললেন, তোমরা কি খেতে চাও? তাদের মধ্যে কয়েকজন বলল এই সময় একটু গরম হালুয়া পেলেই চলবে। তিনি বললেন, বেশ, তোমরা সকলে সারিবদ্ধ হয়ে বসে যাও আমি তোমাদেরকে হালুয়া পরিবেশন করতেছি।

সকলে সারিবদ্ধ হয়ে বসে পড়লে তিনি উপরের দিকে হাত প্রসারতি করতেই একটা বড় পাত্র তাঁর হাতের উপর এসে পড়লো। তিনি সেই পাত্র হতে গরম হালুয়া সকলকে পরিবেশন করলেন। তারা পরম আনন্দে হালুয়া খেয়ে তৃপ্ত হয়ে কেউ কেউ বলল, এরূপ উৎকৃষ্ট হালুয়া বাগদাদের বাবে এলতাকীয়া হোটেল ব্যতীত অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। মনসুর হেল্লাজ (র.) সেই কথার কোন উত্তর না দিয়ে শুধু মৃদু হাসলেন।

ওদিকে বাগদাদের বাবে এলতাকীয়া হোটেলে বড় এক ডেকচি হালুয়া পাক করে নামিয়ে রাখার একটু পরেই পাত্র সহ সমস্ত হালুয়া অদৃশ্য হয়ে গেল। দোকানের মালিক ও কর্মচারীগণ সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে অনেক অনুসন্ধান করেও উক্ত হালুয়ার ডেকচি পেল না।

এই ঘটনার কিছুদিন পর হযরত মনসুর হেল্লাজ (র.) বাগদাদে তাঁর মুরীদান সহ আগমণ করলেন। তখন তিনি তাঁর এক মুরীদকে বললেন, এলতাকীয়া হোটেলে গিয়ে এই ডেকচিটা দিয়ে এসো আর হোটেল মালিককে জিজ্ঞেস করবে যে, তার এক ডেকচি হালুয়ার মূল্য কত?

মুরীদ উক্ত ডেকচিটা নিয়ে হোটেলে উপস্থিত হওয়া মাত্র হোটেলের মালিক তাকে জিজ্ঞেস করল, এই ডেকচিটা তুমি কোথায় পেলে? এটাতো প্রায় দু'সপ্তাহ পূর্বে আমার দোকান থেকে হালুয়া সহ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

মুরীদ সবকথা খুলে বলল এবং এক ডেকচি হালুয়ার মূল্য কত দিতে হবে জানতে চাইলে হোটেলের মালিক এই আশ্চর্য ঘটনার কথা শুনে বলল- কোন মূল্য দিতে হবে না। বরং হোটেল মালিক মনসুর হেল্লাজ (র.)'র নিকট গিয়ে মুরীদ হয়ে গেলেন।[৩০১]

১৫. হযরত সাহ্ল ইবনে আব্দুল্লাহ তাস্তরী (র.)

খোরাসানের আমীর ইয়াকুব ইবনে লাইস এমন রোগে আক্রান্ত হন যে, সমস্ত ডাক্তার অক্ষম হয়ে গেল। লোকেরা তাকে বলল, আপনার রাজ্যে এমন এক মরদে সালেহ তথা নেককার ব্যক্তি আছেন তাঁকে দিয়ে দোয়া করালে হয়তো এই কষ্টদায়ক ব্যাধি থেকে আপনি মুক্তি লাভ করবেন। আমীর জিজ্ঞেস করেন তিনি কে? উত্তরে বলা হলো তিনি হলেন সাহ্ল ইবনে আব্দুল্লাহ তাসতরী। অতপর আমীর তাঁকে ডেকে পাঠান এবং দোয়া প্রার্থনা করেন। তিনি আমীরকে বললেন-আপনি তো অন্যায়-অবিচারে লিপ্ত আছেন, আমার দোয়া আপনার হক্কে কিভাবে কবুল হবে?

আগে আপনি তাওবা করুন এবং যেসব মানুষকে অন্যায়ভাবে বন্দী করেছেন তাদেরকে মুক্ত করে দিন। অতপর তিনি তাওবা করেন, ভবিষ্যতে অন্যায় করবেনা বলে প্রতিজ্ঞা করেন

[৩০১]. শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র.), (৬৩৭ হি.), তাযকেরাতুল আউলিয়া, উর্দূ পৃ. ২৬৯-২৭০

এবং অন্যায়ভাবে আটকে রাখা বন্দীদেরকে মুক্ত করে দেন। তারপর হযরত সাহ্ল তাঁর জন্য দোয়া করলেন-এভাবে হে আল্লাহ! যেভাবে আপনি তাঁকে অন্যায়ের বা আপনার অবাধ্য হওয়ার লাঞ্ছনা দেখায়েছেন তেমনিভাবে আমার আনুগত্যের সম্মানও দেখান। এ কথা বলতেই তিনি সুস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে যান। আমীর খুশী হয়ে তাঁকে অনেক ধন-দৌলত উপঢৌকন দিতে চাইলে তিনি গ্রহণ করেননি। ফিরে আসার পথে লোকেরা অথবা এক মুরীদ তাঁকে বলল, যদি আপনি আমীরের নাজরানা গ্রহণ করতেন তবে ফোকারাদের কাজে আসত।

একথা শুনে তিনি মাটিতে কংকরের দিকে তাকালে সমস্ত কংকর স্বর্ণ হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, নাও এখান থেকে তোমার প্রয়োজন পূরণ কর। এরপর বললেন, যাকে আল্লাহ এই মর্যাদা দান করেছেন তাঁর কাছে আমীরে খোরাসানীর দৌলতের কি প্রয়োজন?[৩০২]

১৬. হযরত মুহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি.)

একদা গাউছে পাক (র.) ওয়াজ করছেন। এমতাবস্থায় বৃষ্টি আসলে কতিপয় শ্রোতা মজলিস ছেড়ে চলে যেতে লাগল। তখন তিনি আকাশের দিকে মুখ তুলে বলেন হে খোদা! আমি লোকদের একত্রিত করতেছি আর তুমি বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছ। আল্লাহ'র হুকুমে বৃষ্টি মজলিসের উপর বন্ধ হয়ে যায়। মাদ্রাসার বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু মজলিসে এক বিন্দু বৃষ্টিও পড়েনি।[৩০৩]

১৭. হযরত শিহাব উদ্দিন সুহরাওয়ার্দী (র.)'র পিতা হযরত শেখ মুহাম্মদ কুরাইশী (র.)'র কোন সন্তান হয়নি। তারা স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ করে গাউছে পাক (র.)'র দরবারে সন্তান লাভের জন্য দোয়া নিতে আসেন। তারা দোয়ার প্রার্থী হলে গাউছে পাক মাথা নিচু করে মোরাকাবা করেন। একটু পরে মাথা তুলে বলেন, আল্লাহ তোমাদেরকে শীঘ্রই এমন একটি পুত্র সন্তান দান করবেন যে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান ও সুখ্যাতি অর্জন করবে। অতপর ঐ রাতেই স্ত্রী গভবর্তী হলেন এবং নয় মাস পর তাদের এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। সাথে সাথে তারা গাউছে পাককে কন্যা সন্তান সম্পর্কে অবহিত করে বলেন যাক, কন্যা সন্তান হলেও আমরা খুশী। গাউছে পাক বলেন– না, কন্যা নয় পুত্রই হয়েছে, ঘরে গিয়ে দেখ। এতে তারা ঘরে এসে দেখেন নবজাতক কন্যা পুত্র সন্তানে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। তারা খুশীতে আত্মহারা। তাদের অবহিত করা হয়েছে যে, এটা গাউছে পাকের কারামাত দ্বারা সংঘটিত হয়েছে এবং এর নাম যেন শিহাব উদ্দিন রাখা হয়। এই বাচ্চা বড় হয়ে শায়খুশ শুয়ুখ হবেন। তাঁর থেকে একটি নতুন সিলসিলা প্রকাশ পাবে। তিনি দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হবেন এবং চোখের উপরের কেশ লম্বা ও বক্ষ উচুঁ হবে ইত্যাদি অগ্রিম সুসংবাদ প্রদান করা হয়।[৩০৪]

১৮. হযরত হাসান বসরী ও হাবীবে আজমী (র.)

জালিম হাজ্জাজ কোন এক ব্যাপারে খাজা হাসান বসরী (র.)'র উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে গ্রেফতারের আদেশ দেয়। তিনি হযরত হাবীব আজমী (র.)'র এবাদত খানায় এসে

[৩০২]. আল্লামা কামাল উদ্দিন দুমাইরী, হায়াতে হাইওয়ান, উর্দূ, খন্ড ২য় পৃ. ৪৪৯

[৩০৩]. আবুল হাসান শাতনূফী (র.), (৭১৩ হি.) বাহ্জাতুল আস্‌রার, উর্দূ পৃ. ২২১

[৩০৪]. শাহ্ মুরাদ সুহরাওয়ার্দী, মাহ্ফিলে আউলিয়া, উর্দূ, পৃ. ২৪৬

আশ্রয় নেন। হাজ্জাজের সিপাহীরা পিছনে পিছনে এসে হাবীবে আজমী কে জিজ্ঞেস করে- হাসান বসরী কোথায়? তিনি বলেন মসজিদের ভিতরে আছেন। তারা সবদিকে খুঁজে তাঁকে পায়নি। ফলে তারা হাবীবে আজমীকে বলল হাজ্জাজ আপনার সাথে যে কঠোরতা করেন আপনি সেটারই যোগ্য। কেন মিথ্যার আশ্রয় নিলেন? তিনি বলেন আমি মিথ্যা বলবো কেন, তিনি তো ভিতরেই আছেন। তোমরা যদি তাঁকে না দেখ তাতে আমার কি দোষ? তারা পুনরায় ভিতরে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে চলে যায়। তারপর হযরত হাসান বসরী (র.) হযরত হাবীবে আজমীকে বললেন আমার ঠিকানা তাদেরকে বলে দিয়ে তুমি তো উস্তাদের হক যথাযথ আদায় করেছ। হাবীবে আজমী বলেন- সত্য বলার কারণেই আমাদের মুক্তি হয়েছে নতুবা আজ আমরা উভয়ই গ্রেফতার হতাম। আমি দোয়া করেছিলাম। হে আল্লাহ! হাসানকে তোমার উপর ন্যাস্ত করলাম, তুমিই তাঁকে হেফাজত কর। দেখেছেন তো আল্লাহ কিভাবে হেফাজত করেছেন। আপনি তাদের সামনে বসেই আছেন অথচ তারা আপনাকে দেখেনি।[৩০৫]

১৯. হযরত ওসমান হারূনী (র.) (৬১৭ হি.)

হযরত খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্‌তি (র.) এরশাদ করেন, একদা আমি আরো কয়েকজন দরবেশসহ স্বীয় মুরশিদ হযরত উসমান হারূনী (র.)'র খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। পূর্ববর্তী বুজুর্গদের রিয়াজত সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। ইত্যবসরে একজন অত্যন্ত দুর্বল অন্ধ বৃদ্ধ হাতে লাঠি নিয়ে এসে সালাম করেন। শেখ তার সালামের উত্তর দিয়ে তাকে নিজের পাশে স্থান দিলেন। বৃদ্ধ লোকটি বলল, বিগত ত্রিশ বছর যাবৎ আমার ছেলেক হারিয়েছি। তার বিচ্ছেদে আজ আমার এই অবস্থা। সে জীবিত না মৃত তাও আমি জানিনা। এখন আপনার দরবারে এসেছি আমার ছেলে সহী সালামতে ফিরে আসে মত একটু দোয়া করুন। তিনি একথা শ্রবণমাত্র মুরাকাবা করে মাথা তুলে উপস্থিত সকলকে বললেন দোয়া কর, ছেলে সহী সালামতে চলে আসবে। দোয়া শেষ করার পর বললেন, হে বৃদ্ধ! একটু পরেই ছেলে আমার নিকট নিয়ে আসবে।

একথা শুনে বৃদ্ধ আদবের সাথে রওয়ানা হলে রাস্তায়ই শুভ সংবাদ পেলেন যে, ছেলে ঘরে চলে এসেছে। ঘরে গিয়ে ছেলেকে দেখে খুশীতে চোখের জ্যোতি ফিরে পেলেন এবং ছেলেকে নিয়ে খাজা সাহেবের খেদমতে এনে কদমবুচী করান। হযরত ছেলেকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করেন তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? উত্তরে ছেলে বলল সমুদ্রের মাঝে দেওদের নিকট বন্দী ছিলাম। আজকেও সেখানে বন্দী ছিলাম। হঠাৎ আপনার মত একজন দরবেশ এসে আমার বন্দী শিকল ভেঙ্গে আমার গর্দান ধরে বললেন– আমার পায়ের উপর তোমার পা রাখ এবং চোখ বন্ধ কর। তারপর বললেন চোখ খুল। যখন চোখ খুললাম দেখলাম আমি আমাদের ঘরের দরজায় দন্ডায়মান। ছেলে আরো কিছু বলতে চাইলে হযরত তাকে বাধা দিলেন।[৩০৬]

---

[৩০৫]. শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র.), তাযকেরাতুল আউলিয়া উর্দু, পৃ. ৩১, ও শাহ মুরাদ সুহরাওয়ার্দী, মাহফিলে আউলিয়া, উর্দূ পৃ. ৬০

[৩০৬]. হযরত মঈন উদ্দিন চিশ্‌তি (র.), দলীলুল আরেফীন উর্দূ, পৃ. ২৪

২০. হযরত খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্‌তি (র.) (৬৩২ হি.)

একদা জনৈক সন্তানহীনা স্ত্রীলোক তার স্বামী কর্তৃক অত্যাচারিত হয়ে হযরত খাজা ওসমান হারূনী (র.)'র দরবারে আগমণ করে বলল, হুযূর! আজ পর্যন্ত আমার গর্ভে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। এজন্য আমার স্বামী প্রত্যেহ আমার প্রতি অহেতুক অত্যাচার করে থাকে। তদুপরি আজ সে কসম করে আমাকে জানিয়ে দিল যে, যদি এক বছরের মধ্যে তোমার গর্ভে সন্তান না জন্মে, তবে নিশ্চয় তোমাকে তালাক দিয়ে তাড়িয়ে দেবো।

হুযূর! দুনিয়ার আর কোথাও আমার আশ্রয় স্থান নেই। এমতাবস্থায় আমাকে তালাক দিলে আমি কোথায় যাবো? অতত্রব হুযূর! আপনি যদি অনুগ্রহপূর্বক আমার জন্য একটু দোয়া করেন যেন আল্লাহ আমাকে একটি সন্তান দান করেন, তবে আমার বিপদ দূর হবে। তখন হযরত ওসমান হারূনী (র.) মোরাকাবায় বসে জানতে পারেন যে, এই মহিলার অদৃষ্টে কোন সন্তান লিখিত নেই। অতপর তিনি মহিলাটিকে বলে দিলেন যে, না, আমার দোয়ায় তোমার কোন উপকার হবেনা। কারণ তোমার নসীবেই কোন সন্তান লিখিত নেই।

তাঁর কথা শুনে মহিলা মাথায় আঘাত করে অত্যন্ত করুণ ভাবে কাঁদতে লাগল। তার কান্না সহ্য করতে না পেরে তিনি পুনরায় ধ্যানস্থ হয়ে আরশ মুয়াল্লা পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে দেখেন যে, কোন উপায়ে মহিলাটির ভাগ্যে কোন সন্তান লাভ হতে পারে কিনা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি এবারও মহিলার ভাগ্যে কোন সন্তান দেখতে পাননি। তখন তিনি মহিলাকে সান্তনার বাক্য বুঝিয়ে বললেন যে, মা! তোমার অদৃষ্টে আল্লাহ তায়ালা সত্যিই কোন সন্তান লেখেননি। সুতরাং সেক্ষেত্রে আমার দোয়া সফল হবে না। কেননা আমার দোয়ায় আল্লাহ তো নিজের লেখা পরিবর্তন করবেন না। এবার মহিলাটি চরম হতাশায় কান্না করতে করতে নিজের ঘর অভিমুখে ফিরে চললো। পথিমধ্যে একটি কূপের তীরে হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তি (র.) তার পীরের জামা-কাপড় দৌত করতেছিলেন। তিনি ঐ মহিলাটির করুণ কান্নায় ব্যথিত হয়ে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে সকল বৃত্তান্ত খুলে বলল।

তখন তিনি মহিলাটিকে সাথে নিয়ে পীরের নিকট গিয়ে মহিলার জন্য পুনরায় দোয়া করতে পীরকে অনুরোধ করেন। প্রিয় মুরীদের অনুরোধে তখন তিনি আল্লাহর দরবারে এরূপ ফরিয়াদ করলেন, হে পরম দয়ালু ও দাতা সর্বশক্তিমান আল্লাহ! আপনি ইচ্ছা করলেই মহিলাটির মনের বাসনা পূর্ণ করতে পারেন। আমি আমার প্রিয় মুরীদ মঈনুদ্দিনের অনুরোধ উপেক্ষা করতে অপারগ হয়ে পুণরায় আপনার দরবারে প্রার্থনা জানাতে বাধ্য হয়েছি। আপনি অনুগ্রহ করে এই মহিলাকে অন্তত: একটি সন্তান দান করে তার বিপদ মোচন করুন।

এরূপ প্রার্থনা করা মাত্র আল্লাহর পক্ষ হতে নির্দেশ আসল হে ওসমান হারূনী! তুমি আমার আরশ মুয়াল্লার প্রতি দৃষ্টিপাত করেই হতাশ হয়েছিলে। তুমি আমার নিকট আর কিছুই প্রার্থনা করনি। এখন মঈনুদ্দিন যদি আমার নিকট প্রার্থনা করে তবে ঐ মহিলাকে

www.almodina.com

আমি সন্তান দান করবো, কারণ তোমার চেয়ে মঈনুদ্দিন আমার রহমতে অধিক বিশ্বাসী। সুতরাং তার প্রার্থনায় আমি আমার অদৃষ্টলিপিও পরিবর্তন করবো।

অতপর হযরত ওসমান হারূনী (র.)'র পরামর্শে হযরত মঈনুদ্দিন চিশ্‌তি (র.) উক্ত মহিলার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলে আল্লাহ মঞ্জুর করেছিলেন।[৩০৭]

২১. হযরত কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.) (৬৩৩ হি.)

হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.) বলেন, একদা আমি হযরত কুতুব উদ্দিন বখ্‌তিয়ার কাকী (র.)'র দরবারে উপস্থিত ছিলাম। সুলতান শামশুদ্দিন অসুস্থ হলে দোয়ার জন্য হযরতের কাছে উজির পাঠালেন। উজির এসে দোয়ার আরজ করলে তিনি বলেন, দিল্লীর বাদশা'র সুস্থতার জন্য নিষ্ঠার সহিত ফাতেহা পড়। উপস্থিত সবাই ফাতেহা পাঠ শেষ করলে উজিরকে বললেন, যাও বাদশা সুস্থ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু রোগ ঈমানের বিশুদ্ধতার আলামত।[৩০৮]

২২. শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.)'র আম্মাজান

শায়খুল ইসলাম হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.) বলেছেন, আমার মা অত্যন্ত বুজুর্গ ও কাশ্‌ফ কারামত সম্পন্না ছিলেন। একবার আমাদের ঘরে এক চোর প্রবেশ করে। মা ব্যতীত আর সকলেই ঘুম ছিলেন। মা ইবাদত বন্দেগীতে রত ছিলেন। চোর ঘরে প্রবেশ করে অন্ধ হয়ে গেল। সে চিৎকার করে বলতে লাগল, এই ঘরে যদি কোন পুরুষ থাকেন তবে তিনি আমার পিতা কিংবা ভাই। আর যদি কোন মহিলা থাকেন তবে তিনি আমার মা কিংবা বোন, যেই থাকুন আমার জন্য দোয়া করুন। কারণ, আমি তাঁর বুর্জগীর কারণেই অন্ধ হয়ে গিয়েছি। আবার হয়ত তাঁর দোয়ার বরকতে দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেতে পারি। আমি তাওবা করতেছি জীবনে আর কখনো এই কাজ করবো না। মা তার কাকুতি-মিনতি শুনে দোয়া করলে সে দৃষ্টিশক্তি ফেরৎ পেয়ে চলে যায়।

দিনের বেলায় মা কিন্তু আমাদের কারো নিকট ঘটনা প্রকাশ করেননি। এক ঘন্টা পর দেখা গেল সেই ব্যক্তি একপাত্র দই এবং তার পরিবারের অন্যান্য লোকদের নিয়ে আমাদের ঘরে আসল এবং রাতের ঘটনা বর্ণনা করে ইসলাম গ্রহণ করে ফিরে গেল।[৩০৯]

২৩. হযরত আবুল গায়াস (র.)

নিশাপুরে জনৈক বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। যিনি তাঁর পুত্র আবুল গায়াসকে কিছু ছাগল অর্পন করে বললেন এইগুলো জবেহ করে মাংস বিক্রি করে অর্জিত টাকা আমি না আসা পর্যন্ত জমা রাখবে।

কিছুদিন পর ফিরে এসে ছাগলের হাড্ডির স্তুপ দেখে পুত্রকে জিজ্ঞেস করেন এ গুলো কিসের হাড্ডি। আবুল গায়াস উত্তর দিলেন এ গুলো ঐ সব ছাগলের হাড্ডি যেগুলোকে

---

৩০৭. আলহাজ্ব মাওলানা এ.কে. এম, ফজলুর রহমান মুন্সী, হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তি (র.), পৃ. ৯৬

৩০৮. শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.) আসারারুল আউলিয়া উর্দু, পৃ. ১৪০

৩০৯. শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.), (৬৭০ হি.), আসরারুর আউলয়া, উর্দু, পৃ. ১৫২

www.almodinabd.com

জবেহ্ করে মাংস বিক্রি করার জন্য আপনি আদেশ দিয়েছিলেন। পিতা জিজ্ঞেস করলেন হাড্ডি বিক্রি করনি কেন? উত্তরে পুত্র বললেন-লোক আমার থেকে মাংস ক্রয়ের জন্য আসে। হাড্ডির কথা কেউ জিজ্ঞেসও করেনি এবং বিক্রিও হয়নি। একথা শুনে পিতা হেসে বললেন তুমি আমার অনেক টাকা লোকসান করেছ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন কত টাকা ক্ষতি হল? বললেন বিশ হাজার দীনার। আবুল গায়াস দোয়ার জন্য হাত তুললে অদৃশ্য থেকে একটি থলে আসল যা তাঁর পিতার সামনে রাখলেন। যখন থলে খোলা হল সেখানে বরাবর বিশ হাজার দীনার পেয়েছিলেন।[৩১০]

২৪. হযরত নিযামউদ্দিন আবুল মুয়াইয়্যাদ (র.)

একদা বাগদাদে অনাবৃষ্টির কারণে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হলে হযরত নিযাম উদ্দিন আবুল মুয়াইয়্যাদ (র.) কে বৃষ্টিপাতের জন্য দোয়া করতে বললে তিনি মিম্বরে উঠে দোয়া করেন এবং আসমানের দিকে মুখ তুলে বললেন- হে পরওয়ারদেগার! যদি তুমি বৃষ্টি না দাও তবে আমি এই লোকালয়ে থাকবোনা। এই বলে তিনি মিম্বর থেকে নেমে আসার সাথে সাথে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে।[৩১১]

২৫. হযরত মুহাম্মদ মাসুম (র.)

হযরত মুহাম্মদ মাসুম (র.)'র খেদমতে একজন অন্ধ ব্যক্তি এসে দোয়া চেয়েছেন যেন তার চোখের জ্যোতি ফিরে আসে। তিনি তাঁর থু থু মোবারক অন্ধের চোখে লাগিয়ে দিয়ে বলেন ঘরে গিয়ে চোখ খুলবে। সে ঘরে গিয়ে দেখে আল্লাহর হুকুমে তার চোখ ভাল হয়ে গেল।[৩১২]

২৬. হযরত আহমদ হাযরুভীয়্যাহ (র.)

হযরত আহমদ হাযরুভীয়্যা (র.) একদা জনৈক বুজুর্গ'র খানাকায় জীর্ণ-শীর্ণ পোষাক পরিধান করে গেলে সেখানকার লোকেরা তাঁকে অবজ্ঞা ও অবহেলা করলো। তিনি ধৈর্য্য ধারণ করে নীরব থাকেন। অতপর একদা কূপে বালতি পড়ে গেলে পানি নিতে অক্ষম হয়ে পড়লে তিনি ঐ বুজুর্গ'র নিকট গিয়ে বলেন আপনি দোয়া করুন যাতে কূপ থেকে বালতি উঠে আসে। একথা শুনে বুজুর্গ ব্যক্তি হতবাক হয়ে গেলেন।

তিনি বলেন-আপনি অনুমতি দিলে আমি দোয়া করতে পারি। অনুমতির পর তিনি দোয়া করলে বালতি কূপ থেকে উঠে আসে। এই কারামাত দেখে সবাই যখন তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করতে লাগল তখন তিনি ঐ বুজুর্গকে বলেন-আপনি আপনার মুরীদদের বলে দিন যেন তারা কোন মুসাফিরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে না দেখে।[৩১৩]

---

[৩১০]. মাহবুবে এলাহী নিযাম উদ্দিন আউলিয়া (র.) (৭২৫ হি.) ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ উর্দূ,পৃ. ২৬৪

[৩১১]. মাহবুবে এলাহী নিযামউদ্দিন আউলিয়া (র.) (৭২৫ হি.) ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ উর্দূ পৃ. ২১২, শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.) (৬৭০ হি.), আসরারুল আউলিয়া, উদূ পৃ. ১৩০

[৩১২]. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.), (১৩৫০ হি.) জামে কারামাতে আউলিয়া, উর্দূ, পৃ. ৮১৫

[৩১৩]. শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র.), (৬৩৭ হি.), তাযকেরাতুল আউলিয়া, উর্দূ পৃ. ১৭২

www.ahlesunnahbd.com

২৭. হযরত আবু মুহাম্মদ শাবকানী (র.)

একদা হযরত আবু মুহাম্মদ শাবকানী (র.) এমন একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যাদের সামনে ছিল মদের পাত্র ও আনন্দ উৎসবের সরঞ্জাম। তিনি বলেন হে খোদা! এদের জিন্দেগী পরকালে কল্যাণময় করে দিন। সাথে সাথে পাত্র ভর্তি মদ পানি হয়ে গেল এবং তাদের অন্তরে খোদা ভীতি সঞ্চারিত হলো। অতপর তারা চিৎকার করে নিজেদের পরিধেয় বস্ত্র ফেটে ফেলল এবং অশ্রুজলে বুক ভেসে গেল। তারা তাদের যাবতীয় সরঞ্জাম ভেঙ্গে ফেলে তাওবা করলো।[৩১৪]

২৮. হযরত মনছুর (র.)

একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি বড় ফাসেক, পাপী ও খোদার নাফরমান ছিল। একদিন তার এক গোলামকে চারটি দেরহাম দিয়ে বাজার থেকে মিষ্টি কেনার জন্য পাঠায়। গোলাম বাজারে যাওয়ার পথে একস্থানে হযরত মনছুর (র.) কে উপস্থিত লোকদেরকে ওয়াজ করতে দেখে দাঁড়িয়ে যায়। মনে মনে চিন্তা করল কিছুক্ষণ হযরত মনছুরের ওয়াজ শুনি। সে ঐ মজলিসে উপস্থিত হয়। এ সময় হযরত মনছুর একজন অসহায় দরবেশের খেদমত করার জন্য লোকদেরকে আর্থিক সাহার্য্যের আহ্বান করতেছেন।

হযরত মনছুর বলেন, যে ব্যক্তি এই অসহায় দরবেশকে চার দেরহাম দেবে আমি তার জন্য চারটি দোয়া করবো। গোলাম মনে মনে চিন্তা করল এই চার দেরহাম এই দরবেশকে দিয়ে দেবো এবং তাঁর থেকে ইচ্ছে মত দোয়া করায়ে নেবো। তারপর সে চার দেরহাম দরবেশকে দিয়ে দিল। হযরত মনছুর বলেন-আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। বল তোমার জন্য কোন কোন দোয়া করবো? গোলাম বলল প্রথমে এই দোয়া করুন যেন আল্লাহ আমাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন। দ্বিতীয়ত আল্লাহ তায়ালা যেন আমার মালিককে তাওবা করার তাওফিক দেন। তৃতীয়ত আমি যেন আরো চার দেরহাম পাই। চতুর্থত আল্লাহ তায়ালা আমাকে, উপস্থিত সকলকে এবং আমার মালিক সহ সবাইকে ক্ষমা করে দেন। হযরত মনছুর (র.) বর্ণিত চারটি দোয়া করেন এবং গোলাম ঘরে ফিরে যায়। মালিক জিজ্ঞেস করল তুমি এত দেরী করছ কেন? তখন সে সব ঘটনা বর্ণনা করে বলল আমি ঐ চার দেরহাম হযরত মনছুরের মজলিসে দিয়ে এসেছি এবং তার বিনিময়ে তাঁর থেকে চারটি দোয়া নিয়েছি। মালিক জিজ্ঞেস করেন ঐ চারটি দোয়া কি কি? আমাকে একটু শুনাও। গোলাম বলল, একটি হলঃ আল্লাহ যেন আমাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন। দ্বিতীয়টি হলঃ আমার মালিককে যেন তাওবা করার তাওফিক দেন। তৃতীয়টি হল : এই চার দেরহামের পরিবর্তে অন্য চারটি দেরহাম যেন আমি পাই। আর চতুর্থটি হলঃ আল্লাহ তায়ালা আমাকে, উপস্থিত সকলকে এবং আমার মালিককে সহ সকলকে ক্ষমা করে দেন।

মালিক এ কথা শুনে বলেন- প্রথম দোয়া কবুল হয়েছে যাও আমি তোমাকে আযাদ করে দিলাম। দ্বিতীয় দোয়াও কবুল হয়েছে, নাও চার দেরহামের পরির্বতে আমি তোমাকে চারশ দেরহাম দিলাম। তৃতীয় দোয়াও কবুল হয়েছে, শুন আমি খাঁটি মনে তাওবা করতেছি,

---

[৩১৪]. আবুল হাসান শাতনূফী (র.), বাহজাতুল আসরার, উর্দু, পৃ. ৪০২

ভবিষ্যতে কোন দিন খোদার নাফরমানি করবো না এবং কখনো গুনাহের ধারে কাছেও যাবো না। এখন যা কিছু আমার ক্ষমতায় ছিল তা আমি পূর্ণ করেছি কিন্তু চতুর্থ ব্যাপারটি আমার ক্ষমতার বাইরে, এব্যাপারে আমি অক্ষম। তা আমার দ্বারা সম্ভব নয়, এটা সম্পূর্ণ আল্লাহ'র ইচ্ছাধীন। মালিক এ কথা বলার পর অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসল হে বান্দা! যা কিছু তোমার আয়ত্তে ছিল তা তুমি বান্দা হয়ে করে দেখিয়েছ। আর যা আমার অধীনস্থ তা আমি রহীম হয়েও কেন করে দেখাবো না? যাও, আমি তোমাকে, তোমার গোলামকে, মনছুর ও উপস্থিত সকলকে আমার রহমতে নিয়ে নিলাম এবং সবাইকে ক্ষমা করে দিলাম।[৩১৫]

২৯. হযরত যাকারিয়া মুলতানী (র.) (৬৬৫ হি.)

মাহবুবে এলাহী নিজাম উদ্দিন আউলিয়া (র.) বলেন- যখন হযরত যাকারিয়া মুলতানী (র.) বুখারায় ছিলেন তখন সেখানে এমন দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল যে, মানুষ মানুষের মাংস খাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। সকল উলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেন যে, সবাই মিলে হযরত যাকারিয়া মুলতানী'র নিকট গিয়ে দোয়ার প্রার্থনা করবে। অতপর সমস্ত উলামায়ে কেরাম হযরত গাউছুল আলামীনের খেদমতে এসে বৃষ্টির জন্য দোয়ার প্রার্থী হলেন। তিনি মিম্বরে আরোহণ করে মাথার পাগড়ি (যা তাঁকে তাঁর পীর শেখ শাহাব উদ্দিন সুরহাওয়ার্দী (র.) দান করেছিলেন) হাতে নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আরজ করেন হে আল্লাহ! শেখুশ শুয়ুখ যদি এই কালা শরীফ (পীরের দেয়া বরকত মন্ডিত নির্দেশন) আমাকে এখলাসের সহিত পরিধান করায়ে থাকেন, আর আমিও যদি তা দ্বীন-দুনিয়ার উভয় জগতের সফলতার জন্য গ্রহণ করে থাকি তবে এর বরকতে বৃষ্টিদান কর। তখনো তার কথা শেষ হয়নি আকাশে গর্জন শুনা যাচ্ছে এবং এমনভাবে বৃষ্টি হয়েছে সাতদিন পর্যন্ত শহরে পানি বিদ্যমান ছিল।[৩১৬]

৩০. আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী (র.) (৮৫২ হি.)

হযরত আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী (র.)'র পিতার ঘরে সন্তান জন্মলাভ করে মৃত্যুবরণ করত। তিনি বড় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আল্লাহর অলি হযরত শেখ সানাকবরী (র.)'র দরবারে জীবন্ত সন্তানের জন্য দোয়া কামনা করেন। শেখ বলে দিলেন যাও, তোমার বংশে এমন ছেলে হবে, যে স্বীয় জ্ঞান দিয়ে সমগ্র পৃথিবীকে ধন্য করবে।

সুতরাং তাঁর দোয়াই প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী (র.) জন্মলাভ করেন।[৩১৭]

৩১. হযরত আসেম ইবনে আবিন নজুদ (র.)

হাফেজ নসফী (র.) তাঁর কিতাব 'ফযায়েলে আ'মাল'-এ বর্ণনা করেন যে, আসেম ইবনে আবিন নজুদ (র.) বলেন, একদা আমি অভাব-অনটনে পতিত হয়ে একেবারে

---

[৩১৫]. মাওলানা আবুন নূর মুহাম্মদ বশীর, সাচ্ছি হেকায়াত উর্দূ, পৃ. ৪২
[৩১৬]. শাহ্ মুরাদ সুহরাওর্য়াদী, মাহ্ফিলে আউলিয়া, উর্দূ পৃ. ২৭০
[৩১৭]. শাহ্ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী (র.), (১২৩৯ হি.) বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, উর্দূ পৃ. ২০২

দিশেহারা হয়ে পড়লাম। আমার অবস্থা কয়েকজন বন্ধুকে বলে তাদের সাহায্য চেয়েছিলাম। কিন্তু তারা সাহায্যের অনীহা প্রকাশ করলে আমি অত্যন্ত দু:খিত হলাম এবং মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলাম যে, কখনো কোন বান্দার প্রতি হাত পাতবোনা। সুতরাং আমি নির্জনে খোলা ময়দানে গিয়ে 'সালাতুল হাজত' আদায় করে সিজদায় গিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সহিত এই দোয়া পাঠ করলাম-

يا مسبب الاسباب يا مفتح الا بو اب يا سامع الا صوات يا مجيب الد عوات يا قاضي الحا جا ت اكفني بحلالك عن حرا مك واغني بفضلك عمن سواك

তিনি বলেন আমি এখনো সিজদা থেকে মাথা তুলিনি, কি একটা বস্তু মাটিতে পড়ার শব্দ অনুভব করেছি। মাথা তুলে দেখি একটা চিলপক্ষী একটি লাল থলে নিক্ষেপ করেছে। আমি থলেটি তুলে দেখি তাতে আশি দীনার এবং তুলা পেছানো কিছু মূল্যবান পাথর। আমি মূল্যবান পাথরগুলো অনেক মূল্যে বিক্রি করেছি আর দীনারগুলো দিয়ে অন্যান্য জিনিসপত্র কিনেছি। এতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন'র অনেক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছি।[৩১৮]

৩২. হযরত শাবল মারওয়াযী (র.)

আল্লামা কুশাইরী (র.) তাঁর রেসালাহ'র বাবে কারামাতে আউলিয়া'র শেষে শাবাল মারওয়াযী (র.)'র ঘটনা বর্ণনা করেন। একদিন তিনি অর্ধ দেরহাম দিয়ে মাংস কিনে ছিলেন। রাস্তায় একটি চিল ছোঁ মেরে মাংস ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তিনি সোজা মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ার পর দোয়া করেন। তারপর ঘরে গেলে স্ত্রী তার সামনে মাংস পেশ করলে তিনি অবাক হয়ে স্ত্রীকে মাংস কোথা থেকে এলো জিজ্ঞেস করেন। স্ত্রী বললেন, দু'টি চিল মাংস নিয়ে ঝগড়া করতেছে। তাদের থেকে পড়ে গেছে আর আমি নিয়ে রান্না করেছি। একথা শুনে শাবল মারওয়াযী আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন।[৩১৯]

৩৩. হযরত শাহ কামাল (র.)

মোমেন শাহী জেলায় হযরত শাহ কামাল নামক একজন 'মুস্তাজাবুত দাওয়াত' অলী ছিলেন। তিনি কারামত সম্পন্ন অলী হিসেবে খ্যাত ছিলেন। মোমেন শাহীতে মহেন্দ্র নারায়ণ নামক এক প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন। তার একমাত্র পুত্র পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। একমাত্র পুত্রের এহেন দুরারোগ্য ব্যাধিতে জমিদার অত্যন্ত দুশ্চিন্তা গ্রস্ত ছিলেন। সেই যুগে আজকালের মত এত উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিলনা। তবু জমিদার একমাত্র পুত্রের আরোগ্যের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেও কোন ফল হলনা।

জমিদার শুনেছেন যে, মোমেন শাহীতে এক মুসলিম দরবেশ এসেছেন। তিনি খুব কামেল লোক। বহুলোক তাঁর নিকট গিয়ে উপকৃত হয়েছে এবং হচ্ছে।

---

[৩১৮]. আল্লামা কামাল উদ্দিন দুমাইরী (র.) হায়াতে হাইওয়ান , উর্দু খন্ড ২য় পৃ. ১৪২

[৩১৯]. আল্লামা কামাল উদ্দিন দুমাইরী, হায়াতে হাইওয়ান, উর্দু, খন্ড ২য়, পৃ. ১৪২

জমিদার পুত্রকে নিয়ে তাঁর খেদমতে গেলেন। হযরত শাহ কামাল (র.) তাঁকে বললেন, ভাল করার যিনি মালিক আগে তাঁকে রাজী করুন, দেখবেন কোন রোগই থাকবেনা।

একমাত্র পুত্রের জন্য জমিদার সবকিছু করতে রাজী ছিলেন। তিনি মুসলমান হলেন, পুত্রকেও মুসলমান বানালেন এমনকি তার পরিবারের সকলেই মুসলমান হল। হযরত শাহ কামাল (র.) তখন দোয়া করেন- হে পরওয়ার দেগার! তোমার বিভ্রান্ত বান্দাকে তোমার দুয়ারে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি, এবার তাঁর প্রতি তুমি সদয় হও। এই দোয়া করা মাত্র অমনি জমিদার পুত্র ভাল হয়ে গেল। দরবেশের কাছে আসার সময় তাকে পালকীতে করে আনতে হয়েছিল, ফেরার সময় নিজের পায়ে হেঁটে চলে গেল।

জমিদার খুশী হয়ে তাঁকে একটি লা-খেরাজ সম্পত্তি দান করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর নামানুসারে তা কামালপুর গের্দা নামে পরিচিত হয়। এই কামালপুর গের্দায় তাঁর মাজার শরীফ অবস্থিত।[৩২০]

৩৪. জনৈক মহিলা

জনৈক বুজুর্গ বর্ণনা করেন– একদা আমি তাওয়াফ করার সময় হঠাৎ একজন মহিলার প্রতি দৃষ্টি গেল যার কাধে অল্প বয়স্ক একটি শিশু বসা আছে। মহিলা উচ্চস্বরে বলতেছে– হে করীম, হে করীম। আমার অতীতের ঘটনার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। আমি জিজ্ঞেস করলাম– তোমার আর খোদার মধ্যে সংঘটিত ঘটনা কি? মহিলা বলল– একদা একদল ব্যবসায়ী সহ আমি জাহাজে করে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ এমন ঝড় তুফান হল ফলে জাহাজ ডুবে গেল আর সকল যাত্রী ধ্বংস হয়ে গেল। আমি আর আমার এই বাচ্চা একটি কাঠের টুকরোতে আশ্রয় নিলাম। আর একজন হাবশী অন্য একটি কাঠের টুকরোতে আশ্রয় নেয়। আমরা এই তিনজন ছাড়া জাহাজের আর কেউ বেঁচে নেই। সকালের শুভ্র আলোতে হাবশী আমাকে দেখলে ভাসতে ভাসতে আমার কাঠের নিকটে পৌঁছে গেল। তারপর সে আমার কাঠের টুকরোতে আরোহণ করল এবং আমার সাথে পাপ কাজের প্রস্তাব দিল। আমি বললাম– তুমি আল্লাহকে ভয় কর। আমরা এমন মুছিবতে পড়েছি যা থেকে তার ইবাদত বন্দেগী করেও রক্ষা পাওয়া মুশকিল আর অথচ তুমি গুনাহের প্রস্তাব দিচ্ছ। সে বলল ঐ কথা রাখ। খোদার কসম! আজ এ কাজ আমি করবই। তখন আমার ছেলে আমার কোলে ঘুমাচ্ছে। আমি চুপে চুপে বাচ্চাকে একটি চিমটি দিলাম ফলে বাচ্চা জোরে কান্না করতে লাগল। আমি সময় ক্ষেপণের উদ্দেশ্যে তাকে বললাম, আচ্ছা একটু ধৈর্য্য ধর, আমি বাচ্চাকে ঘুম পাড়িয়ে দেই, পরে তাকদীরে যা আছে হবে। হাবশী অধৈর্য্য হয়ে আমার কোল থেকে বাচ্চা কেড়ে নিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করল। তখন আমি আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করলাম, হে পবিত্র সত্ত্বা। তুমি মানুষ ও মানুষের অন্তরে আড়াল হতে পার। তোমার কুদরত দিয়ে আমাকে এই হাবশী থেকে পৃথক করে দাও। নিঃসন্দেহে তুমি সব কিছুর উপর সামর্থবান। খোদার শপথ! আমি এই দোয়া শেষ করতে না করতে সমুদ্র থেকে মস্ত বড় এক জন্তু মুখ খুলে এসে ঐ হাবশীকে খেয়ে পুনরায় সমুদ্রে চলে গেল। আর আল্লাহ তাঁর একক ক্ষমতা বলে আমাকে হাবশীর হাত থেকে রক্ষা করেন।

[৩২০]. সাদেক শিবলী জামান, বাংলাদেশের সুফী-সাধক ও অলী আউলিয়া, পৃ. ১৯৫

অবশেষে সমুদ্রের ঢেউ আমাকে একটি দ্বীপে নিয়ে যায় আর আমি সেখানে নেমে যাই। চার দিন যাবত আমি সেখানে ঘাস ও পানি খেয়ে অতিক্রম করলাম। পঞ্চম দিন সমুদ্রে একটি বড় নৌকা চলতে দেখি। আমি একটি উচু স্থানে গিয়ে কাপড় উড়িয়ে সাহায্যের জন্য তাদের দৃষ্টি আকর্ষন করি। তাদের থেকে তিনজন ব্যক্তি এসে ছোট্ট একটি নৌকায় করে আমাকে তাদের বড় নৌকায় নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে দেখি নদীতে ফেলে দেয়া আমারএই ছেলে। আমি তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগলাম এবং বলতে লাগলাম এটি আমার ছেলে, আমার কলিজার টুকরো। তারা বলতে লাগল নিশ্চয় তুমি পাগলের প্রলাপ করছ। আমি বললাম, না আমি সত্যি বলছি। তখন আমি তাদেরকে আদ্যপান্ত ঘটনা খুলে বললে তারা অবাক হয়ে গেল আর বলল– তুমি তো আমাদেরকে আশ্চর্য্য ঘটনা শুনিয়েছ। এখন আমাদের থেকে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা শুন যাতে তুমি আরো বেশী অবাক হবে। আমরা এই নৌকা যোগে বেশ আরামে যাচ্ছিলাম, আবহাওয়াও অনুকূলে ছিল। ইতিমধ্যে সমুদ্র থেকে একটি বড় জন্তু পানিতে ভেসে উঠল এবং তার পিঠে এই ছেলে বসা ছিল। সাথে অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসল যে, যদি এই ছেলেকে এই জন্তুর পিঠ থেকে তুলে না নাও, তবে তোমাদের নৌকা ডুবিয়ে দেয়া হবে। আমাদের থেকে একজন উঠে ছেলেটিকে তুলে নিলে জন্তু পানিতে অদৃশ্য হয়ে যায়। তোমার ঘটনা আর এই ঘটনা উভয়টি বড় আশ্চর্য্যজনক। আর আমরা সবাই প্রতিজ্ঞা করতেছি যে ভবিষ্যতে কখনো কোন পাপ কাজে লিপ্ত হবোনা।[৩২১]

৩৫. হযরত ইব্রাহীম খাওয়াস (র.)

হযরত ইব্রাহীম খাওয়াস (র.) বলেন- একদা আমি এক অরণ্য জঙ্গল দিয়ে যাত্রাকালে পথে একজন খৃষ্টান রাহেব (পাদ্রী)'র সাক্ষাত হল। তার কোমরে যুন্নার (খৃষ্টানদের নির্দশন এক প্রকারের শিকল) ছিল। সে আমার সাথে থাকার আগ্রহ প্রকাশ করলে আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে নিলাম। সাতদিন যাবত আমরা চলতে লাগলাম কোন পানাহার ছাড়া। সপ্তম দিন সে আমাকে বলল হে মুহাম্মদী। তোমার কিছু আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দেখাও। অনেক দিনতো না খেয়ে রইলাম। তখন আমি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলাম– হে আল্লাহ! আমাকে এই কাফেরের সামনে লজ্জিত করোনা। হঠাৎ দেখলাম আমাদের সামনে খাদ্য ভরা দস্তরখানা রাখা হয়েছে যাতে রুটি ও ভূনা গোশত এবং তরু-তাজা খেজুর ও পানির পাত্র রয়েছে। আমরা উভয় পরিতৃপ্ত ভাবে পানাহার করে চলতে লাগলাম। এভাবে সাতদিন অনাহারে চলার পর খৃষ্টান পাদ্রীকে বললাম এবার তুমি কিছু দেখাও। এখন তোমার পালা। সে স্বীয় লাঠিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দোয়া করতে লাগল। সাথে সাথে দু'টি দস্তরখানা উপস্থিত। যাতে আমার দোয়ায় আগত দস্তরখানার প্রত্যেক বস্তুর দ্বিগুণ ছিল। এটা দেখে আমি বড় লজ্জিত ও চিন্তিত হলাম। কারণ তার দোয়া আমার দোয়ার চেয়ে বেশী ফলপ্রসূ হয়েছে। মনের দুঃখে তার সাথে খাবার গ্রহণে অনিশ্চা প্রকাশ করলাম। কিন্তু সে বারংবার অনুরোধ করতে লাগল আর আমি না খাওয়ার অজুহাত পেশ করছি।

অবশেষে সে বলল তুমি খাও, আমি তোমাকে দুটি সুসংবাদ শুনাবো। যার প্রথমটি হল আশহাদু আন লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদুআন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। এই বলে সে যুন্নার ছিড়ে ফেলে দিল। আর দ্বিতীয়টি হল আমি খাবারের জন্য যে প্রার্থনা করেছি তা হল এই হে আল্লাহ! এই মুহাম্মদী ব্যক্তির কোন মর্যাদা যদি তোমার

---

৩২১. রওজুর রাইয়্যাহীন, আরবী

নিকট থাকে তবে তাঁর বদৌলতে আমাদেরকে খাবার দাও। ফলে আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের জন্য পূর্বের দ্বিগুন পরিমাণ খাবার দান করেন। খোদার দরবারে আপনার মর্যাদা বুঝতে পেরেই আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। অতপর আমরা উভয়ই খাবার খেয়ে পুনরায় চলতে চলতে মক্কা শরীফে পৌঁছে হজ্ব করলাম। ঐ নও মুসলমান মক্কা শরীফেই রয়ে গেল এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করল।[৩২২]

৩৬. আল্লামা গাজী আজিজুল হক শেরে বাংলা (র.) (১৩৮৯ হি.)

চট্টগ্রামের লালিয়ার হাটের জনাব মোহাম্মদ সফি কোম্পনী হযরত শেরে বাংলা (র.) এর একজন পরম ভক্ত ও আশেক ছিলেন। তার কোন সন্তান ছিলনা। তিনি একদিন হুজুরের কাছে একটি পুত্র সন্তান লাভের জন্য দোয়া প্রার্থী হন। হুজুর তার জন্য দোয়া করেন এবং পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে কি নামকরণ করবেন তাও বলে দেন। পরবর্তীতে হুজুরের ইন্তেকালের পর তার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। হুজুরের নির্দেশমত তার নামকরণ করেন মোহাম্মদ তৈয়ব। সেই পুত্রসন্তান এখনো হুজুরের দোয়া ও বরকতের স্মৃতি বহন করছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, জনাব মোহাম্মদ সফি কোম্পানী হযরত শেরে বাংলা (র.) এর ইন্তেকালের পর স্বপ্ন দেখেন যে, হুজুর তাকে মাজার শরীফের আভ্যন্তরীন চারটি দেয়াল নির্মাণ করার জন্য বলেছেন এবং হুজুর এও জানালেন যে, তার অন্ত:সত্ত্বা স্ত্রীর গর্ভের সন্তানটা তারই মর্জি মোতাবেক পুত্র সন্তান।[৩২৩]

www.ahlesunnahbd.com

---

৩২২. রওজুর রাইয়্যাহীন

৩২৩. ডা. সৈয়দ সফিউল আলম, আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (র.), পৃ.১৪১

বস্তুর পরিবর্তন

০১. হযরত হাসান বসরী (র.) (১১০ হি.)

কতিপয় বুজুর্গ ব্যক্তি হযরত হাসান বসরী (র.)'র সাথে হজ্বের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথে তাদের প্রচন্ড পিপাসা লাগল এবং রাস্তায় একটি পানির কূপ পেল কিন্তু পানি তোলার কোন রসি ও বালতি কিছুই ছিলনা। হযরত হাসান বসরী (র.) কে যখন এ অবস্থা বর্ণনা করা হল। তিনি বলেন-যখন আমি নামাজে রত হবো তখন তোমরা পানি নিয়ে নিও। যখন তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন হঠাৎ কূপের পানি অমনি উপরে উঠে গেল। সবাই পানি পান করে পিপাসা নিবারণ করল। একজন ব্যক্তি সতর্কতা স্বরূপ কিছু পানি পাত্রে ভরে নিলে কূপের পানি নিচে নেমে গেল। তিনি বলেন-তোমরা খোদার উপর ভরসা করনি ফলে পানি নীচে নেমে গিয়েছে। তারপর সামনে অগ্রসর হয়ে রাস্তা থেকে কিছু খেজুর তুলে নিয়ে সঙ্গীদের দিলেন যার দানা ছিল স্বর্ণের। যা তারা বিক্রি করে খাবার ও রসদ পত্র ক্রয় করেন এবং সদকাও করেন।[৩২৪]

০২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.) (১৮১ হি.)

একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.) কে কোন কারণে বাগদাদে বন্দী করা হয়েছিল। কিছুদিন পর যখন তাঁকে খলীফার সামনে আনা হল তখন খলীফা বললেন যদি তুমি সত্যিই দরবেশ হও তাহলে যে পাথরটি তোমার সামনে আছে দোয়া করে সেটা কে স্বর্ণ বানিয়ে দেখাও। তারপর তোমাকে মুক্ত করে দেবো। তিনি কোন এক তাফসীরে সূরা মুযাম্মিলের ফযিলত দেখেছেন। তিনি সূরা মুযাম্মিল পড়ে পাথরে ফুঁক দেয়ার সাথে সাথে আল্লাহর হুকুমে পাথর স্বর্ণে পরিণত হয়ে গেল। খলীফা এই কারামত দেখে তাওবা করলেন এবং তাঁকে সসম্মানে মুক্ত করে দিলেন।[৩২৫]

০৩. হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (র.) (২৬২ হি.)

হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (র.) বলখের বাদশাহী ত্যাগ করে ফকিরী গ্রহণ করেন। একদা তিনি লাকড়ির বোঝা বিক্রির জন্য বাজারে এনে রেখেছেন। তাঁর পরিচিত একজন এসে খোঁছা মেরে বললেন- জনাব! যে কাজ আপনি করতেছেন এটা কি কেউ করেছেন? অর্থাৎ বলখের বাদশাহী ছেড়ে লাকড়ি বিক্রি করছেন কেন? একথা বলতেই তিনি লাকড়ির বোঝায় হাত দিয়ে বললেন-দেখ, লোকটি দেখলেন সমস্ত কাঠ স্বর্ণে পরিণত হয়ে গেল। তখন তিনি উত্তরে বললেন-বলখের বাদশাহী ছেড়ে যা পেয়েছি তম্মধ্যে এটা সবচেয়ে নিকৃষ্ট।[৩২৬]

---

[৩২৪]. শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র.) তাযকারাতুল আউলিয়া উর্দূ, পৃ. ১৫

[৩২৫]. মাহবুবে এলাহী নিযাম উদ্দিন আউলিয়া (র.) (৭২৫ হি.), আফযালুল ফাওয়েয়েদ উর্দূ, পৃ, ১০২

[৩২৬]. মাহবুবে এলা নিযাম উদ্দিন আউলিয়া (র.) (৭২৫ হি.) আফযালুল ফওয়ায়েদ উর্দূ, পৃ. ৩২

৪. হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (র.) (২৬২ হি.)

একদা হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (র.) পানি পথে নৌকা যোগে নদী পার হচ্ছেন। মাঝি এসে ভাড়া চাইল। কিন্তু তাঁর কাছে কিছুই ছিলনা। তিনি নামাজ পড়ে দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ! এই মাঝি আমার কাছে ভাড়া চাচ্ছে। ঐ সময় পুরো বালুচড় স্বর্ণ হয়ে গেল আর তিনি একমুষ্টি স্বর্ণ নিয়ে মাঝিকে দিয়ে চলে গেলেন।[৩২৭]

০৫. জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) (২৪১ হি.)

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেন- একদা আমি অরণ্য জঙ্গলে পথ ভুলে গেলাম এবং এক গ্রাম্য ব্যক্তি থেকে রাস্তা জেনে নিতে চাইলাম। লোকটি কাঁদতে লাগল। আমি মনে করেছি সম্ভবত: সে ক্ষুধার্ত। আমি তাঁকে খাবার দিতে চাইলে সে খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, হে আহমদ ইবনে হাম্বল! তোমার কি খোদার উপর ভরসা নেই? তুমি আমাকে খোদার মতো খাবার দিতে চাচ্ছ, অথচ তুমি নিজেই পথভ্রষ্ট ব্যক্তি। তখন আমার মনে ধারণা আসল যে, আল্লাহ তাঁর মকবুল বান্দাদেরকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন।

সে আমার মনোভাব উপলব্ধি করে বলেন- আল্লাহর বান্দা তো এমনই হয় যে, যদি তারা সমস্ত মাটিকে বলে স্বর্ণ হয়ে যাও তবে পুরো পৃথিবী স্বর্ণ হয়ে যায়। অতপর আমি যখন ময়দানের দিকে দেখি তখন পুরো ময়দান স্বর্ণই স্বর্ণ। তখন অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসল যে, ইনি আমার প্রিয় বান্দা। তিনি যদি বলেন- তাহলে আমি সমগ্র পৃথিবীকে উল্টে দেবো।

সুতরাং হে আহমদ! এমন বান্দার সাক্ষাত লাভে শুকরিয়া করা উচিত। এরপরে তাঁকে আর দেখবে না।[৩২৮]

০৬. হযরত সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ তসতরী (র.)

একদা সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ তসতরী (র.) এক পতিতা মহিলার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় পতিতাকে বললেন, আমি রাতে এশা'র পরে তোমার কাছে আসবো। এটা শুনে মহিলা খুশী হয়ে সেজে গুছে তাঁর অপেক্ষায় বসে আছে। এশা'র পরে ওয়াদা মতে তিনি মহিলার ঘরে গিয়ে দু'রাকাত নামাজ পড়ে বিদায় নিয়ে চলে যেতে দেখে মহিলা বলল, আপনি যে চলে যাচ্ছেন, আমার কাছে আসার কী লাভ হল? উত্তরে তিনি বলেন, আমার আসার যে উদ্দেশ্য ছিল তা পূর্ণ হয়েছে। তিনি চলে যাওয়ার পর মহিলার অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল। সে তার পেশা ত্যাগ করে শায়খের হাতে তাওবা করে নির্জনতা অবলম্বন করল। শায়খ মহিলাকে একজন ফকীর দরবেশের সাথে বিবাহ দেন।

তারপর তিনি ওলীমার জন্য খাবার তৈরী করার আদেশ দেন এবং 'সালন' বাজার থেকে কিনে আনার হুকুম দেন। খাদেম খাবার তৈরী করে শায়খের সামনে রাখলে দরবারের

---

[৩২৭]. শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র.) (৬৩৭ হি.), তাযকেরাতুল আউলিয়া, উর্দূ, পৃ. ৬৭
[৩২৮]. শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র.) (৬৩৭ হি.), তাযকেরাতুল আউলিয়া, উর্দূ, পৃ.১৩০

ফোকারাগণ এসে বসে পড়েন। কিন্তু শায়খ কার জন্য যেন অপেক্ষায় আছেন। এই ওলীমার খবর এমন এক আমীরের কাছে পৌঁছে গেল যিনি এই মহিলার পুরাতন গ্রাহক ছিলেন। সে আমীর ঠাট্টাচ্ছলে দু'বোতল শরাব দূত মারফত শায়খের খেদমতে পাঠিয়ে বললেন যে, বিবাহের সংবাদ শুনে আমি খুবই খুশী হয়েছি। তবে আমি জানতে পারলাম যে, ওলীমায় 'সালন' নেই তাই 'সালন' পাঠালাম। দূত যখন শরাবের বোতল নিয়ে শায়খের সামনে আসল তখন শায়খ বললেন, তুমি অনেক দেরী করে ফেলেছ আমরা কখন থেকে এগুলোর অপেক্ষায় আছি। তারপর শায়খ একটি বোতল হাতে নিয়ে ভালভাবে নাড়লেন এবং যখন পেয়ালায় ঢাললেন তখন অতি উত্তম প্রকারের মধু বের হল। তারপর অপর বোতলটিও হাতে নিয়ে ঐরূপ করে ঢাললেন সেটা থেকে খাটি ঘি বের হল। শায়খ দূতকেও সঙ্গে নিয়ে খাবার গ্রহণ করেন। দূত খেতে বসে মধু খেয়ে দেখল যে, রং, ঘ্রাণ ও স্বাদ এত উত্তম ছিল যে, কখনো সে এরূপ মধু পান করেনি। দূত দাওয়াত খেয়ে গিয়ে আমীরকে আদ্যপান্ত ঘটনা বললে তিনি বিশ্বাস করেননি ফলে তিনি নিজে এসে খাবার খেয়ে শায়খের এই কারামত দেখে বিস্ময়াবিভূত হয়ে পড়েন এবং নিজের ভুলের জন্য লজ্জিত হয়ে শায়খের হাতে তাওবা করেন।[৩২৯]

০৭. হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি.)

একদা হযরত মুহি উদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী (র.) জুমার নামাজের জন্য বের হন। পথে সুলতানের তিনটি মদের মটাকা দেখতে পান। সঙ্গে কতোয়াল ও অন্যান্য সরকারি কর্মচারীও ছিল। শেখ তাদেরকে দাঁড়াতে বললে তারা সঙ্গে থাকা পশুদের নিয়ে আরো দ্রুত গতিতে চলে যাচ্ছে। অতপর তিনি পশুদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'দাঁড়িয়ে যাও'। এরা স্বীয় স্থানে পাথরের মত দাঁড়িয়ে যায়। তারা অনেক মারধর করেও সামনের দিকে নিতে পারেনি। তাদের সকলের শরীরে ব্যাথা আরম্ভ হল। ডানে-বামে প্রচন্ড ব্যাথার কারণে মাটিতে লুটে পড়ল। তারপর তাসবীহ সহকারে চিৎকার করে করে উচ্চস্বরে তাওবা ও এস্তেগফার করতে লাগল। ফলে তাদের ব্যাথা চলে গেল এবং মদের দুর্গন্ধ পরিবর্তন হয়ে সির্কা হয়ে গেল। তারা মটকা'র মুখ খুলে দেখল সতিই মদ সির্কা হয়ে গেল এবং তাদের পশুগুলো চলতে লাগল। তিনি মসজিদে চলে যান। এই খবর সুলতান শুনে ভয়ে কাঁদতে লাগলেন এবং অনেক অবৈধ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকেন। শেখের সাক্ষাতের জন্য তিনি প্রায় উপস্থিত হতেন এবং আদবের সাথে বসে থাকতেন।[৩৩০]

০৮. হযরত ওসমান হারূনী (৬১৭ হি.) ও মঈন উদ্দিন চিশ্‌তি (র.) (৬৩২ হি.)

হযরত খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্‌তি (র.) বলেন-একদা শেখ আউহাদ কিরমানী (র.) ও হযরত ওসমান হারূনী (র.) এর সাথে মদীনা যাত্রার পথে দামেশকে এক মসজিদে হযরত আরেফ নামী এক বুজর্গ ব্যক্তির সাথে আমাদের সাক্ষাত হল। মজলিসে প্রসঙ্গক্রমে সিদ্ধান্ত হল যে, এই মজলিসে যারা আছে তারা প্রত্যেকেই যেন স্বীয় কারামত প্রকাশ করে। এই সিদ্ধান্ত শ্রবণ মাত্র হযরত ওসমান হারূনী (র.) হঠাৎ করে মুসল্লার নীচে হাত দিয়ে এক মুষ্টি

---

৩২৯. আল্লামা কামাল উদ্দিন দুমাইরী, হায়াতে হাইওয়ান, উর্দূ, খন্ড ২য়, পৃ.৪৫০

৩৩০. আবুল হাসান শাত্‌নূফী (র.) (৭১৩ হি.) বাহ্‌জাতুল আসরার, উর্দূ, পৃ.১১২

আশরাফিয়া বের করে উপস্থিত এক দরবেশকে বললেন যাও, এগুলো দিয়ে দরবেশদের জন্য হালুয়া কিনে নিয়ে এসো।

এরপর হযরত কিরমানী (র.)'র নিকটে পড়ে থাকা একখন্ড লাকড়ি ছিল। তাতে হাত দেওয়া মাত্র আল্লাহর হুকুমে লাকড়ি স্বর্ণ হয়ে গেল। খাজা সাহেব বলেন– পিছে পড়ে রইলাম আমি। আমি আমার পীরের কারণে কিছুই করতে পারছি না। হযরত হারুনী (র.) আমাকে সম্মোধন করে বললেন তুমি কেন কিছু বলতেছ না। সেখানে একজন ক্ষুধার্ত দরবেশ ছিলেন যিনি লজ্জার কারণে ভিক্ষা করেন না। আমি পুরাতন জামা থেকে চারটি যবের রুটি বের করে তাকে দিলাম। ঐ দরবেশ এবং শেখ আরেফ বললেন-দরবেশের মধ্যে যেই পর্যন্ত এতটুকু ক্ষমতা হবে না সেই পর্যন্ত তাকে দরবেশ বলা যাবেনা।[৩৩১]

০৯. হযরত মঈন উদ্দিন চিশ্‌তি (র.) (৬৩২ হি.)

হযরত কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.) বলেন-আমি বিশ বছর যাবৎ খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্‌তি (র.) এর খেদমতে ছিলাম। এ দীর্ঘ সময়ে তাঁকে কেবল একবার ছাড়া কারো সাথে রাগান্বিত হতে দেখিনি। তিনি এক মহল্লা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর একজন মুরীদ শেখ আলীকে পাওনাদারে পাওনা আদায়ের জন্য আটকে রেখেছে। খাজা সাহেব পাওনাদারকে অনেক বুঝিয়ে বলার পরও মানেনি। অতপর তিনি রাগান্বিত হয়ে কাঁধের রুমাল মাটিতে রাখলে স্বর্ণ মুদ্রায় রুমাল ভর্তি হয়ে গেল। পাওনাদারকে বলেন, তুমি যা পাবে তা নাও তবে বেশী নিও না। সে লোভে বেশী নিতে চাইলে তার হাত অবশ হয়ে যায়। পরে তাওবা করে ক্ষমা চাইলে খাজা সাহেব দোয়া করেন ফলে পুনরায় হাত ভাল হয়ে যায়।[৩৩২]

১০. হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.) (৬৭০ হি.)

হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.) এর কাছে একদল মুসাফির এসে তাঁকে পরীক্ষামূলক বিভিন্ন প্রশ্ন করতে লাগল। তাঁর সামনে ছিল একটি লাকড়ির বোঝা। তাদের মধ্য থেকে একজনে প্রশ্ন করল যে, একজন দরবেশের মধ্যে কতটুকু আধ্যাত্মিক শক্তি হতে পারে? তিনি হঠাৎ উভয় হাত লাকড়ির বোঝায় রেখে বললেন, এই লাকড়িগুলোকে যদি বলি স্বর্ণ হয়ে যাও তবে স্বর্ণ হয়ে যাবে। এখনো তাঁর জবান থেকে একথা শেষ হতে পারেনি লাকড়ির বোঝা স্বর্ণে পরিণত হয়েছ গিয়েছে।[৩৩৩]

১১. হযরত খাজা ফরিদ উদ্দিন (র.) এর নামে গঞ্জে শেকর যুক্ত হওয়ার কারণ হল– একদা তিনি দিল্লীতে রোযা রেখে ইফতারের সময় ইফতার করার মত কিছুই ছিল না। অবশেষে ক্ষুধার তাড়নায় অসহ্য হয়ে তিনি মাটিতে হাত রাখেন। এতে কিছু পাথর হাতে আসে এবং ঐগুলো তিনি মুখে দিলেন। পাথরের টুকরো তাঁর মুখে গিয়ে চিনি হয়ে গেল। এই সংবাদ স্বীয় পীর হযরত কুতুব উদ্দিন বখ্‌তিয়ার কাকী (র.)'র নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন-ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর।

---

[৩৩১]. খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্‌তি (র.) (৬৩২ হি.) দলীলুল আরেফীন উর্দূ পৃ. ৪২
[৩৩২]. শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.) (৬৭০ হি.) আসরারুল আউলিয়া, উর্দূ পৃ. ১১৬
[৩৩৩]. মাহবুবে এলাহী নিযাম উদ্দিন আউলিয়া (র.), (৭২৫ হি.), আফযালুল ফাওয়ায়েদ উর্দূ, পৃ.১২৬

অপর এক বর্ণনায় আছে যে, একদা তিনি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার পথে তার পাশ দিয়ে একজন চিনি বেপারী চিনি নিয়ে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করেন তোমার ঝুড়িতে কি?

ব্যাপারী হাস্যরস করে উত্তর দিল লবণ! তিনি বললেন, ঠিক আছে লবণ। একথা বলার সাথে সাথে ঝুড়িতে সব চিনি লবণ হয়ে গেল। সে গন্তব্যে পৌঁছে যখন ঝুড়ি খুলল তখন চিনির স্থলে লবণ পেল। লোকটি কেঁদে কেঁদে হযরতের দরবারে এসে বলল, অধমের ভুল হয়েছে যে, চিনিকে লবণ বলেছি, হুজুর এতে মূলত চিনিই ছিল। তিনি বললেন, আচ্ছা যাও বাবা ওখানে চিনিই ছিল। আবার সাথে সাথে লবণ চিনি হয়ে গেল।[৩৩৪]

১২. হযরত শেখ ফরিদ গঞ্জে শকর (র.)'র মা ছবুরা খাতুন (র.) পুত্রের শিক্ষা-দীক্ষা, দ্বীনদারী ও চরিত্র গঠনের দায়িত্ব নিজ তত্ত্বাবধানেই রাখলেন। শেখ ফরিদ (র.)'র শৈশব পার হয়ে কৈশোর আরম্ভ হলো তখন থেকে তাঁর মা নামাজের নিয়ম-কানুন শিখিয়ে নামাজের প্রতি আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করতেন। মা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্তে পাঁচবার পুত্রকে নামাজ পড়ানোর জন্য নিজ হাতে জায়নামাজ বিছিয়ে দিতেন এবং এর নীচে চিনির পুটলি বেঁধে দিয়ে ছেলেকে বলতেন, বাবা! যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে তারা জায়নামাজের নীচে চিনি পায়। তুমিও নামাজ পড়লে জায়নামাজের নীচে চিনি পাবে। বালক ফরিদ চিনির লোভে নিয়মিত নামাজ পড়তেন। কখনো নামাজ তরক করতেন না।

একদিন হঠাৎ কর্মব্যস্ততা বশত: জায়নামাজের নীচে চিনি রাখতে মা ভুলে গেলেন। ঐদিকে শেখ ফরিদ জায়নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। মায়ের স্মরণ হলে এসে দেখেন পুত্র নামাজে দন্ডায়মান। মা খোদার দরবারে ফরিয়াদ করেন, হে পরওয়ারদেগার! আজ যদি পুত্র নামাজ শেষে জায়নামাজের নীচে চিনি না পায় তবে আমি পুত্রের কাছে মিথ্যাবাদী হয়ে যাবো আর পুত্রও নামাজ বিমুখ হয়ে যাবে। আল্লাহ, তুমি আমাকে পুত্রের কাছে মিথ্যাবাদী বানিও না।

ইত্যবসরে পুত্র নামাজ শেষ করে জায়নামাজ তুলে দেখেন যে, প্রতিদিন মাত্র এক পুটলি চিনি পেতেন কিন্তু আজ পুরো জায়নামাজ পরিমাণ অংশ চিনিতে পূর্ণ। মা ছেলেকে জিজ্ঞেস করেন, চিনি পেয়েছো? ছেলে উত্তরে বললেন, মা! আজকে শুধু এক পুটলি চিনি নয় বরং পুরো চিনির খনি পেয়েছি। এভাবে অলৌকিক উপায়ে জায়নামাজের নীচে চিনি পেয়েছিলেন বলে সেইদিন হতে মা তাঁকে 'শকর গঞ্জ' বা চিনির খনি বলে আদর করে ডাকতেন। মায়ের দেওয়া এই আদরের নাম মৃত্যুপর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। পাড়া-প্রতিবেশী, দেশী-বিদেশী সকলেই তাঁকে ঐ নামেই ডাকতো।[৩৩৫]

১৩. হযরত যাকারিয়া মুলতানী ও জালাল উদ্দিন তিবরিযি (র.) (৭৪০ হি.)

হযরত শেখ আলী খুখরী (র.) একজন বুজর্গ দরবেশ ছিলেন। তিনি মুরীদ হওয়ার পর শেখ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানী (র.)'র নিকট এসে সাক্ষাতে ধন্য হয়ে এক গুহায় গিয়ে

---

[৩৩৪]. মাহবুবে এলাহী নিযাম উদ্দিন আউলিয়া, (৭২৫ হি.), তাযকেরায়ে ফরিদিয়্যাহর ভূমিকা, রাহাতুল কুলুব উর্দু, পৃ.২

[৩৩৫]. সাদেক শিবলী জামান, হযরত শেখ ফরিদ (র.), পৃ.৩

www.ahlesunnatbd.com

রিয়াজতে মশগুল হলেন। কিছুদিন পর শেখ যাকারিয়া মুলতানী (র.) তাঁকে দেখতে গেলেন। তখন আসরের সময় ছিল। তাঁদের মধ্যে কথোপকথনের এক পর্যায়ে শেখ আলী (র.) বললেন আপনার বরকতে আমার এতটুকু উন্নতি হয়েছে যে, আমি যদি এই ঘাসকে স্বর্ণ হতে বলি তবে স্বর্ণ হয়ে যাবে। একথা বলার সাথে সাথে ঘাস স্বর্ণ হয়ে গেল। শেখ সাহেব এটা দেখে অসন্তুষ্ট হয়ে চলে আসেন।

দ্বিতীয়বার যখন তিনি তাঁকে দেখতে যান তখন সন্ধ্যাবেলা ছিল। তিনি (আলী) চেরাগের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন, আলোকিত হয়ে যাও, তৎক্ষণাত চেরাগে আগুন জ্বলে আলোকিত হয়ে গেল। শেখ সাহেব অসহ্য হয়ে উঠে চলে আসার সময় বললেন-হে আলী! আমি তোমাকে দোয়া ও পেট (ক্ষুধা) উভয় দিয়েছি। তখন শেখ আলী (র.) ওখান থেকে উঠে বাজারে, অলিতে-গলিতে ঘুরা ফেরা আরম্ভ করে দেন। শুধু খায় আর দোয়া করে বেড়ায় কিন্তু পেট ভরে না। এ অবস্থায় দীর্ঘদিন অতিক্রম করার পর অসহ্য হয়ে তিনি দোয়ার মাধ্যমে এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য হযরত শায়খ জালাল উদ্দিন তিবরিযি (র.)'র খেদমতে লক্ষ্ণৌতে গিয়ে উপস্থিত হন। তিনি খুব খুশী মনে বললেন তুমি উত্তম সময়ে এসেছ। অতপর তার সামনে খাবার দিলে তিনি সব খাবার খেয়ে পেলেন এবং আরজ করলেন যে, আপনি আমার এ অবস্থা দূরীভূত হওয়ার জন্য দোয়া করুন।

শায়খ বললেন, যতক্ষণ আমার ভাই বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানী অনুমতি দিবে না ততক্ষণ পর্যন্ত আমি দোয়া করতে পারি না। একথা শুনে আলী খুখরী (র.) অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লেন যে, এতদূর থেকে অনুমতি আনার জন্য কে যাবে? এটাতো অনেক সময়ের ব্যাপার। অতপর হযরত জালাল উদ্দিন (র.) হযরত যাকারিয়া মুলতানী (র.)'র নিকট একটি চিঠি লিখেন যে, হযরত আলী খুখরীকে আপনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। এখন সে আমার কাছে এসেছে। যদি আপনার পক্ষ হতে অনুমতি হয় তাহলে তার জন্য আমি দোয়া করতে পারি। এতটুকু লিখে তিনি তাঁর মুসাল্লা'র নিচে চিঠি খানা রেখে দু'রাকাত নামাজ আদায় করে পত্রখানা নিয়ে দেখেন, পত্রের অপর পৃষ্ঠায় যাকারিয়া মুলতানী (র.)'র হাতের লিখায় লিখা আছে যে, আমি অনুমতি দিয়েছি। আপনি তার জন্য দোয়া করুন, যাতে আপনার দোয়ায় সে মুক্তি পায়। এটা দেখে তিনি তার জন্য দোয়া করেন এবং সে পূর্বাবস্থা ফেরৎ পায়।[৩৩৬]

১৪. হযরত মখদুম আশরাফ জাহাঁগীর সিমনানী (র.) (৮০৮ হি.)

হযরত মখদুম আশরাফ জাহাঁগীর (র.)'র জীবনী গ্রন্থ 'মাহবুবে ইয়াযদানী' নামক গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে মুফতি জালাল উদ্দিন আহমদ আমজাদী (র.) লিখেছেন যে, হযরত আশরাফ জাহাঁগীর (র.) একদা হিরাত থেকে ইয়াগিস্তান যাওয়ার পথে এমন জায়গায় পৌঁছেন যেখানে কয়েক দিন যাবৎ কোন আবাদীর (লোকালয়ের) নাম-নিশানাও মিলেনি। তিনদিন যাবৎ অনাহারে কাফেলা চলতেছে। সফর সঙ্গীরা অস্থির হয়ে ধৈর্য্যচুতি হয়ে পড়ল। হযরতকে অবহিত করা হলো যে, কাফেলার লোকেরা ক্ষুধায় চলতে অক্ষম হয়ে পড়েছে এবং সামনে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

---

৩৩৬. মাহবুবে এলাহী নিযাম উদ্দিন আউলিয়া (র.), আফযালুল ফওয়ায়েদ উর্দূ, পৃ. ৫১

হযরত সকলকে কোমর খুলে ফেলার আদেশ দিয়ে বললেন, কারো কাছে লোহার শিকল থাকলে আমার কাছে নিয়ে এসো। তালাশ করার পর একজন কলন্দর কোমর থেকে শিকল খুলে হযরতকে দেন। তিনি শিকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে লোহার শিকল স্বর্ণের শিকলে রূপান্তর হয়ে গেল।

তাঁর খাস খাদেম বাবা হোসাইনকে আদেশ করলেন যেন এই শিকল নিয়ে অল্প দূরে একটি বাজার আছে সেখানে বিক্রি করে তিন দিনের পানাহারের জিনিসপত্র কিনে নিয়ে আসে। আর যা কিছু থাকবে তা আমার কাছে ফেরৎ আনবে না বরং পানিতে নিক্ষেপ করবে।

বাবা হোসাইন হযরতের নির্দেশিত স্থানে গিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। কারণ এমন অরণ্য স্থান যেখানে বিগত তিনদিন যাবৎ কোন লোকালয় দেখেনি সেখানে এক বিরাট বাজার। অতপর বাজারে স্বর্ণ-রৌপার দোকানে গিয়ে ঐ শিকল বিক্রি করে তিন দিনের খাবার বস্তু কিনে সওয়ারীর পিঠে করে ফিরে আসেন। পথে অবশিষ্ট টাকা পানিতে নিক্ষেপ করেন আর কাফেলায় এসে হযরতকে এই বিষয়ে অবহিত করেন।[৩৩৭]

১৫. হযরত রাবেয়া ও শায়বান রাঈ (র.)

হযরত রারেযা আদুভীয়্যাহ (র.) একদা হযরত মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ প্রকাশ শায়বান রাঈ (র.)'র পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তাঁকে বলেছিলেন আমি হজ্বে যাওয়ার ইচ্ছে করেছি। তিনি (শায়বান) জামায় হাত দিয়ে কয়েকটি স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে বলেন এগুলো নাও এবং পথে খরচ করিও।

হযরত রাবেয়া (র.) শুন্যে হাত বাড়িয়ে দিলে পূর্ণ এক মুষ্টি স্বর্ণ তাঁর হাতে এসে যায়। অতপর বললেন হে শায়বান! তুমি পকেট থেকে নিয়ে খরচ কর আর আমি অদৃশ্য থেকে খরচ করি। এই কারামত দেখে শায়বান তাঁর সাথে কোন পাথেয় ছাড়া হজ্ব করেন।[৩৩৮]

১৬. হযরত মুহাম্মদ ইবনে আসলাম তুসী (র.)

হযরত মুহাম্মদ ইবনে আসলাম তুসী (র.) প্রায় মানুষ থেকে কর্জ নিয়ে ফকীর মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। একবার জনৈক ইহুদী পাওনা টাকা নিতে আসল কিন্তু তখন তাঁর নিকট কোন টাকা ছিল না। ঐ সময় তিনি বাঁশের কলম তৈরী করতেছিলেন। বাঁশের একটি টুকরা মাটি থেকে নিয়ে ইহুদীকে দিয়ে বলেন-এটিই নিয়ে যাও। ইহুদী বাঁশের টুকরা হাতে নিয়ে দেখে যে, সেটা স্বর্ণের টুকরায় পরিণত হয়েছে।[৩৩৯]

১৭. হযরত হাতেম আসেম (র.)

হযরত হাতেম আসেম (র.) সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ রাযী থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি হযরত হাতেম আসেম (র.) কে কখনো রাগ করতে দেখিনি। তবে একবার তিনি বাজারে যাচ্ছিলেন সাথে তাঁর এক শিষ্যের সাথে দোকানদারের পাওনা কর্জ নিয়ে

---

[৩৩৭]. মুফ্তি জালাল উদ্দিন আহমদ আমজাদী, বুযুর্গোঁকে আক্বীদে, উর্দূ, পৃ.৩১৩

[৩৩৮]. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০ হি.) জামে কারামাতে আউলিয়া, উর্দূ, পৃ. ৪৭৪

[৩৩৯]. শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র.) (৬৩৭ হি.), তাযকেরাতুল আউলিয়া, উর্দূ, পৃ. ১৪৫

www.ahlesunnatbd.com

বাদানুবাদ হলো। হযরত হাতেম আসেম (র.) রাগান্বিত হয়ে তাঁর চাদর মাটিতে নিক্ষেপ করেছেন। আর পুরো বাজারে স্বর্ণ ছড়িয়ে পড়ল। অতপর রাগান্বিত অবস্থায় দোকানদারকে বলেন তোমার কর্জ পরিমাণ স্বর্ণ উঠিয়ে নাও কিন্তু একটি দানাও বেশী নিলে তোমার হাত অবশ হয়ে যাবে। সে লোভে কিছু বেশী উঠিয়ে নিলে সাথে সাথে উভয় হাত অবশ্ হয়ে গেল।[৩৪০]

১৮. হযরত মাওলানা মুখলিছ উদ্দিন (র.)

হযরত মাওলানা মুখলিছ উদ্দিন (র.) একদা তাঁর শিষ্যদের নিয়ে কেথাও যাচ্ছিলেন। শিষ্যগণ পথে আখ গাছ থেকে আখওয়া ফল নিয়ে মাওলানার নিকট আনেন। তিনি বলেন তোমাদের হাতে কি খিরা? শিষ্যগণ উত্তর দিল না- এইগুলো আখওয়া ফল। মাওলানা বার বার বলতে লাগলেন না, না, এই গুলো খিরা। শিষ্যরা বলে- হযরত! আমরা নিজ হাতে আখ গাছ থেকেই নিয়েছি খিরা কেমনে হবে? তাছাড়া এটাতো খিরার মৌসুম নয়। মাওলানা বলেন আখওয়া, আচ্ছা এইগুলো আমাকে দাও। শিষ্যরা সবগুলো ফল তাঁকে দিয়ে দিলে তিনি ছুরি বের করে টুকরো টুকরো করে সবাইকে খেতে দিলেন। সবাই খেয়ে বলে- সতিই তো এইগুলো খিরা।[৩৪১]

১৯. মুহাম্মদ ইবনে আবুল হাসান বকরী (র.) (৯৯৪ হি.)

হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবুল হাসান বকরী (র.) একদিন ভ্রমণে বের হন। সঙ্গীদের একজনকে বললেন- আমাদের জন্য খাবার কিনে নিয়ে এসো। সঙ্গী বললেন- হুযূর! যার কাছে টাকা রয়েছে সে তো এখনো আসেনি। হযরত উত্তর দেন, আমাদের ভরণ-পোষণ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দায়িত্বে নয়। অতপর তিনি হাত বাড়িয়ে গাছের একটি পাতা ছিড়ে ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে দেন। সে দেখেন যে, এটি একটি দ্বীনার। তখন শেখ বললেন, যাও আমাদের জন্য খাবার নিয়ে এসো।[৩৪২]

২০. হযরত শেখ আহমদ আব্দুল হক (র.)

একদা হযরত শেখ আহমদ আব্দুল হক (র.) স্বীয় কক্ষে বসে আছেন। তাঁর একনিষ্ট শিষ্য হযরত বখতিয়ার তাঁর সামনে দন্ডায়মান। শেখ বলেন-বখতিয়ার কি দেখতেছ? বখতিয়ার বলেন, এর পরে আমি পুরো কক্ষ স্বর্ণে ভরা দেখতে পাই। এরপর শেখ বলেন- বখতিয়ার! যদি প্রয়োজন হয় তাহলে এখান থেকে কিছু নিয়ে যাও। আমি বললাম, হযরত! আমার এইগুলোর প্রয়োজন নাই। পুনরায় শেখ বলেন-আচ্ছা এখন দেখো। এরপর দেখলাম কক্ষ পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক হয়ে গেল।[৩৪৩]

---

[৩৪০]. শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র.) (৬৩৭ হি.) তায্‌কেরাতুল আউলিয়া, উর্দূ পৃ.১৪৯
[৩৪১]. শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) (১০৫২ হি.) আখবারুল আখইয়ার, উর্দু, পৃ. ২০৩
[৩৪২]. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০ হি.) জামে কারামতে আউলিয়া উর্দু, পৃ. ৭৮২
[৩৪৩]. শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) (১০৫২ হি.) আখবারুল আখইয়ার, উর্দূ, পৃ.৪৮০

পশু-পাখির আনুগত্য

০১. হযরত আবু হুরাইরা (রা.) (৫৭ হি.)

আল্লামা মুনাদী (র.) তাঁর 'তাবকাতে কুবারা' নামক গ্রন্থে বলেন, নিম্ন বর্ণিত ঘটনাটি তিনি তারীখে ইবনে নাজ্জার ও রাহলা ইবনুস সালাহ থেকে শাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ আল্লামা যানজানী (র.)'র উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন– তিনি বলেন, শায়খ আবু ইসহাক সিরাজী (র.) এই ঘটনা কাজী আবু তৈয়্যব (র.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (কাজী আবু তৈয়্যব) বলেন, আমরা বাগদাদের জামে মনসুর-এ অনেক আহলে ইল্‌মগণের বির্তক সভায় উপস্থিত ছিলাম। একজন খোরাসানী যুবক এসে 'মাস্‌আলায়ে মুসাররাত' সম্পর্কে প্রশ্ন করল এবং এর পক্ষে দলীল বা প্রমাণ তলব করল। অতপর বুখারী ও মুসলিম শরীফে এই বিষয়ে বর্ণিত হযরত আবু হোরাইরা (রা.)'র হাদিস খানা দলীল হিসেবে পেশ করলে খোরাসানী যুবকটি বলল, হযরত আবু হোরাইরা (রা.)'র হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তিনি মুজতাহিদ রাবী নন। বর্ণনাকারী বলেন, যুবক একথা শেষ করতে পারেনি হঠাৎ ছাদ থেকে একটি বিষাক্ত সাপ তার উপর পতিত হল। এতে ভয়ে সবাই পালাতে লাগল। কিন্তু সাপ শুধু ঐ যুবককে আক্রমণের উদ্দেশ্যে তাড়া করতেছে। ওখানে উপস্থিত কিছু লোক ঐ যুবককে বলল, বাঁচতে চাইলে তাওবা কর। কেননা এখনই তুমি হযরত আবু হোরায়রা (রা.)'র রেওয়ায়াতে সন্দেহ পোষন করেছ এটা তারই শাস্তি। অতপর যুবকটি তাওবা করলে সাপটি পিছন থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়।[৩৪৪]

০২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) ৭৩ হি.

ইবনে আসাকের (র.) বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) একদা ভ্রমণে বের হলেন। পথিমধ্যে দেখেন পথিকরা রাস্তায় একত্রিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং সামনে রাস্তায় একটি হিংস্র বাঘ দাঁড়িয়ে রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে। তিনি সওয়ারী থেকে নেমে বাঘের নিকট গিয়ে বাঘের কান ধরে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিলেন এবং বলেন-রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, মানুষ যদি আল্লাহকে ভয় করে তাহলে আল্লাহ কাউকে তাঁর উপর ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ দেন না।[৩৪৫]

০৩. হযরত মাসলামা ইবনে মাখলাদ (রা.)

হযরত মাসলামা ইবনে মাখলাদ (রা.) মিশর এবং আফ্রিকার আমীর ছিলেন। তিনি যখন আফ্রিকার এক উপত্যকায় তাশরীফ নিলেন এবং সেখানে থাকার মনস্থ করলেন তখন

---

৩৪৪. আল্লামা কামাল উদ্দিন দুমাইরী, হায়াতুল হাইওয়ান, উর্দূ, খন্ড ২য়, পৃ.২৪৮, আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.), (১৩৫০ হি.) জামে কারামাতে আউলিয়া, উর্দু, পৃ. ৩৮২

৩৪৫. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০ হি.), জামে কারামাতে আউলিয়া, উর্দূ, পৃ. ৪২৭, আবু নঈম ইস্পাহানী, দালায়েলুন নবুয়্যত, উর্দূ, পৃ. ৫২০।

লোকেরা বলল- এই উপত্যকায় অসংখ হিংস্র জানোয়ার ও বিষাক্ত সাপ রয়েছে। তিনি হিংস্র জানোয়ার ও সাপকে সম্বোধন করে আদেশ দিলেন যে, তোমরা এই উপত্যকা থেকে বেরিয়ে যাও। হিংস্র জন্তু ও সাপগুলো তাদের নিজ নিজ বাচ্চাদের নিয়ে উপত্যকা ছেড়ে চলে গেল।[৩৪৬]

০৪. হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.)

হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)'র খালত ভাই হযরত উক্‌বা ইবনে আমের ইবনে নাফে' (রা.) যখন আফ্রিকা জয় করেন তখন কিরওয়ান নামক স্থান যেখানে অসংখ্য সাপ ছিল সেখানে গিয়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন- হে এই উপত্যাকার বাসিন্দারা! আমরা এই এলাকায় বসবাস করবো। সুতরাং তোমরা এই এলাকা খালি করে দাও। তাঁর এই ঘোষণার পর এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখা গেল। প্রত্যেক পাথর ও গাছের শিকড়ের নিচ থেকে অসংখ্য সাপ বের হয়ে অন্য এলাকায় চলে যায়। যখন পুরো এলাকা সাপমুক্ত হলো তখন তিনি সঙ্গীদের বললেন, বিসমিল্লাহ্ এখন বসবাস করো। হযরত উক্‌বা ইবনে আমের মুস্তাজাবুত দাওয়াত ছিলেন।[৩৪৭]

০৫. হযরত সফীনা (রা.)

আল্লামা ইবনে আসীর (র.) স্বীয় প্রসিদ্ধ কিতাব, اسد الغابہ এর মধ্যে হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন-রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আযাদকৃত গোলাম হযরত সফীনা (রা.) আমাকে বলেছেন যে, আমি একদা নৌকায় চড়ে যাচ্ছিলাম। নদীর মধ্যে নৌকা ভেঙ্গে গেল। আমি নৌকার একটি টুকরার উপর আশ্রয় নিলাম। ঐ টুকরা আমাকে নিয়ে নদীর তীরে আসলে আমি তীরে উঠে গেলাম। হঠাৎ আমার সামনে হিংস্র বাঘ উপস্থিত। আমি বললাম হে বাঘ! আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আযাদকৃত গোলাম সফীনা। এ কথা শুনে বাঘ গর্দান ঝুকে দিল। সে তার পার্শ্বদেশ ও গর্দান দিয়ে সাহায্য করল এবং জনপদ পর্যন্ত আমাকে পৌঁছে দিল। আমি যখন রাস্তায় পৌঁছে গিয়েছি সে একটা শব্দ করল তখন আমি বুঝে গেলাম যে, সে আমাকে বিদায় জানাচ্ছে।[৩৪৮]

০৬. হযরত মাইমুনা ওয়ালীদ (রা.)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (র.) বলেন, আমি তিন রাত পর্যন্ত আল্লাহ'র দরবারে দোয়া করছি যে, হে আল্লাহ! আমাকে অবহিত করুণ যে, জান্নাতে আমার সাথী কে হবেন? তৃতীয় রাতে আমার কাছে একটি গায়েবী আওয়াজ আসল যে, জান্নাতে তোমার সাথী হবে

---

৩৪৬. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০ হি.) জামে কারামাতে আউলিয়া, উর্দূ, পৃ. ৪৫৭

৩৪৭. আল্লামা কামাল উদ্দিন দুমাইরী, হায়াতুল হাইওয়ান, উর্দূ, খন্ড ২য়, পৃ.২৫

৩৪৮. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০ হি.), জামে কারামাতে আউলিয়া, উর্দূ, পৃ. ৪১১, আল্লামা আব্দুর রহমান জামী (৮৯৮ হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়্যত, উর্দূ, পৃ. ৩৮৫, আবু নঈম ইস্পাহানী (র.), দালায়েলুন নবুয়্যত, উর্দূ, পৃ. ৫২০,

www.ahlesunnahbd.com

মাইমুনা ওয়ালীদ, যিনি কূফায় থাকেন। আমি কূফায় গিয়ে তার খোঁজ নিলাম। লোকেরা বলল- সেই তো এক পাগল মহিলা। সে দিনে ছাগল চড়ায় এবং সন্ধ্যায় ফিরে আসে।

আমি চারণ ভূমির সন্ধান নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে দেখি মাইমুনা নামাজ পড়তেছেন আর ছাগলের পাল ও কয়েকটি বাঘ একত্রে মিলেমিশে চড়তেছে। ছাগলগুলো বাঘকে ভয় পাচ্ছে না এবং বাঘও ছাগলের উপর আক্রমণ করছেনা। আমি সেখানে বসে গেলাম। ইত্যবসরে মাইমুনা সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করে বলেন- হে আব্দুল্লাহ! ওয়াদা তো জান্নাতে সাক্ষাৎ হওয়ার, এখানে নয়। আমি বললাম, তোমাকে আমার নাম কে বলল? তিনি বলেন যিনি তোমাকে আমার ঠিকানা বলেছেন তিনিই তোমার নাম আমাকে বলেছেন। আমি বললাম– আচ্ছা বলতো এই বাঘগুলো এই ছাগল পালের সাথে কখন থেকে চুক্তি করেছে। সে বলল- যখন থেকে মাইমুনা খোদার সাথে চুক্তি করেছে তখন থেকে।[৩৪৯]

০৭. হযরত জয়নুল আবেদীন (র.)

হযরত জয়নুল আবেদীন (র.) একদিন তাঁর খাদেম, আওলাদ ও অন্যান্য লোকদের নিয়ে এক ময়দানে তাশরীফ আনেন এবং ছাশতের (সকালের) নাস্তা বা খাবার খাওয়ার জন্য দস্তরখানা বিছায়েছেন। সেখানে একটি হরিণ এসে দাঁড়িয়ে রইল। তিনি হরিণের দিকে মুখ করে বললেন, আমি আলী ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবি তালেব, আর আমার মা হলেন ফাতেমা বিনতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তুমি চলে এসোএবং আমাদের সাথে নাস্তা খাও। হরিণ আসল এবং তাঁর সাথে চাহিদা মত খেয়ে একদিকে চলে গেল। খাদেমগণের মধ্যে একজন বলল, হরিণকে আর একবার ডাকুন। তিনি বললেন, আমি হরিণকে আশ্রয় দিয়েছি তোমরা তা নষ্ট করোনা। তারা বলল, আমরা কখনো তা বিনষ্ট করবোনা।

তিনি বলেন, আমি আলী ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবু তালেব, আমার মা ফাতেমা বিনতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হরিণ আবার চলে আসল এবং দস্তর খানার নিকট দাঁড়িয়ে খেতে আরম্ভ করল। খাদেমগণের মধ্যে একজন হরিণের পিঠে হাত রাখলে হরিণ পালিয়ে যায়। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার আশ্রয় নষ্ট করে দিয়েছ। এখন আমি তোমাদের সাথে কোন কথা বলবোনা।[৩৫০]

০৮. একদিন হযরত জয়নুল আবেদীন (র.) সঙ্গীদের নিয়ে এক জঙ্গলে বসে আছেন। হঠাৎ একটি হরিণী এসে তাঁর নিকটে দাঁড়িয়ে মাটিতে পা রেখে জোরে চিৎকার করতে লাগল। উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন, হে ইবনে রাসূল! এই হরিণী কি বলতেছে?

তিনি বললেন, সে বলতেছে যে, অমুক কুরাইশী গতকাল আমার বাচ্চা উঠিয়ে নিয়ে যায়। আমি গতকাল থেকে বাচ্চাকে দুধপান করাতে পারিনি।

---

[৩৪৯]. মাওলানা আবুন নূর বশীর, সাচ্চি হেকায়াত, উর্দূ খন্ড ৩, পৃ.৮৯

[৩৫০]. আব্দুর রহমান জামী (র.), (৮৯৮ হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়্যত, উর্দূ, পৃ. ৩১২

একথা শুনে উপস্থিত কয়েকজনের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হল। তিনি ঐ কুরাইশীকে ডেকে পাঠান। সে আসলে তিনি তাকে বললেন, এই হরিণী অভিযোগ করতেছে যে, তুমি এর বাচ্চা তুলে নিয়ে এসেছ ফলে এখন পর্যন্ত সে দুধপান করাতে পারেনি। এখন হরিণী আমার কাছে আবেদন করতেছে যে, আমি যেন তোমাকে তার বাচ্চা ফেরৎ দিতে বলি, যাতে সে তার বাচ্চাকে দুধ পান করাতে পারে। দুধপান করানোর পর সে বাচ্চা ফেরৎ দিয়ে যাবে। কুরাইশী গিয়ে বাচ্চা এনে দিলে হরিণী দুধপান করায়। অতপর তিনি কুরাইশীকে বললেন, তুমি বাচ্চাটা ছেড়ে দাও। সে বাচ্চা ছেড়ে দেয়। তিনি মা সহ বাচ্চাকে মুক্ত করে দিলে হরিণী উচ্চস্বরে আওয়াজ করে করে চলে যায়। উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করল হে ইবনে রাসূল! হরিণী কি বলতেছে? তিনি বললেন, সে তোমাদেরকে উচ্চস্বরে جزاك الله خيرا 'আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন' বলে দোয়া করতেছে।[৩৫১]

০৯. হযরত ইমাম আলী রজা (র.) (২০২ হি.)

জনৈক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন, একদিন হযরত ইমাম আলী রজা (র.)'র সাথে আমি এক বাগানে কথা বলতেছি। হঠাৎ একটি পাখি এসে মাটিতে লুঠে পড়ল এবং অস্থির অবস্থায় আহাজারী করতে লাগল। তিনি বললেন, এই পাখিটি কি বলতেছে তুমি জান? আমি বললাম, আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ইবনে রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, এটি বলতেছে যে, এই ঘরে একটি সাপ ডুকেছে। সে চাচ্ছে আমার বাচ্চাগুলো খেয়ে ফেলতে। তিনি আমাকে বললেন, উঠ, ঐ ঘরে গিয়ে সাপকে মেরে ফেল। আমি গিয়ে দেখি সাপ চক্কর কাটতেছে। আমি সাপটি মেরে ফেললাম।[৩৫২]

১০. হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী (র.) (২৫৮ হি.)

হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী হাকীম তিরমিযি (র.) ইমাম বুখারী (র.)'র সমসাময়িক একজন উচুঁ মাপের আলেম, প্রসিদ্ধ ইমাম এবং হাদিস বর্ণনাকারী সূফী তথা অলি ছিলেন। তাঁর সমসাময়িকগণ যখন তাঁকে কুফুরী ফতোয়া দিয়ে বিরোধিতা করতে লাগলেন, তখন তিনি তাঁর যাবতীয় কিতাব একত্রিত করে নদীতে নিক্ষেপ করলে একটি মাছ কিতাবগুলো খেয়ে ফেলে। কয়েক বছর পর মাছটি পুনরায় নদীর তীরে কিতাবগুলো রেখে যায় আর লোকেরা তা থেকে উপকৃত হয়। তিনি ২৫৮ হি. সনে ইন্তেকাল করেন।[৩৫৩]

১১. হযরত সুফিয়ান সওরী (র.) (১৬১ হি.)

হযরত সুফিয়ান সওরী (র.) বলেন-আমি এবং হযরত শায়বান রাঈ হজ্বের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। রাস্তায় এক জায়গায় একটি বাঘ উপস্থিত। আমি শায়বান কে বললাম, দেখ এই কুকুর আমাদের রাস্তায় প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছে। তিনি বললেন-সুফিয়ান ভয়ের প্রয়োজন নাই। হযরতের কথা শুনে বাঘে পালিত কুকুরের মতো লেজ নাড়াচ্ছে। হযরত শায়বান (র.)

---

[৩৫১]. আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮ হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়্যত, উর্দূ,পৃ. ৩১৩

[৩৫২]. আব্দুর রহমান জামী (র.) (৯৮৯ হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়্যত, উর্দূ, পৃ. ৩৫০

[৩৫৩]. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.), (১৩৫০ হি.), জামে কারামাতে আউলিয়া, উর্দূ, পৃ. ৪৭৭,

বাঘের নিকটে গিয়ে কান ধরে বাঘকে তাড়িয়ে দিলেন। আমি বললাম, এই কারামত দেখিয়ে কি তুমি প্রসিদ্ধ হতে চাও? তিনি বললেন, সুফিয়ান! এতে প্রসিদ্ধ হওয়ার কি আছে? আমি প্রসিদ্ধ লাভ করা পছন্দ করি না। যদি প্রসিদ্ধ লাভ করা পছন্দ করতাম তাহলে আমার সমস্ত মাল-পত্র বাঘের পিঠে করে মক্কা পর্যন্ত নিয়ে যেতাম।

শায়বান যখন জুমা'র নামাজ আদায়ের জন্য শহরে চলে যেতেন তখন ছাগলের পালের চর্তুদিকে খত টেনে সীমা করে দিতেন। ফলে বকরীর দল ঐ সীমানার বাইরে যেতো না এবং কোন হিংস্র জন্তু বা মানুষ তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত ঐ সীমানা অতিক্রম করতে পারতো না।[৩৫৪]

১২. হযরত বায়োজিদ বোস্তামী (র.) (২৬১ হি.)

একবার হযরত বায়োজিদ বোস্তামী (র.)কে মুরীদগণ জিজ্ঞেস করলেন যে, হুযূর! মা'রফতের পথে আপনার পীর কে? উত্তরে তিনি বললেন, এক বৃদ্ধা আমার পীর। মুরীদগণ জিজ্ঞেস করলেন তা কিভাবে? তিনি বললেন– আমি তখন এক মরুভূমিতে অবস্থান করতেছিলাম। এক বৃদ্ধা মাথায় আটার পাত্র নিয়ে এসে আমাকে বলল, আমার এই আটার পাত্রটি আমার ঘরে একটু পৌঁছিয়ে দাও। আমি তখন একটি সিংহকে ডেকে বৃদ্ধার আটার পাত্রটি সিংহের পিঠে তুলে দিয়ে বৃদ্ধাকে বললাম, যাও, এটি তোমার ঘর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবে। তারপর বৃদ্ধাকে বললাম, আচ্ছা কেউ যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে যে, এভাবে একটি দুর্দান্ত সিংহকে তুমি কিভাবে বশে আনতে পারলে, তবে তুমি কি উত্তর দেবে? বৃদ্ধা বলল, আমি বলবো, মরুভূমির এক পাপী দূরাচার এই কৃতিত্ব দেখায়েছে। অতপর বৃদ্ধা আমাকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা বলত। এভাবে সিংহের দ্বারা আমাকে সাহায্য করার তোমার উদ্দেশ্যটা কি? তুমি দেখাতে চাও যে, মারফতের জগতে তুমি একজন কামেল ব্যক্তি, এই তো! কিন্তু বলতো! এটাই কি কামালিয়াতের নিদর্শন? আর তাছাড়া একটি অবোধ বন্য পশুকে এভাবে বোঝা বহণ করতে বাধ্য করা কি ন্যায় সঙ্গত কাজ? তুমি তো সেই জালেমের মত; যে গায়ের জোরে অন্যের উপর কর্তৃত্ব চালায়।

তখন হযরত বায়েজিদ বলেন, বৃদ্ধার এই কথা শুনে আমার অন্তরে এক নতুন চিন্তার উদ্রেক হল। আমি বুঝতে পারলাম রিয়া'র মাধ্যমে কোনদিন মারফত হাসিল হয় না। আর বন্য পশুকে বশ করতে পারাই কোন মারফত নয়। যেহেতু সে বৃদ্ধা-ই আমার সামনে মারফতের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছিলেন, সেই জন্য তখন হতে আমি তাকেই আমার মোর্শিদ রূপে মনে করি। মারফত শাস্ত্রে তিনিই আমার পীর।[৩৫৫]

১৩. হযরত যূননূন মিশরী (র.)

হযরত যূননূন মিশরী একদা নৌকাযোগে যাত্রাপথে এক ব্যবসায়ীর মূর্তি হারিয়ে গেলে তাঁকে চুরির সন্দেহে লাঞ্ছিত করে। তিনি আসমানের দিকে চোখ তুলে বলেন-হে আল্লাহ!

---

[৩৫৪]. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০ হি.) জামে কারামাতে আউলিয়া, উর্দূ, পৃ.৪৭৪

[৩৫৫]. শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র.), (৬৩৭ হি.), তাযকেরাতুল আউলিয়া, উর্দূ, পৃ. ৯২, ২১১

তুমি জান যে, আমি কখনো চুরি করিনি। এমন সময় নদী থেকে হাজারো মাছ মুখে একটি একটি স্বর্ণের মুতি নিয়ে প্রকাশিত হল। তিনি একটি মাছের মুখ থেকে একটি মুতি নিয়ে ঐ ব্যবসায়ীকে দেন। এই কারামত দেখে সকল আরোহী তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়। এ কারণেই তাঁকে "যুননূন" তথা মাছওয়ালা বলা হয়।[৩৫৬]

১৪. হযরত যুন্‌নূন মিশরী (র.) একদা জাহাজে করে যাচ্ছেন। সঙ্গে অনেক ব্যবসায়ীও ছিল। হঠাৎ জাহাজ ডুবে যাচ্ছে দেখে তিনি দোয়া করেন। ফলে জাহাজ ডুবল না। জাহাজ যখন নিরাপদ স্থানে পৌঁছল তখন উপস্থিত একজনের একটি দীনার হারিয়ে গেল। সবাই একমত হয়ে বলতে লাগল যে, দীনার এই দরবেশ ছাড়া আর কেউ নেয়নি। সবাই তাঁর বিরোদ্ধে মিথ্যারোপ করেছে। তাঁর পক্ষে বলার কোন লোক নেই। তিনি হতবাক হয়ে আসমানের দিকে মুখ তুলে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন হে আল্লাহ! যদি আমার তাওবা কবুল হয়ে থাকে তাহলে এই ব্যক্তির দীনার যেন ফিরে পায়, যাতে আমি এই মিথ্যা অপবাদ থেকে রক্ষা পাই।

এই দোয়া শেষ করতে না করতেই দেখা গেল সমুদ্রের প্রত্যেকটি মাছ মুখে একটি করে স্বর্ণের আশরাফী নিয়ে পানির উপর ভেসে উঠে হযরত যুন্‌নূন মিশরী (র.)'র সামনে উপস্থিত। এ অবস্থা দেখে সবাই তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করল আর তিনি একটি মাছের মুখ থেকে একটি আশরাফী নিয়ে ঐ ব্যক্তির দিকে নিক্ষেপ করে চলে গেলেন।[৩৫৭]

১৫. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.) (১৮১ হি.)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.) কে তালাশ করার জন্য তাঁর মা তাঁকে খোঁজতে খোঁজতে দেখেন তিনি একটি গোলাপ ফুলের গাছের নীচে ঘুমাচ্ছেন আর একটি বিষধর সাপ ফুল গাছের শাখা দিয়ে তাঁর শরীর থেকে মাছি তাড়াচ্ছে।[৩৫৮]

১৬. হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (র.) (২৬২ হি.)

হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (র.) একদা দাজলা নদীর পাড়ে বসে কাপড় সেলাই করছেন। এক ব্যক্তি পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁকে হেয় করে বলল বলখের বাদশাহী ছেড়ে কী পেলেন আপনি? এতদশ্রবণে তিনি হাতের সূঁইটি নদীতে নিক্ষেপ করে ইশারা করলেন। সাথে সাথে নদীর সমস্ত মাছ মুখে স্বর্ণের সুঁই নিয়ে উপস্থিত। তিনি বললেন স্বর্ণের সুঁই নয় আমার সুঁই চাই।

এ কথা বলামাত্র পেছন থেকে অন্য একটি মাছ তাঁর নিক্ষিপ্ত সুঁই তাঁকে এনে দিয়ে নদীতে চলে গেল। তখন তিনি প্রশ্নকারীকে বললেন দেখ; বলখের বাদশাহী ছেড়ে দিয়ে যে মর্যাদা আমি পেয়েছি তম্মধ্যে এটাই সর্বনিম্ন।[৩৫৯]

---

[৩৫৬]. শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র.) (৬৩৭ হি.), তায্‌কেরাতুল আউলিয়া, উর্দু, পৃ.৭৩
[৩৫৭]. মাহবুবে এলাহী হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়া (র.) (৭২৫ হি.) আফযালুল ফওয়ায়েদ উদূ, পৃ. ১৩
[৩৫৮]. শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র.) (৬৩৭ হি.) তায্‌কেরাতুল আউলিয়া, উর্দু, পৃ. ১০৭
[৩৫৯]. মাহবুবে এলাহী নিযাম উদ্দিন আউলিয়া (র.), (৭২৫ হি.) আফযালুল ফাওয়ায়েদ উর্দূ, পৃ. ৩৩

www.ahlesunnatbd.com

১৭. হযরত আবুল হাসান খারকানী (র.) (৪৩৫ হি.)

হযরত আবুল হাসান খারকানী (র.)'র উচ্চ মর্যাদার কথা শুনে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে হযরত আবু আলী সীনা খারকানে তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন, শেখ কোথায়? স্ত্রী বলেন। তুমি একজন মিথ্যুক যিন্দীককে শেখ বলতেছ? তিনি কোথায় আমি জানিনা।

তবে এতটুকু জানি যে সে আমার জন্য জঙ্গল থেকে লাকড়ি আনতে গিয়েছে। এ কথা শুনে আবু আলী সীনা মনে মনে ভাবেন যে, তাঁর স্ত্রী-ই তাঁর সম্পর্কে এমন কটুক্তি উচ্চারণ করেছে, না জানি তিনি কত বড় মন্দ লোক। অথচ তাঁর কত সুনাম ও প্রশংসা শুনে আগ্রহ নিয়ে সাক্ষাতের জন্য এসেছি। অতপর তাঁকে খোঁজার জন্য জঙ্গলের দিকে রওয়ানা দিলে পথে দেখেন যে, তিনি বাঘের পিঠে লাকড়ির বোঝা তুলে দিয়ে নিয়ে আসতেছেন। এ অবস্থা দেখে আবু আলী সীনা ভাবনায় পড়ে যান এবং কদম বুচী করে আরজ করেন- আল্লাহ তায়ালা আপনাকে এত উচুঁ মকাম দান করেছেন অথচ আপনার স্ত্রী আপনার সর্ম্পকে মন্দ কথা বলেছেন, এর কারণ কি? তিনি উত্তর দিলেন- যদি এমন বকরীর (স্ত্রীর) বোঝা আমি বহন করতে না পারি তাহলে এই বাঘ আমার বোঝা কিভাবে বহন করতো? অর্থাৎ স্ত্রীর কটুক্তি ও জ্বালাতন সহ্য করার কারণেই আল্লাহ হিংস্র জন্তুকেও তাঁর বাধ্যগত করে দিয়েছেন।[৩৬০]

১৮. হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬০ হি.)

শেখ আবুল হাসান আলী ইবনে আহমদ অসুস্থ হলে তাঁর সেবা'র উদ্দেশ্যে শেখ মুহি উদ্দিন আব্দুল কাদের (র.) তাঁর ঘরে তাশরীফ নেন। তাঁর ঘরে ছিলো একটি নারী কবুতর ও একটি কমরী (পাখি)। তখন তিনি শেখের নিকট আরজ করলেন যে, এই কবুতরী বিগত ছয় মাস যাবৎ ডিম দিচ্ছে না আর এই পাখি নয় মাস থেকে শব্দ করতেছে না।

অতপর শেখ কবুতরের নিকট গিয়ে বলেন মালিকের উপকার কর আর কমরীর নিকটে গিয়ে বলেন নিজের সৃষ্টিকর্তার তাসবীহ্ পড়। এ কথা বলামাত্র পাখি বলতে লাগল। এমনকি পাখির শব্দ শুনে বাগদাদের লোক একত্রিত হতে লাগল। আর কবুতরী তখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ডিম দিয়েছিল।[৩৬১]

১৯. হযরত শেখ আবুল গাইস (র.) (৬৫১ হি.)

শেখ আবুল গাইস (র.) একদা লাকড়ি খুজঁতে জঙ্গলে যান তিনি লাকড়ি খুঁজতেছেন এদিকে এক হিংস্র প্রাণী এসে তাঁর গাধাকে মেরে ফেললো। তিনি এই দৃশ্য দেখে ঐ হিংস্র প্রাণীটিকে লক্ষ্য করে বললেন, খোদার ইজ্জতের শপথ! আমি লাকড়ির বোঝা তোমার কোমরে লটকিয়ে নিয়ে যাবো। অতপর হিংস্র প্রাণীটি এ কথা শুনে তাঁর নিকটে এসে কোমার ঝুঁকিয়ে দিল আর তিনি লাকড়ির বোঝা হিংস্র প্রাণীর উপর তুলে দিয়ে শহরে নিয়ে গিয়ে প্রাণীর পিঠ থেকে লাকড়ির বোঝা নামিয়ে বিদায় দেন।[৩৬২]

---

[৩৬০]. শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র.) (৬৩৭ হি.), তাযকেরাতুল আউলিয়া, উর্দু, পৃ. ৩১১
[৩৬১]. আবুল হাসান শাত্নূফী (র.) (৭১৩ হি.), বাহ্জাতুল আস্রার, উর্দু, পৃ.২৩১
[৩৬২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫০

২০. হযরত মালেক ইবনে দীনার (র.)

হযরত মালেক ইবনে দীনার (র.) একদা নদী পথে নৌকা যোগে কোথাও যাচ্ছিলেন। নদীর মধ্যখানে পৌঁছলে মাঝি ভাড়া চাইলে তিনি বলেন- আমার কাছে দেবার মত কিছুই নেই। মাঝি তাঁকে অকথ্য ভাষায় গাল-মন্দ করলে তিনি লজ্জায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে এলে মাঝি পুনরায় ভাড়া চেয়ে বলে- এবার ভাড়া না দিলে তোমাকে নদীতে নিক্ষেপ করবো। এমন সময় হঠাৎ কিছু মাছ মুখে একটি করে দীনার নিয়ে পানির উপরে ভেসে উঠে চলন্ত নৌকার পাশে এসে গেছে। তিনি একটি মাছের মুখ থেকে একটি দীনার নিয়ে ভাড়া আদায় করেন। মাঝি এ অবস্থা দেখে তাঁর কদমে লুঠে পড়ে ক্ষমা চায়। তিনি নৌকা থেকে নেমে পানির উপর দিয়ে চলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এ কারণে 'দীনার' তাঁর নামের অংশে পরিণত হয়েছে।[৩৬৩]

২১. হযরত আব্দুল্লাহ খফীফ (র.)

একদা হযরত আব্দুল্লাহ খফীফ (র.) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, আপনি এই দৌলত (বুজুর্গী) কোথা হতে পেলেন? উত্তরে বলেন, একজন দরবেশের সেবা করে পেয়েছি। তিনি যা বলতেন তা আমি মাথা পেতে নিতাম। একদিন ঐ দরবেশ আমাকে বললেন, তুমি গিয়ে অমুক দরবেশকে আমার সালাম দিও আর আগামীকাল আমার পীরের ওরছ সেখানে তাঁকে আমার পক্ষ থেকে দাওয়াত দিও। এই দরবেশ যেখানে থাকতেন সেখানে যাওয়ার পথে হিংস্র বাঘের আক্রমণের ভয় ছিল। তিনি হয়তো আমাকে আদেশ পালন করি কিনা পরীক্ষা করার জন্য এ আদেশ দিয়েছেন।

অতপর আদেশ পালনার্থে রওয়ানা হলাম। পথে ঠিকই হিংস্র বাঘ আক্রমণের উদ্দেশ্যে উপস্থিত। বাঘকে বললাম, আমি আমার পীরের আদেশ পালনের জন্য অমুক দরবেশের নিকট যাচ্ছি। আমাকে রাস্তা দাও। এ কথা শুনে বাঘ আদবের সাথে চলে গেল। আমি দাওয়াত দিয়ে পীরের নিকট আসলে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে দ্বীন-দুনিয়ার উভয় জগতের কামিয়াবীর জন্য দোয়া করেন।[৩৬৪]

২২. হযরত মনচুর বাতাইহী (র.)

শেখ মনচুর বাতাইহী (র.) একদা জঙ্গলে এমন এক হিংস্র বাঘের নিকট দিয়ে গমণ করছিলেন যেটি এক যুবককে আক্রমণ করে হাতের বাহুকে দু'টুকরা করে ফেলেছে। তিনি বাঘের নিকট গিয়ে বাঘের কান ধরে বলেন-আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমার প্রতিবেশীর ধারে কাছেও আসবেনা? বাঘ অনুগত হয়ে যুবককে ছেড়ে দেয়। শেখ বাঘকে বলেন আল্লাহর হুকুমে মরে যাও। সাথে সাথে বাঘ মরে মাটিতে পড়ে যায়।

শেখ যুবকের পৃথক হয়ে যাওয়া হাত তুলে নিয়ে স্বস্থানে লাগিয়ে দেন এবং সে এমন সুস্থ হয়ে যায় যেন কোন আঘাতও হয়নি। যুবক ভাল হয়ে নিজের ঐ হাতেই বাঘের চামড়া খুলেছে।[৩৬৫]

---

[৩৬৩]. শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র.) (৬৩৭ হি.), তায্‌কেরাতুল আউলিয়া, উর্দূ, পৃ.২১

[৩৬৪]. শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শেকর (র.) (৬৭০ হি.) আসরারুল আউলিয়া, উর্দু, পৃ.৪৩

[৩৬৫]. আবুল হাসান শাতনূফী (র.), বাহজাতুল আসরার, উর্দু, পৃ. ৪১৮

২৩. হযরত শেখ মদীন (র.)

শেখ মদীন (র.) একদা পশ্চিমাঞ্চলের এক গ্রাম দিয়ে অতিক্রম করার সময় দেখেন একটি বাঘ গাধাকে শিকার করে খাচ্ছে। গাধার মালিক দূরে দাঁড়িয়ে অভাবের তাড়নায় কাঁদতেছে। তারপর শেখ এসে বাঘের মাথার চুল ধরে লাঞ্ছিত করে গাধার মালিককে ডেকে নিকটে আনেন। তিনি মালিককে বলেন-এটাকে ধর, এবং তোমার গাধার কাজে ব্যবহার কর।

সে বলল-আমি এটাকে ভয় পাচ্ছি। তিনি বলেন-ভয় করোনা, তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তারপর সে বাঘ নিয়ে চলে যায় লোকেরা চেয়ে রইল। সন্ধ্যা হলে বাঘ নিয়ে শেখের নিকট এসে বলে আমি এটাকে ভীষণ ভয় পাচ্ছি। যেদিকে আমি যাই বাঘ আমার পিছে পিছে চলে আসে। তিনি বলেন-কোন অসুবিধা নেই। তারপরও সেই বলে- হুজুর! নিয়ে নেন। শেখ বাঘকে উদ্দেশ্য করে বলেন, চলে যাও। কোন বনী আদমকে কষ্ট দিলে আমি তোমার উপর তাদেরকে পরিচালক (কর্তৃত্ববান) বানিয়ে দেবো।[৩৬৬]

২৪. হযরত আবু আব্দুল্লাহ দায়লামী (র.)

হযরত আবু আইয়ুব হাম্মাল (র.) বলেন- হযরত আবু আব্দুল্লাহ দায়লামী (র.) যখন কোথাও তাশরীফ নিয়ে যেতেন তখন নিজের সওয়ারী গাধাকে কোথাও বেঁধে রাখতেন না বরং গাধার কানে বলে দিতেন যে, যাও, জঙ্গলে গিয়ে পানাহার করে এসো এবং অমুক সময়ে এখানে চলে আসবে। অতপর গাধা জঙ্গলে চলে যেতো এবং ঠিক সময়ে ফিরে আসতো।[৩৬৭]

২৫. হযরত আবু হালিম হাবীব ইবনে সালেম রাঈ (রা.)

হযরত আবু হালিম হাবীব ইবনে সালেম রাঈ (রা.) সালমান ফার্সী (রা.)'র সাহচর্যে ছিলেন অনেক দিন। তিনি ছাগল চড়াতেন এবং ফুরাত নদীর তীরে থাকতেন। সর্বদা নির্জনে থাকা পছন্দ করতেন।

একজন তরীকতের শেখ বর্ণনা করেন- একদিন আমি তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম তিনি নামাজে মশগুল ছিলেন। তাঁর ছাগলগুলোকে বাঘে চড়াচ্ছে। আমি মনে মনে বললাম এই ব্যক্তির মধ্যে বুজুর্গীর নিদর্শন দেখা যাচ্ছে। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি নামাজ শেষে সালাম ফিরালে আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করেন কি কাজে এসেছ? আমি বললাম– আপনার সাক্ষাতের জন্য। তিনি বললেন আল্লাহ তোমার কল্যাণ করুন।

আমি বাঘে ছাগল পাহারা দেওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বলেন ছাগলের রাখাল যেহেতু আল্লাহর দরবারে বসে আছে সেহেতু তাঁর ছাগলগুলোকে আল্লাহ বাঘের মাধ্যমে হেফাজত করতেছেন।

---

[৩৬৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫২

[৩৬৭]. মাওলানা আবুন নূর বশীর, সাচ্ছি হেকায়াত, উর্দ্দু, খন্ড ৩, পৃ. ৮৮

তারপর তিনি পাথরের নীচ থেকে একটি গাছের পেয়ালা বের করেন যাতে তাজা দুধ ছিল এবং অপর একটি পেয়ালা বের করেন যাতে স্বচ্ছ মধু ছিল। আমি বললাম হযরত! এটা কোন পর্যায়ের কারামাত এবং কিভাবে অর্জিত হল? তিনি বলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র আনুগত্যে অর্জিত হয়েছে। তিনি আরো বলেন- তুমি জান যে, হযরত মুসা (আ.)'র উম্মত যদিও তাঁর বিরোধী ছিল তবুও আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য পাথর থেকে পানি নির্গত করেন। মুসা (আ.)'র স্থান হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র নীচে। এখানে আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র অনুসারী'র জন্য যদি পাথরের নীচ থেকে দুধ ও মধুর পেয়ালা দান করেন তবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে?[৩৬৮]

২৬. হযরত শাহ্ সুলতান বলখী (র.)

হযরত শাহ সুলতান বলখী (র.) বগুড়ার বিখ্যাত সূফী সাধক ও ইসলাম প্রচারক ছিলেন। প্রথমে তিনি চট্টগ্রামের সন্দ্বীপে এসে উপস্থিত হন। সেখান থেকে মৎস্য পৃষ্ঠে আরোহণ করে ঢাকার হরিরামপুর গমন করেন। হরিরামপুরের হিন্দু রাজা ছিলেন কালীর উপাসক। সুলতান বল্‌খী নগরে প্রবেশ করে উচ্চকণ্ঠে আযান দেন। এই আযান শুনে কালী মূর্তি ও মন্দিরের অন্যান্য মূর্তি ভেঙ্গে চুড়মার হলো।

এই ঘটনা দেখে রাজা সুলতান বল্‌খীকে তাড়িয়ে দিতে সচেষ্ট হলেন। রাজার মন্ত্রী ইসলাম কবুল করলেন। দরবেশ রাজমন্ত্রীকেই সিংহাসনে আরোহণ করতে বললেন।

অতপর সুলতান বল্‌খী (র.) বগুড়ার রাজা পরশুরামের রাজ্য পরিদর্শন করলেন। রাজা পরশুরাম ও তার ভগ্নি শীলাদেবী তান্ত্রীক সাধক ছিলেন। কালীমূর্তির সামনে মানুষ বলী দেওয়া হতো। বল্‌খী মনস্থ করলেন তিনি শীলাদেবীকে ইসলামের দীক্ষা দিবেন। মহাস্থানে গিয়ে বল্‌খী রাজা থেকে সামান্য জমি প্রার্থনা করলেন। রাজা মঞ্জুর করলেন। কারণ, তিনি মনে করলেন দরবেশকে জমি দিলে আর কোন অশান্তি হবে না। কিন্তু দরবেশ যেই তাঁর কার্পেটখানা রাজ-প্রাসাদের নিকট বিছালেন অমনি উহা বাড়তে আরম্ভ করলো। দেখতে দেখতে উহা গোটা রাজপ্রাসাদ বেষ্টন করে ফেললো। রাজা এই দেখে ভীত হয়ে গেলেন। কিন্তু তার ভগ্নি রাজাকে অভয় দিয়ে বললেন যে, তার যাদু দ্বারা দরবেশের যাদু ব্যর্থ করে দেবেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। শীলাদেবী পরাজিত ও লজ্জিত হয়ে করতোয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলো। এখনো সে স্থানকে শীলাদেবীর ঘাট বলা হয়।[৩৬৯]

২৭. হযরত শাহ মখদুম (র.) (৭৩১ হি.)

কিংবদন্তী আছে, হযরত শাহ মখদুম (র.) নদীপথে কুমিরের পিঠে, শূন্যপথে বসার পীড়ির আসনে এবং স্থলপথে সিংহ বা বাঘের পিঠে চড়ে চলাফেরা করতেন।

শাহ মখদুম (র.) এর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে দু'টি কুমির ও দু'টি মেটে রঙের বাঘ ছিল। কুমির দু'টিরও অন্যান্য খাদিমদের মত দরগাহে বিশেষ মর্যাদা ছিল। শাহ মখদুমের

---

[৩৬৮]. আব্দুর রহমান জামী (র.), (৮৯৮ হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়্যত উর্দু, পৃ. ৪০৫

[৩৬৯]. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্পাদিত, আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম, পৃ. ১৮০

সঙ্গেই কুমির দু'টি আসে এবং কুমির দু'টি শাহ মখদুমের জলপথের বাহন ছিল। তারা মহাকাল দীঘিতে থাকত এবং নাম ধরে ডাকলে উঠে আসত। তারা বোঁচা-বুঁচি নামে পরিচিত ছিল। প্রতিনিয়ত মানুষের সংশ্রবে থাকার ফলে এগুলো গৃহপালিত পশুর ন্যায় হয়ে গিয়েছিল। ছেলেপেলেরা তাদের পিঠে বসে খেলা করত। দূরদূরান্ত থেকে হিন্দু-মুসলমান ভক্তগণ বোঁচা-বুঁচির জন্য মানত নিয়ে আসত।

হযরত শাহ্ মখদুম (র.)'র পালিত মেটে রঙের বাঘ দু'টি দেখতে ঘোড়ার মত ছিল। তাদের মাথা পর্যন্ত সম্পূর্ণ ঘাড়ে কুঞ্চিত লোম-রাজি বাতির আলোকে সোনার মতির মতো ঝলমল করত। বাঘ দু'টি প্রতি সোমবার ও শুক্রবার রাতে আসত এবং মাযারের চারদিকে প্রদক্ষিণ করত আর তাদের লেজের দ্বারা মাযার ঝাড়ু দিত। মাযার প্রদক্ষিণ করার পর বাঘ দু'টি মাযারের কবরের পায়ের দিকে বসত ও এক ঘন্টার বেশী মাযারে থাকত না। বাঘ দু'টিকে শের বারবার ও সিংহ বলা হত। বাঘ যাবার সময় মাযারের পিছনে কিছুদূর গিয়ে হাঁক দিয়ে চলে যেত এবং আর ফিরে আসত না। এরা কারো কোন ক্ষতি করত না। এ বাঘ দু'টি ছিল হযরত শাহ মখদুম (র.)'র বাহক। যারা এ দরগাহে বুজুর্গী হাসেল করেছিলেন তাদের অনেকেই নাকি হযরত শাহ মখদুম (র.) ও শাহ নূর (র.) কে এ দু'বাঘের পিঠে সওয়ার হয়ে আসতে দেখেছেন। তাই শুক্রবার ও সোমবার রাত্রে এ মাযারে খুব ভীড় হতো এবং এখনো হয়।[৩৭০]

২৮. হযরত শাহ জালাল (র.) (৭৪৬ হি.)

একদা এক হরিণীর বাচ্চা বাঘে খেয়ে ফেলে। সন্তানহারা মা মুর্শিদ সায়্যিদ আহমদ কবীরের দরবারে হাজির হয়ে কাতর নয়নে বিচার প্রার্থী হয়। তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি বলে হরিণীর মনের অবস্থা বুঝতে পারলেন এবং ভাগিনেয় ও শিষ্য হযরত শাহ জালালকে এর বিহিত করার নির্দেশ দিলেন। হযরত শাহ জালাল (র.) মামুর মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বনে প্রবেশ করলেন। ওলী-দরবেশদের স্বচ্ছদৃষ্টি ও ঐক্যান্তিক ইচ্ছার কাছে সবাই আত্মসমর্পন করে। অপরাধী বাঘটি শাহ জালালের কাছে এসে বিনয়ের সাথে লেজ লাড়তে লাগল ও হযরতের পা চাটতে লাগল। তিনি বাঘটিকে মামুর সামনে হাযির করলেন। মুর্শিদের নির্দেশে বাঘের সামনের ডান পা ভেঙ্গে দেওয়া হলো। বাঘটি প্রাণে বেঁচে চলে গেল, হরিণীও বিচার পেয়ে খুশী হয়ে ফিরে গেল। মুর্শিদ মামু শিষ্য ভাগিনেয়ের কর্মে খুশী হয়ে বললেন- জালাল! তুমি কামালিয়াতে (আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম সীমায়) পৌঁছেছ।[৩৭১]

২৯. হযরত আবু সোলাইমান খাওয়াম (র.)

রেসালায়ে কুশাইরীতে উল্লেখ আছে যে, আবু হাতেম সিজিস্তানী আবু নসর সিরাজ থেকে তিনি হোসাইন ইবনে আহমদ রাযী থেকে তিনি আবু সোলাইমান খাওয়াম থেকে বর্ণনা করেন। আবু খাওয়াম একদা গাধার উপর আরোহণ করে কোথাও যাচ্ছিলেন। গাধাকে মশা-মাছি বিরক্ত করতেছে যার কারণে গাধা বারবার মাথা নাড়াচ্ছে। তিনি বলেন,

---

[৩৭০]. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্পাদিত, আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম,পৃ. ২৪০ ও ২৪১
[৩৭১]. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্পাদিত, আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম, পৃ. ২০৬

একারণে আমি গাধাকে বারবার লাঠি দিয়ে মারতেছি। অনেক্ষণ মারার পর গাধা আমার দিকে মুখ করে বলতেছে আমাকে বিনা দোষে মারা হচ্ছে। আপনার মাথায়ও অনুরূপ প্রহার পড়বে। হোসাইন বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম হে আবু সোলাইমান! সত্যিই কি গাধা আপনার সাথে কথা বলেছে? হ্যাঁ বাচক উত্তর দিয়ে বলেন, আমি গাধার কথা এভাবে শুনেছি যেভাবে আপনি আমার কথা শুনতেছেন।[৩৭২]

৩০. হযরত আবুল খায়ের দায়লামী (র.)

এয়াহ ইয়াউলউলুম গ্রন্থে ইব্রাহীম আরকী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা হযরত আবুল খায়ের দায়লামী (র.)'র সাথে সাক্ষাতের জন্য বের হলাম। আমি যখন তাঁর কাছে পৌছঁলাম তখন তিনি মাগরীবের নামাজ পড়তেছেন। আমি দেখলাম যে, সূরা ফাতেহা তিনি শুদ্ধভাবে পড়েননি। এতে আমার খেয়াল আসল যে, আমার এত কষ্টের সফর অনর্থক হল। এমন জাহেল ব্যক্তি থেকে আমি কি ফয়েজ পেতে পারি? যখন সকাল হল আমি পেশাব করার জন্য বাইরে বের হলাম তখন একটি হিংস্র প্রাণী আক্রমণের জন্য আমার দিকে আসতে লাগল।

আমি ফিরে গিয়ে একথা শায়খকে বললাম। তিনি বাইরে এসে হিংস্র প্রাণীকে কাছে ডেকে বললেন, আমি কি তোমাকে বলিনি, আমার মেহেমানকে কষ্ট দিবেনা? হিংস্র প্রাণীটি একথা শুনে চলে গেল। আমি হাজত শেষ করে আসলে শায়খ আমাকে বললেন, তোমরা বাহ্যিক অবস্থা সংশোধনের কাজে ব্যস্ত থাক, ফলে হিংস্র প্রাণীকে ভয় পাও আর আমরা বাতেনী অবস্থার সংশোধনে লিপ্ত থাকি। তাই সিংহও আমাদেরকে ভয় পায়।[৩৭৩]

৩১. হযরত গোলামুর রহমান মাইজভান্ডারী (র.) (১৯৩৭ খৃ.)

হযরত গোলামুর রহমান মাইজভান্ডারী বাবাজান ক্বেবলা (র.) একদা বাড়ী থেকে বের হয়ে ক্রমশ উত্তর দিকে যেতে লাগলেন। শাহনগর, রাঙ্গামাটি ও ফেনুয়া প্রভৃতি গ্রাম হয়ে অবশেষে বনে প্রবেশ করেন। খাদেমগণ কয়েকদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। খাদেমদের মধ্যে শাহ্ আব্দুছ ছোবহানও সঙ্গে ছিলেন। তিনি ছয়মাস পূর্বে নিজবাড়ীতে স্বপ্নে দেখেন যে, বাঘসমূহ হযরত বাবাজান ক্বেবলাকে সিজ্‌দা করতেছে। এই ভ্রমণে হযরত বাবাজান ক্বেবলা (ক.) যে সময় নারায়ণ হাটের বহু পূর্বে গাড়ীটানা জুমিয়া পাড়ার নিকটবর্তী গভীর অরণ্যে রাত্রি যাপন করতেছিলেন। শাহ্ আব্দুছ ছোবহানও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। গভীর রাতে তিনি গাছে ঠেস দিয়ে বসলে একটু তন্দ্রা আসল।

হঠাৎ বাঘের ঘোগানীর শব্দ তার কানে গেলে তিনি চমকে উঠে বাবাজান ক্বেবলার দিকে দেখেন যে, তিনি বসে আছেন আর বাঘ তাঁকে সিজদা করতেছে। তখন তাঁর স্বপ্নের কথা স্মরণ হল। তিনি ছয়মাস পূর্বে যে স্বপ্নে দেখেছেন তা আজ জাগ্রত অবস্থায় স্বচক্ষে অবলোকন করেন।

---

[৩৭২]. আল্লামা কামাল উদ্দিন দুমাইরী, হায়াতুল হাইওয়ান উর্দূ, খন্ড ২য়, পৃ. ১৮২
[৩৭৩]. আল্লামা কামাল উদ্দিন দুমাইরী, হায়াতে হাইওয়ান, উর্দূ, খন্ড ২য়, পৃ. ৪৫১

হযরত আকদছের যামানার খাদেম হেদায়াত আলী মরহুমও কিছু দিন এই ভ্রমণে হযরত বাবাজান ক্বেবলার সঙ্গে ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, একদা দিনের বেলা হযরত বাবাজান ক্বেবলা নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে বসেছিলেন। খাদেমগণ খাবারের যোগাড়ে গিয়েছেন। হেদায়াত আলী একা তাঁর খেদমতে ছিলেন। তিনি পানি তলব করলে হেদায়াত আলী তাড়াতাড়ী পানি আনতে যান। পানি ছিল পাহাড়ের তলদেশে অনেক দূর। সেই দুর্গম পথ অতিক্রম করে পানি নিয়ে আসতে অনেক সময় লাগল। পানি নিয়ে বাবাজান ক্বেবলার নিকট গিয়ে দেখেন যে, তিনি শুইয়ে আছেন আর একটা বিরাট অজগর সাপ মস্তক উত্তোলন পূর্বক তাঁকে ছায়া দিচ্ছে। হেদায়াত আলী এই দৃশ্য দেখে দূরে সরে গিয়ে ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। অনেক্ষণ পরে সাপটি চলে গেল হেদায়াত আলী তাঁর খেদমতে হাজির হন।[৩৭৪]

[৩৭৪]. আব্দুস ছালাম ইছাপুরী, বাবাজান ক্বেবলাহ কাবার জীবন চরিত, পৃ.৬৭

www.ahlesunnahbd.com

স্বপ্নের বাস্তবতা

০১. হযরত আবু বকর (১৩ হি.) ও ওমর (রা.) (২৩ হি.)

ইমাম মুস্তাগফরী (র.) একজন পূর্ববর্তী আকাবের থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমার এক প্রতিবেশী ছিল। যে হযরত আবু বকর ও উমর (রা.) সম্পর্কে কটুক্তি করত। একরাতে আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখি যে, তাঁর ডানে হযরত আবু বকর বামে হযরত ওমর।

আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এক প্রতিবেশী এই দুই শেখ সম্পর্কে কটুক্তি করে আমাকে কষ্ট দেয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- তাকে হত্যা করে ফেল। সকাল হলে আমি তার অবস্থা দেখতে গিয়ে দেখি তার ঘরে কান্নার শব্দ হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম এখানে কি হয়েছে? উত্তরে বলল কাল রাতে তার ঘরে কে এসে তাকে হত্যা করেছে।[৩৭৫]

০২. হযরত সাবিত ইবনে কায়েস (রা.) ১২ হি.

আবুশ শেখ ইবনে হাব্বান 'কিতাবুল ওয়াসায়াতে' ইমাম হাকেম 'মুস্তাদরেকে' এবং ইমাম বায়হাকী 'দালায়েলুন নবুয়্যতে' হযরত আতা খোরাসানী (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন- আমাকে হযরত সাবিত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাস (রা.)'র মেয়ে বলেছেন যে, ইয়ামামা'র যুদ্ধে সাবিত শহীদ হন। তাঁর (লাশের) উপর একটি মূল্যবান চাদর ছিল যা এক মুসলমান নিয়ে যায়। পাশে অপর এক মুসলমান শুয়ে আছেন। তিনি (শুয়ে থাকা মুসলমান) সাবিতকে স্বপ্নে দেখেন এবং তাঁর চাদর চুরি হওয়া সম্পর্কে তাকে বলেন। চাদর যে নিয়ে গেল তার তাঁবু কোথায় অবস্থিত তার ঠিকানা, ধরণ ও যাবতীয় আলামত বলে দিয়েছেন স্বপ্নে। আরো বলেন- তুমি ঘুম থেকে উঠে সেনাপতি খালেদ বিন ওয়ালিদের কাছে গিয়ে বল যাতে আমার চাদর উদ্ধার করে। আর তুমি মদীনায় গেলে হযরত আবু বকর (রা.) কে বলবে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে এত দীনার কর্জ পাবে। তিনি যেন আমার কর্জ পরিশোধ করে দেন।

অতপর মুসলিম ব্যক্তি তাঁর কথা মত খালেদ বিন ওয়ালিদকে বলে চাদর উদ্ধার করেন এবং মদীনায় গিয়ে সিদ্দিকে আকবরকে ঘটনা বলেন আর তিনি তাঁর কর্জ পরিশোধ করে অছিয়ত পূর্ণ করেন। বর্ণনাকারী বলেন আমাদের জানা মতে সাবিত ইবনে কায়েস এমন এক ব্যক্তি যিনি মৃত্যুর পরে অছিয়ত করেন এবং তাঁর অছিয়ত পূর্ণ করা হয়েছে।[৩৭৬]

[৩৭৫]. আব্দুর রহমান জামী (র.), (৮৯৮ হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়্যত উর্দু, পৃ. ২৭০

[৩৭৬]. আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.), শরহুস সুদূর উর্দূ, পৃ.২৪৫, হাফেজ আবু নঈম ইস্পাহানী (র.), দালায়েলুন নবুয়্যত উর্দূ, পৃ. ৫১০

০৩. হযরত সা'আব ইবনে জুছামাহ্ (রা.)

ইবনে আবিদ দুনিয়া এবং ইবনে জওযী স্বীয় কিতাব 'উয়ুনুল হিকায়াত' এ স্বীয় সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত সা'আব ইবনে জুছামাহ্ ও হযরত আউফ ইবনে মালেক (রা.) এরা উভয় মৌখিক ডাকা ভাই ছিলেন। সা'আব আউফকে বলেন, হে ভাই! আমাদের মধ্যে যে আগে ইন্তেকাল করবে সে যেন স্বপ্নে অপরজনকে দেখা দেয়। আউফ বললেন এরকম কি হতে পারে? সা'আব বলেন হ্যাঁ, এরকম হতে পারে।

অতপর সা'আব ইন্তেকাল করলে আউফ তাঁকে স্বপ্নে দেখেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করেন- কেমন আছ? তিনি জবাব দেন সামান্য কষ্টের পর আমার প্রভু আমাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু আউফ বলেন আমি তার গর্দানে কালো ঝকঝকে একটি শিকল দেখেছি। জিজ্ঞেস করলাম, এর কারণ কি? সে বলল আমি অমুক ইহুদী থেকে দশ দীনার কর্জ নিয়েছিলাম যা অনাদায় রয়েছে। তা আজ আমার গলায় শিকল বানিয়ে ঝুলে দেওয়া হয়েছে। যদি তুমি তা আদায় করে দাও তবে আমার বড় উপকার হবে। আমার ঘরে যা কিছু হচ্ছে সবকিছু আমাকে অবহিত করা হয়। এমনকি কিছুদিন আগে আমাদের বিড়াল মারা গিয়েছে এর খবরও আমাকে দেওয়া হয়েছে। এটাও তোমার জানা প্রয়োজন যে, আমার মেয়ে ছয়দিন পরে মারা যাবে, তুমি তাকে দেখিও আর তার সাথে সদ্ব্যবহার করিও। আউফ বলেন- আমি সকালে উঠে সা'আব এর ঘরে এসে একটি প্লেটে দশ দীনার পেলাম। এইগুলো নিয়ে ইহুদীর নিকট গিয়ে বললাম, সা'আব এর উপর তোমার কি কিছু কর্জ ছিল? সে বলল হ্যাঁ, দশ দীনার ছিল? তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উত্তম সাহাবী ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে রহম করুণ। আমি দীনারগুলো তাকে দিলে সে বলল, খোদার শপথ! এই গুলো তো ঐ সব দীনার যা আমি তাঁকে দিয়েছিলাম।

তারপর আমি তাঁর পরিবারের কাছে জিজ্ঞেস করলাম যে সা'আব ইন্তেকালের পর আপনাদের পরিবারে কি কি ঘটনা ঘটেছে? তখন সংঘটিত ঘটনা সমূহ তারা বলতে লাগল। এমনকি বিড়াল মারা যাওয়ার ঘটনাও তারা বলল। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, আমার ভাতিজী কোথায়? তারা বলল খেলতেছে। আমি তাকে ধরে দেখি শরীর গরম তার জ্বর হয়েছে। আমি পরিবারের সদস্যদের বললাম তাকে ভালভাবে দেখিও। অতএব সে ছয়দিন পর মৃত্যুবরণ করল।[৩৭৭]

০৪. হযরত আবু বকর আক্তা (র.)

হযরত আবু বকর আক্তা (র.) বলেন আমি মদীনায় এসে পাঁচদিন হয়ে গেল কোন খাবার পাইনি। ষষ্ঠ দিন নবীর কবর শরীফে গিয়ে আরজ করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার মেহেমান। পাঁচদিন যাবৎ অনাহারী। অতপর রাতে স্বপ্নে দেখি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসতেছেন। ডানে আবু বকর, বামে ওমর ও সামনে আলী (রা.)। হযরত আলী এসে আমাকে বললেন উঠ, পয়গাম্বরে খোদা তাশরীফ এনেছেন। আমি উঠে অগ্রসর হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কপালে চুমু দিলাম। তিনি আমাকে

---

৩৭৭. আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.), (৯১১ হি.), শরহুস সুদূর উর্দূ, পৃ. ২৪৪

একটি রুটি দেন। আমি এর একাংশ ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে খেয়ে নিলাম। ঘুম থেকে উঠে দেখি রুটি এক টুকরা এখনো আমার হাতে রয়ে গেছে।[৩৭৮]

০৫. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ সূফী (র.)

আহমদ ইবনে মুহাম্মদ সূফী বলেন আমি তিনমাস যাবৎ জঙ্গলে ঘুরা ফেরা করছি। শরীরের চামড়া ফেটে গিয়েছে। আমি মদীনায় এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর উভয় সাথীকে সালাম আরজ করে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখি। তিনি বলেন- হে আহমদ! তুমি এসেছ, কেমন আছ? আমি বললাম এয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ক্ষুধার্ত ও আপনার মেহেমান। তিনি বললেন হাত দাও। আমি হাত টানলাম। তিনি আমাকে কয়েকটি দেরহাম দেন। যখন আমি ঘুম থেকে জাগ্রত হই দেখি ঐ দেরহামগুলো আমার হাতে বিদ্যমান। আমি বাজারে গিয়ে গরম রুটি ও ফালুদা কিনে পুনরায় জঙ্গলে চলে গেলাম।[৩৭৯]

০৬. হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবু যুর'আ (র.) এর পিতা

সূফী আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবু যুর'আ (র.) বলেন– আমি স্বীয় পিতা ও আবু আবদুল্লাহ ইবনে খফীফ (র.) এর সাথে ক্ষুধার্থ অবস্থায় মক্কা হয়ে মদীনায় উপস্থিত হলাম এবং খালী পেটে রাত কাটালাম। তখনও আমি নাবালেগ ছিলাম। বারবার আমি পিতাকে খাবারের জন্য বিরক্ত করতেছি। আমার পিতা উঠে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কবর শরীফের কাছে গিয়ে আরজ করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আমি আপনার ক্ষুধার্ত মেহমান। এই বলে তিনি মোরাকাবায় বসে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পর মোরাকাবা শেষে মাথা তুলে কখনো কাঁদতেন আবার কখনো হাসতেন। এর কারণ জানতে চাইলে উত্তরে তিনি বলেন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাক্ষাত পেয়েছি। তিনি আমার হাতে কিছু দেরহাম দিলেন। আমি হাত খুলে দেখি হাতে দেরহাম বিদ্যমান। সূফী সাহেব বলেন– আল্লাহ তায়ালা এতে এমন বরকত দান করেন আমরা সিরাজ শহরে প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত তা থেকে খরচ করেছি।[৩৮০]

০৭. হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.) (২৬১ হি.)

হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.)'র শান, মান ও প্রশংসা দেখে সেখানকার জনৈক আমীর বায়েজিদকে অশ্রদ্ধা করতেন। একদা বায়েজিদের জ্ঞান বুদ্ধি পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে তাঁর সাথে সাক্ষাত করার মানসে তাঁর এক মুরীদের কাছে জানতে চান যে, তাঁকে একটু নির্জনে কখন পাওয়া যায়? মুরীদ বলল, জুমা'র দিন তিনি জামাত আরম্ভ হওয়ার অনেক আগে মসজিদে যান, ঐ সময় দেখা করতে পারেন। জুমার দিন আমীর খুব সকালে সকালে মসজিদে গিয়ে হযরত বায়েজিদের ঠিক পাশে গিয়ে বসে পড়েন। কিন্তু তার উদ্দেশ্য সফল হল না। কারণ সেদিন বহু মুসল্লী একটু আগেই মসজিদে চলে আসেন। ফলে আমীর তাঁর সাথে কথা বলার সুযোগ পাননি।

---

[৩৭৮]. শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.), (১০৫২ হি.), জযবুল কুলুব, উর্দূ, পৃ. ২৪০,
[৩৭৯]. আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.), (১০৫২ হি.), জযবুল কুলুব, উর্দূ, পৃ. ২৪০,
[৩৮০]. আল্লামা সমহুদী (র.) (৯১১ হি.), ওয়াফউল ওয়াফা (আরবী খণ্ড পৃ. ২০০)

ইতিমধ্যে ইমাম সাহেব খুৎবা দিতে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমীর খুৎবা শুনতে শুনতে তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়েন এবং স্বপ্নে দেখলেন যে, আমীর হাশরের মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন আর একটি লোক তার জামার আঁচল টেনে ধরে বলতেছে, আমার কাজের পারিশ্রমিক পরিশোধ করুন।

আমীর তাঁকে ধমক দিলেন কিন্তু ইতিমধ্যে আমীরকে দোযখে নিক্ষেপ করার হুকুম হলো। আযাবের ফেরেস্তারা এসে তাঁকে টেনে দোযখের দরজায় নিয়ে গেল আর তিনি থর থর করে কাঁপতে লাগলেন।

এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন যে, দোযখের দরজার পাশে একখণ্ড চট বিছায়ে হযরত বায়েজিদ বসে আছেন, আর তাঁর সামনে অসংখ্য মুদ্রা স্তুপীকৃত ভাবে সাজানো আছে।

আমীরকে দেখে তিনি বলে উঠলেন, হায় হায়, ইনি আমার দেশের আমীর এর এরূপ দুরাবস্থা কেন? উত্তরে ফেরেস্তাগণ বললেন, এই ব্যক্তি কতিপয় মুদ্রার ঋণী আছে, তাই এর এই অবস্থা হয়েছে। এই কথা শুনে তিনি ফেরেস্তাদের হাতে কিছু মুদ্রা দিয়ে আমীরকে মুক্ত করে নিলেন। আমীরের স্বপ্নভেঙ্গে গেল। এদিকে মুয়াজ্জিন একামত আরম্ভ করলেন। মুসল্লীগণ দাঁড়িয়ে কাতার ঠিক করতে লাগলেন। আমীর দাঁড়িয়ে কাতার ঠিক করতেছেন এই সময় হযরত বায়েজিদ (র.) আমীরের কানের কাছে মুখ নিয়ে নিম্নস্বরে বললেন, হে আমীর সাহেব! আমি তোমাকে ছাড়ায়ে না নিলে এতক্ষণ দোজখের ভিতরে কি অবস্থা ঘটত?

নামাজ শুরু হয়ে গেল। নামাজান্তে আমীর বায়েজিদের পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলো এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সারা জীবন বায়েজিদের খেদমতে অতিবাহিত করেন।[৩৮১]

০৮. ইমাম বুখারী (র.) (২৫৬ হি.)

হযরত আব্দুল ওয়াহেদ ইবনে আদম তাওয়াভীসী (র.) একজন বড় বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলেন, আমি এক রাতে স্বপ্ন দেখি যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবায়ে কেরামগণকে নিয়ে রাস্তায় যেন কার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমি সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম- এয়া রাসূলাল্লাহ! কার অপেক্ষায় আছেন? তিনি উত্তরে এরশাদ করেন– মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী'র জন্য অপেক্ষা করতেছি। আব্দুল ওয়াহেদ বলেন এই স্বপ্নের কয়েকদিন পরই ইমাম বুখারী'র মৃত্যু সংবাদ শুনেছি। আমি লোক মারফত তাঁর ইন্তেকালের তারিখ ও সময় তাহকীক করে নিশ্চিত হয়েছি যে, যেই সময় আমি স্বপ্নে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অপেক্ষায় দেখেছি ঠিক সেই সময় ইমাম বুখারী ইন্তেকাল করেন।[৩৮২]

[৩৮১]. কে.এম.জি. রহমান, হযরত বায়েজিদ (র.) পৃ.৭৯

[৩৮২]. আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী (র.), বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, উর্দূ, পৃ. ১৮১

০৯. হযরত আব্দুল কাদের জিলানী ও শেখ হাম্মাদ (র.)

৫২১ হি. সনে বাগদাদের এক ব্যবসায়ী আবুল মোজফ্ফার তৎকালিন বাগদাদের শেখ হাম্মাদ (র.)'র দরবারে গিয়ে বলেন হে শেখ! আমি সিরিয়ায় ব্যবসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছি সাতশ দীনারের সম্পদ নিয়ে। অনুমতি ও দেয়ার প্রার্থনা করছি।

শেখ হাম্মাদ বলেন তুমি এই বছর সফর করলে মৃত্যুবরণ করবে এবং তোমার সম্পদ ছিনতাই হবে। তখন ব্যবসায়ী ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বেরিয়ে এসে শেখ আব্দুল কাদের (র.)'র সাথে সাক্ষাত করে। এ সময় তিনি যুবক ছিলেন। তাঁকে শেখ হাম্মাদের ভবিষ্যত বাণীর কথা বলা হল।

তখন শেখ আব্দুল কাদের বলেন- তুমি যাও। তুমি সকালে যাবে এবং অঢেল সম্পদ নিয়ে নিরাপদে ফিরে আসবে। তোমার দায়িত্ব আমি নিলাম। তখন সে সিরিয়ায় যাত্রা করে এক হাজার দীনার মাল বিক্রি করল। একদিন প্রয়োজনে পানির কূপে প্রবেশ করলে ভুলে দীনারের থলি ফেলে এসে তাবুতে নিদ্রা গেল। স্বপ্নে দেখতেছে যে, তার কাফেলা আরব ডাকাত কর্তৃক আক্রান্ত হল। সকলের সম্পদ লুটে নিল এবং সকলকে হত্যা করল। ডাকাতের মধ্যে একজন এসে তাকেও অস্ত্র দিয়ে হত্যা করল। তখন সে ভীত অবস্থায় জাগ্রত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল এবং তাঁর কাঁধে রক্তের চিহ্ন ও ব্যাথা অনুভব করল। তারপর তার ফেলে আসা দীনারের কথা মনে পড়লে তাড়াতাড়ী গিয়ে দেখে থলে পড়ে আছে। থলে নিয়ে বাগদাদে চলে আসে। বাগদাদে এসে মনে মনে ভাবতেছে আগে কার সাথে দেখা করবে? কারণ শেখ হাম্মাদ বয়সে বড় অপর দিকে শেখ আব্দুল কাদের (র.)'র কথা সত্যি হয়েছে। হঠাৎ বাজারে শেখ হাম্মাদের সাক্ষাত মিলে। তিনি বলেন! হে আবুল মোজাফ্ফার! প্রথমে শেখ আব্দুল কাদের এর খেদমতে যাও। কেননা তিনি খোদার মাহবুব বান্দা। তিনি তোমার জন্য আল্লাহর দরবারে সতের বার প্রার্থনা করেন। ফলে তোমার জাগ্রত অবস্থায় হত্যা হওয়া নির্ধারিত ছিল, আল্লাহ তায়ালা তা স্বপ্নে রূপান্তর করে দেন।

অতপর তিনি শেখ আব্দুল কাদের (র.)'র খেদমতে আসলে তিনি বলেন- তোমাকে শেখ হাম্মাদ বলেছেন যে, আমি তোমার জন্য সতের বার দোয়া করেছি। খোদার শপথ! আমি তোমার জন্য সত্তর বার দোয়া করেছি। ফলে তোমার জাগ্রত অবস্থার হত্যা আল্লাহ তায়ালা স্বপ্নে এবং সম্পদ লুন্টন ভুলের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে দেন।[৩৮৩]

১০. হযরত খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্‌তি (র.) (৬৩২ হি.)

হযরত সাইয়্যেদিনা আবুল উলা (র.) হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.) এর বংশধর ছিলেন। হযরত আবুল উলা (র.)'র পিতা দীর্ঘদিন নি:সন্তান থাকায় একদা হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তি (র.)'র দরগাহে উপস্থিত হয়ে একটি পুত্র সন্তানের বাসনার কথা প্রকাশ করলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই মনোবাসনা পূর্ণ করেছেন। তিনি স্বপ্নযোগে দেখেন যে, হযরত খাজা সাহেব (র.) তাঁকে লক্ষ্য করে বলতেছেন, শীঘ্রই তুমি একটি পুত্র সন্তান লাভ

---

৩৮৩. আবুল হাসান শাতনূফী (র.), (৭১৩ হি.), বাহজাতুল আসরার, উর্দূ, পৃ. ৭৩

www.almodinabd.com

করবে এবং সে আমার অত্যন্ত প্রিয়-ভাজন হবে। এই আশ্বাসবাণীর ফলস্বরূপই আল্লাহর রহমতে সাইয়্যেদিনা। আবুল উলা (র.) জন্মলাভ করেন।[৩৮৪]

১১. হযরত আবুল উলা (র.) হিন্দুস্থানের একজন অতি উচ্চস্তরের সর্বজন মান্য মাশায়েখ ছিলেন। প্রথমে তিনি নক্শবন্দীয়া তরীকায় মুরীদ হয়েছিলেন। কিন্তু এতে তাঁর তেমন উন্নতি পরিলক্ষিত না হওয়াতে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন অবস্থায় কাল যাপন করতেছিলেন। কিছু দিন পর স্বপ্নে হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র নির্দেশে এবং হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ (র.)'র আহ্বানে তিনি আজমীর চলে গেলেন।

যখন তিনি খাজা সাহেবের দরগাহ শরীফে উপস্থিত হলেন, তখন রওজা শরীফের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল, কিন্তু তিনি দরজার সম্মুখে দাঁড়ানো মাত্র তা অমনিই খুলে গেল।

ভিতরে প্রবেশ করে তিনি পরম ভক্তির সাথে কবর শরীফ চুমু খেয়ে কয়েকবার তাওয়াফ করেন। জানা যায় যে, তাওয়াফ কালে তিনি সামনে হযরত খাজা সাহেবকে উপবিষ্টাবস্থায় দেখে সালাম করেন।

খাজা সাহেব তাঁকে সাইয়্যেদিনা বলে সম্বোধন করে কাছে ডেকে নিয়ে হা করতে বলেন, তিনি হা করলে খাজা সাহেব তাঁর মুখ গহ্বরে লাল বর্ণের একটি দ্রব্য প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তা খেয়ে ফেলতে বলেন। তিনি ঐ দ্রব্য খাওয়ামাত্র তাঁর কাশফ খুলে গেল এবং মুহূর্তে তিনি রূহানী জগতের উচ্চস্তরে আরোহণ করলেন। তাঁর বেলায়েত অর্জিত হল।

অতপর তিনি খাজা সাহেবের রওজা শরীফ থেকে বের হবার সাথে সাথেই লোকেরা তাঁকে সাইয়্যেদিনা বলে সম্বোধন করতে লাগল।[৩৮৫]

১২. হযরত শরফুদ্দিন বূসীরী (র.)

কসীদায়ে বুরদা শরীফের প্রণেতা হযরত শরফুদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে হাসান বূসীরী (র.) পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে শরীরের অর্ধাংশ অবস্ হয়ে পড়ে। হাকীমগণ চিকিৎসার অপারগতা প্রকাশ করলে তিনি নৈরাশ হয়ে পড়েন। এই হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আশ্রয় নেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শানে এই অনবদ্য কাসীদা রচনা করেন এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট স্বীয় রোগ মুক্তির একমাত্র উসীলা মনে করেন। জুমার রাতে একাকী ঘরে আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে হুযূরী ক্বলব নিয়ে বিনয়ের সাথে এই কাসীদা আবৃত্তি আরম্ভ করেন।

ইত্যবসরে তাঁর নিদ্রা আসল এবং স্বপ্নে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দীদার নসীব হলো। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট তাঁর কঠিন রোগ মুক্তির প্রার্থনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মোবারক হাত শরফুদ্দিন বূসীরী (র.) এর রুগ্ন অঙ্গে বুলিয়ে দেন। আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বরকতে তাঁকে পরিপূর্ণ শেফা দান করেন এবং তিনি তৎক্ষণাৎ পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেন।

---

[৩৮৪]. আলহাজ্ব মাওলানা এ,কে,এম, ফজলুর রহমান মুন্সী, হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তি (র.) পৃ. ১৫৬

[৩৮৫]. আলহাজ্ব মাওলানা এ,কে,এম, ফজলুর রহমান মুন্সী, হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তি, পৃ.১৫৫

সকালে উঠে তিনি কোন প্রয়োজনে বাজারে যাচ্ছিলেন তখন পথে তাঁর সামনে এক দরবেশ এসে সালাম দিয়ে বলেন– আমি আপনার থেকে ঐ কাসীদা শুনতে চাই, যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রশংসা রয়েছে। তিনি বললেন, আমি তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শানে ও প্রশংসায় অনেক কাসীদা রচনা করেছি। আপনি আমার থেকে কোন কাসীদা শুনতে চান? তখন দরবেশ বললেন, যে কাসীদার শুরুতে امن تذكر جيران بذى سلم الخ আছে আমি সেটিই শুনতে চাই।

হযরত শরফুদ্দিন বূসীরী (র.) আশ্চর্য হয়ে বললেন, খোদার শপথ! এখনো পর্যন্ত আমার ঐ কাসীদা সম্পর্কে কেউ অবগত নহে। সত্যি করে বলুন আপনি ঐ কাসীদার কথা কার থেকে শুনেছেন। দরবেশ বললেন, খোদার কসম! আমি ঐ কাসীদা গত রাতে আপনার থেকে শুনেছি। গতরাতে যখন আপনি ঐ কাসীদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে স্বপ্নে পড়েছেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ কাসীদা এমন মনযোগ দিয়ে শ্রবণ করেছেন যে, যার বরকতে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে পূর্ণ সুস্থতা দান করেন তিনি যখন ঐ কাসীদা দরবেশকে দেন তখন এই কাসীদার গোপনীয়তা প্রকাশ হয়ে গেল মানুষের কাছে। ফলে এই কাসীদার বরকত সর্ব সাধারণের কাছে সার্বজনীন হয়ে উঠে। ধীরে ধীরে এই কাসীদা রাজ্যের উজির বাহাউদ্দিনের নিকট পৌঁছে এবং তিনি উহাকে এমন বরকত মন্ডিত মনে করতেন যে, সর্বদা তিনি বিনয় প্রকাশের উদ্দেশ্যে খালি পায়ে ও খালি মাথায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐ কাসীদা শ্রবণ করতেন।

বর্ণিত আছে যে, ঐ উজীরের এক নায়েব সা'দ উদ্দিন ফারুকী অন্ধ হয়ে যান। স্বপ্নে এক বুজুর্গ তাঁকে বললেন, বাহাউদ্দিন থেকে কাসীদায়ে বুরদা নিয়ে নিজের উভয় অন্ধ চোখে রাখ। সকালে উঠে সা'দ উদ্দিন উজীরের খেদমতে গিয়ে স্বপ্নের কথা বর্ণনা করেন এবং ঐ কাসীদা নিয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে স্বীয় দু'চোখে রাখেন। আল্লাহ তা'আলা ঐ কাসীদার বরকতে তাকে পূর্ণ শেফা দান করেন।[৩৮৬]

এই কাসীদাকে কাসীদায়ে বুরদাহ বলার কারণ হল বুরদাহ শব্দের অর্থ চাদর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রশংসায় ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে রচিত এই কাসীদা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশী হয়ে আল্লামা শরফুদ্দিন বূসীরী (র.)'র কে স্বপ্নে একখানা চাদর উপহার দেন। তিনি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দেখেন পুরো কক্ষ খুশবু হয়ে গিয়েছে আর নবী কর্তৃক স্বপ্নে দেয়া চাদর তাঁর গায়ের উপর বিদ্যমান। এই কাসীদা রচনা করে নবী কর্তৃক স্বপ্নে চাদর প্রাপ্ত হয়েছেন বলে এই কাসীদাকে কাসীদায়ে বুরদাহ বলা হয়। (সংকলক)

উল্লেখ্য যে, উক্ত গ্রন্থের ২৭৪ পৃষ্ঠায় কাসীদায়ে বুরদাহ পাঠের ফযিলত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ৩৩টি উপকারের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই কাসীদা পাঠ করা হয়।

এগুলোর প্রত্যেকটি পাঠের নিয়ম ও সংখ্যা সহ বিস্তারিত ওখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

---

[৩৮৬]. দালায়েলুল খায়রাত ও কাসীদায়ে বুরদাহ, প্র:মদীনা বুক ডিপো, উর্দু বাজর জামে মসজিদ, দিল্লী, পৃ. ২৭৩-২৭৪

১৩. হযরত সরমদ শহীদ (র.)

হযরত সরমদ শহীদ (র.) ভারতবর্ষের একজন প্রসিদ্ধ মজযুব অলি ছিলেন। একদা বাদশা আওরঙ্গজেব আলমগীর'র কন্যা শাহজাদী যেবুন্নেছা কোথাও যাওয়ার পথে দূর থেকে দেখেন যে, জঙ্গলের একপাশে এক ফকীর বসে আছেন। জিজ্ঞেস করেন উনি কে? সঙ্গী-সাথীরা উত্তর দিল তিনি সরমদ। শাহজাদীর মনে তাঁর দোয়া নেওয়ার আগ্রহ জাগল। শাহজাদী কাছে গিয়ে দেখেন- তিনি একা বসে বালু দিয়ে খেলাচ্ছলে ঘর বানাচ্ছেন। শাহজাদী একটু দূর থেকে মনযোগ দিয়ে দেখতেছেন। তারপর জিজ্ঞেস করেন সরমদ! কি বানাচ্ছ? বললেন ফকীরের জন্য চিরস্থায়ী (জান্নাতের) ঘর নির্মাণ করছি। জিজ্ঞেস করেন বিক্রি করবে? বললেন হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করেন একখানা ঘর কতমূল্যে বিক্রি করবে? উত্তরে বলেন এক টিক্কা তামাকের বিনিময়ে।

শাহজাদী তাৎক্ষনিক ঘোড়া দৌড়ে গিয়ে মহল থেকে একটি টিক্কা নিয়ে এনে দেন। হযরত সরমদ ঐ টিক্কা নিয়ে একটি ঘরের চর্তুদিকে আঙ্গুল দিয়ে গোল করে রেখা টেনে দিয়ে ঠিক মধ্যখানে লিখে দেন আমার এই চিরস্থায়ী ঘর শাহজাদীর নিকট এক টিক্কা তামাকের বিনিময়ে বিক্রয় করলাম।

এরপর হাত দিয়ে সমস্ত মাটির ঘর ভেঙ্গে দিয়ে মজযুবী অবস্থায় একদিকে চলে যায়। শাহজাদীও ঘরে চলে আসেন। রাত প্রায় তিনটার সময় সুবেদার এসে শাহজাদীর ঘুম ভেঙ্গে বলেন- জাহাপনা আপনাকে ডাকতেছেন। হঠাৎ এত রাতে বাদশাহ'র ডাক! তিনি ভীত অবস্থায় গিয়ে দেখেন বাদশা তাহাজ্জুদের নামাজে ব্যস্ত। নামাজ শেষে জিজ্ঞেস করেন আজ তুমি কি কোন কেনা-বেচা করেছ? শাহ্জাদীর খেয়াল সরমদের ঘটনার দিকে যায়নি। কারণ তা ছিল একটি মামুলী ব্যাপার এবং একজন মজযুবের খেল তামাশা। বাদশা তার মেয়ের হতভম্ব অবস্থা বুঝতে পেরে বলেন তুমি কি আজকে কসরে খুলদ বা জান্নাতের স্থায়ী মহল ক্রয় করেছ? মেয়ে ভয়ে বলতেছে না। কারণ বাদশা সরমদের বুজুর্গীতে বিশ্বাসী ছিলেন না। বাদশা বলেন- মা, ভয় পেয়োনা। নির্ভয়ে বল, আমি স্বপ্নে ঐ মহল দেখেছি যেখানে লিখা আছে যে, শাহজাদী যেবুন্নেছা'র কাছে তামাকের একটি টিক্কার বিনিময়ে বিক্রি করা হয়েছে। আমি ভিতরে যাওয়ার চেষ্টা করলে প্রবেশ করতে বাধা দিল। শাহজাদী সব ঘটনা খুলে বললে বাদশা খুশী হন। সকালে উঠে বাদশা স্বয়ং সরমদের কাছে গিয়ে একটি মহল ক্রয়ের ইচ্ছে প্রকাশ করলে সরমদ বলেন- আওরঙ্গজেব! ক্রয়-বিক্রয় প্রতিদিন হয় না। ওটা আমার নিজের ছিল যার কাছে মন চেয়েছে বিক্রি করে দিয়েছি। মনে চাইলে আবার বিক্রি শুরু করবো। অনেকবার এভাবে বাদশা গিয়ে তাঁর কাছে আবেদন করেন প্রতিবার একই উত্তর দেন। বাদশা মহল তো পায়নি তবে তাঁর ভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন।[৩৮৭]

১৪. শাহ আব্দুর রহিম (র.)

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) 'আনফাসুল আরেফীন' গ্রন্থের ১০০ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার পিতা বলতেন, রমযান মাসে একদিন আমার নাক দিয়ে

---

[৩৮৭]. শাহ মুরাদ সুহরাওয়ার্দী, মাহফিলে আউলিয়া, উর্দূ, পৃ. ৫৭০

রক্ত পড়ে। ফলে আমি এমন দুর্বল হয়ে পড়েছি যে, রোযা ভেঙ্গে ফেলার উপক্রম হলো। কিন্তু রমযানের ফযিলত নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমি খুবই চিন্তিত। চিন্তা মগ্ন অবস্থায় আমার কিঞ্চিৎ তন্দ্রা আসল। এতে আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখি। তিনি আমাকে সুস্বাদু ও সুগন্ধিযুক্ত যর্দা দান করেন। তারপর অত্যন্ত সুমিষ্ট স্বচ্ছ ঠান্ডা পানিও প্রদান করেন, যা আমি পরিতৃপ্ত হয়ে পান করেছি।

যখন আমার তন্দ্রা ভাঙ্গল তখন আমার ক্ষুধা ও পিপাসা সম্পূর্ণ চলে যায় এবং তখনো আমার হাতে যর্দায় ব্যবহৃত যাফরানের সুগন্ধি বিদ্যমান ছিল। আশেক লোকেরা আমার হাত ধুয়ে পানি সংরক্ষণ করে রেখেছেন এবং তাবাররুক হিসাবে তা দিয়ে ইফতারও করেছেন।[৩৮৮]

১৫. জনৈক গরীব ব্যক্তি

হযরত ইবনে আস'য়াদ ইয়াফী শাফেয়ী (র.) বলেন, আমি এক শহরে গিয়ে জানতে পারলাম সেখানে একজন বুজুর্গের মাযার আছে যাতে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন আসে। আমিও মাযারে গিয়ে ফাতেহা পড়ে লোকজনের কাছে সাহেবে মাযার সম্পর্কে জানতে চাই। তারা বলল, তিনি এই শহরের একজন গরীব লোক ছিলেন। একসময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মৃত্যুবরণ করেন। এখানকার এক ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে তাঁর জন্য কাফনের কাপড় কিনে কাফনের ব্যবস্থা করে। রাতে সে স্বপ্নে দেখল যে, ঐ গরীব মৃত ব্যক্তি স্বীয় কবর থেকে বেরিয়ে আসলেন এবং হাতে উন্নতমানের একটি রেশমী হিল্লা ছিল। তিনি রেশমী হিল্লা খানা ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে বলেন ইহা আমাকে কাফন পরিধান করার বিনিময়, তুমি নাও। যখন সে জাগ্রত হল তখন রেশমী হিল্লা তার হাতে বিদ্যমান ছিল।[৩৮৯]

১৬. জনৈক ইয়েমনী বন্ধু

জনৈক বুজুর্গব্যক্তি বলেন আমি মক্কা শরীফে অবস্থান করছিলাম। একজন ইয়েমনী হাজী তার এক বন্ধুকে নিয়ে আমার কাছে এসে আমাকে কিছু হাদিয়া দিয়ে বলে আমার বন্ধু থেকে এক আশ্চর্য ঘটনা শুনুন। সে তার সাথীকে বলল পুরো ঘটনা বর্ণনা করে শুনাও। তখন সে বলল আমি 'সানয়া' নামক স্থান থেকে এক কাফেলার সাথে হজ্বের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। এক ব্যক্তি আমাকে বলল তুমি মদীনা শরীফে পৌঁছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাজেরী দেয়ার সময় হযরতের দরবারে এবং তাঁর সাথী হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রা.) কে আমার সালাম দিও। অতপর আমি মদীনায় পৌঁছে সরকারে দো আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে নিজের সালামী দেয়ার সময় তাদের সালামের কথা ভুলে যাই। আমাদের কাফেলা মক্কা শরীফের দিকে রওয়ানা হয়ে আমরা ইহরাম বাধার জন্য যুল হুলাইফায় পৌঁছে গিয়েছি। তখন ঐ ব্যক্তির সালামের

---

[৩৮৮]. মুফতি জালাল উদ্দিন আহমদ আমজাদী, বুযুর্গোঁকে আকীদে উর্দু, পৃ. ৩২৪

[৩৮৯]. মাওলানা আবুন নূর বশীর, সাচ্ছি হেকায়াত উর্দু, খন্ড ৫, পৃ. ৪২

কথা আমার মনে পড়ে। আমি সাথীদের বললাম- আমি মদীনা শরীফে ফিরে যাচ্ছি। আমার আসা পর্যন্ত আমার মালপত্র একটু খেয়াল রাখবে।

তারা বলল কাফেলা তো চলে যাবে, ভয় হচ্ছে হয়তো তুমি সময় মতে আসতে পারবে না। আমি বললাম, ঠিক আছে আমার মালপত্র তোমরা নিয়ে যাও, আমি এসে যাবো। এ কথা বলে আমি মদীনা শরীফে চলে গেলাম এবং নবী'র দরবারে উপস্থিত হয়ে ঐ ব্যক্তির সালাম আরজ করলাম। ইত্যবসরে রাত হয়ে গেলে আমি কাফেলা সম্পর্কে খবর নিয়ে জানতে পারলাম তারা চলে গিয়েছে। আমি পুনরায় মসজিদে নববী শরীফে এসে ভাবলাম অন্য কোন কাফেলার সাথে মক্কায় চলে যাবো। রাতে নিদ্রা গেলাম। শেষ রাতে স্বপ্নে দেখি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদ্দীকে আকবর ও ফারুকে আযম (রা.) সহ তাশরীফ আনেন। সিদ্দীক ও ফারুক উভয় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন হুজুর! ইনিই সেই ব্যক্তি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে ফিরে দেখেন এবং বলেন হে আবুল ওয়াফা! আমি আরজ করলাম, হুজুর! আমার উপনাম আবুল ওয়াফা নয় বরং আবুল আব্বাস। তিনি বলেন, না, তুমি আবুল ওয়াফা। তারপর আমার হাত ধরে তুলে আমাকে মক্কা শরীফের মসজিদে হারামে বসিয়ে দেন। আমি স্বপ্ন থেকে জাগ্রত হয়ে দেখি মসজিদে হারামে বসে আছি। অতপর আট দিন যাবৎ আমি মসজিদে অবস্থান করি। আট দিন পর আমার কাফেলার লোকেরা মক্কা শরীফে পৌঁছে।[৩৯০]

১৭. হযরত আবু দাউদ গাঙ্গুহী (র.)

হযরত মুহাম্মদ দাউদ গাঙ্গুহী (র.) প্রতি মাসে জাকঝমকের সহিত গিয়ারভী শরীফ পালন করতেন। একসময় গিয়ারভী শরীফের তারিখ উপস্থিত কিন্তু তাঁর কাছে কোন টাকা-পয়সা ছিলনা। তিনি স্বীয় মুরীদ শেখ সুন্দাহকে বললেন, ভাই আজকে গিয়ারভী শরীফ উদ্‌যাপনের জন্য আমার কাছে কিছুই ছিলনা। কিন্তু কোন মহাজনের কাছে গিয়ে কোন কর্জ নিওনা। কেননা, গাউছে পাক (র.) স্বয়ং নিজেই আমাকে ফাতেহার ব্যবস্থা করে দেন। আমি ঘুমাচ্ছিলাম স্বপ্নে দেখি হুজুর গাউছে পাক তাশরীফ আনেন এবং একটি পুটলি দিয়ে বলেন এইগুলো দিয়ে গিয়ারভী শরীফ করিও। জাগ্রত হয়ে দেখি এই এগারটি টাকা ও একটি আশরফী। ঐ দিন থেকে তাঁর সকল দু:খ কষ্ট ও অভাব অনটন দূরীভূত হয়ে সাচ্ছন্দে জীবন-যাপন করেন।[৩৯১]

১৮. হযরত মীরান শাহ (র.)

নোয়াখালী জেলার প্রাচীন বুজুর্গ অলীদের মধ্যে হযরত মীরান শাহ (র.) ছিলেন অন্যতম। তাঁর কারামত প্রবচনের ন্যায় প্রসিদ্ধ। মৃত্যুর পর হযরত মীরান শাহ (র.) কে যে স্থানে সমাহিত করা হয় তার পাশে একটি পুকুর ও একটি বাঁশ ঝাড় আছে। প্রবল জনশ্রুতি আছে যে, কোন বাড়ীতে বিবাহ শাদী বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলে এবং সেখানে থালা বাটি ইত্যাদির প্রয়োজন হলে বাড়ীর কর্তা উক্ত পুকুরের কাছে আসত এবং মীরান শাহের নাম

---

[৩৯০]. মাওলানা আবুন নুর বশীর, সাচ্ছি হেকায়াত, উর্দূ, খন্ড ৫, পৃ. ৯৭। সূত্রঃ রওজুর রায়াহীন, আরবী, পৃ. ১৮১

[৩৯১]. শাহ মুরাদ সুহরাওয়ার্দী, মাহ্‌ফিলে আউলিয়া, উর্দূ, পৃ.৪৮৫

নিয়ে নিজ প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করলে একটু পরেই দেখা যেতো যে, প্রয়োজন মাফিক থালা-বাসন ভেসে উঠেছে। বাড়ীর কর্তা তা নিয়ে আসত এবং প্রয়োজন শেষে আবার উহা ধুয়ে মুছে পরিস্কার করে পুকুরে রেখে আসত। বেশ কয়েক বছর এভাবে চলছিল।

একদা এক বাড়ীওয়ালার চাকরানী এর একটি বাটি লুকিয়ে রেখে অবশিষ্ট তৈজসপত্রগুলি পুকুরে রেখে এসেছিল। পরদিন বাড়ীওয়ালা পুকুরে গিয়ে দেখে যে, থালা-বাসনগুলি পানির উপরে ভাসমান অবস্থায় রয়েছে। তখন সে একটু আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়ল। কারণ এর আগে কখনো এমন দেখা যায়নি। প্রয়োজন শেষে থালা-বাসনগুলি পরিস্কার করে পুকুরে ছেড়ে দিলে সাথে সাথেই তা ডুবে যেতো। কর্তা এর কারণ অনুসন্ধানে তৎপর হল কিন্তু কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি। পরদিন রাতের বেলা সে স্বপ্ন দেখল যে, তার চাকরাণী একটি বাটি চুরি করে রেখে দিয়েছে এবং তা অমুক জায়গায় আছে। ঘুম হতে জেগে সে চাকরাণীকে জিজ্ঞেস করলে চাকরাণী নিরূপায় হয়ে ঘটনার সত্যতা স্বীকার করল। এরপর বাড়ীওয়ালা সেই বাটি নিয়ে পুকুরে ছেড়ে দিলে অমনি সবগুলি থালা-বাসন পানিতে নিমজ্জিত হয়ে গেল। লোকেরা বলে সেই ঘটনার পর হতে আর কখনো থালা-বাসন উপরে উঠে না বরং তা চিরতরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

বাঁশঝাড় সম্পর্কে জনশ্রুতি এই যে, ক্ষেতের ফসলে পোকা লাগলে উক্ত ঝাড় হতে একটি কঞ্চি কেটে নিয়ে ক্ষেতের মধ্যে পুঁতে রাখলে পোকা চলে যেতো এবং ফসল অক্ষত থাকত।[৩৯২]

১৯. হযরত জালাল উদ্দিন আউলিয়া (র.)

খুলনা জেলার ভর সিমলা ইউনিয়নে বাগবাটি গ্রামে হযরত জালাল উদ্দিন আউলিয়া (র.)'র মাযার বিদ্যমান। তাঁর ইন্তেকালের পর মাযারটি পাকা করা হয়েছিল। কিন্তু কাল প্রবাহে তা জরাজীর্ণ হয়ে পড়ায় এক হিন্দু ভদ্রলোক তা পুনরায় মেরামত করে দিয়েছে। লোকমুখে প্রচারিত ঘটনাটি হল নিম্মরূপ।

উক্ত হিন্দু ভদ্রলোক চিররুগ্ন ছিল। শারীরিক অসুস্থতার সাথে যৌনশক্তিও হারিয়ে ফেলেছে। বিয়ে করেছে কিন্তু স্ত্রী তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না। আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল বলে চিকিৎসায় কখনো কার্পণ্য করেনি। শিব মন্দিরে পাঁঠা বলিও দিয়েছিল, কিন্তু কোন ফল হয়নি। একদিন সে দেখল যে, কতগুলো বিদেশী লোক হযরত জালাল উদ্দিন আউলিয়া'র মাযারে ওরশ উদযাপন করতে যাচ্ছে। সে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল যে, তিনি অত্যন্ত কামেল বুজুর্গ ছিলেন। তখন ভদ্রলোক মানত করল যে, যদি সে আরোগ্য লাভ করে তবে তাঁর মাযারটি মেরামত করে দেবে। মানত করার পর ভদ্রলোক ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠতেছে।

একরাতে সে স্বপ্নে দেখল যে, সাদা পোষাক পরিহিত একজন সুদর্শন মুসলিম মহাপুরুষ তার শয্য পাশে এসে বলতেছেন, তুমি আল্লাহর অলী'র ভাঙ্গা মাযার মেরামত করার ওয়াদা করেছ, এতে আল্লাহ পাক তোমার ভগ্নস্বাস্থ্য পূর্ণ সুস্থ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

[৩৯২]. সাদেক শিবলী জামান, বাংলাদেশের সুফী সাধক ও অলী আউলিয়া, পৃ. ২০৬

তুমি সত্য ধর্ম গ্রহণ কর। তাহলে তোমার মানসিক ব্যাধিও দূর হবে। এরপর ঐ ভদ্রলোক তাঁর মাযার পাকা করে দেয়। খোদার কি কুদরত! মাযার পাকা করার কাজ যেদিন সমাপ্ত হয়েছে; সেদিন সে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়ে যায়।

কিছুদিন পর সে ভদ্রলোক সন্তানের পিতা হয়। ফলে সে মুসলমান হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু তার স্ত্রী যদি মুসলমান না হয় সেই চিন্তায় সে কয়েকদিন যাবৎ ভারাক্রান্তমনা ছিল। একদিন তাঁর স্ত্রী স্বামীর চিন্তাগ্রস্থের কারণ জিজ্ঞেস করলে সে স্ত্রীকে সবকথা খুলে বলল। শুনে স্ত্রী বলল, আমিও কয়েকদিন যাবৎ এই ধরনের স্বপ্ন দেখে আস্‌ছি। কিন্তু মুখ খুলে আপনাকে বলতে সাহস পায়নি। আপনি যদি মুসলমান হন ভবে আমিও মুসলমান হবো।

এই দম্পতিযুগল কলেমা পড়ে মুসলমান হলো এবং তাদের ঘরে কয়েকটি সন্তানের আর্বিভাব ঘটলো।[৩৯৩]

২০. খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (র.) (১৩৪২ হি.) *

হরিপুরে নির্মিত খাজা চৌহরভী (র.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসায়ে রহমানিয়ার নির্মাণ কারিগর এতো বড় একটি মাদ্‌রাসা তৈরী করেও কোন মজুরী নিলেন না। খাজা চৌহরভী (র.)'র আধ্যাত্মিক কামালিয়াত সম্পর্কে তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাই কারিগর মনে মনে নিয়্যত করলেন যে, মাদ্রাসার নির্মাণ বাবৎ তিনি কোন মজুরী নিবেন না। এর বদলা হিসেবে তিনি কোরানে হাফেজ হতে চান। মাদ্রাসা নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলো। কিন্তু কোন মজুরী নিলেন না কারিগর। একান্ত দৃঢ় প্রত্যয়ে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন কবে তাঁর আশা পূরণ হবে। একদিন সত্যি সত্যিই সেই স্বপ্নের দিনটি এসে গেল। একরাতে স্বপ্নে খাজা চৌহরভী (র.) কারিগরের সামনে উপস্থিত। কারিগরের সামনে রাখা একটি কোরান শরীফ। কোরান শরীফের একের পর এক করে শেষ পর্যন্ত সব পৃষ্ঠা উল্টানো হলো তাঁর সামনে। দেখতে না দেখতে কোরানে করিমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছয় হাজর ছয় শত ছেষট্টি আয়াত তাঁর দৃষ্টিতে পড়তেই মুখস্থ হয়ে গেল।[৩৯৪]

২১. জনৈক দানশীল ব্যক্তি ঃ

আরবের একদল লোক একজন প্রসিদ্ধ দানশীল ব্যক্তির কবর যিয়ারত করতে যায়। বহু দূরের সফর ছিল বিধায় তারা ক্লান্ত হয়ে রাতে কবরের পাশে ঘুমিয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে একজন কবরস্থ দানশীল ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখে যে, সে তাকে বলল তুমি তোমার আরোহণের উটটি আমার উন্নতমানের বখতী উটের বিনিময়ে বিক্রি করবে? উটটি কবরস্থ মৃত ব্যক্তি তরকা হিসেবে রেখে এসেছিল। ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নের মধ্যেই মৃত ব্যক্তির সাথে উটের বেচা কেনা সমাপন করল। মৃত ব্যক্তি কবর থেকে উঠে তার যিয়ারতকারীদের মেহেমোনদারী করার জন্য ঘুমন্ত ব্যক্তির চুক্তি কৃত উটটি জবেহ করে দিল। উটের মালিক ঘুম থেকে উঠে

---

[৩৯৩]. সাদেক শিবলী জামান, বাংলাদেশের সুফী সাধক ও অলী-আউলিয়া, পৃ. ১৫৯

[৩৯৪]. মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, পথের দিশা দেখালেন যাঁরা, পৃ. ৫০

* প্রথম প্রকাশে বিশ নম্বর শিরোনাম ও এর অধিনস্ত প্রথম লাইনে 'খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (র.)'র স্থলে 'হযরত সৈয়দ আহমদ সিরিকোটি (র.)'র নামটি অনিচ্ছাকৃত মুদ্রণ প্রমাদ ঘটে। এ সংস্করণে তা সংশোধন করা হল।

দেখে তার উট জবেহ কৃত এখনো রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। সে উঠে উটের মাংস আগন্তুক যিয়ারতকারীদের মধ্যে বন্টন করে দেয়। সবাই রান্না করে খেয়ে চলে যাওয়ার পথে সামনের মনযিলে পৌঁছলে দেখে যে, এক ব্যক্তি একটি বখতী উটে সওয়ার হয়ে খুজতেছে যে, তোমাদের মধ্যে অমুক নামের ব্যক্তি কে? স্বপ্নদেখা লোকটি বলল এটাতো আমার নাম। সে বলল– তুমি কি অমুক কবরস্থ ব্যক্তির কাছে কিছু বিক্রি করেছ? উত্তরে সে তার স্বপ্নের বেচা কেনার কথা বলল। বখতী উটে আরোহী লোকটি বলল কবরস্থ লোকটি হলেন আমার পিতা। এটা তারই বখতী উট। তিনি আমাকে স্বপ্নযোগে বলেছেন যে, যদি তুমি আমার যোগ্য সন্তান হয়ে থাকো তাহলে আমার এই বখতী উট অমুক ব্যক্তিকে দিয়ে দাও। তিনি আমাকে তোমার নামও বলে দিয়েছেন। নাও, এটা তোমার, এই বলে উট আমাকে সোর্পদ করে দিয়ে সে চলে যায়।[৩৯৫] – ইত্তেফাক

www.ahlesunnahbd.com

sahihaqeedah.com

Sunni-Encyclopedia.
blogspot.com

[৩৯৫]. আল ইত্তেহাফ, আরবী।

তাওবা কবুল হওয়া

০১. হযরত ফুযাইল ইবনে আয়ায (র.) (১৮৭ হি.)

হযরত ফুযাইল বিন আয়ায (র.) একজন জগৎ বিখ্যাত অলি ছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে লুটেরা ছিলেন। আল্লাহর দরবারে তাওবা করার পরে ইতিপূর্বে যাদের ধন-দৌলত লুট করেছিলেন তাঁদেরকে ডেকে তাদের মাল-সম্পদ ফেরত দিয়ে তাদেরকে খুশী করেছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে একজন ইহুদী ছিল। তিনি কিছুতেই খুশী হচ্ছেনা। হযরত ফুযাইল (র.) তাকে অনেক আকুতি-মিনতি করে বললেও সে রাজী হয়নি। অবশেষে ইহুদী বলল যদি আপনি পায়ের নিচে মাটিকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করতে পারেন তবে আমি মেনে নেবো। হযরত ফুযাইল (র.) হঠাৎ তাঁর পায়ের নিচের মাটিকে স্বর্ণ বানিয়ে তার দিকে নিক্ষেপ করল। সাথে সাথে ইহুদী মুসলমান হয়ে গেল। এবং সে বলল আমি তাওরাত কিতাবে দেখেছি যে, যার তাওবা কবুল হয় সে যদি মাটিও হাতে নেয় তবে তা স্বর্ণ হয়ে যায়। এখন আমি নিশ্চিত হয়েছি যে, আপনার তাওবা কবুল হয়েছে। মাটিকে স্বর্ণ বানানো আমার উদ্দেশ্য নয় বরং আপনার তাওবা কবুল হয়েছে কিনা পরীক্ষা করাই আমার উদ্দেশ্য।[৩৯৬]

০২. হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.) (৫৬১ হি.)

গাউছে পাক (র.) বলেন- একরাতে আমি জামে মনচুর মসজিদে নামাজ পড়তেছি। স্তম্ভে কোন বস্তুর নড়াচড়ার আওয়াজ শুনতে পাই। অতপর একটা বড় সাপ এসে আমার সিজদার স্থানে মুখ তুলে বসে গেছে। আমি সিজদায় গিয়ে হাতে সাপটিকে সরিয়ে দিয়ে সিজদা করলাম। আমি যখন আত্তাহিয়্যাতু পড়ার জন্য বসলাম তখন সাপ আমার রানের উপর দিয়ে গলায় গিয়ে গর্দানে পেছিয়ে ধরল। আমি সালাম ফিরানোর পর সাপকে দেখিনি।

পরের দিন জামে মসজিদ থেকে বের হয়ে আমি মাঠের দিকে গেলে এক ব্যক্তিকে দেখলাম, যার চোখ বিড়ালের মত এবং শরীরের গঠন লম্বা। তখন আমি বুঝে গেলাম যে সে জ্বিন। সে আমাকে বলল- আমি সেই জ্বিন যাকে আপনি কাল রাত দেখেছেন। আমি বহু আউলিয়াকে এইভাবে পরীক্ষা করেছি যেভাবে গতরাতে আপনাকে করেছি। কিন্তু কেউ আপনার মত সুদৃঢ় থাকেনি। কেউ কেউ জাহের-বাতেন উভয় দিক থেকে ভয় পেয়েছিল। আবার কেউ কেউ বাহ্যিকভাবে ভয় পেয়ে থাকলেও অন্তরে সুদৃঢ় ছিল। কিন্তু আমি আপনাকে দেখলাম যে, আপনি জাহেরী ও বাতেনী কোন দিক থেকেই ভীত হননি। তাকে (জ্বিন) তাওবা করানোর প্রার্থনা করলে আমি তাকে তাওবা করালাম। সেই আমার মুরীদ হয়ে গেল।[৩৯৭]

---

৩৯৬. মাহবুবে এলাহী নিজাম উদ্দিন আউলিয়া (র.) (৭২৫ হি.) আফযালুল ফওয়ায়েদ উর্দূ, পৃ. ১৩

৩৯৭. আবুল হাসান শাত্নূফী (র.) (৭১৩ হি.) বাহ্জাতুল আস্রার, উর্দূ, পৃ. ২৫৭